

Volume

01

Quintessence of
Nazrul

ন জ রুল নি র্যী স

English Translation of an Emblematic
Collection of the Poet's Works

Quintessence of Nazrul

Volume One

নজরুল নির্যাস
প্রথম খণ্ড

Quintessence of Nazrul

Volume One

নজরুল নির্যাস
প্রথম খণ্ড



National Poet Kazi Nazrul Islam Institute
Ministry of Cultural Affairs

Quintessence of Nazrul

Volume One

First Published

January 2026

Published by

Nation Poet Kazi Nazrul Islam Institute

Kabi Bhaban

House-330-B, Road 28 (Old)

Dhanmondi Residential Area, Dhaka-1209

Bangladesh

Cover Design by

Anisuzzaman Sohel

Printed by

D S Printing and Packaging

132, Arambag, Motijheel, Dhaka

Price

BDT 2000.00 / US \$ 20

ISBN

978-984-555-081-9

Dedication

To the Martyrs of the July 2024 Revolution,
which was influenced by the spirit of our
National Poet Kazi Nazrul Islam

Translation and Review Committee

Chairman

Professor Irshad Ahmed Shaheen

Members

Md. Jihad Uddin
K, M, Al-Ameen
Mohammad Zahir Uddin
Subarna Shirin
Debashis Das
Alamgir Mohammad
Nadira Bhabna
Md. Robiul Islam

Member Secretary

Md. Latiful Islam Shibli

Translators

Abdul Hakim

A Politician. Writer, Translator

Abu Rushd

Short stories writer, novelist, columnist and translators

Alamgir Mohammad

Assistant Professor of English
Bangladesh Army International University of
Science & Technology

Bashudha Chakravarty

A journalist, essayist, translator, Calcutta.

Debashis Das

Lecturer
Department of World Religions and Culture
University of Dhaka

Fakrul Alam

Professor, Department of English, University of Dhaka

Gulsan Ara Kazi

Poet, Play Wirter, Critic, Essayist, Translator

Irshad Ahmed Shaheen

Dean, School of Arts & Culture and Head,
Department of English at University of South Asia

Kabir Chowdhury

Professor of English, Dhaka University. Critic, Essayist, Translator

Mohammad Zahir Uddin

Associate Professor and Head of The Department of English
Brahmanbaria Government college

Mizanur Rahman

A civil servant. Writer, Translator

Mohammad Nurul Huda

Poet, Critic, Essayist, Translator

Mohammad Shafiqul Islam

Professor, Department of English
Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet

Nadira Bhabna

A literary scholar, translator and cultural critic

Nashid Kamal

Singer, writer and translator

Mustofa Munir

Poet, Critic, Essayist, Translator

Peter Custers

Journalist, Writer and Translator, Netherlands

Rachel Fell McDermott

Nazrul Scholar and Professor
Columbia University USA

Sajed Kamal

Poet, artist, photographer
and translator

Subarna Shirin

Researcher and Translator
National Poet Kazi Nazrul Islam Institute, Dhaka

Syed Mujibul Huq

Writer and translator

William Radice

Poet, Essayist, Translator
Department of Bengali
School of Oriental and African Studies, London

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মের বহু প্রতীক্ষিত ইংরেজি অনুবাদ Quintessence of Nazrul বা নজরুল নির্যাস-এর প্রথম প্রকাশনা উপলক্ষে এই ভূমিকা লিখতে পেরে আমি মহান আল্লাহর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলা ভাষার বিশ্বকবি নজরুল যেখানে নিজের সম্পর্কে বলছেন, ‘আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের’। আর নিজেকে তিনি এতটাই ছড়িয়ে দিতে চান— ‘বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির’। এই ছড়িয়ে যাওয়ার এবং ছাড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমটার নাম—ভাষা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নজরুল ইসটিটিউট প্রতিষ্ঠার ৪০ বছর পর তাঁর নির্বাচিত সাহিত্যকর্মের ইংরেজি অনুবাদ করে কবির বৈশ্বিক হয়ে ওঠার এই আকাঙ্ক্ষা আমরা পূরণ করতে পেরেছি।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতির চেতনাস্বর, মানবমুক্তির অগ্নিকণ্ঠ এবং সাম্য ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের শাস্ত্র দূত। তাঁর সাহিত্যকর্ম শুধু বাংলা ভাষার সম্পদ নয়, বরং বিশ্বমানবতার এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। নজরুলের রচনায় যে শক্তি, যে সৃজন ব্যাকুলতা, যে প্রতিবাদ, যে প্রেম—তা ভাষা, ভৌগোলিক পরিসর কিংবা সাংস্কৃতিক সীমানাকে অতিক্রম করে মানবজাতির সঙ্গে কথা বলে।

বিশ্বায়নের যুগে সাহিত্যের আন্তর্জাতিক পরিচিতি নির্মাণে একটি শক্তিশালী ও মানসম্মত ইংরেজি অনুবাদ অপরিহার্য। কারণ ইংরেজি হলো সেই সেতুবন্ধনের ভাষা, যার মধ্য দিয়ে একটি সাহিত্য অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই গ্রন্থের মাধ্যমে নজরুলের কাব্যের জ্যোতি, তাঁর গানের মানবিক স্পন্দন, তাঁর গদ্যের দীপ্ত সত্যবোধ, সবকিছুই আন্তর্জাতিক পাঠকের কাছে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্যভাবে পৌঁছে যাবে।

নজরুলের সাহিত্যকে বিশ্বমণ্ডলে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এ ধরনের উচচমানের অনুবাদ শুধু একটি গ্রন্থ নয় বরং একটি সাংস্কৃতিক প্রকল্প, একটি আন্তর্জাতিক সেতুবন্ধন। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের গবেষক, অনুবাদক, সাহিত্য অনুরাগী এবং শিক্ষার্থীরা নজরুলকে নতুন চোখে দেখার সুযোগ পাবেন। তাঁদের গবেষণা ও অনুবাদ উদ্যোগ আরও বেগবান হবে এবং বিশ্বসাহিত্যে নজরুলের অবস্থান নতুনভাবে পুনর্মূল্যায়িত হবে।

নির্বাহী পরিচালক হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে যুক্ত থাকতে পেরে আমি ব্যক্তিগতভাবে এক গভীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছি বলে মনে করি। কারণ একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্বদরবারে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা শুধু একটি প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, এটি এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক অঙ্গীকার এবং নৈতিক কর্তব্য। নজরুলের চেতনার বিশ্বায়ন আমাদের সময়ের একটি প্রয়োজন, এবং সেই প্রয়াসে Quintessence of Nazrul হবে এক মাইলফলক।

এই অনুবাদ গ্রন্থটির সফল প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে একটি নিবেদিতপ্রাণ অনুবাদক দলের সমন্বিত শ্রম ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে। অনুবাদকগণ তাঁদের শিল্পবোধ, ভাষা দক্ষতা এবং গবেষণামূলক গভীরতা দিয়ে নজরুলের রচনার সৌন্দর্য সর্বোচ্চ সততায় উপস্থাপন করেছেন। তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। একই সঙ্গে এই প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি গভীর ধন্যবাদ। এই অনুবাদ কর্মের সম্পাদনা চলমান থাকবে। প্রতিটি ভুলত্রুটি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

আমাদের বিশ্বাস, Quintessence of Nazrul নজরুলের সাহিত্যকে নতুন ভুবনে নিয়ে যাবে—মানবতার বৃহত্তর অঙ্গনে এবং বিশ্বপাঠকের অন্তরে। এই বই হবে নতুন পরিচয়ের, নতুন আলোচনার, এবং নজরুল চেতনার নতুন যাত্রার প্রথম সোপান। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের পাঠকদের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছাক, তাঁর কাব্যিক মহিমা জাগিয়ে তুলুক নতুন মানবিক দিগন্ত, এটাই আমার প্রত্যাশা।

জানুয়ারি ২০২৬

মোঃ লতিফুল ইসলাম শিবলী

নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট

Preface

I express my deep gratitude to Almighty Allah for the opportunity to write this foreword on the occasion of the first publication of *Quintessence of Nazrul (Nazrul Nirjash)* the long-awaited English translation of the literary works of Kazi Nazrul Islam, the national poet of Bangladesh.

Regarding himself, the great poet of Bengali, Kazi Nazrul Islam said: "I do not belong only to this country or this society simply because I was born here. I belong to all countries and all people." He aspired to spread his essence so widely that he declared: "Surpassing the universe, I have risen alone with my head ever held high." The medium for this expansion and transcendence is language. Though it is a sombre truth that it has taken 40 years since the establishment of the National Poet Kazi Nazrul Institute, we have finally been able to fulfil the poet's aspiration of becoming global by translating his selected literary works into English.

Kazi Nazrul Islam is the voice of our national consciousness, the fiery orator of human liberation, and the eternal messenger of equality, fraternity, and justice. His literary body of works is not merely a treasure of the Bengali language but a brilliant beacon for all of humanity. The power, creative restlessness, protest, and love found in Nazrul's writings speak to mankind by transcending linguistic, geographical, and cultural boundaries.

In this era of globalization, a powerful and high-quality English translation is essential to establish the international identity of literature. English is one of the bridging language through which literature opens the horizons for translation into other languages. Through this book, the brilliance of Nazrul's poetry, the humane pulse of his songs, and the radiant sense of truth in his prose will reach international readers in a comprehensible and acceptable manner.

To bring Nazrul's literature to the global stage, a high-quality translation of this nature is not just a book but a cultural project – an international bridge. Through this, a new generation of researchers, translators, literary enthusiasts, and students will have the opportunity to see Nazrul through fresh eyes. Their research and translation initiatives will gain momentum, and Nazrul's position in world literature will be re-evaluated.

As the Executive Director of the National Poet Kazi Nazrul Islam Institute, I feel I have fulfilled a profound historical responsibility by being associated with this significant work. Presenting a nation's cultural heritage on the world stage is not merely an administrative duty; it is a broader cultural commitment and a moral obligation. The globalization of Nazrul's consciousness is a necessity of our time, and in that endeavour, *Quintessence of Nazrul* will serve as a milestone.

The successful publication of this translated volume was made possible by the collective labour and creativity of a dedicated team of translators. With their artistic sensibility, linguistic skill, and research depth, the translators have presented the beauty of Nazrul's works with the utmost honesty. I express my sincere gratitude to them. Simultaneously, I extend deep thanks to everyone involved in this publication. The editorial work on this translation will remain ongoing. Any errors or inaccuracies will be corrected in subsequent editions.

We believe that *Quintessence of Nazrul* will take Nazrul's literature to a new realm – into the wider arena of humanity and into the hearts of global readers. This book will be the first step toward a new identity, new discourse, and a new journey for Nazrul's consciousness. It is my expectation that his message reaches readers in the international landscape and that his poetic majesty awakens new humanitarian horizons.

January 2026

Md. Latiful Islam Shibli
Executive Director (Grade-1)
National Poet Kazi Nazrul Islam Institute

Message from Reviewer

It's my honour to introduce this unique compilation of quintessential translated works by Kazi Nazrul Islam. A window into the soul of Nazrul, a poet whom injustice and despair could not silence, is opened. Nazrul's fearless voice imbued in rebellion, spirituality, human dignity and love, reaches readers, cutting across linguistic boundaries. The works capture Nazrul's defiance against oppression, his deep compassion for the marginalized and his suffering and intense emotional force.

The translators have sincerely tried to retain the rhythm, imagery, and emotional depth of the original Bangla works. Though translation reshapes language, the spirit of Nazrul's poetry, its urgency, musicality, moral courage and spirit remain intact. The many dimensions of Nazrul, the poet are revealed through diverse themes of resistance, freedom, equality, tenderness, devotion and universal love.

This compilation introduces global readers to Nazrul's literary genius and affirms his relevance and significance in today's world. He continues to inspire courage, challenge injustice, and remind us of the enduring power of the human voice when raised in truth, through his poetry. We hope that you will enjoy getting to know our national poet Kazi Nazrul Islam and his timeless creations.

Dr. Tazin Aziz Chowdhury
Professor and Chairperson
Department of English
University of Dhaka

Foreword

'*Quintessence of Nazrul*' is an anthology of English translations of some representative pieces from almost all the genres of Kazi Nazrul Islam's oeuvre. Its can be reckoned as an anthology comprising his literary creations of various types. The poet once pronounced in one of his lectures—"It's mere destiny that I made my advent here (in my native society in India), but in reality I belong to all the societies of all times." This utterance of the poet is extremely significant and makes sense why this publication has been overdue for decades.

Even a Google search will reveal a modest outline of the extraordinary nature of Kazi Nazrul Islam's creations as well as the spirit of the kind of life he led. In a complex vortex of inexorable social, political, economic and religious stalemate, he made his puissant and heroic appearance in Bengal—the then cultural capital of in British occupied India. Alongside his profoundly aesthetic literary pieces, he wrote vehement poems, composed fiery lyrics and also assumed the roles of Co-editor, Editor and Chief Director in various newspapers in order to spread the message of equality, independence, human liberty and to contribute to many other essential areas of civilisation.

His advent was like thunder and soothing rainfall in simultaneity. His oeuvre bears the testimony to the fact that he made a unique combination of Dionysian and Apollonian artistic sensibilities. This was an obvious result of the unified sensibility he sustained all his life. It was a state of realisation that powered his artistry as well as his life itself. For the first 6/7 years of his creative life, which spanned from his stint as a soldier in the First World War to the period of sensation he created in the literary and political circles in Kolkata in the first half of 1920s. He made his contributions in several capacities including those of a poet, musician, journalist, political leader, singer and so forth.

Surprisingly, the prevailing social conditions in British-ruled India like religious bigotry, poverty, inequity of various kinds, Hindu-Muslim feuds and everything that denied human rights

constitute the topics, themes and motifs of his early literary creations – obviously in the form of protest, remonstrance and revolt. Though these elements never disappeared from his contents in the years to follow, a new stream of awareness pervaded his works with the start of the second quarter of his creative life. This period roughly comprises the first five to six years of the total span. The latter stream found its manifestation in exquisite romantic, spiritual, mystical and religious contents.

Although he had already shot into fame with his highly spirited and rebellious editorials, poems and songs of protest and remonstrance, his popularity brimmed over with the publication of the mighty and puissant 'Bidrohi' – a poem, with almost no or very slight debatability to be considered the greatest poem ever written in Bangla and one of the greatest in world literature. This poem, in many ways, represents Nazrul's rebel self with just a window that permits a gaze into his profounder entity, which ranges from diverse kinds of material love to the Supernal one. Apart from the predominantly rebellious overtone in the poem in which the 'I' seems to be a power which, in its melting pot, fuses the idea of individuality of quite a few modern philosophers including Frederick Nietzsche, Karl Jung, Rene Decartes, Thomas Aquinas, David Hulme and some great Greek Philosophers including Aristotle and Plato. In literature Walt Whitman, who Nazrul himself quoted, was another exponent of the vindication of self.

Kazi Nazrul Islam's 'I' or 'Myself', which is a combination of various aspects of the multifaceted human self, tries to carve and keeps fighting for an ideal universe which was, and still is, not easy or may even be impossible to establish. But his sanity never allowed him to give up the fight and this quest for perfection added another dimension at the beginning of the third quarter of his creative life. This time his journey was to seek a universe the like of which he tried to establish. From the external perspective, the difference was huge, but in effect they were the same with a difference of magnitude and depth. This is like the crevices on the skin of an orange we don't see when we view it from a distance.

To seek and discover his ultimate self, Nazrul trode a path unknown to most of us. It is a desolate one with spiritual passersby few and far between. It is the experience in course of this journey that he speaks back to us in the form of literary creations. This makes Nazrul Islam possibly the most difficult Bengali poet to understand because his experiences range from spirituality to dialectal materialism ; from creations that inspire devout religious practice to skepticism that verge on atheism to those who believe in 100% practice of rituals in religious practices. The diversity of the forms of his literary creation almost matches the heterogeneity of shades in his conviction. *Quintessence of Nazrul* seeks to introduce the readers to some emblematic pieces of literary works from most of the genres he covered.

In the first quarter of his creative life, the mammoth heap of cumulative injustice, inequality and oppression all around had immersed Nazrul Islam in an ocean of anguish and agony. He deliberately decided to revolt against all anti-human forces through his writings and engagement in politics. The resistance he had to face for his ideology, conviction and revolution was huge. His books were proscribed by the Government and he was put under constant surveillance of intelligence branches. Finally, for declaring the Independence of India publicly in an editorial of his newspaper *Dhumketu* and other fiery publications, he was arrested, put on farcical trial and jailed. There, he went on a hunger strike which lasted 39 days protest against the barbaric atrocities of the Government against political as well as general prisoners. No oppression and no persecution could deter the poet from speaking, writing and fighting for the mass.

But the most stunning fact is that another aesthetic sensibility in Nazrul Islam had been running parallel to with his protest, struggle and remonstrance. This, apparently in contrast with the high sounding protest literature, was soft, mellow and profound. But the fact that each of the two sensibilities was complementary to the other is the most important thing. His protest literature was generally high sounding and often trenchantly satirical at the mainstream politicians who were highly compromising on the issue of independence and vituperated the ruling British for adapting immoral strategies to exploit the native people. But what

remains a puzzle is how he managed to sustain the high grade aestheticism in his vociferous poetry and prose.

Kazi Nazrul Islam is said to have made his advent like a comet in the domain of Bengali literature. The popularity he achieved in almost no time is unparalleled in the history of this literature. It happened because, despite writing for the masses, often in a high sounding style, he surprisingly maintained high literary standard as well. If we consider the cases of his early masterpieces including *Bidrohi*, we find him maintaining a perfect balance of puissant explosion of protest and exquisite artistry. As far as his aesthetic stand is concerned, it was absolutely novel. He believed that a poet's task is to uphold the basic rights of common people in simultaneity with making literary contributions which align with the existing trends in art, literature, culture and domains beyond.

Nazrul Islam had his own ideas about poetic norms and criteria. In an epistolary declaration he said, "I really don't know if there is any mandatory definition of the Art. Even if there is any, I'm not going to abide by that." This statement is immensely important in the backdrop of what we understand by aestheticism or 'Art for Art's sake. As we all know, Art for Art's sake, a philosophy that art's value lies solely in its beauty and form, existing independently of any moral, didactic, political, or utilitarian purpose, focusing purely on self-expression and inherent artistic worth, championed by movements like aestheticism. But despite this dogmatic stand, Aestheticism never managed to go undebated as to whether art can truly be separated from human values and continued to enjoy unquestionability within specific art circles and social quarters. Moreover, it remained quite abstruse to even a significant section of art connoisseurs. Nazrul's conviction was strong enough to reject the idea that art had nothing to do with human amelioration and would only be concerned with the appreciation of aesthetic beauty and charm. So what Kazi Nazrul Islam decided to have as his poetic ideal was to produce the kind of literary creations that made a combination of everything that embedded elements enriching human existence.

If we go through one of his literary articles titled **“Bortoman Bishwa Shaitwa”** (Contemporary World Literature), we have a feeling that all on a sudden we have been exposed to every nook and corner of the vast world of global literature and, at the same time, privileged to gaze at the panoramic view of it. Then again, we have a sensational analysis and categorization of these works and sketches of the psyche of the writers of these from the philosophical, psychological and attitudinal perspectives. Some of the writers he analytically studies and categorises in this article are Yone Noguchi, Yeats, Benavarte, Johan Boar, Knut Hamsun, Barnard Shaw, Walt Whitman, Leo Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Alexander Pushkin, Dmitry Sergeyevich Merezhkovsky, Rabindranath Tagore, Leonid Adreyev and many others. The first time I read it was possibly like the wonder that made Keats compose 'On First Looking into Chapman's Homers. In the essay Nazrul makes three categories among the writers of his time and palpably places himself in the third, which contained the cream of both the other categories. Perhaps this is the most effective que that a reader can have to comprehend Nazrul.

In “Bidrohi”, he proclaimed, "With one hand I bear the curved bamboo flute, while the other holds the war-trumpet." This expression symbolically implies that he was on this planet for meting out absolute, unsullied love, and fighting against all kinds of malevolent vices simultaneously. These two phenomena complement each other all his life – both as an artist and as a human in his personal life. His love, however, demands a denotation. It was transcendental and all the variations of it were very subtly interwoven. It starts with love for his motherland and ends up in the Almighty. Here lies his uniqueness, and this is the main reason why he was able to make a fusion of Apollonian and Dianosian sensibilities to an unprecedented degree. Even his mysticism, which assumes an all-engulfing dimension in the last quarter of his active life is a sincere and highly artistic combination of mystical sensibilities modelled on various traditions - Indian and Semitic in particular. In addition to these, his works are strewn with literary masterpieces manifesting the profundity of his self-styled mystical experiences.

His creative life lasted just over two decades as almost all his cognitive functions were dysfunctional by the age of 43. He became mute, as he had been prophesying over the years prior to his silence. He lived speechless for almost thirty four years, often showing signs that he was living in a world which we in general did not have access to, but was allowing him to have connections to occasional awareness of a few phenomena, particularly through music in our sphere of existence. He was taken to Europe a decade after the onset of severe aphasia in 1942. After much investigations in England and Austria, Professor Hans Hoff in Vienna diagnosed the ailment as Pick's disease—an early onset degenerative disease of the central nervous system. But despite his 'too early' departure from the creative world, he has continued to influence and shape the life and conviction of billions and may prove to be a trailblazer of a new world order in the highly precarious world order of today.

January 2026

Prof. Irshad Ahmed Shaheen

Dean, School of Arts & Culture and Head,
Department of English at University of South Asia

সূচিপত্র

কবিতা

অগ্রনায়ক	৪৯
The Vanguard	52
Translated by Mohammad Zahir Uddin	54
অম্রাণের সওগাত	৫৫
The Bounty of Agrahayan	57
Translated by Mohammad Zahir Uddin	58
অদর্শনের কৈফিয়ত	৬০
An Alibi for Saudade	61
Translated by Debashis Das	61
অবেলার ডাক	৬২
A Belated Call	66
Translated by Abdul Hakim	71
অভয়-সুন্দর	৭২
Fearless Beauty	75
Translated by Debashis Das	77
অভেদম্	৭৮
The Nondual	80
Translated by Debashis Das	82
আগমনী	৮৩
The Welcoming Song	85
Translated by Mustofa Munir	88
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে	৯০
The Ecstasy Of Creation	92
Translated by Kabir Chowdhury	93
আত্মগত	৯৪
Self-centered	97
Translated by Mohammad Shafiqul Islam	99

আনন্দময়ীর আগমনে	১০০
On the Advent of Anandamoyee	103
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	106
আমার কৈফিয়ত	১০৯
My Apology	113
<i>Translated by Sajed Kamal</i>	116
আল্লা পরম প্রিয়তম মোর	১১৭
Allah, My Most Beloved	120
<i>Translated by Debashis Das</i>	123
আশা	১২৪
Hope	125
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	125
আশীর্বাদ	১২৬
Blessings	127
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	127
ঈদ-মোবারক	১২৮
Eid Mobarak	131
<i>Translated by Bashudha Chakravarty</i>	134
ঈশ্বর	১৩৫
God	136
<i>Translated by Sajed Kamal</i>	137
উপেক্ষিত	১৩৮
The Neglected	139
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	139
উমর ফারুক	১৪০
Omar Farook	149
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	152
কবির মুক্তি	১৫৩
Rhyme Is No More	156
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	158
কল্যাণী	১৬০
Kalyani	161
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	161

কুলি-মজুর	১৬৩
Coolies And Labourers	165
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	167
কোরবানি	১৬৮
Sacrifice	171
<i>Translated by Mustofa Munir</i>	173
ক্ষমা করো হজরত!!	১৭৫
We Haven't Accepted Your Message	176
<i>Translated by Peter Custers</i>	176
খালেদ	১৭৭
Khaled	184
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	189
খেয়া-পারের তরগী	১৯১
The Ferry	193
<i>Translated by Syed Sajjad Husain</i>	193
খোকার গল্প বলা	১৯৪
Little One Tells a Tale	196
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	197
গোঁড়ামি ধর্ম নয়	১৯৯
Dogmatism Isn't Religion	201
<i>Translated by Peter Custers</i>	203
গোকুল নাগ	২০৪
Gokul Nag	209
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	215
গোপন প্রিয়া	২১৭
Secret lover	220
<i>Translated by Syed Mujibul Huq</i>	222
চক্রবাক	২২৩
Chokrobak	225
<i>Translated by Nashid Kamal</i>	226
চির-নির্ভয়	২২৭
Ever Unafraid	230
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	234

চির-বিদ্রোহী	২৩৫
The Eternal Rebel	238
<i>Translated by Debashis Das</i>	240
চোর-ডাকাত	২৪২
Robbers And Dacoits	243
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	244
ছাত্রদলের গান	২৪৫
The Song Of The Students	247
<i>Translated by Bashudha Chakravarty</i>	248
জাগরণ	২৪৯
Awakening	251
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	252
জিজ্ঞাসা	২৫৩
Wondering	255
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	256
জীবন-বন্দনা	২৫৭
Ode to Life	258
<i>Translated by Abdul Hakim</i>	259
ঝিঙে ফুল	২৬০
Jhinge phool!	261
<i>Translated by Debashis Das</i>	261
তরুণের গান	২৬২
Song of the Youth	264
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	265
দারিদ্র্য	২৬৬
Poverty	270
<i>Translated by Abdul Hakim</i>	275
দুর্বীর যৌবন	২৭৬
Irrepressible Youth	279
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	281
নমস্কার	২৮২
Salutation	283
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	283

নারী	২৮৪
Woman	287
<i>Translated by Sajed Kamal</i>	290
নারী	২৯১
Ode to Woman	294
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	296
নিকটে	২৯৭
Near Me	298
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	298
নিত্য প্রবল হও	২৯৯
Be Ever Strong	302
<i>Translated by Debashis Das</i>	304
নিরুক্ত	৩০৫
Unspoken	308
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	310
পথচারী	৩১১
Traveler	313
<i>Translated by Nashid Kamal</i>	314
পাপ	৩১৫
Sin	318
<i>Translated by Abdul Hakim</i>	321
পূজারিণী	৩২২
The Priestess	337
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	356
পূর্ববঙ্গ	৩৫৮
Eastern Bengal	359
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	359
পূর্ণ-অভিনন্দন	৩৬০
The Utmost Felicitation	362
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	364
প্রলয়-শিখা	৩৬৬
Cataclysmic Flame	367
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	367

প্রলয়োল্লাস	৩৬৮
The Ecstasy Of Destruction	371
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	373
প্রেম ও প্রহার	৩৭৪
Love And Lashes	376
<i>Translated by Peter Custers</i>	378
ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্ [আবির্ভাব]	৩৭৯
Fateha-i-Doazdaham [Appearance]	383
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	386
ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্ [তিরোভাব]	৩৮৭
Fateha-i-Doazdaham [The Passing Away]	390
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	393
বড় দিন	৩৯৪
The day of the Lord	396
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	397
বর্ষা-বিদায়	৩৯৯
Farewell To Rainy Season	401
<i>Translated by Nashid Kamal</i>	402
বাতায়ন পাশে গুবাক-তরুর সারি	৪০৩
The Betlenut Trees Next To My Porch	406
<i>Translated by Nashid Kamal</i>	408
বারাঙ্গনা	৪০৯
Prostitute	411
<i>Translated by Sajed Kamal</i>	412
বিজয়িনী	৪১৩
Victoress	414
<i>Translated by William Radice</i>	414
বিদ্রোহী	৪১৫
The Rebel	420
<i>Translated by Sajed Kamal</i>	425
বিরহ-বিধুরা	৪২৬
The Sorrowful One	427
<i>Translated by Debashis Das</i>	427

বিশ্বাস ও আশা	৪২৮
Faith and Hope	431
<i>Translation by Sajed Kamal</i>	433
বোধন	৪৩৪
Awakening	436
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	437
মহাসমর	৪৩৮
The Great War	441
<i>Translated by Debashis Das</i>	443
মা	৪৪৪
Mother	447
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	449
মঙ্গলিক	৪৫০
The Auspicious	451
<i>Translated by Debashis Das</i>	451
মানিনী	৪৫২
O Sulky Maiden	453
<i>Translated by Debashis Das</i>	453
মানুষ	৪৫৪
Human	457
<i>Translated by Sajed Kamal</i>	460
মিথ্যাবাদী	৪৬১
The Liar	462
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	462
মুকুলের উদ্বোধন	৪৬৩
The Buds Awaken	465
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	466
মৃত তারা	৪৬৭
Dead Star	469
<i>Translated by Rachel Fell McDermott</i>	471
যুগের আলো	৪৭২
The Light of the Ages	473
<i>Translated by Debashis Das</i>	473

রক্তাম্বরধারিণী মা	৪৭৪
The Mother Clad in Red Apparel	476
<i>Translated by Prof. Mustofa Munir</i>	477
রবিহারা	৪৭৮
We Have Lost Our Bright Sun	481
<i>Translated by Peter Custers</i>	483
রাজ-ভিখারি	৪৮৪
The Royal Beggar	485
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	485
রাজা-প্রজা	৪৮৬
Kings and Subjects	488
<i>Translated by Sajed Kamal</i>	489
রৌদ্র-দগ্ধের গান	৪৯০
Song of the Sun-Scorched	491
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	491
লীগ-অব-নেশন্	৪৯৩
League of Nations	497
<i>Translated by Alamgir Mohammad</i>	499
শাত-ইল-আরব	৫০০
Shat-El-Arab	502
<i>Translated by Syed Sajjad Husain</i>	502
শিশু সওগাত	৫০৩
Gift-Child	504
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	504
শিশু জাদুকর	৫০৫
The Child Magician	506
<i>Translated by Debashis Das</i>	507
শেষ বাণী	৫০৮
Last Words	509
<i>Translated by Debashis Das</i>	509
সত্য আগুন দেখনি	৫১০
You Haven't Seen the Fire of Truth	511
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	511

সন্ধ্যাতারা	৫১২
Evening star	513
<i>Translated by Syed Mujibul Huq</i>	513
সমর্পণ	৫১৪
The Submission	515
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	515
সংকল্প	৫১৬
Resolution	517
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	518
সাত ভাই চম্পা	৫১৯
Champa, and Seven Brothers' Tale	523
<i>Translated by Debashis Das</i>	526
সান্ত্বনা	৫২৭
The Consolation	529
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	530
সাম্য	৫৩১
Equality	532
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	533
সাম্যবাদী	৫৩৪
I Sing of Equality	536
<i>Translated by Sajed Kamal</i>	537
সিন্ধু (প্রথম তরঙ্গ)	৫৩৮
The Sea [Shindu] [The First Wave]	542
<i>Translated by Mustofa Munir</i>	545
সিন্ধু (দ্বিতীয় তরঙ্গ)	৫৪৬
The Sea [Shindu] [The Second Wave]	550
<i>Translated by Mustofa Munir</i>	553
সিন্ধু (তৃতীয় তরঙ্গ)	৫৫৪
The Sea [The Third Wave]	557
<i>Translated by Mustofa Munir</i>	559
সেবক	৫৬১
The Servitor	563
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	564

স্রোতের ফুল	৫৬৫
The Flower in the Stream	566
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	566
ভুল ও ফুল	৫৬৭
Sting and Flower	569
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	571
কাব্য-আমপারা	
সুরা ফাতেহা	৫৭৫
Sura Fatiha	576
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	576
সুরা ইনফিতার	৫৭৭
Sura Infitar	579
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	579
সুরা আসর্	৫৮০
Sura Asr	581
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	581
সুরা ইখলাস	৫৮২
Sura Ikhlas	583
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	583
সুরা নাস	৫৮৪
Sura Nas	585
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	585
সুরা তীন	৫৮৬
Sura Teen	587
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	587
সুরা কাওসার	৫৮৮
Sura Kausar	589
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	589
সুরা নসর্	৫৯০
Sura Nasr	591
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	591
সুরা মাউন	৫৯২
Sura Ma'un	593
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	593

সুরা কদ্র	৫৯৪
Sura Qadr	595
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	595

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

তোমার ছবির ধ্যানে, প্রিয়	৫৯৯
My Darling, in the thought of your visage	600
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	600
করুল আড়াল তোমার থেকে	৬০১
The day my fate kept you away,	602
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	602
তোমার পথে মোর চেয়ে কেউ	৬০৩
On your path, my dear,	604
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	604
পরাণ ভরে পিয়ো শারাব	৬০৫
Fill your heart, and drink the wine	606
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	606
মদ-লোভীরে মৌলোভী কন	৬০৭
Moluvi says, O wine-lover,	608
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	608

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

মসজিদের অযোগ্য আমি, গির্জার আমি শত্রু-প্রায়	৬১১
The mosque finds me unfit, the Church as a	612
<i>Translated by Debashis Das</i>	612
খৈয়াম! তুই কাঁদিস কেন পাপের ভয়ে অযথা?	৬১৩
O Khayyam! Why do you unjustly weep in fear of sin?	614
<i>Translated by Debashis Das</i>	614
আত্মা আমার! খুলতে যদি পারতিস এই অস্তিমাশ	৬১৫
My soul! If you could open this bone shell,	616
<i>Translated by Debashis Das</i>	616
প্রেমের চোখে সুন্দর সেই হোক কালো কি গৌর-বরণ,	৬১৭
Beautiful she is, in love's sight, let her be dark or fair	618
<i>Translated by Debashis Das</i>	618

তোমার দয়ার পেয়ালা প্রভু উপচে পড়ুক আমার পর	৬১৯
Let Your cup of mercy, Lord, overflow and fall on me	620
<i>Translated by Debashis Das</i>	620

গান

অনেক কথা বলার মাঝে	৬২৩
Amidst the many words spoken	624
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	624
অন্তরে তুমি আছ চিরদিন	৬২৫
You are always in my thoughts	626
<i>Translated by Abu Rushd</i>	626
আঁখি পাতা ঘুম জড়ায়ে	৬২৭
Eyelids are heavy as slumber is benumbing me	628
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	628
আঁধার মনের মিনারে মোর	৬২৯
In the Shrine of My Darkened Mind	630
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	630
আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলাম	৬৩১
Strewn in the sky	632
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	632
আজি মনে মনে লাগে হোরি	৬৩৩
Today, within my heart, Hori plays,	634
<i>Translated by Debashis Das</i>	634
আধো আধো বোল্‌ লাভে	৬৩৫
Half-spoken words in shyness- stammered, stuck	636
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	636
আধো ধরণী আলো আধো	৬৩৭
Half the Earth in Light, Half in Gloom	638
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	638
আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়	৬৩৯
If your sleep breaks in the middle of the night	640
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	640
আমায় নহে গো - ভালবাস শুধু ভালবাস মোর গান	৬৪১
O my dear, you do not have to love me	642
<i>Translated by Gulshan Ara Kazi</i>	642

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন	৬৪৩
That One more intimate than my own self	644
<i>Translated by Debashis Das</i>	644
আমার কথা লুকিয়ে থাকে আমার গানের আড়ালে	৬৪৫
My words hide behind the veil of my song,	646
<i>Translated by Debashis Das</i>	646
আমার কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় কে দেবে তায় ধঁরে	৬৪৭
My dusky maiden, She Flees from Me	648
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	648
আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে –	৬৪৯
My Dusky Maiden Is Cross Today	650
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	650
আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন	৬৫১
Beneath the Feet of Mother Kali	652
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	652
আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী	৬৫৩
In Which Shore	654
<i>Translated by Fakrul Alam</i>	654
আমার গানের মালা আমি করব করে দান	৬৫৫
To Whom Shall I Offer My Garland of Song	656
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	656
আমার যাবার সময় হলো, দাও বিদায়	৬৫৭
Now is the time for me to leave	658
<i>Translated by Gulshan Ara Kazi</i>	658
আমার হাতে কালি মুখে কালি, মা	৬৫৯
Ink on my hands, ink on my face, Ma,	660
<i>Translated by Dehashis Das</i>	660
আমি চিরতরে দূরে চলে যাব	৬৬১
I'll Go Away Forever	662
<i>Translated by Fakrul Alam</i>	662
আমি যেদিন রইব না গো লইব চির-বিদায়	৬৬৩
When I'll be no more	664
<i>Translated by Abu Rushd</i>	664

আমি সূর্যমুখী ফুলের মত দেখি তোমায় দূরে থেকে	৬৬৫
Like a Sunflower, I Gaze at You from Afar	666
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	666
আয় মরু পারের হাওয়া নিয়ে যা রে মদিনায়	৬৬৭
O Thou Nighingale Of Madina	668
<i>Translated by Mizanur Rahman</i>	668
আল্লাতে য়ার পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান	৬৬৯
Where is that Muslim with faith complete in Allah?	670
<i>Translated by Debashis Das</i>	670
আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়	৬৭১
Allah Is My Lord, I Fear No One	672
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	672
আসল যখন ফুলের ফাগুন, গুল-বাগে ফুল চায় বিদায়	৬৭৩
While Arriving Spring with Blossoms Bright	674
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	674
আসিলে কে গো অতিথি উড়িয়ে নিশান সোনালি	৬৭৫
Who is the Guest Raising Flag	676
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	676
এ আঁখি জল মোছ প্রিয়া ভোলো ভোলো আমারে	৬৭৭
Wipe These Tears, Beloved	678
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	678
এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী	৬৭৯
Beautiful you are!	680
<i>Translated by Gulshan Ara Kazi</i>	680
এ কি এ মধু শ্যাম-বিরহে	৬৮১
What is this sweetness in Shyam' sorrow?	682
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	682
এ কুঞ্জে পথ ভুলি কোন বুলবুলি আজ গাইতে এলে গান	৬৮৩
O Wayward Songbird	684
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	684
এ কোন্ মধুর শরাব দিলে আল আরাবি সাকি	৬৮৫
What sweet wine is this	686
<i>Translated by Abu Rushd</i>	686

এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল	৬৮৭
No Mere Whim, My Friend	688
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	688
এই আমাদের বাংলাদেশ এই আমাদের বাংলাদেশ	৬৮৯
This is our Bangladesh	690
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	690
এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল	৬৯১
This Shackle We Wear	692
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	692
এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি	৬৯৩
These lovely flowers, sweet fruits, river's sweet tide	694
<i>Translated by Debashis Das</i>	694
একাদশীর চাঁদ রে ওই রাঙা মেঘের পাশে	৬৯৫
Half moon of the eleventh lunar day	696
<i>Translated by Gulshan Ara Kazi</i>	696
এত কথা কি গো কহিতে জানে	৬৯৭
So many words those restless eyes convey	698
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	698
এলো শোকের সেই মোহররম কারবালার স্মৃতি ল'য়ে	৬৯৯
Behold, Muharram Returns Again	700
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	700
ও কে উদাসী বেণু বাজায়	৭০১
Oh, who is playing that drifting flute	702
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	702
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি	৭০৩
Purer than pure gold	704
<i>Translated by Mohammad Nurul Huda</i>	704
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ	৭০৫
O Heart, there comes the happy Eid	706
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	706
ওমা তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো	৭০৭
O Mother, your world is bathed in radiant light	708
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	708

ওরে ও দরিয়ার মাঝি! মোরে নিয়ে যা রে মদিনা	৭০৯
Hearken the Boatman in the River	710
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	710
ওরে ও মদিনা বলতে পারিস কোন্ সে পথে তোর	৭১১
O Madina, Tell Me	712
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	712
ওরে নীল যমুনার জল! বল রে মোরে বল	৭১৩
O blue waters of Yamuna	714
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	714
কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও	৭১৫
Petals You Scatter	716
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	716
করণ কেন অরণ আঁখি দাও গো সাকি দাও শারাব	৭১৭
Why are your eyes so sorrowful?	718
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	718
কল্মা শাহাদতে আছে খোদার জ্যোতি	৭১৯
The Radiance of Shahadat	720
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	720
কারার ঐ লৌহ-কপাট	৭২১
Break down the prison gate	722
<i>Translated by Gulshan Ara Kazi</i>	722
কুঁচবরণ কন্যা রে তার মেঘ-বরণ কেশ	৭২৩
A dusky-skinned maiden	724
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	724
কে তোরে কি বলেছে মা ঘুরে বেড়াস কালি মেখে	৭২৫
Who told you, Mother	726
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	726
কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল	৭২৭
Who'll Take My Flowers?	728
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	728
কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি	৭২৯
Someone forgets the old memory, someone doesn't	730
<i>Translated by Gulshan Ara Kazi</i>	730

কেন আসিলে ভালোবাসিলে দিলে না ধরা জীবনে যদি	৭৩১
Haplessness	732
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	732
কেন করুণ সুরে হৃদয়পুরে বাজিছে বাঁশুরী	৭৩৩
Why is the Banshuri wailing in this profoundly melancholic tune?	734
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	734
কেন কাঁদে পরান কি বেদনায় করে কহি	৭৩৫
What Makes My Heart Weep	736
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	736
কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে	৭৩৭
Why Provide Thorns	738
<i>Translated by Fakrul Alam</i>	738
কেন ফোটে কেন কুসুম ঝরে যায়	৭৩৯
Why bloom, why fall, O flower's fleeting show?	740
<i>Translated by Debashis Das</i>	740
কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া	৭৪১
Relentless Tears	742
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	742
কোন অতীতের আঁধার ভেদিয়া আসিলে আলোক-জননী	৭৪৩
Breaking through what darkness of the past	744
<i>Translated by Debashis Das</i>	744
খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী – বিশ্ব-দুলালী নবী নন্দিনী	৭৪৫
Fatima the Queen of Paradise	746
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	746
খেলা শেষ হল, শেষ হয় নাই বেলা	৭৪৭
It's all over with mundane pastime	748
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	748
খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে	৭৪৯
You play with this cosmos, great Child, distractedly.	750
<i>Translated by Debashis Das</i>	750
খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে	৭৫১
The Wine Of God's Love	752
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	752

ঘুমাইতে দাও শান্ত রবি রে	৭৫৩
Let The Spent Robi Sleep On	754
<i>Translated by Gulsan Ara Kazi</i>	754
চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়	৭৫৫
No One's Fortune Stays the Same	756
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	756
জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছি মা, শ্যামা কি তুই জেলের মেয়ে	৭৫৭
Across the world you've cast your net, Ma, Shyama-	758
<i>Translated by Debashis Das</i>	758
জগতে আজিকে যারা	৭৫৯
They Who Lead the World Today	760
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	760
জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী	৭৬১
Victory to Vani, the Bestower of Knowledge	762
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	762
জয় হোক জয় হোক	৭৬৩
All praise to Allah, all glory to Him	764
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	766
জাগো নারী জাগো বহি-শিখা	৭৬৭
Wake up women rise like blazing flame	768
<i>Translated by Sajed Kamal</i>	768
জানি জানি প্রিয়, এ জীবনে মিটিবে না সাধ	৭৬৯
I know that very well, dear	770
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	770
ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান, ঘন-বজ্রে বিষণ্ণ বাজে	৭৭১
Storm-flags fly in the howling gale	772
<i>Translated by Subarna Shirin</i>	772
তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী কৃষ্ণ মুরারি আগত ঐ	৭৭৩
Darkness-dispeller, Unseen-Dweller	774
<i>Translated by Debashis Das</i>	774
তুই কালি মেখে জ্যোতি ঢেকে পারবি না মা ফাঁকি দিতে	৭৭৫
Smearing with soot, veiling Your light, You can't	776
<i>Translated by Debashis Das</i>	776

তুমি অনেক দিলে খোদা, দিলে অশেষ নিয়ামত	৭৭৭
You have given a lot, Allah	778
<i>Translated by Abu Rushd</i>	778
তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি	৭৭৯
You love me, so	780
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	780
তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন-পাতে	৭৮১
You – are the morning dew on the eyelids of night.	782
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	782
তুমি যতই দহ না দুখের অনলে আছে এর শেষ আছে	৭৮৩
No matter how much you burn me	784
<i>Translated by Gulshan Ara Kazi</i>	784
তুমি লহ প্রভু আমার সংসারেরি ভার লহ সংসারেরি ভার	৭৮৫
Take Thou, O Lord, My Burden of Life	786
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	786
তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়	৭৮৭
You are so handsome	788
<i>Translated by Abu Rushd</i>	788
তোমায় কূলে তুলে বন্ধু আমি নামলাম জলে	৭৮৯
I brought you safe to shore, my friend	790
<i>Translated by Subarna Shirin</i>	790
তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে	৭৯১
Bright as the crimson sun	792
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	792
ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়	৭৯৩
The Three Worlds' Beloved, Muhammad comes to earth.	794
<i>Translated by Debashis Das</i>	794
দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি ভিখারিনী	৭৯৫
Who stands at my door, O almswoman?	796
<i>Translated by Debashis Das</i>	796
দাও শৌর্য, দাও ধৈর্য, হে উদার নাথ	৭৯৭
Dau Shorja dau Dharja O the lofty Lord	798
<i>Translated by Gulshan Ara Kazi</i>	798

দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠেছে দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল	৭৯৯
The Red Torch of Islam	800
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	801
দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়, কে আজি সমাধিতে মোর	৮০২
Who brings me flowers today, dear one -	803
<i>Translated by Subarna Shirin</i>	803
দিন গেল মোর মায়ায় ভুলে মাটির পৃথিবীতে	৮০৪
My days Passed in Illusion	805
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	805
দিন গেল, কই দীনের বন্ধু, এলে না ত দিন শেষে	৮০৬
The day is gone - but where are you	807
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	807
দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার হে	৮০৮
Beware My Captain	809
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	810
দুলে আলো-শতদল টলমল টলমল	৮১১
Golden Lotus Sways	812
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	812
দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি আগের মত গোলাপ ফুল	৮১৩
At My Gaze No Longer Laughs The Rose	814
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	814
দোলে বন-তমালের ঝুলনাতে কিশোরী-কিশোর	৮১৫
Swaying in the swing of tamal trees	816
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	816
ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি	৮১৭
Those who became martyrs for religion	818
<i>Translated by Abu Rushd</i>	818
নমঃ নমঃ নমো বাংলাদেশ মম	৮১৯
Salute, salute, O my Bangladesh!	820
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	820
নয়ন ভরা জল গো তোমার আঁচল ভরা ফুল	৮২১
Your eyes are full of tears	822
<i>Translated by Gulsan Ara Kazi</i>	822

নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি-জল	৮২৩
No, no, beloved-these are not tears in my eyes	824
<i>Translated by Debashis Das</i>	824
নাচে নটরাজ, মহাকাল	৮২৫
Nataraja, the Mahakala, dances on	826
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	826
নূরজাহান, নূরজাহান	৮২৭
Nur Jahan	828
<i>Translated by Fakrul Alam</i>	828
পথিক ওগো চলতে পথে	৮২৯
O Fellow Traveler	830
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	830
পদ্মার ঢেউ রে	৮৩১
O waves of the Padma -	832
<i>Translated by Debashis Das</i>	832
পরদেশি মেঘ যাও রে ফিরে	৮৩৩
O the cloud from a distant land	834
<i>Translated by Gulsan Ara Kazi</i>	834
পাষাণের ভাঙলে ঘুম কে তুমি সোনার ছোঁওয়ায়	৮৩৫
Who came to make me alive?	836
<i>Translated by Gulsan Ara Kazi</i>	836
পুবান হাওয়া পশ্চিমে যাও কাবার পথে বইয়া	৮৩৭
O Easterly Wind	838
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	838
পোহাল পোহাল নিশি খোল গো আঁখি	৮৩৯
The Day Has Dawned	840
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	840
ফাগুন-রাতের ফুলের নেশায়	৮৪১
In springtime's spell, the flowers ignite	842
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	842
প্রজাপতি! প্রজাপতি!	৮৪৩
Butterfly! Butterfly!	844
<i>Translated by Abu Rushd</i>	844

ফিরে ফিরে কেন তারই স্মৃতি	৮৪৫
Her Haunting Memory	846
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	846
ফুলের জলাসায় নীরব কেন কবি	৮৪৭
In The Assembly Of Flowers	848
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	848
বকুল চাঁপার বনে কে মোর চাঁদের স্বপন জাগালে	৮৪৯
Who in the Bakul-Champa Grove	850
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	850
বক্ষে আমার কাবার ছবি চক্ষে মোহাম্মদ রসুল	৮৫১
In My Breast The Picture Of Kaaba	852
<i>Translated by Mizanur Rahman</i>	852
বল্ রে জবা বল্	৮৫৩
Speak, O Joba, speak-	854
<i>Translated by Debashis Das</i>	854
বলেছিলে ভুলিবে না মোরে	৮৫৫
Never forget me	856
<i>Translated by Abu Rushd</i>	856
বসিয়া বিজনে কে গো বিমনা	৮৫৭
Who sits alone in silent air	858
<i>Translated by Subarna Shirin</i>	858
বাঁশি বাজাবে কবে আবার বাঁশরিওয়ালা	৮৫৯
When will you play your flute again	860
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	860
বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে	৮৬১
O Bulbul in the garden	862
<i>Translated by Debashis Das</i>	862
বাজিছে দামামা, বাঁধ রে আমামা	৮৬৩
There The Trumpet Blows	864
<i>Translated by Mizanur Rahman</i>	864
বিদায়-সন্ধ্যা আসিল ঐ ঘনায় নয়নে অন্ধকার	৮৬৫
The Evening of Parting is Here	866
<i>Translated by Fakrul Alam</i>	866

বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ তুমি জেনে শান্তি ত' নাহি পাই	৮৬৭
Knowing that you are Ubiquitous	868
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	868
বুল্‌বুলি নীরব নার্কিস-বনে	৮৬৯
The silent nightingale in the narcissus grove	870
<i>Translated by Debashis Das</i>	870
বেণুকা ও-কে বাজায় মহুয়া বনে	৮৭১
Who plays that flute in the Mahua grove?	872
<i>Translated by Subarna Shirin</i>	872
ব্রজ-গোপী খেলে হোরি	৮৭৩
The gopis of Braj play Hori today,	874
<i>Translated by Debashis Das</i>	874
ভরিয়া পরান শু'নিতেছি গান আসিবে আজি বন্ধু মোর	৮৭৫
Listening to Songs with Optimum Satiety	876
<i>Translated Irshad Ahmed Shaheen</i>	876
ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার গাইব কি আর এমন গান	৮৭৭
A brother will recognize his brother again	878
<i>Translated by Subarna Shirin</i>	879
ভুল ক'রে যদি ভালবেসে থাকি ক্ষমিও সে অপরাধ	৮৮০
Forgive me, love, if I loved in vain-	881
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	881
ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির সুব্রি হায় সন্ধ্যায়	৮৮২
Fragrance of Memory	883
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	883
ভোর হোল ওঠ জাগ্ মুসাফির আল্লা-রসূল বোল্	৮৮৪
Dawn has broken, rise, O traveller	885
<i>Translated by Subarna Shirin</i>	885
মম প্রাণ-শতদল হোক প্রণামী-কমল (ওগো) তব চরণে	৮৮৬
May the hundred-petaled lotus of my soul	887
<i>Translated by Subarna Shirin</i>	887
মমতাজ মমতাজ তোমার তাজমহল	৮৮৮
Mumtaz, Mumtaz, your Taj Mahal	889
<i>Translated by Subarna Shirin</i>	889

মসজিদেরি পাশে আমার কবর দিও ভাই	৮৯০
Make Sure to Bury Me Next to a Mosque	891
<i>Translated by Fakrul Alam</i>	891
মাগো চিন্ময়ী রূপ ধ'রে আয়	৮৯২
O Mother, assume your form of Pure Consciousness.	893
<i>Translated by Debashis Das</i>	893
মুসাফির! মোছ রে আঁখি-জল	৮৯৪
O traveller, wipe your tears away	895
<i>Translated by Subarna Shirin</i>	895
মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ, আছে শুধু প্রাণ	৮৯৬
No death, no sorrow-just life's pure light	897
<i>Translated by Subarna Shirin</i>	897
মেঘ মেদুর বরষায়	৮৯৮
In This Cloud-girt Monsoon	899
<i>Translated Irshad Ahmed Shaheen</i>	899
মোর প্রিয়া হবে এসো রানী দেব খোঁপায় তারার ফুল	৯০০
My love	901
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	901
মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান	৯০২
We Are Two Flowers on the Same Stem	903
<i>Translated by Sajed kamal</i>	903
মোরা বাঞ্ছার মত উদ্দাম, মোরা বার্নার মত চঞ্চল	৯০৪
We are forceful like a storm	905
<i>Translated by Gulsan Ara Kazi</i>	905
মোহাম্মদ নাম যত জপি, তত মধুর লাগে	৯০৬
The more I chant Muhammad's name, the sweeter it feels	907
<i>Translated by Debashis Das</i>	907
যত ফুল তত ভুল কণ্টক জাগে	৯০৮
Flowers and Thorns	909
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	909
যে আল্লার কথা শোনে তারি কথা শোনে লোকে	৯১০
He Who Listens to Allah	911
<i>Translated by Mahammad Zahir Uddin</i>	911

যেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার তুমি হবে কাজী	৯১২
On That Day of Judgment	913
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	913
রুম্‌ রুম্‌ রুম্‌ রুম্‌ রুম্‌ রুম্‌ রুম্‌	৯১৪
Ting-A-Ling, Ting-A-Ling, Ting-A-Ling	915
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	915
লায়লী তোমার এসেছে ফিরিয়া মজনু গো আঁখি খোলো	৯১৬
Your Layli has returned—O Majnu, open your eyes.	917
<i>Translated by Debashis Das</i>	917
শাওন-রাতে যদি ঝরণে আসে মোরে	৯১৮
On a monsoon night	919
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	919
শুকনো পাতার নূপুর পায়ে	৯২০
Wearing the anklets of dried leaves	921
<i>Translated by Gulshan Ara Kazi</i>	921
শোন শোন, ইয়া ইলাহী, আমার মোনাজাত	৯২২
O Allah, listen to my prayer	923
<i>Translated by Gulshan Ara Kazi</i>	923
শোনো লো বাঁশিতে ডাকে আমারে শ্যাম	৯২৪
Listen to Shyam's Flute	925
<i>Translated by Irshad Ahmed Shaheen</i>	925
শ্মশানে জাগিছে শ্যামা	৯২৬
In the Shmashana, Shyama rises—	927
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	927
সন্ধ্যা নেমেছে আমার বিজন ঘরে, তব গৃহে জ্বলে বাতি	৯২৮
Evening descends in my lonely room	929
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	929
সাহারাতে ফুটল রে রঙিন গুলে লালা	৯৩০
In the desert's sandy vastness	931
<i>Translated by Kabir Chowdhury</i>	931
সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ	৯৩২
Dance, Nataraj, in creation's joyful beat	933
<i>Translated by Debashis Das</i>	933

সৃজন-ভোরে প্রভু মোরে সৃজিলে গো প্রথম যবে	৯৩৪
At the Dawn of Creations	935
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	935
সেই আমাদের বাংলাদেশ	৯৩৬
That is our Bangladesh!	937
<i>Translated by Nadira Bhabna</i>	937
হারানো হিয়ার নিকুঞ্জপথে কুড়াই বরা ফুল একেলা আমি	৯৩৮
The Secret Path of My Lost Heart	939
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	939
ভুল ফুটিয়ে গেলে শুধু পারলে না হয় ফুল ফোটাতে	৯৪০
Thorns Without Roses	941
<i>Translated by Mohammad Zahir Uddin</i>	941
হে গোবিন্দ রাখ চরণে	৯৪২
O Govinda! Keep us at Your feet.	943
<i>Translated by Debashis Das</i>	943
হে চির সুন্দর, বিশ্ব চরাচর তোমারি মনোহর রূপের ছায়া	৯৪৪
O dear Lord, beauty of nature	945
<i>Translated by Gulshan Ara Kazi</i>	945
হে নামাজী ! আমার ঘরে নামাজ পড় আজ	৯৪৬
O worshipper! Pray in my home today.	947
<i>Translated by Debashis Das</i>	947

Appendix

Kazi Nazrul Islam : A Chronology of Life	948
<i>Sajed Kamal</i>	948
Books by Nazrul Islam	958

কবিতা

অগ্রনায়ক

অন্তরে যদি বিপ্লব নাহি আসে,
বৈশাখী ঝড় আসে নাকো ভৈরব-প্রলয়োল্লাসে।
বক্তৃতা দিয়া, মিছিল করিয়া, ধূলি উড়াইয়া ভাবি :
তুফান উঠেছে, এবার মিটিবে যত বিপ্লবী দাবি !
ওঠে ধূলি-ঝড়, পথের পাথর তেমনি পড়িয়া থাকে;
বাঁকা তলোয়ার বাঁকা চোখে হাসে তেমনি পথের বাঁকে।
বলিয়া বেড়াই : ‘শুধু চলিয়াই করেছি ভীষণ জয়,
চেহারা দেখেই দৈত্য দানব পেয়েছে দারুণ ভয় !
মৃত্যু-শঙ্কা আসিলেই সব ডঙ্কা থামিয়া যায়;
মুখের কথায় লঙ্কা-কাণ্ড সকলে করিতে চায়।
চক্ষু আগুন জ্বলেনি যাদের আজিও রুদ্রতেজে,
বেদনা-আহত বক্ষে অভয়-বিষাণ ওঠেনি বেজে,
অগণন জনগণ নাহি আসে তাহাদের আস্থানে,
কানে থাকে শুধু জয়ধ্বনি সে ধ্বনি বাজে নাকো প্রাণে।

আন্দোলায়িত কাহার বক্ষ ব্যথার আন্দোলনে?
মানুষের প্রেমে ভিক্ষু যে-জন, তারি কথা লোকে শোনে।
দেশেতে কাহার বক্ষে উঠেছে কালবৈশাখী ঝড়?
দুঃখী ও দীনে জড়াইতে চায় কেঁদে কার অন্তর?
অগ্রনায়ক সে-ই টলাইতে পারে পৃথিবীরে ধরে,
ঘুমন্তে সে-ই জাগাইতে পারে আগুন লাগায়ে ঘরে।
আগের মতই চোরে চুরি করে, মোরা করি পায়তারা;
চোর চুরি করে নিয়ে গেলে মোরা চিৎকার করি : ‘দাঁড়া!’
মারিতে পারি না হারিবার ভয়ে, মরিবার ভয়ে, হয় !
বলাবলি আর দলাদলি নিয়ে শুভদিন বয়ে যায়।
কত শুভদিন এল, এলোমেলো হইয়া রহিল সব;

বাহিরে এল না, করিল কেবল ঘরে বসে কলরব।
কে হইবে বড়, কে হইবে ছোট, শুধুই এই আলোচনা;
লাভের মধ্যে পাইলাম শুধু বিধির বিড়ম্বনা!
কর্মের নামে ধর্মের নামে কলহ রাত্রিদিন,
মরমের কথা কহিছে চর্মকারেরা মর্মহীন।
সবাই মোড়ল, সবাই শনিবে আপন জয়ধ্বনি;
সৈনিক নাই, শত শত দলে শত সেনাপতি গণি।
দেশ আর জাতি হল ছারখার নেতৃত্বের লোভে;
দু'জনে মিলেছে, তারও দল আছে, দেখে হেসে মরি ক্ষোভে।

তথ্যে চড়িতে পারিল না কেউ, তজ্জায় চড়ে নাচে;
তজ্জায় ঠাঁই নাই দেখে নেতা হতে উঠে বসে গাছে।
গেছুড়ে ঐঁচড়ে কত নেতা দেখি; পড়ে যদি তরমুজ,
বোমা ভেবে সবে পালাবে, বলিবে : 'কচু-বন কোথা, খুঁজ!'

'মেক্-আপ্' করিয়া অভিনেতা হয়, নেতা নাহি হওয়া যায়;
নিরহঙ্কার নির্লোভ নেতা কোনো কিছু নাহি চায়।
অভিনন্দন-মালা চাহে নাকো, চাহে না জয়ধ্বনি;
চাকরের মতো দেশসেবা করে, তাহারেই নেতা গণি!
চাহে না আত্ম-কল্যাণ, চাহে মানুষের কল্যাণ;
বিনয়-নম্র সে নেতা করে না কাহারও অসম্মান।
তাহার লেখায় কথায় ফোটে না গর্ব অসংযত;
নেতা তবু ভাবে সে শুধু সেবক, সেবা করে অবিরত।
সে-ই আল্লার শক্তি লভিয়া নিত্য শক্তিমান,
তারি মুখ দিয়া উদগত হয় আল্লার ফরমান।
অন্তরে তার বহে দূরন্ত সदा বিপ্লব-ঝড়;
বাহিরে থাকে সে শান্ত, করিয়া আল্লাতে নির্ভর।
তিনিই ইমাম, তিনিই অগ্র-নায়ক, সারথি তিনি,
জাগাইয়া ভূমিকম্প পাষাণে চেতনা জাগান যিনি।
সর্ব-যুদ্ধে জয়ী হন ইনি আল্লার শক্তিতে,
ঐর সৈন্যরা সমবেত হয় প্রেম আর ভক্তিতে।
ঐর সৈন্যরা করে নাকো ভয় সেনাপতি বলে তাঁকে;
তাদের পরম বন্ধু বলিয়া ভালোবাসে বুকে রাখে।

এঁর প্রেম আনে সেনাদের বুকে আত্মদানের বল,
'কে আগে পরান দেবে' বলে সেনাদল হয় চঞ্চল ।
অন্তরে যার মহাবেদনার মহাসাগরের ঢেউ,
তারি পানে ছোটে যত নদী-জল, রুধিতে পারে না কেউ ।
ঘুমায় না রাতে, কোন্ নেতা কাঁদে মানুষের বেদনায়?
কাহার হাতের ভাত ক্ষুধাতুরে মনে হয়ে পড়ে যায়?
সেই ভিক্ষুক, সেই প্রেমী, শুধু মহাবিপ্লবী জানি;
মানুষ মুক্তি লভে যুগে যুগে মানিয়া তাহারি বাণী ॥

The Vanguard

If revolution stirs not deep within the soul,
No storm of *Baisakh* comes, no tempest takes its toll.
With speeches made and marches loud, we raise the dust and
claim:
“The whirlwind’s here! The rebels’ cries are answered now by
flame!”
But dust-storms fade, the stones lie still upon the track;
The crooked sword still laughs with crooked eyes, curved back.
We boast aloud: “By marching hard, great victories we’ve won!
Our very looks strike monstrous foes with terror, overcome!”
Yet when Death’s shadow falls, all war-drums cease to beat;
With empty words, all seek Lanka’s conquest, grand and sweet.
In whose fierce eyes does sun’s wrathful fire not blaze?
Whose wounded heart roars not defiance through its pain-filled
days?
Whose call brings forth the countless masses, surging strong?
Whose ears hear victory shouts that ring the spirit’s gong?
Whose heaving breast is torn by anguish, deep and sore?
The world hears him who begs for humankind, implores!

Whose heart within this land now storms like *Baishakh*’s gale?
For poor and meek, whose soul in tears weeps, tells their tale?
The Vanguard alone can shake the earth and make it reel,
Or wake the sleeping by setting fire, making anguish real!
While thieves still steal as ever, we just scheme and plan;
We shout “Stop, thief!” once stolen goods are gone, not catch the
man.
We dare not strike for fear of loss, of death, alas!
While days roll by in idle talk and factional morass.

So many hopeful days have come, in chaos passed away;
They made mere noise indoors, ne'er saw the light of day.
"Who shall be great, who shall be small?" – this talk alone we
hold;
The only gain we've reaped is mockery from Fate, so cold!
In name of work, in name of faith, disputes rage day and night;
Souls' tanners speak of heart, devoid of inner light.
All are the chiefs, all crave to hear their own triumphant sound;
No soldiers found, yet countless chiefs in hundred groups
abound.
For lust of power, nation and land lie shattered, torn apart;
When two unite, their faction forms – a jest that breaks the heart!
None mounted steeds of Truth, they dance on platforms, crude
and loud;
No room on stage? Then up a tree! To lead, they shout aloud.
I see such leaders green and raw; should a melon fall,
They'll flee, cry "Bomb!" and search for taro-patches, one and
all!

With 'make-up' on, an actor acts; true leaders aren't made so;
The selfless chief, content, desires no gain or show.
He craves no garlands, victory cries, no fanfare or acclaim for;
He serves his land like humble staff, a leader just the same!
He seeks no gain for self alone, but for mankind's release ;
Humble and meek, he honours all, he offers only peace.
No arrogance, no boastful pride spills from his word or pen;
He thinks himself the servant still, serving his fellow men.
He gains God's strength, forever strong, forever unsubdued;
Through him alone flows in Allah's Will, His sacred word
renewed.
Within his core, a furious storm of revolution roars;

Outwardly calm, on God relies, peace his spirit pours.
He is the *Imam*, the Vanguard true, the Charioteer supreme,*
Who wakes the earthquake, stirs the stone, ignites the dormant
dream.

He conquers every fight with Allah's power bestowed on;
His soldiers throng bound by love, devotion's sacred sign
throng.
His soldiers fear him not as chief, though leader he may be;
He holds them dear as closest friends, with heartfelt charity.
His love inspires his troops to give their lives, a willing cost;
"Who dies first?" they clamour, eager, never count the lost.
For whom the vast Sea of Grief sends waves that never cease?
Towards him all rivers rush their flow; none bars their swift
release.
What leader weeps at night for humankind's despair and plight?
Whose hand gives food, whose heart feels every starving
wretch's blight?
That mendicant, that lover true – the Great Revolt, I say!
Mankind finds freedom, age by age, heeding his words foe aye.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

Translator's Note :

1. *Imam*: Leader or one who stands in front
2. **Baishakh**: **Baishakh** (also spelled Boishakh, Baisakh, or Vaishakh) is a culturally and seasonally significant month across South Asia especially in Bengali, Nepali, Punjabi, and Indian calendars.

অম্মাণের সওগাত

ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এলো কি ধরণীর সওগাত?
নবীন ধানের অম্মাণে আজি অম্মাণ হলো মাং ।
‘গিন্নি-পাগল’ চালের ফিরনি
তশতরি ভরে নবীনা গিন্নি
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশিতে কাঁপিছে হাত ।
শিরনি রাঁধেন বড় বিবি, বাড়ি গন্ধে তেলসমাত !

মিয়া ও বিবিতে বড় ভাব আজি খামারে ধরে না ধান ।
বিছানা করিতে ছোট বিবি রাতে চাপা সুরে গাহে গান !
‘শাশবিবি’ কন, ‘আহা, আসে নাই
কতদিন হলো মেজলা জামাই ।’
ছোট মেয়ে কয়, ‘আম্মা গো, রোজ কাঁদে মেজো বুবুজান !’
দলিঞ্জের পান সাজিয়া সাজিয়া সেজো-বিবি লবেজান !
হল্লা করিয়া ফিরিছে পাড়ার দস্যি ছেলের দল ।
ময়নামতির শাড়ি-পরা মেয়ে গয়নাতে বলমল !
নতুন পৈঁচি বাজুবন্দ পরে
চাষা-বৌ কথা কয় না গুমোরে,
জরিগান আর গাজির গানেতে সারা গ্রাম চঞ্চল !
বৌ করে পিঠা ‘পুর’-দেওয়া মিঠা, দেখে জিভে সরে জল !
মাঠের সাগরে জোয়ারের পরে লেগেছে ভাটির টান ।
রাখাল ছেলের বিদায়-বাঁশিতে বুঝিছে আমন ধান !
কৃষক-কণ্ঠে ভাটিয়ালি সুর
রোয়ে রোয়ে মরে বিদায়-বিধুর !
ধান ভানে বৌ, দুলে দুলে ওঠে রূপ-তরঙ্গে বান !
বধূর পায়ের পরশে পেয়েছে কাঠের ঢেঁকিও প্রাণ !
হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত !
কিরণ-ধারায় ঝরিয়া পড়িছে সূর্য-আলো-সরিৎ !
দিগন্তে যেন তুর্কি কুমারী
কুয়াশা-নেকাব রেখেছে উতারি ।
চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া নিশি জাগিছে একা নিশীথ !
নতুনের পথ চেয়ে চেয়ে হল হরিৎ পাতারা পীত ।

নবীনের লাল ঝাণ্ডা উড়ায়ে আসিতেছে কিশলয়,
রক্ত-নিশান নহে যে রে ওরা রিক্ত শাখার জয়!

‘মজুদা’ এনেছে অগ্রহায়ণ—

আসে নৌ-রাজ খোল গো তোরণ!

গোলা ভরে রাখো সারা বছরের হাসি-ভরা সঞ্চয়!

বাসি বিছানায় জাগিতেছে শিশু সুন্দর নির্ভয়!

কলিকাতা

১০ই কার্তিক, ১৩৩৩

সওগাত – উপহার। ফির্নি – পায়স। শাশবিবি – শাশুড়ি। দলিঙ্গ – বহির্বাটী। নেকাব – আবছা
ঘোমটা। মুজ্জদা – খোশ্খবর।

The Bounty of Agrahayan

Has the Earth been graced with nature's new delight?
With fragrant rice, Agrahayan feels bright!
The "crazy-for-rice" wife stirs firni so sweet,
A silver plate full her smile's a treat!
She serves her husband, hands a-shake,
With joy so deep it makes hearts quake.
The elder wife brews a festive treat-
The house is rich with scents elite!

Husband and wife now share such cheer,
The fields can't hold the grain this year!
The younger bride, in whispers low,
Sings secret songs in moonlight's glow.
"Ah," says the mother, "he's still away-
Our middle son-in-law-come what may!"
The little girl sighs, "Mom, don't you know?
My sister weeps, her tears still flow!"
The middle wife, in silks so grand,
Prepares the betel leaf by hand.

Boys run wild through village ways,
Girls shine bright in golden blaze-
In silks of Moynamoti's dye,
With bangles new and heads held high.
The farmer's bride, with blushing grace,
Speaks not much, but lights the place.
Jarigaan and Gazi's lore
Make the village leap and soar!
The wife makes sweets with jaggery core-
One look, and you crave for more!

The ocean of fields now ebbs away,
As winter whispers end of day.
The flute of herdsmen-mournful song-
Makes ripened rice dance all night long.
In farmers' throats a tune takes flight,

A farewell tune to fields of light.
The pounding pestle starts to sway-
A dance where golden grains must lay.
Even the wooden husking beam
Now wakes and stirs in bridal dream!

On Hemant's lap, the winter lies-
Bathed in sun from softened skies.
Sunbeams stream in rivered grace,
A glowing tide through time and space.
Turkish maiden on faraway ground
Lowers her veil of mist around.
The moon, a lamp in silence, burns-
Night waits and dreams as day returns.
Green leaves look to the coming morn,
Now turned to yellow-time is worn.

New shoots wave their crimson pride,
Not of blood-but of hope worldwide!
Agrahayan brings this dawn anew-
Open the gates, let spring pass through!
Fill your granaries to the brim-
With joy that lasts the seasons grim!
Even on old beds, sleep takes flight-
As fearless children wake to light.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

Translator's Notes :

1. **Agrahayan** is the **8th month** of the **Bengali calendar** (Bangla Barshabda), typically corresponding to **mid-November to mid-December** in the Gregorian calendar.
2. **Firni**: *Firni* (also spelled *phirni*) is a traditional South Asian dessert made with ground rice, milk, and sugar, often flavored with cardamom, rose water, or saffron.
3. **Moynamoti's dye**: A particular sort of attire named after "**Moynamoti**" which refers to the ancient Buddhist archaeological site in **Bangladesh**, known for its monasteries, sculptures, and terracotta art. "**Dye**" refers to **coloring substances** used in textiles, art, or decoration.

4. **Jarigan and Gazi's lore:** *Jarigan* and *Gazi's lore* are deeply rooted in the cultural and religious traditions of Bengal—particularly connected to **folk literature, oral history, and Sufi/Islamic legends** in the region.
5. **Hemant's lap:** "**Hemant**" is one of the six traditional seasons in the **Bengali calendar**, corresponding roughly to **late autumn or early winter** (around **mid-November to mid-January in Bangladesh**). **Hemant's lap** could literally mean: "The embrace or comfort of the Hemant season."

অদর্শনের কৈফিয়ত

বর্ষা বাদল মেঘের রাতে ঘনিয়ে যেদিন আসে,
সেদিন আমার পাওনা দেখা নিবিড় নীলাকাশে।
যেদিন হঠাৎ আকাশ জুড়ে বিপুল আঁধার মাঝে
পুচ্ছ আমার উড়িয়ে দিনু অলক্ষুণে সাঁঝে,
সেদিন তো ভাই নামটি শুনে সবাই বুঝেছিলে,
চলতে নারে ঘড়ির মত লক্ষ্মীছাড়া ছেলে।
বিজুলি-মায়া উল্কা-জ্বালা শোঁ শোঁ বাদল ঝড়
সাধ করে যে সেথায় আমার বেঁধেছি ভাই ঘর।

সুযোগ সেথায় সকল বেলা হবেই এমন নয়;
দুর্যোগ তার লেগেই আছে গোটা দুই চার ছয়।
সবাই লাঠি, সবাই ঝাঁটা, সবাই মারে লাঠি,
উড়িয়ে দিয়ে মুচকি হেসে ফুলিয়ে দাঁড়াই ছাতি।
কিন্তু যদি কোষ্টো মুখে তোমরা দিবে গালি
তোমরা, আমার জীবন-আলো দেও যদি হাত-তালি,
সুদিন দেখে ফুরতি দিয়ে দুর্দিনে মুখ ভার
করবে যদি, মুখটি তবে চাইব বল কার?
জ্বলব নিতি জ্বলজ্বলিয়ে আকাশ আলো করে,
হয়তো দুদিন মেঘের রাতে নাই বা পেলে মোরে।
এই যে কসুর, অসুর যারা মাফ দেবে না ভাই,
তোমরা শুধু সদয় থেকো, কুছ পরোয়া নাই।

An Alibi for Saudade

On storm-lashed nights when clouds loom low,
You don't find me in the sky's profound blue.
When sudden vast darkness grips the air,
I fling my tail-tip in dusk's despair.

That day, brother, all who heard my name
Knew me, the rogue who breaks Time's frame.
Lightning spell, glaring comet, and lightning storm—
It's there I made my long-desired home.

There, favor is not always yours to claim;
Disaster clings—two, four, six times the same.
Sticks, brooms, kicks—all come hurling at me!
Yet I laugh it off, chest held high in proud defiance, free.

If in bitter mouths, only hurl blame,
You whose clap can light my life's flame;
If in good times you cheer, but in hard times you sneer,
Whose smile then, brother, shall I hold dear?

I'll burn bright, always lighting up the sky,
Only a couple of cloudy nights that rule may defy.
I know I will never win forgiveness from the heartless,
But if I have your kindness, I couldn't care less.

Translated by Debashis Das

অবেলার ডাক

অনেক করে বাসতে ভালো পারিনি মা তখন যারে,
আজ অবেলায় তারেই মনে পড়ছে কেন বারেবারে ॥

আজ মনে হয় রোজ রাতে সে ঘুম পাড়াত নয়ন চুমে,
চুমুর পরে চুম দিয়ে ফের হানত আঘাত ভোরের ঘুমে।

ভাবতুম তখন এ কোন বালাই!

করত এ প্রাণ পালাই পালাই।

আজ সে কথা মনে হয়ে ভাসি অবোর নয়ন-ঝারে।

অভাগিনীর সে গরব আজ ধূলায় লুটায় ব্যথার ভারে ॥

তরুণ তাহার ভরাট বকের উপচে-পড়া আদর সোহাগ
হেলায় দুপায় দলেছি মা, আজ কেন হয় তার অনুরাগ?

এই চরণ সে বক্ষে চেপে

চুমেছে, আর দুচোখ ছেপে

জল ঝরছে, তখনো মা কইনি কথা অহঙ্কারে,

এমনি দারুণ হতাদরে করেছি মা বিদায় তারে ॥

দেখেওছিলাম বুক-ভরা তার অনাদরের আঘাত-কাঁটা,
দ্বার হতে সে দ্বারে খেয়ে সবার লাখি ঝাঁটা।

ভেবেছিলাম আমার কাছে

তার দরদের শান্তি আছে।

আমিও গো মা ফিরিয়ে দিলাম চিনতে নেরে দেবতারে।

ভিক্ষুবশে এসেছিল রাজাধিরাজ দাসীর দ্বারে ॥

পথ ভুলে সে এসেছিল সে মোর সাধের রাজ-ভিখারি,

মাগো আমি ভিখারিনী, আমি কি তাঁয় চিনতে পারি?

তাই মাগো তাঁর পূজার ডালা

নিইনি, নিইনি মণির মালা

দেবতা-আমার নিজে আমায় পূজল ষোড়শ-উপচারে।

পূজারীকে চিনলাম না মা পূজা-ধূমের অন্ধকারে ॥

আমার চাওয়াই শেষ চাওয়া তাঁর মাগো আমি তা কি জানি?
ধরায় শুধু রইল ধরা রাজ-অতিথির বিদায়-বাণী ।

ওরে আমার ভালোবাসা,
কোথায় বেঁধেছিলি বাসা

যখন আমার রাজা এসে দাঁড়িয়েছিল এই দুয়ারে?
নিঃশ্বাসিয়া উঠছে ধরা, নেই রে সে নেই খুঁজিস কারে !

সে যে পথের চিরপথিক, তার কি সহে ঘরের মায়া?
দূর হতে মা দূরান্তরে ডাকে তাকে পথের ছায়া ।

মাঠের পারে বনের মাঝে

চপল তাহার নূপুর বাজে,

ফুলের সাথে ফুটে বেড়ায়, মেঘের সাথে যায় পাহাড়ে,
ধরা দিয়েও দেয় না ধরা জানি না সে চায় কাহারে?

মাগো আমার শক্তি কোথায় পথ-পাগলে ধরে রাখার?
তার তরে নয় ভালোবাসা সন্ধ্যা-প্রদীপ ঘরে ডাকার ।

তাই মা আমার বুকের কপাট

খুলতে নারল তার করাঘাত,

এ মন তখন কেমন যেন বাসত ভালো আর কাহারে,
আমিই দূরে ঠেলে দিলাম অভিমানী ঘর-হারারে ॥

সোহাগে সে ধরতে যেত নিবিড় করে বক্ষে চেপে,
হতভাগী পালিয়ে যেতাম ভয়ে এ-বুক উঠত কেঁপে ।

রাজ-ভিখারির আঁখির কালো

দূরে থেকেই লাগত ভালো,

আসলে কাছে ক্ষুধিত তার দীঘল চাওয়ার অশ্রু-ভারে,
ব্যথায় কেমন মুষ্ড়ে যেতাম, সুর হারাতাম মনের তারে ॥

আজ কেন মা তারই মতন আমরা এই বুকের ক্ষুধা
চায় শুধু সেই হেলায় হারা আর আদর সোহাগ পরশ-সুধা ।

আজ মনে হয় তাঁর সে বুকে

এ-মুখ চেপে নিবিড় সুখে

গভীর দুখের কাঁদন কেঁদে শেষ করে দিই এই আমারে!

যায় না কি মা আমার কাঁদন তাঁহার দেশের কানন-পারে?

আজ বুঝেছি এ জনমের আমার নিখিল শান্তি-আরাম
চুরি করে পালিয়ে গেছে চোরের রাজা সেই প্রাণারাম ।

হে বসন্তের রাজা আমার !

নাও এসে মোর হার-মানা-হার !

আজ যে আমার বুক ফেটে যায় আত্ননাদের হাহাকারে,
দেখে যাও আজ সেই পাষাণী কেমন ক'রে কাঁদতে পারে !
তোমার কথাই সত্য হল পাষণ ফেটেও রক্ত বহে,
দাবানলের দারুণ দাহ তুষার-গিরি আজকে দহে ।

জাগল বৃকে ভীষণ জোয়ার,

ভাঙল আগল ভাঙল দুয়ার,

মূকের বৃকে দেবতা এলেন মুখর মুখে ভীম পাথারে ।

বৃক ফেটেছে মুখ ফুটেছে-মাগো মানা করছ কারে ?

স্বর্গ আমার গেছে পড়ে তাঁরই চলে যাওয়ার সাথে,
এখন আমার একার বাসর দোসরহীন এই দুঃখরাতে ।

ঘুম ভাঙতে আসবে না সে

ভোর না হতেই শিয়র পাশে

আসবে না আর গভীর রাতে চুমু চুরির অভিসারে,
কাঁদবে ফিরে তাহার সাথী ঝড়ের রাতি বনের পারে ॥

আজ পেলো তাঁয় হুমড়ি খেয়ে পড়তুম মাগো যুগল পদে
বৃকে ধরে পদ-কোকনদ স্নান করাতে আঁখির হ্রদে ।

বসতে দিতাম আধেক আঁচল,

সজল চোখের চোখ-ভরা জল

ভেজা কাজল মুছাতাম তার চোখে-মুখে অধর-ধারে,
আকুল কেশে পা মুছাতাম বেঁধে বাহুর কারাগারে ॥

দেখতে মাগো তখন তোমার রান্ধুসী এই সর্বনাশী
মুখ থুয়ে তার উদার বৃকে বলত, 'আমি ভালোবাসি ।'

বলতে গিয়ে সুখ-শরমে

লাল হয়ে গাল উঠতে ঘেমে,

বৃক হতে মুখ আস্ত নেমে লুটিয়ে কখন কোল-কিনারে,
দেখতুম মাগো তখন কেমন মান করে সে থাকতে পারে ॥

এমনি এখন কতই আশা ভালোবাসার তৃষ্ণা জাগে
তাঁর ওপর মা অভিমানে, ব্যথায়, রাগে, অনুরাগে ।
চোখের জলের ঋণী করে
সে গেছে কোন্ দ্বীপান্তরে?
সে বুঝি মা সাত সমুদ্রের তেরো-নদীর সুদূর পারে?
ঝড়ের হাওয়া সেও বুঝি মা সে দূর-দেশে যেতে নারে?

তারে আমি ভালোবাসি সে যদি তা পায় মা খবর,
চৌচির হয়ে পড়বে ফেটে আনন্দে মা তাহার কবর ।
চিৎকারে তার উঠবে কেঁপে
ধরার সাগর-অশ্রু ছেপে,
উঠবে খেপে অগ্নি-গিরি সেই পাগলের হুহুকারে,
ভূধর সাগর আকাশ বাতাস ঘূর্ণি নেচে ঘিরবে তারে ॥
ছি মা ! তুমি ডুকরে কেন উঠছ কেঁদে অমন করে?
তার চেয়ে মা তারই কোনো শোনা-কথা শুনো মোরে ।
শুনতে শুনতে তোমার কোলে
ঘুমিয়ে পড়ি ।-ওকে খোলে
দুয়ার ওমা? ঝড় বুঝি মা তাঁরই মতো ধাক্কা মারে?
ঝোড়ো হাওয়া ! ঝোড়ো হাওয়া ! বন্ধু তোমার সাগর-পারে !
সে কি হেথায় আসতে পারে আমি যেথায় আছি বেঁচে,
যে দেশে নেই আমার ছায়া এবার সে সেই দেশে গেছে !
তবু কেন থাকি থাকি
ইচ্ছা করে তারেই ডাকি ।
যে কথা মোর রইল বাকি হয় সে কথা শুনাই কারে ?
মাগো আমার প্রাণের কাঁদন আছড়ে মরে বুকের দ্বারে !
যাই তবে মা দেখা হলে আমার কথা বলো তারে-
রাজার পূজা-সে কি কভু ভিখারিনী ঠেলতে পারে ?
মাগো আমি জানি জানি,
আসবে আবার অভিমানী
খুঁজতে আমায় গভীর রাতে এই আমাদের কুটির-দ্বারে,
বলো তখন খুঁজতে তারেই হারিয়ে গেছি অন্ধকারে !

A Belated Call

Him whom I could not then love much
Why do I now remember thus at this late
hour, O Mother?
Today I remember every night he lulled
me to sleep by kissing my eyes,
Kisses followed kisses breaking my
early dawn sleep under their heavy load.

I felt then much distressed
And sought an early release.
The memory now fills my eyes with
a flood of tears.
Unfortunate ! Me under grief's
overwhelming weight vanity doors
now kiss the dust.
The over-flowing caress of the fullness
of his young breast
I am trampled under foot, O Mother!
Why then this hankering today
These feet he pressed on his breast
And on them did print a thousand kisses,
While tears inundated his eyes,
With no response from me, so vain
was I, O Mother!

Thus awfully disgraced, he had to go away.
Indeed I saw his breast with scars of neglect,
From pillar to post went he disgraced,
He thought of me as a haven,
A protection from insult, an abode of peace.
Fool that I was, I shut my door
upon my lord through ignorance.
Disguised as a beggar called at my door
my King of Kings.
He lost his way and he came,
my welcome kingly beggar,

Me wretched! How could I recognize
him, O Mother?

So his offerings of worship,
His garland of pearls I refused,
My Lord himself worshipped me with
ample offerings,

Alas! I knew not the worshipper
amid the encircling dark smoke of
burnt incense.

Who knew he came to me last?
Nothing is left behind save farewell –
message of the princely guest.
O my Love!

Where didst thou nestle,
When called at this door my King?
Earth now heaves a sigh: 'He is
not here, seek him in vain.'
He is an eternal traveller, free of the
bonds of home.

From far afar cometh the magic call
of the shady path
Beyond the heath, in the thick of the forest,
Hark, the amorous jingling of his
tinkling anklet?

He blossoms with flower, wanders
over hills with the clouds,
Now here, now gone, I know not
whom he wants.

Mother, where should I get power
enough to hold this gypsy lover?
For him is not love, no evening
lamp to call home.

So the doors of my heart
Responded not to his knockings,
I thought I then loved
some one else.

I pushed afar the homeless wanderer

with his offended sentiment.
In loving embrace, he wanted to press
me closely to his bosom,
A wretch I was to run away in trembling fear.
The shade of kingly beggar's eyes
From a distance charmed me,
At his near approach the tearful depth of
his long hungry look.
Overwhelmed me with pain and the lyre
of my mind went out of tune,
Why then, Mother, do I hanger now
for him to come back,
And long for his touch of love and caress
I then disregarded?
Today, I feel I can bury my face
in his bosom in deep felicity,
And can casily weep out my soul
laden with sorrow.
Will my wails reach him caross the dim
forest of his abode, O Mother?
Today, I understand, my whole wealth of
life's peace and happiness
My lover, the King of thieves, has stolen away.
O My King of Spring Season!
Come back and take my garland
as laurels on thy brow.
Today, my bosom bursts under the
load of grief and lamentaion,
Come and see how heart-rending are
mow the wails of that marble-hearted one.
Thy prophecy comes true, blood flows out of stone
The terrible conflagration of forest
burns today a mountain of stone
A stupendous flow-tide arises in my bosom,
Breaking barriers. breaking bulwarks,
In the breast of the dumb appears the
God of speech amid a tempestuous sea -

Now my bosom bursts, my mouth speaks
 Whom can you stop, Mother?
My heaven was lost with his departure,
Now I toss on my sleepless pillow alone
 with no companion on this sad night –
He will not come by my side up
To wake me up before peep of dawn
Never will he come at deep of night the
 amorous pursuit of stealthy kisses,
His companion is doomed to weep out
 a stormy night across a forest.
Had I but found him today, I would,
O Mother, have fallen flat at feet
Holding his lotus feet on my breast
 bathed them in my lake of tears
Seated him on one-half of my skirt,
The flood of tears appearing unbidden –
I would have wiped out the wet collyrium
 from his eyes, face and lip's corner,
With my disheveled hai wiped his feet
 imprisoning him within my embrace.
Thou couldst see then, Mother, this
Wayward girl, this cause of all ills
Leaning her face on his generous bosom
 and saying, 'I love you'
While thus unbosoming herself, a
 pleasing bashfulness
Would make her blush and swear,
Her face would unwittingly descend from
 his breast and roll unawares on his lap
I would see, Mother, how could then
 restrain himself on ground of
 injured sentiment!
Thus now arises in me many a hope
 and thirst for love,
From offended vanity, anguish, passion
 and attachment rolled into one.

অভয়-সুন্দর

কুৎসিত যাহা, অসাম্য যাহা সুন্দর ধরণীতে—
হে পরম সুন্দরের পূজারী! হবে তাহা বিনাশিতে।
তব প্রোজ্জ্বল প্রাণের বহ্নি-শিখায় দহিতে তারে
যৌবন ঐশ্বর্য শক্তি লয়ে আসে বারেবারে।
যৌবনের এ ধর্ম, বন্ধু, সংহার করি জরা
অজর অমর করিয়া রাখে এ প্রাচীনা বসুন্ধরা।
যৌবনের সে ধর্ম হারায়ে বিধর্মী তরুণেরা—
হেরিতেছি আজ ভারতে—রয়েছে জরার শকুনে ঘেরা।

যুগে যুগে জরাগ্রস্ত যযাতি তারি পুত্রের কাছে
আপন বিলাস ভোগের লাগিয়া যৌবন তার যাচে।
যৌবনে করি বাহন তাহার জরা চলে রাজ-পথে
হাসিছে বৃদ্ধ যুবক সাজিয়া যৌবন-শক্তি-রথে।
জ্ঞান-বৃদ্ধের দন্ত-বিহীন বৈদান্তিক হাসি
দেখিছ তোমরা পরমানন্দে—আমি আঁখি-জলে ভাসি।
মহাশক্তির প্রসাদ পাইয়া চিনিলে না হয় তারে
শিবের স্কন্ধে শব চড়াইয়া ফিরিতেছ দ্বারে দ্বারে।

এই কি তরুণ? অরুণে ঢাকিবে বৃদ্ধের ছেঁড়া কাঁথা
এই তরুণের বুকে কি পরম-শক্তি-আসন পাতা?
ধূর্ত বুদ্ধিজীবীর কাছে কি শক্তি মানিবে হার?
ক্ষুদ্র রুধিবে ভোলানাথ শিব মহারুদ্রের দ্বার?
ঐরাবতেরে চালায় মাহুত শুধু বুদ্ধির ছলে—
হে তরুণ, তুমি জান কী হস্তী-মূর্খ কাহারে বলে?
অপরিমাণ শক্তি লইয়া ভাবিছ শক্তি-হীন—
জরারে সেবিয়া লভিতেছ জরা, হইতেছ আয়ু-ক্ষীণ।

পেয়ে ভগবদ-শক্তি যাহারা চিনিতে পারে না তারে
তাহাদের গতি চিরদিন ঐ তমসার কারাগারে।
কোন লোভে, কোন মোহে তোমাদের এই নিম্ন গতি?
চাকুরির মায়া হরিল কি তব এই ভগবদ-জ্যোতি?

সংসারে আজো প্রবেশ করোনি, তবু সংসার-মায়া
গ্রাস করিয়াছে তোমার শক্তি তোমার বিপুল কায়া ।
শক্তি ভিক্ষা করিবে যাহারা ভোট-ভিক্ষুক তারা !
চেন কি-সূর্য-জ্যোতিরে লইয়া উনুন করেছে যারা?

চাকুরি করিয়া পিতামাতাদের সুখী করিতে কি চাহ?
তাই হইয়াছে নুড়ো মুখ যত বুড়োর তলপি বাহ?
চাকর হইয়া বংশের তুমি করিবে মুখোজ্জ্বল?
অন্তরে পেয়ে অমৃত, অন্ধ, মাগিতেছ হলাহল !

হউক সে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কি মন্ত্রী কমিশনার-
স্বর্ণের গলা-বন্ধ পরুক-সারমেয় নাম তার !
দাস হইবার সাধনা যাহার নহে সে তরুণ নহে-
যৌবন শুধু মুখোশ তাহার-ভিতরে জরারে বহে ।

‘নাকের বদলে নরুন’-চাওয়া এ তরুণেরে নাহি চাই-
আজাদ মুক্ত-স্বাধীন চিত্ত যুবাদের গান গাই ।
হোক সে পথের ভিখারি, সুবিধা-শিকারি নহে যে যুবা
তারি জয়-গাথা গেয়ে যায় চিরদিন মোর দিল্লরুবা ।
তাহারি চরণ-ধূলিরে পরম প্রসাদ বলিয়া মানি
শক্তি-সাধক তাহারেই আমি বন্দি যুক্ত-পাণি ।
মহা-ভিক্ষু তাহাদেরি লাগি তপস্যা করি আজো
তাদেরই লাগি হাঁকি নিশিদিন-‘বাজো রে শিঙ্গা বাজো !’

সমাধির গিরি-গহ্বরে বসি তাহাদেরই পথ চাহি-
তাহাদেরই অভাস পেলে মনে হয় পাইলাম বাদশাহি !
মোর সমাধির পাশে এলে কেউ, ঢেউ ওঠে মোর বুকে-
‘মোর চির-চাওয়া বন্ধু এলে কি’ বলে চাহি তার মুখে ।
জ্যোতি আছে, হয় গতি নাই হেরি তার মুখ পানে চেয়ে-
কবরে ‘সবর’ করিয়া আমার দিন যায় গান গেয়ে !
কারে চাই আমি কী যে চাই হয় বুঝে না উহারা কেহ ।
দেহ দিতে চায় দেশের লাগিয়া, মন টানে তার গেহ ।

কোথা গৃহ-হারা, স্নেহ-হারা ওরে ছন্নাছাড়ার দল-
যাদের কাঁদনে খোদার আরশ কেঁপে ওঠে টলমল।
পিছন চাওয়ার নাহি যার কেউ, নাই পিতামাতা জ্ঞাতি
তারা ত আসে না জ্বালাইতে মোর আঁধার কবরে বাতি
আঁধারে থাকিয়া, বন্ধু, দিব্য দৃষ্টি গিয়াছে খুলে
আমি দেখিয়াছি তোমাদের বুকে ভয়ের যে ছায়া দুলে।
তোমরা ভাবিছ-আমি বাহিরিলে তোমরা ছুটিবে পিছে-
আপনাতে নাই বিশ্বাস যার-তাহার ভরসা মিছে!

আমি যদি মরি সম্মুখ-সমরে-তবু যারা টলিবে না-
যুঝিবে আত্মশক্তির বলে তারাই অমর সেনা।
সেই সেনাদল সৃষ্টি যেদিন হইবে-সেদিন ভোরে
মোমের প্রদীপ নহে গো-অরুণ সূর্য দেখিব গোরে।
প্রতীক্ষা-রত শান্ত অটল ধৈর্য লইয়া আমি
সেই যে পরম ক্ষণের লাগিয়া জেগে আছি দিবা-যামী।
ভয়কে যাহারা ভুলিয়াছে-সেই অভয় তরুণ দল
আসিবে যেদিন-হাঁকিব সেদিন-‘সময় হয়েছে, চল!’

আমি গেলে যারা আমার পতাকা ধরিবে বিপুল বলে-
সেই সে অগ্র-পথিকের দল এস এস পথ-তলে!
সেদিন মৌন সমাধি-মগ্ন ইস্রাফিলের বাঁশি
বাজিয়া উঠিবে-টুটিবে দেশের তমসা সর্বনাশী!

Fearless Beauty

All that is ugly, all that is unjust upon the earth—
O worshippers of the Supreme Beauty, you shall bring them
unto death.

With the flaming torch of your radiant soul to burn it away,
Youth comes with its wealth and power, age to age, year after
year.

This is the nature of youth, my friend: to conquer decay,
Making this ancient earth imperishable and ageless.
Losing the true spirit of youth, these straying youths we see—
In India today, encircled by the vultures of decay.

Age after age, the decay-stricken Yayati begs his son
To barter youth for his own pleasures.
And riding on youth, decay strides down the royal street;
The old man laughs, disguised as a youth, in the chariot of
youthful strength.
The toothless smile of wisdom, withered by Vedantic jest—
You have beheld it in ecstasy, while I drift in tears.
You are blessed with the grace of Infinite Power, yet knew it not,
Carrying corpses on Shiva's shoulders, you wander door to
door.

Is this youth? To cover the elder's torn rag with dawn's flame?
Upon this youth's chest—has absolute Power's throne truly laid
its claim?

Will brute force ever yield before cunning intellect?
Can the small one ever block mighty Lord Shiva's gate?
The mahout steers mighty Airavata with nothing but cunning
skill—

O youth, do you know whom they call the elephant-fool?
Possessing immeasurable strength, you think yourself weak—
By serving decay, you gain only decay, your lifespan growing
short.

Those who, blessed with God's power, but fail to recognize-
Their fate forever lies in the prison of darkness.
What greed, what delusion, has dragged you down so low?
Did the temptation of service steal from you that godly glow?
You have not yet entered life, yet worldly snare-
You have devoured your strength, your vast stature.
Those who beg strength are but vote-beggars!
Do you not know the ones who light stoves with the sun's rays?

Do you wish to make your parents happy by taking a service?
Is that why so many old men wear gravel-strewn faces and
potbellies?
By being a servant, will you bring glory to your clan?
With nectar in your heart, O Blind one, you are begging poison.
Be he judge, magistrate, minister, or commissioner-
With a golden collar, he's but a dog forever.
He who yearns for slavery is no youth at all-
His youth is but a shell, within decay's call.

We do not want youths whose eyes are bent on rice and pay-
I sing of the free, the unchained, the bold,
Whose spirit none can sway.
Be he a beggar on the street, yet not a seeker of favors-
The tale of his triumph my heart forever sings.
I deem his dust of feet the highest grace divine,
To him, the seeker of strength, I bow with hands entwined.
For such great beggars, I still perform penance today,
For them I cry out day and night-"Blow the trumpet! Play!"

In the cave of my tomb, I sit, awaiting them.
If I glimpse their light, I feel I've gained a kingdom.
When someone passes by my grave, my heart leaps with waves,
"Has my long-sought friend come?" Saying this, I look at his
face.
There's light, alas, but no way; I gaze at his face
My days pass in the grave, singing of 'patience.'
Nobody understands whom I seek, or what I truly crave.

My body longs to serve the country, but my heart yearns for home.

Where are you, O homeless, the loveless, the band of wandering ones

Whose cries make God's own throne tremble and totter?

With no kin, no parents, no family left behind,

They never come with a lamp to light my darkened tomb.

Yet in darkness, Friend, divine sight has opened wide.

I've seen the trembling shadow of fear inside you.

You think—if I go out, you will run behind.

He who has no faith in himself—his reliance is false.

If I die on the battlefield,

Yet those who will not falter,

Fighting with the strength of their own might,

They are the army, immortal.

The day such an army is born—at that dawn,

It will not be a wax-lamp, but the crimson sun rising over the grave!

Awaiting that moment, I keep vigil day and night,

With steadfast patience, for that supreme hour.

Those who have forgotten fear—the fearless youthful band,

Shall come one day, crying out, "The time has come—stand!

When I am gone, they who hold my flag

With mighty strength,

O band of Pioneers! Come, come upon the street.

That day shall sound the trumpet

Of Israfil in silence and meditation deep,

Shattering the nation's destructive darkness.

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Yayati:** Yayati stands for a significant king of the Chandravamsha lineage, a descendant of King Nahusha, and the progenitor of the Yadavas and Pandavas

অভেদম্

দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে, গড়িছে যে এই রূপ?
রূপে রূপে হয় রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ!
কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কায়া
লুকাতে আপন মাধুরী যে-জন কেবলি রচিছে মায়া!
সেই বহুরূপী পরম একাকী এই সৃষ্টির মাঝে
নিষ্কাম হয়ে কিরূপে সতত রত অনন্ত কাজে।
পরম নিত্য হয়ে অনিত্য রূপ নিয়ে এই খেলা
বালুকার ঘর গড়িছে ভাঙিছে সকাল-সন্ধ্যাবেলা।
আমরা সকলে খেলি তারই সাথে, তারই সাথে হাসি কাঁদি
তারই ইঙ্গিতে ‘পরম-আমি’র শত বন্ধনে বাঁধি।
মোরে ‘আমি’ ভেবে তারে স্বামী বলি দিব্যামী নামি উঠি,
কভু দেখি-আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভু বলে ছুটি।

একাকী হইয়া একা একা খেলি, চুপ করে বসে থাকি।
ভালো নাহি লাগে, কেন সাধ জাগে খেলুড়ির কাছে ডাকি!
সৃষ্টির-ঘুড়ির উড়াই শূন্যে, আনন্দে প্রাণ নাচে,
দেখি সে লাটাই লুটায় পড়েছে কখন পায়ের কাছে।
বীজ রূপে রই- নিজ রূপ কই? খুঁজিতে সহসা দেখি
সেই বীজ-আমি মহাতরু হয়ে ছড়ায়ে পড়েছি-এ কি!
শাখা-প্রশাখায় পল্লবে ফুলে ফলে মূলে কত রূপে
কখন আমারে বিকশিত করি খেলিতেছি চুপে চুপে!

কত সে বিহগ-বিহগী আসিয়া বেঁধেছে আমাতে নীড়,
উর্ধ্বে নিম্নে কত অনন্ত আলো আঁধারের ভিড়।
অনন্ত দিকে অনন্ত শাখা, অনন্ত রূপ ধরি
উদ্ভিদ জড় জীব হয়ে আমি ফিরিতেছি সঞ্চরি।

চির-আনমনা উদাসীন, তাই নিজ সৃষ্টিরই মাঝে
হেরি কত শত ছন্দ পতন অপূর্ণতা বিরাজে।
চমকি উঠিয়া সংহার করি আপনার সেই ভুল,
সেই ভুল দিয়া নতুন করিয়া ফুটাই সৃষ্টি-ফুল।

মৃত্যু কেমন লাগে মোর কাছে, শোনো সে বাণী অভয়,
আঁখির পলক পড়িলে যেমন ক্ষণিক সৃষ্টি লয়,
একটি পলক আঁধার হেরিয়া আবার সৃষ্টি হেরি,
মৃত্যুর পরে জীবন আসিতে ততটুকু হয় দেরি!
মৃত্যুর ভয়ে ভীত যারা, হয় তাদেরই নরক ভোগ,
অমৃতে সেই ডুবে আছে, যার নিত্য আত্ম-যোগ!
মোরই আনন্দ সৃষ্টি করিছে স্ত্রী পুত্র আদি,
কেবলই মিলন লাগে নাকো ভালো, বিরহ রচিয়া কাঁদি।
কেবল শান্তি শান্তি আনিলে নিজে অশান্তি আনি,
ভুলিয়া স্বরূপ ঠুলি পরে টানি শত কর্মের ঘানি।
রুদ্রের রূপে সংহার করি, প্রেমময় রূপে কাঁদি,
যারে 'তুমি' বল, সেই 'আমি' খুঁজি নিজের অন্ত আদি।
সংসারে আসি সং সেজে আমি-শত প্রিয়জন লয়ে,
আপনারে ভোগ করিতে জন্মি বিপুল তৃষ্ণা হয়ে।

যত ভোগ করি তত আপনার তৃষ্ণা বাড়িয়া যায়
অমৃত-মধু মদ হয়ে উঠে তৃষ্ণার পিয়ালায়!
বন্ধু! কেমনে মিটিবে তৃষ্ণা পূর্ণেরে নাহি পেলে,
আমি যে নিজেই অপূর্ণ-রূপে এসেছি পূর্ণ ফেলে।
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-এই তিন রূপই যার লীলা,
সেই সাগরের আমি যে উর্মি, বিরহিণী উর্মিলা!

দুখ-শোক-ব্যাধি নিজে লই সাধি,-কখনো অত্যাচারী-
অসুর সাজিয়া কেড়ে খাই-পুন দেবতা সাজিয়া মারি!
বিদ্রোহ নাই, আসক্তহীন শুধু সে খেলার ঝোঁকে।
অসাম্য করি সৃজন-আবার সংহার করি ওকে।
খেলিতে খেলিতে সহসা চকিতে দেখি আপনারই কায়
শ্রী ও সামঞ্জস্য-বিহীন একি কুৎসিত ছায়া!
সেই কুৎসিত শ্রীহীন অসুরে তখনি বধিতে চাই,
মোর বিদ্রোহ সাম্য-সৃষ্টি-নাই সেথা ভেদ নাই।
নাই সেথা যশ তৃষ্ণার লোভ, নাই বিরোধের ক্লেদ,
নাই সেথা মোর হিংসার ভয়, নাই সেথা কোনো ভেদ,
নাই অহিংসা হিংসা সেখানে কেবল পরম শাম,
রাজনীতি নাই, কোনো ভীতি নাই, 'অভেদম্' তার নাম।

The Nondual

Have you seen that Prince of Beauty, who shaped this form?
He who embodies Himself in form after form, yet remains still
and unspoken.

Clad only in the veil of beauty, He hides His own true being,
The One who, to conceal His sweetness, endlessly weaves
illusion!

That Many-Formed, the Supreme Solitary, amidst all creation,
How selfless, ever absorbed in endless action.
Eternal and changeless, yet He plays with fleeting shapes,
Builds and breaks sandcastles in the evening and at sunrise.
We laugh and weep in His grand play,
Binding the 'Absolute-Self' in His signs each day.
Thinking of myself as I, I call Him Master.
Day and night, I rise and fall on His altar.
At times, you and I are one. I see the difference no more.
At times, I run towards you, calling you my owner.

Alone I sit, playing all by myself in quiet solitude.
Yet I feel no joy—why does the longing rise to call the playmate
near?
I fly the kite of creation in the sky, my soul dancing in delight,
Suddenly, I see the spool has slipped and fallen at my feet.
I remain as seed; where's my true form?
Searching, I suddenly see
That very seed of mine has spread as a mighty tree—
Ah, could it truly be?
In branches and twigs, in blossoms and fruit, in roots of
countless guise,
When I unfold myself, playing in silence.

So many bird pairs have come to weave their nests in me,
Above and below, a throng of endless light and shadow I see.
Infinite branches spread in infinite form, reaching far and wide.
As plant, as stone, as animal, I am drifting in a fleeting tide.

Forever absent-minded, indifferent,
Within my own creation, I see
Countless rhythms fall, imperfections reside.
Startled, I rise to destroy those very flaws,
And with those flaws, I bloom anew,
The flower of creation.

How does death appear to me?
Hear that word of fearless decree:
As the eyelids fall, creation fades for a fleeting while.
One blink of darkness—then creation again smiles.
For life to come after death, there is just that much delay!

Those who tremble in fear of death,
It is they who suffer hell's torment.
But in nectar's bliss forever dwells
The one whose soul unites in constant communion.
It is my joy that has fashioned wife and child and all,
Yet only the union brings me no charm.
In weaving separation, I love to weep in gloom.
Those who are afraid of death are the ones who suffer hell.
Only by bringing peace and rest, I myself bring unrest;
Forgetting my true self, I shoulder the yoke of endless deeds.
In *Rudra's* form I bring destruction; in love's form I weep.
The One you call 'You,' that very 'I' I seek—my own beginning
and end.

I come into this world adorned with ties,
Surrounded by countless dear ones.
Born with a vast thirst, only to indulge myself.
The more I enjoy, the more my thirst keeps growing,
Till nectar itself turns to wine within the cup of desire!
Friend, how can this thirst be stilled if the Perfect One I find not?
For I have come in broken form, leaving Perfection forgot.
Creation, preservation, and destruction—His eternal play,
I am but a wave of that boundless Sea, a wave in longing astray.

Sorrow, grief, and illness I take upon myself by choice-
At times, I don the tyrant demon's guise, to seize and devour;
Then again, as a god, I strike and destroy.
With neither hatred nor attachment, only moved by the play,
I create imbalances, then once more dissolve them away.
In play, all at once, I suddenly behold my very own form-
A hideous shadow, stripped of grace and harmony!
That graceless, dreadful demon I long at once to slay;
For in my rebellion, I create equality-there is no divide, no
dismay.
There is no craving for fame or thirst, no taint of strife is there,
No fear of my own violence, no shadow of divide.
Neither non-violence nor violence abides-only the Supreme
Calm.
No politics, no fear resides-its name is 'Abhedam,' the One
beyond all separation.

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Abhedam** - Sanskrit term meaning "non-dual," "without separation," or "indivisible." Refers here to the ultimate reality or supreme consciousness beyond all dualities and distinctions.
2. **Rudra** - Evokes Shiva's fierce, destructive aspect

আগমনী

সবাইকে তুই বর দিলি মা, পাষাণ-রাজার ঝি!
(আমি) ভিড় ঠেলে যে যেতে নারি, বর পাব না কি?

এই শিয়ালগুলোয় ভাঙা বেড়া কে দেখাল বল?
কাছা খুলে ছুটছে যত আকাল হুড়োর দল!
দূরে থেকেই বলছি মাগো, (আঃ কি গণ্ডগোল!)
তুই কি শুনতে পাবি মাগো বাজছে যা ঢাক-ঢোল!
বেশি কিছু চাইনে আমি, চাইব নাকো যা তা,
মা, ঘোল ঢালতে পারি যেন মুড়িয়ে দুখের মাথা।
(তোর) সিঙ্গিটাকে দে মা ছেড়ে এক মিনিটের তরে
আমার যত পাওনাদার মা, সব কটারে ধরে
ঠেসে গোটা কতক করে মেরে আসুক থাবা,
মনের সুখে বলব, ‘বাপু, আর কি টাকা চাবা?’
ঐ খাঁড়াটা নিয়ে মা তোর করতে পারিস্ তাড়া?
বাড়িওয়ালা যেই আসবে চাইতে বাড়ি ভাড়া?
(আমার) টাকার ঋণ নাই মা মাসে দশ হাজার-
মা ছড়িয়ে যদি দিস, ভাবব, ধন পেয়েছি রাজার।
ছেলে হবে জজ মাজিস্টর, মেয়ে হবে রাণী,
আমার যত শত্রু গিয়ে জেলে টান্বে ঘানি!
রাত্রে যেমন কামড়ায় না ছারপোকা আর মশা,
আর দিনের বেলা সহিতে পারি গায়ে মাছি বসা।
মা খাবার কথা বলি যদি ভাববি পেটুক ছেলে,
আমি ভাত না খেয়েও থাকতে পারি পোলাও লুচি পেলে!
মাছের মুড়ো, মাংসের ঝোল, পাঁচটা ভাজাভুজি,
হ্যাদে দ্যাখো দই সন্দেশ বলিনিকো বুঝি?
দেখলি তো মা, খাওয়ার আমার ইচ্ছেই নেই মোটে,
পেটুক-বলে কলঙ্ক মোর তবু গেল রটে।
কাঁহাতক আর বেড়াই মাগো হেঁটে হটর হটর
পেট্রল যাতে খায় না, দিবি এম্নি একটা মোটর।
জানিস্ তো সন্ন্যাসী হব আমি দুদিন পরে,
একটা কথা বলে রাখি রাখিস্ মনে করে-

তোর বৌমার বাকশো ভরে গা ভরে দিস্ গয়না
পাঁচটা লোকে তোর নামে মা মন্দ যেন কয় না ।
আমিও যুদ্ধ করতে পারি, তোরই তো মা ছেলে,
পারি অসুর দানব খেদিয়ে দিতে, ভুঁড়ি দিয়ে ঠেলে!
বলিস্ যদি, ল্যাং মেরে মা ফেলেও দিতে পারি,
তা কাঁদিয়ে মাকে আমি কি আর যুদ্ধে যেতে পারি?
নাতিপুতি রেখে মা গো একশো বছর পরে
মায়ার সংসার ছেড়ে না হয় যাব তোরই ক্রোড়ে!
আরো অনেক চাওয়ার ছিল দিলুম সে সব ছেড়ে
হেসে ফেলে বলবি হয়তো ‘খোকা, বডড একষেঁড়ে!’*

* কবিতাটি ‘বর প্রার্থনা’ শিরোনামে ‘নবাবু’ ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪১-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

The Welcoming Song

What a sound in the beats of battle-drum that
Goes off and on-jingling, clattering, tinkling! What
A gust and intimidation! With reckless speed traverse
The grave drum-beats,
With flickers the fire flares,
Clatter the swords and shields!
In the air the club spins with violent trills!

Uproars and tumults!
There the *Bhairab* shouts,
In swarms thousands come out
Behind him! Clad in red outfits
The soldiers march in flocks!
In fear the earth trembles,
The silent eternity shivers with throbbing!
In the battle resonates the thundering
Drums, running fast the crashing-chariot
With rattling sound!

A grave resonance emanates from the bugles
And drums, with the shouting soldiers of deities
And demons walk fast! There begins
The terrible storm with gust and
Lightning, with trill of wind!
They walk fast-the soldiers
Of demons and deities!

Tata Thoi-Thoi Tata Thoi-Thoi
Dances the delighted frenzied-woman
Wantonly with her companion,
The oblation-fire burns-
Glowing blazingly from her chest, face and eyes!
Wait! Listen to what she says!

With the rhythmic beatings
Of that drum the sky and the wind swing,
With uproar and murmur the ocean
Dances frenziedly, destroying everything!
The creation staggers—on the verge of tumbling!

Shout of triumph! There the sea roars
And murmurs! Tumults all over!
To churn out the deadly poison
The sea of blood flows again,
Profusely oozing out the poisonous foam!
That fearless Brahma totters,
His throne staggers!
With pitiful tears his wide-eyes are filled!

The *Jhajhor* emits grave sounds—
Jham-Jham from the ribs of the dead gods and demons!
Dancing together *Dhurjoti* and *Promotha* ! There
In the north-east corner the red battle flags flutter,
Beatings of sound terrible come from the battle-drums,
Enormous conch blows,
Blows the mystic sound in *Rudra's* horn-bugle!
Gushing out blood like deluge of fire!
In a moment extinct were million heroes,
Yet blazing anger of the suns trills in the vein
With deep resonance!
In fear a chill runs down the spine—
Overwhelmed are thirsty demons,
The witches and yogis,
Scared terribly are those nightly evil spirits,
Jham-Jham the *Jhajhor* sounds—
In the ribs of dead gods and demons!

There the *chamunda* roars with laughter, oft and on
Comes the roaring of elephant, the horse's neigh!
Like thunder strike them hard!
Strike them again and again,

Well done!
Look, in fear they tremble,
As if they shiver in the chilly cold!
Like a slaughtered goat they're twisting!
There breathe the demons like million snakes
From the breaths of dead and wounds!
Wearing garland of decapitated heads
Chandi bursts into laughter!

Killed and wounded are those false demons
By true gods! Intoxicated is the heavens
And earth for drinking blood-wine;
With his catastrophic hand lunatic *Pinak-pani* spins
Three-pronged rod, drunken are all for drinking
Blood-wine! One above another stacked are rows of pyres,
Around them are howling dogs, jackals and vultures!
With the swing of cataclysm there
Swings the past, present and future!
With the swing of cataclysm there
Swings the past, present and future!!

See the great battle of the frenzied *Durga*,
In her ten hands there clatters
The ten swords! *Mahishasur* falls down on her feet!
She has a message to this world-
Everlasting is not the might of beasts,
Trampled are their heads by our feet!

No monster, no demon,
We want not any god,
Now we want the mankind!
There comes the assurance of safety and blessings,
No more we hear the commotion and shouts!

Wake up everyone,
Run, o run!
Stay calm whatever

It is, stay away from the war!
Open the gate, let's welcome our mother,
Whom do we fear?
To none we will humbly plead
When the mother stands by side!
In her glance we find that sky-drowning look today,
Who walks under the *shefalika* tree? Who is that girl?
Her hair brings the breeze of *ashwin*!
Along with wind there comes lotus-eyed *Kamala* virgin-
Wanton she is, like white lotus
There comes *Bina-pani*, the sinless!
There comes *Gonesh* and *Mohesh*,
An enthusiasm strong prevails all over!!
There comes the charming melody prince,
All the faces around are much familiar!
An enthusiasm strong prevails all over!!

O the Himalaya,
Wake up! Stand up today,
Let the limit of your vastness be abated!
Forget all grief-let the tears of peace roll down
From your eyes, let the peaceful abode be illuminated!
In every home let the lamp smile,
Let the song of invocation be continued!
Let the lamp be lighted,
Let the song be sung! Let the world-sky tremble
Like a tender leaf amidst human tumults!
'There, there she is', the words of adoration come out
In the voice of the world, "O mother, you-we salute!"

Translated by Mustofa Munir

Comments

The demons and gods (the evil and good) are engaged in a deadly war in the world. The terrible drum-beatings from the war resonate all over along with the rhythmic frantic Shiva's dance-tata thoi thoi-gods are dancing and blowing the mystic sound! But the people do not want war any more. They see a holy girl walks elegantly under the shefalika tree in the month of Ashwin. They want to see all the women in the image of goddess Bina-pani (Saraswati) and other sinless peace loving women who can bring enthusiastic spirit in men's heart. In every home let the lamp smile and emit light. The words of adoration are coming out as an arrival song (agomoni) from the voice of the world, "O mother, you-we salute!"

Translator's Notes :

1. *Ashwin*: The 6th month of the Bangla calendar year.
2. *Bina-pani*: Goddess Saraswati the Goddess of learning and music, according to Hindu mythology.
3. *Dhurjoti*: A name of Shiva (Hindu myth).
4. *Gonesh*: The deity of success, eldest son of Shiva and Durga (Hindu myth).
5. *Jhajhor*: A dish-shaped musical instrument.
6. *Kamala*: An appellation of Goddess Lakshmi (Hindu myth).
7. *Mohesh*: Shiva, the god of gods (Hindu myth).
8. *Mahishasur*: Mahishasura was Asura, a race of demons who are the opponents of the Deva. Mahishasura's father Rambha was king of the asuras. He once fell in love with Princess Mahishi, who was cursed to be water buffalo. Mahishasura was born out of this union (Hindu myth).
9. *Om*: This mystic sound is associated with the concepts of cosmic sound or an affirmation to something divine in Hinduism.
10. *Pinak-pani*: Shiva, who carries a bow in his hand (Hindu myth).
11. *Promotha*: One of the demi-gods attending on Shiva.
12. *Rudra*: The manifestation of Shiva as a destroyer Rudra (Hindu myth).
13. *Shiva*: The Hindu god, who is considered as the destroyer of all evils of the creation.
14. *Shefalika*: Jasmine. A white sweet smelled flower.
15. *Tandava*: The frantic dance of Shiva at the time of the annihilation of the world (Hindu myth).
16. *Tata-Thoi Thoi*: Symbolical words or sounds are usually uttered during the Tandava dance (dance of Shiva).

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে ।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্লবে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে !
আসল হাসি, আসল কাঁদন,
মুক্তি এলো, আসল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে ।
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !

আসল উদাস, শ্বসল হতাশ,
সৃষ্টিছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুলল সাগর দুলল আকাশ ছুটল বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিণাক-পাণির শূল আসে !
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে,
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !

আজ হাসল আশ্রন, শ্বসল ফাশ্রন,
মদন মারে খুন-মাখা তুণ
পলাশ অশোক শিমূল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক-বাসে
গো দিগ্বালিকার পীতবাসে;
আজ রঙ্গন এলো রক্ত প্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !
আজ কপট কোপের তুণ ধরি,
ঐ আসল যত সুন্দরী,

কারুর পায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আগুন,
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে!
তাদের প্রাণের 'বুক-ফাটে-তাও-মুখ ফোটে-না' বাণীর বীণা মোর পাশে,
ঐ তাদের কথা শোনাই তাদের
আমার চোখে জল আসে।
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ আসল উষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আসল নিকট, আসল সুদূর,
আসল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন
পাগলা-গাজন উচ্ছ্বাসে!
ঐ আসল আশিন শিউলি শিথিল
হাসল শিশির দুব্বাসে।
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজ জাগল সাগর, হাসল মরু,
কাঁপল ভূধর, কানন-তরু,
বিশ্ব-ডুবান আসল তুফান, উছলে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায় মরা বাম পাশে!
মন ছুটছে গো আজ বল্লাহারা অশ্ব যেন পাগলা সে!
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

The Ecstasy Of Creation

Today in the ecstasy of ereation
My face smiles, my eyes dance and my blood
laughs a gay budding laughter.
A tempestuous flood-tide comes today roaring
into the crevices of my shuttered soul.
In the joy of creation come crowding
laughter and tears, and bondage and freedom
and a sadness from the depth of my desolate heart.

Today my heart breaks into pieces
and words gush forth from my lips
and a joy is born out of bitter melancholy.

Piteous groans and heart-rending sighs fill the air.
The sea heaves, the sky seems to tilt and roll,
and a hurricane begins to blow,
Comets and meteors appear bent on
upsetting the whole creation.

I watch this mad crazy tumult
and in the ecstasy of creation,
the flowers of a million gardens
radiantly smile in my breast.

Today fire smiles and spring heaves
languid sighs,
While Cupid shoots his unerring arrow
dipped in blood.

Ashok, Palash and Shimul fall ready victims
and a pink glow spreads on all sides,
even over the yellow dress of the
village lass.

Today in the ecstasy of creation
come crowding all around me

in the courtyard of my incarnadined soul
 blazing, blossoming flowers!
Today beautiful women come
 arching their pretty brows in feigned anger.
Some are sparks of fire,
Some come marching over bleeding breasts,
while some weep their hearts out,
 and yet fail to utter a word.
Today in the overwhelming joy of creation
 tears come swimming into my eyes
as I sing for them their own tender tunes.

In the ecstasy of creation
 come morning noon, and tender dusk,
and proximity and far distance,
and unrestrained intoxication rhyme
 and music gay and wild.

In the overwhelming joy of creation
 come autumn with her shefali flowers
and sparking dew in the green blades of grass.

Today deserts smile, oceans heave and swell,
 hills and forests tremble,
and a furious storm is about to wipe
 the universe out.

Today on my right a new-born babe lies,
 and on my left a senile corpse.

In the ecstasy of creation
 my mind leaps today
 like a wild, untethered, prancing stallion.

Translated by Kabir Chowdhury

আত্মগত

আর জিজ্ঞাসা করিব না কোনো কথা
আপনার মনে কয়ে যাব আমি আপন মনের ব্যথা ।
ভোরের প্রথম ফোটা ফুলগুলি গোপনে তুলিয়া আনি
অঞ্জলি দিতে তোমার দুয়ারে দাঁড়াই যুক্তপাণি ।
আমার চেয়েও সস্রুণ চোখে ফুলগুলি চেয়ে থাকে,
মোর সাথে ওরা তব পায়ে চাহে অর্পিতে আপনাকে,-
তব তনু হেরি ফুলগুলি যেন অধিক ফুল্ল হয়,
মনে ভাবে, ঐ অঙ্গের সাথে কবে হবে পরিচয় !
তুমি দ্বিধাভরে যেন ভয়ে ভয়ে আস উহাদের কাছে,
ভাব বুঝি ঐ ফুলের ঝাঁপিতে লোভের সাপিনী আছে !
মুখ ফুটে তাই বলিতে পার না, ‘ঐ ফুলগুলি দাও !’
আমার গানের ফুলগুলি বোঝে, উহাদের ভয় পাও ।
চেয়ে দেখি, হয়, বেদনায় মোর ফুল্ল ফুলের গুছি
সূর্যের নামে শপথ করিয়া কাঁদে- ‘শুচি মোরা শুচি !’
ছড়াইয়া দিই পথের ধূলাতে প্রেম-ফুল-অঞ্জলি,
‘দেখ সাপ নাই, নাই কাঁটা’ - আমি ফিরে যেতে যেতে বলি ।
অবুঝ ভিখারি মন যেতে যেতে পিছু ফিরে ফিরে চায়-
ছড়ানো একটি ফুল তুলে সে কি লুকালো এলো-খোঁপায়?
দূর হতে দেখে পাষণ মুরতি তেমনি দাঁড়ায়ে আছে,
ফুল এড়াইয়া চলে গেলে তুমি কলঙ্ক লাগে পাছে !
তোমার চলার পথে পড়ে যত এই পৃথিবীর ধূলি
তারও চেয়ে কি গো মলিনতা-মাখা আমার কুসুমগুলি?
ধূলায় তোমায় ভুলায় না পথ, পথ ভোলাবে কি ফুল?
ভয় পাও কি গো যদি শোনো পথে গাহে বন-বুলবুল?

মোর কবিতার কবুতরগুলি তোমার হৃদয়াকাশে
উড়িতে যখনি চায়, কেন সেথা মেঘ ঘনাইয়া আসে?
তুমি শুনিলে না তবু মোর কথা থামিতে চাহে না কেন?
তোমার ফুলের ফাল্গুন মাসে ঝোড়ো মেঘ আমি যেন !

তব ফুল-ভরা উৎসবে কেন জল ছিটিয়ে সে যায়
তব সাথে তার কোন্ সে জীবনে কোন্ যোগ ছিল, হয়!
ভয় করিও না, মেঘ আসে- মেঘ শেষ হয়ে যায় গলে,
আমার না-বলা কথা বলা হলে আমিও যাইব চলে।

আমি জানি, এই ফাগুন ফুরাবে, খর-বৈশাখ এসে
কি যেন দারুণ আগুন জ্বালাবে তোমাদের এই দেশে।
ভালো লাগিবে না কিছু সেই দিন উৎসব হাসি গান,
ফাগুনে যে মেঘ এসেছিল, তার তরে কাঁদিবে গো প্রাণ।
ডাকিবে, ‘এস হে ঘনশ্যাম বারিবাহ,
জ্বলে গেল বুক, জুড়াও জুড়াও দাহ।’

অভিমানী মেঘ সেদিন যদি গো নাহি আসে আর ফিরে,
যে সাগর থেকে মেঘ এসেছিল- যেও সে সাগর তীরে।
তোমারে হেরিলে হয়ত আমার অভিমান যাব ভুলে,
তব কুণ্ডল-সুরভিতে সাড়া পড়িবে সাগর-কূলে।
আমি উত্তাল তরঙ্গ হয়ে আছাড়ি পড়িব পায়ে,
জলকণা হয়ে ছিটায় পড়িব তব অঞ্চলে, গায়ে।

এই ভিখারির কথা শুনি আজ হাসিবে হয়ত প্রিয়া,
তবু বলি, তুমি কাঁদিয়া উঠিবে সাগর দেখিতে গিয়া।

মনে পড়ে যাবে, তোমার আকাশে মেঘ হয়ে কোনোদিন
কেঁদেছিল এই সাগর তোমারে ঘিরিয়া বিরামহীন।

তোমারে না পেয়ে শত পথ ঘুরে কেঁদে শত নদীনীরে
— সাগরের জল সাগরে এসেছে ফিরে।
তোমারে সিনান করায়েছিল সে অমৃতধারা-রূপে,
ছেয়ে দিয়েছিল তোমার ভুবন ফুল হয়ে চুপে চুপে।
তব ফুলময় তনু লয়ে ওঠে কাব্যলোকে যে গীতি,
তোমারে যে আজ নিবেদন করে কত লোক কত প্রীতি,
মেঘ-ঘনশ্যাম কোনো বিরহীর স্মৃতি আছে তার সাথে,
মেঘ হয়ে দিনে এসেছিল, গেছে আঁধারে মিশিয়ে রাতে।

সাগরে সেদিন ঝাঁপায়ে পড়িবে; তোমার পরশ পেয়ে
প্রলয়-সলিলে রূপ ধরে আমি উঠিব গো গান গেয়ে!
আমার হৃদয়ে ছোঁয়া যদি প্রিয়া তোমার তনুর মায়া,
পরম শূন্যে ভাসিয়া উঠিবে আবার আমার কায়া!...
আজ চলে যাই— এই পৃথিবীতে আর লাগে না ক ভালো।
হেথা মানুষের নিঃশ্বাসে নিভে যায় যে প্রেমের আলো!

যে নিরাধার শ্যাম শ্রীরাধার প্রেমে
 রূপ ধরে আসে পৃথিবীতে নেমে,
যদি কোনো দিন দেখা পাব তার – মোর স্মৃতি থাকে মনে,
রোদনের বান আনে যদি তব আনন্দ-নিকেতনে,
'কোথায় হারায়ে গেছি আমি' তাঁরে শুধায়ো নিরালা ডাকি,
খুঁজিয়া আনিবে হয়ত আমারে তাঁহার পরম আঁখি ॥

 সেদিন যেন গো দ্বিধা নাহি আসে
 কোনো লোক যেন নাহি থাকে পাশে,
যে নামে আমারে ডাকিলে না আজ, সেদিন ডেকো সে নাম;
কি বলে ডাকিলে বেঁচে উঠি আমি, শুধাইও রাধা-শ্যামে।

Self-centered

I won't ask anything anymore,
I'll keep on talking to myself of my own agonies.
Plucking the first-blossomed flowers at dawn,
I stand by your door to offer you a garland.
The flowers watch more empathetically than I,
Also yearning to offer themselves at your feet-
The flowers appear more thrilled to see you,
Pondering when they'll be intimate with the beauty.
In a dilemma you frightfully get close to them,
Wonder if there's a serpent in the basket of flowers.
So you can't say *Give those flowers*.
The flowers of my songs understand you fear them.
I turn back, alas, to see my cheerful flowers weep
In agony swearing by the sun-*We're innocent*.
I scatter love, flowers, and garland on the dusty street-
Look, no snakes, no thorns here, I say while returning.
An innocent, forsaken mind turns his look back-
Does she tuck a flower from the street in her ruffled bun?
From a distance I can see you're standing like a statue,
Then in fear of scandal you depart evading the flowers.
Are the flowers I offer you filthier than
All the dust of the world you tread on?
You don't forget the dust, will you then forget flowers?
Do you fear then a Bulbul bird singing on your way?

When the doves of my poetry wish to fly,
In the sky of your heart, why do clouds pile up?
You didn't listen, still why don't my words end?
I seem wild clouds in the spring of your flowers!

In your flower-filled festival, why does he scatter water?
When in your life, what connection did he have with you?
Don't fear, clouds appear and clouds disappear,
And when I speak my unspoken words, I'll go away too.

I know the cruel summer will come to end this spring
And how severely it'll set fire in your land!
Then you won't feel good in festivals, mirth, or songs,
And you'll weep for the cloud that came in spring.

You'll call *Come, O deep and dense clouds,*
Soothe, O soothe the burning hearts.

That day if the conceited cloud doesn't return,
Go to the sea beach from where he came.
Seeing you, I'll perhaps forget my state of pique,
The beach will be excited at your fragrant tresses.
I'll fall flat at your feet as a turbulent wave,
I'll sprinkle myself as a droplet at your frame.
Listening to this suppliant, my love might laugh,
Still I say *You'll weep looking at the sea.*

You'll recall someday being a cloud in your sky,
This sea wept ceaselessly for you.

Losing you, I wandered along hundreds of paths and wept
By hundreds of riverbanks, finally landing in the sea.
The sweet cascade of water had you take a bath there,
Silently swathing your realm with flowers.

With your flowery frame poets sing in their world,
Now countless devotees offer you love,
A cloud-like dark lovelorn bears sad memories—
Coming as a cloud, he merged with darkness at night.

You'll jump into the sea then; winning your touch,
I'll rise above the destructive sea, humming a song.
If the love of your beauty touches my heart,
My form will float again in the eternal space.
Now let me leave—I no more feel happy in this world.
Here the light of love goes out with human breath!

In love of Sri Radha, homeless Shyam
Came to earth after taking a form.
If you ever meet her—with my memories,
If tears cause a flood in your pleasure garden,
Where I've fled tell her in seclusion,
Her sublime eyes will probably find me out.

Don't be in a dilemma that day,
Don't allow anyone beside us that day,
Call me by the name that you haven't used today;
Ask Radha-Shyam in what name I come to life.

Translated by Mohammad Shafiqul Islam

আনন্দময়ীর আগমনে

আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি-আড়াল ?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল ।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,-আসবি কখন সর্বনাশী ?
দেব-সেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দীপান্তরে,
রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধরে ?

বিষ্ণু নিজে বন্দি আজি ছয়-বছরি ফন্দি-কারায়,
চক্র তাহার চরকা বুঝি ভণ্ড-হাতে শক্তি হারায় !
মহেশ্বর আজ সিন্ধুতীরে যোগাসনে মগ্ন ধ্যানে,
অরবিন্দ চিত্ত তাহার ফুটবে কখন কে সে জানে !
সদ্য অসুর-গ্রাসচ্যুত ব্রহ্মা-চিত্তরঞ্জনে, হায়,
কমণ্ডলুর শান্তি-বারি সিঁধি যেন চাঁদ নদীয়ায় ।
শান্তি শুনে তিক্ত এ-মন কাঁদছে আরো ক্ষিপ্ত রবে,
মরার দেশের মড়া-শান্তি সে তো আছেই, কাজ কি তবে ?
শান্তি কোথায় ? শান্তি কোথায় কেউ জানি না
মাগো তোর ঐ দনুজ-দলন সংহারিণী মূর্তি বিনা !

দেবতারার আর জ্যোতিহারা, ধ্রুব তাঁদের যায় না জানা,
কেউ বা দেব-অন্ধ মাগো, কেউ বা ভয়ে দিনে কানা ।
সুরেন্দ্র আজ মন্ত্রণা দেন দানব-রাজার অত্যাচারে,
দম্ভ তাঁহার দম্ভোলি ভীম বিকিয়ে দিয়ে পাঁচ হাজারে ।

রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে আজ দিগন্তরে,
সে কর শুধু পশলো না মা অন্ধ কারার বন্ধ ঘরে ।
গগন-পথে রবি-রথের সাত সারথি হাঁকায় ঘোড়া,
মর্তে দানব মানব-পিঠে সওয়ার হয়ে মারছে কোঁড়া ।

বারি-ইন্দ্র বরুণ আজি করুণ সুরে বংশী বাজায়,
বুড়িগঙ্গার পুলিন বৃকে বাঁধছে ঘাঁটি দস্যু-রাজায় ।
পুরুষগুলো ঝুঁটি ধরে বুরুশ করায় দানব-জুতো,
মুখে ভজে আল্লা হরি, পূজে কিন্তু ডাণ্ডা-গুঁতো ।

দাড়ি নাড়ে, ফতোয়া ঝাড়ে, মসজিদে যায় নামাজ পড়ে,
নাইকো খেয়াল গোলামগুলোর হারাম এ-সব বন্দি-গড়ে।

‘লানত’ গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলুমবাজে,
ধর্ম-ধ্বজা উড়ায় দাড়ি, ‘গলিজ’ মুখে কোরান ভাঁজে।
তাজ-হারা যার নাস্তা শিরে গরমাগরম পড়ছে জুতি,
ধর্ম-কথা বলছে তারাই, পড়ছে তারাই কেতাব-পুঁথি।
উৎপীড়কে প্রণাম করে শেষে ভগবানে নমি,
হিজড়ে ভীরুর ধর্ম-কথার ভণ্ডামিতে আসছে বমি।
টিকটিকির ঐ লেজুড় সম দিগ্বিদিকে উড়ছে টিকি,
দেবতার আগে পূজে দানব, তাদের কাছে সত্য শিখি!
পুরুষ ছেলে দেশের নামে চুগলি খেয়ে ভরায় উদর,
টিকটিকি হয়, বিষ্ঠা কি নাই-ছি ছি এদের খাদ্য ক্ষুধার।
আজ দানবের রঙমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোলাম
লাথি খায় আর চ্যাঁচায় শুধু, ‘দোহাই হুজুর, মলাম মলাম।’

মাদিগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা-বোল নাকি-নাকি,
খাঁড়ায় কেটে কর্ মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি!
হান্ তরবার, আন্ মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদিগুলোয় কর্ মা পুরুষ, রক্ত দে মা, রক্ত দেখা!
লক্ষ্মী-সরস্বতীকে তোর আয় মা রেখে কমল-বনে,
বুদ্ধি-বুড়ো সিদ্ধাদাতা গণেশ-টনেশ চাই না রণে।
ঘোমটা-পরা কলা বৌ-এর গলা ধরে দাও করে দূর,
ঐ বুঝি দেব-সেনাপতি, ময়ূর-চড়া জামাই ঠাকুর?
দূর করে দে, দূর করে দে এ সব বালাই সর্বনাশী,
চাই নাকো ঐ ভাং-খাওয়া শিব, নেক দিয়ে তাঁয় গঙ্গামাসি!
তুই একা আয় পাগলি বেটি তাইথে তাইথে নৃত্য করে,
রক্ত তৃষায় ‘ম্যয় ভুখা হুঁ’-র কাঁদন-কেতন কণ্ঠে ধরে।
‘ম্যয় ভুখা হুঁ’-র রক্তক্ষিপী ছিন্নমস্তা আয় মা কালী,
গুরুর বাগে শিব-সেনা তোর হুক্মারে ঐ ‘জয় আকালী!’
এখনো তোর মাটির গড়া মৃন্ময়ী ঐ মূর্তি হেরি
দু’চোখ পুরে জল আসে মা, আর কতকাল করবি দেরি?
মহিষাসুর বধ করে তুই ভেবেছিলি রইবি সুখে,
পারিসনি তা, ত্রেতা যুগে টল্ল আসন রামের দুখে।

আর এলিনে রুদ্রাণী তুই, জানিনে কেউ ডাকল কি না,
রাজপুতনায় বাজলো হঠাৎ ‘ময় ভুখা হুঁ’-র রক্তবীণা।
বৃথাই গেল সিরাজ, টিপু, মীর কাসিমের প্রাণ-বলিদান,
চণ্ডী! নিলি যোগমায়া-রূপ, বলল সবাই বিধির বিধান।

হঠাৎ কখন উঠলো ক্ষেপে বিদ্রোহিণী ঝালি-রানি,
ক্ষ্যাপা মেয়ের অভিমানেও এলি নে তুই মা ভবানী।
এমনি করে ফাঁকি দিয়ে আর কতকাল নিবি পূজা?
পাষণ বাপের পাষণ মেয়ে, আয় মা এবার দশভুজা!

বছর বছর এ-অভিনয় অপমান তোর, পূজা নয় এ,
কি দিস্ আশিস কোটি ছেলের প্রণাম চুরির বিনিময়ে!
অনেক পাঁঠা-মোষ খেয়েছিস্, রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা;
আয় পাষণী, এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত-সুধা!
দুর্বলদের বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি-পূজা
দূর করে দে, বল্ মা, ছেলের রক্ত মাগে মা দশভুজা!
সেইদিন হবে জননী তোর সত্যিকারের আগমনী,
বাজবে বোধন-বাজনা, সেদিন গাইব নব জাগরণী।
‘ময় ভুখা হুঁ’-মায়ি’ বলে আয় এবার আনন্দময়ী,
কৈলাস হতে গিরি-রানির মা-দুলালী কন্যা অয়ি!
আয় উমা আনন্দময়ী!

On the Advent of Anandamoyee

How long, O girl, will you hide in clay-made form and veil?
While brutal, savage powers storm heaven and prevail.
The children of the gods are whipped; the brave are sent to the
noose —

This land of Bharat has become a slaughterhouse.
When will you come, O harbinger of doom?
The armies of the gods now toil in exile on far, desolate isles.
If you do not descend with your sword in hand,
Who else will rise to the battlefield?

Vishnu himself lies captive in schemes spun for six long years;
His discus — once the wheel of justice —
Now dull and powerless in crooked hands.
Mahesh drifts on the ocean's edge, lost in yogic trance;
Who knows when his lotus-mind will wake again?
Newly freed from the demon's grip, even Brahma seeks only
appeasement,
Pouring calm like moonlight on Nadia's silent sands.
My bitter heart cries hearing the word "peace" again —
The peace of death already reigns; why add this hollow strain?
Where is peace? Where is peace? None knows! O Mother mine,
Without your demon-slaying, world-shattering form divine!

The gods have lost their light; even their north star is unknown.
Some are blinded by divine delusion, others by fear, even in
daylight.

The king of gods now counsels beneath a demon's throne,
His thunderbolt sold cheap for petty gain.
Rabi's ray spreads today from quarter to far horizon,
Yet, Mother, it sheds no light inside the dark prison.
Along the sky-path, the Sun-chariot's seven steeds race on,
Below, demons ride human backs, flogging them into
submission.

The rain-god is playing his flute in mournful tune,
While on the Old Ganga's sandy chest, the robber-kings dig in to
reign.

By yanking men's hair, demons force them to polish boots;
On their lips, they chant Allah and Hari,
Yet in worship, they bow only to the rod and fist.
Beards stroked, fatwas issued, prayers recited in mosques,
Yet these slaves know not they build their own cage.

With curses on their tongues, they salute tyrants;
Beards raised as banners of faith, Qur'ans clenched in filthy
mouths.

Though people hurl shoes at their bare, crownless heads,
They preach religion, holy books clutched in their hands.
They kneel first to oppressors, then whisper prayers to God.
The hypocrisy of these cowardly eunuchs makes me sick.
Their sacred topknots scatter like a lizard's severed tail –
Hollow, worthless.

Worshipping demons before gods – from them we're told to
learn the truth

Grown men snitch in the nation's name, stuffing their bellies full;
Today, in the demon's painted palace, thirty-three crores of
eunuch-slaves

Are kicked and beaten, howling only, "Mercy, sir – we are
finished."

These impotents' real sin is this so-called nonviolence they
preach –

O mother, with your fierce sword, make the eunuch's excuse of
love perish

Unsheathe the blade, mother, call for war, teach the Immortal
spell.

Make men of these impotents, mother – give them blood, let
their blood boil!

Keep Lakshmi and Saraswati locked away in lotus groves;
In battle, we need no blessings from gentle Ganesha.

Tear the veiled false wife's throat and cast her far away.
Is that your general – the peacock-riding groom?
Cast them off, cast them all away – these ruinous plagues!
I want no hemp-drunk Shiva; let the Ganga wash him away.
Come alone, fierce daughter, dancing *tathai tathai*,
Blood-hungry, crying 'I am starving!' in a torn, feral cry.
O blood-drinking Chhinnamasta – come, Mother Kali!
In the guru's grove, your Shiva-legions hiss: 'Victory to Akali!

Even now, seeing your image shaped from clay,
My eyes fill with tears – how long will you delay?
After slaying Mahishasura, you thought you would rest in
peace,
Yet you could not – by the Treta Age, Rama's sorrow shook your
throne.
And now you rise, O Rudrani, no one knows who called,
Suddenly, in the Rajput court, your "I am hungry!" blood-veena
enthralled.
Siraj, Tipu, Mir Qasim – their sacrifices gone in vain,
Chandi! You took the form of Yogmaya; all decrees were under
your reign.

Suddenly you rose, O rebel queen of Jhansi's pride,
Even the mad girl's indignation summoned you, Mother, to her
side.
How long will you offer mere deception in your worship and
your rite?
Stone-father's daughter, come now, Mother, Ten-Armed in
might!

When did the rebel Rani of Jhansi rise in sudden flame?
Yet you did not come, Mother Bhavani – not even at that mad
daughter's cry.
How long will you go on deceiving us, accepting worship like
this?
Stone-hearted father's stone-born daughter – come now, at last.

Year after year, this performance of yours — this is an insult, not worship.

What blessing do you give in return for stealing the prayers of millions?

You've devoured goats and buffaloes enough — yet your hunger never ends.

Come then, stone-hearted one — this time drink your own son's blood.

This coward's worship, fed by the sacrifice of the weak,
Tear it apart — say it, Mother, demand your son's blood
yourself.

Only then will your true arrival be born, O Mother;

Only then will the drums of awakening thunder, only then a
new song rise.

Cry out now, "I am hungry," O Joyous Mother, come at last!

From Kailash descend, O daughter of the mountain-queen!

Come, Uma — come, Anandomoyee!

Translated by Nadira Bhabna

Translator's notes :

1. **Anandamoyee/Kali/Chhinnamasta/Bhavani/Uma** : These names denote militant, destructive forms of the Mother Goddess, deliberately opposed to her nurturing, pacifying images. Politically, the Mother stands for revolutionary force itself—history's violent correction when moral persuasion fails. "Anandamoyee" is used with bitter irony: joy will not come through reform or prayer, but through the annihilation of cowardice, compromise, and false piety. The poem demands awakening through rupture, not reconciliation.
2. **Vishnu → Mahatma Gandhi** : Vishnu, the cosmic preserver, symbolizes Gandhi's unparalleled moral authority in Indian politics. His "captivity" signifies how nonviolence has been imprisoned by negotiations, treaties, and ethical absolutism, rendering it politically impotent. The chakra (discus), once a weapon of justice, has become blunt—suggesting that nonviolence no longer threatens colonial power but stabilizes it. The poem accuses Gandhian politics of preserving oppression under the guise of moral purity.
3. **Mahesh (Maheshwar) → Sri Aurobindo** : Mahesh, the ascetic Shiva, represents withdrawal from worldly struggle. Aurobindo's turn from revolutionary activism to spiritual philosophy is read here as abdication at a moment of crisis. The poem does not deny his greatness; it indicts the timing.

Political struggle, it argues, cannot afford enlightened spectatorship—spiritual transcendence becomes betrayal when history is burning.

4. **Brahma** → **Chittaranjan Das (C.R. Das)** : Brahma, the creator, symbolizes constitutionalism, institution-building, and appeasement politics. Das's advocacy of cooperation and compromise is portrayed as anesthetic—"pouring moonlight" instead of fire. Politically, the poem condemns elite-led reformism that seeks stability rather than rupture, order rather than liberation. Creation without destruction only reproduces colonial structures in Indian hands.
5. **King of the gods (Surendra)** → **Surendranath Banerjee** : Indra, once thunderous, now advising beneath a demon's throne, embodies early nationalist leadership that settled for moderate demands and colonial recognition. The "sold thunderbolt" suggests revolutionary authority exchanged for status and safety. The poem frames moderate nationalism as collaboration masked as responsibility, leadership that teaches obedience rather than resistance.
6. **Rabi** → **Rabindranath Tagore** : Rabindranath Tagore's moral universalism and humanism are acknowledged as luminous but politically insufficient. His "ray" spreads everywhere yet fails to light the prison—meaning his ethics do not translate into collective liberation. The poem critiques aesthetic humanism divorced from power, suggesting that beauty and conscience alone cannot break chains forged by violence.
7. **Rain-god (Bari-Indra)** → **Barindrakumar Ghosh** : Once a militant revolutionary, later a mystic-poet, Barindra symbolizes revolutionary energy sublimated into melancholy introspection. His "mournful flute" replaces the battle cry. Politically, the poem condemns the redirection of insurgent force into inward spirituality, seeing it as another form of retreat when confrontation is required.
8. **Ganesha** : Ganesha represents cautious intellect, planning, moral advice, and reformist delay. In political terms, he symbolizes the "reasonable" class—those who insist on preparation, ethical restraint, and obstacle-removal before action. The poem rejects this mindset as fatal during oppression: when the obstacle is the regime itself, deliberation becomes complicity.
9. **Lakshmi** : Lakshmi signifies prosperity, comfort, and economic security. Politically, she represents the middle-class fear of disruption—the desire to protect livelihoods while freedom remains absent. The poem dismisses this priority, arguing that material well-being under domination is merely decorated servitude.
10. **Saraswati** : Saraswati stands for education, culture, refined ethics, and intellectual prestige. In the poem, she symbolizes cultural nationalism and moral discourse that lack teeth. Knowledge that does not risk itself in struggle becomes ornamental. Politically, this is an attack on elite cultural leadership that critiques injustice without challenging power.
11. **Mahishasura** : Mahishasura, the slain demon, represents earlier forms of tyranny—feudal, autocratic, overt. The poem insists that although he was defeated, new demons have taken subtler forms: colonial bureaucracy, moral pacifism, and native collaboration. Evil survives by changing masks.

12. **Treta Age / Rama's sorrow** : Even mythic golden ages were marked by suffering, exile, and injustice. Politically, this rejects nostalgic nationalism – the belief that returning to moral ideals alone can fix the present. History repeats not because fate demands it, but because humans refuse decisive action.
13. **Siraj, Tipu, Mir Qasim** : These anti-colonial rulers symbolize armed resistance that failed not due to lack of courage but lack of continuity and mass awakening. Their sacrifices are portrayed as unfinished revolutions, betrayed by later generations who chose safety over struggle.
14. **Yogmaya** : Yogmaya represents historical illusion – the unseen force that shapes events beyond rational planning. Politically, this suggests that liberation does not arrive through polite petitions or moral arguments, but through moments of uncontrollable rupture when history itself turns violent.
15. **Jhansi-Rani → Rani Lakshmibai** : Rani Lakshmibai embodies the Mother's incarnation through armed resistance. Her uprising proves the goddess responds to action, not ritual. Politically, she stands as a rebuke to male, elite, reformist leadership – showing that courage, not pedigree or philosophy, summons history's decisive force.

আমার কৈফিয়ত

১

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই ‘নবি’।
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি !
কেহ বলে, তুমি ভবিষ্যতে যে
ঠাই পাবে কবি ভবীর সাথে হে !
যেমন বেরোয় রবির হতে সে চিরকেলে বাণী কই কবি ?
দুষ্টিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী !

২

কবি-বন্ধুরা হতাশ হইয়া মোর লেখা পড়ে শ্বাস ফেলে !
বলে, কেজো ক্রমে হচ্ছে অকেজো পলিটিক্সের পাশ ঠেলে।
পড়ে না কো বই, বয়ে গেছে ওটা !
কেহ বলে, বৌ-এ গিলিয়াছে গোটা !
কেহ বলে, মাটি হলো হয়ে মোটা জেলে বসে শুধু তাস খেলে !
কেহ বলে, ‘তুই জেলে ছিলি ভালো, ফের যেন তুই যাস্ জেলে !’

৩

গুরু কেন, তুই করেছিস গুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা !
প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, ‘তুমি হাড়িচাঁচা !’
আমি বলি, প্রিয়ে হাটে ভাঙি হাড়ি !
অমনি বন্ধ চিঠি তাড়াতাড়ি !
সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা কন, ‘আড়ি চাচা।’
যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি নাড়ি কাছা !

৪

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর ‘মোল্-লা’রা কন হাত নেড়ে’,
‘দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে !
ফতোয়া দিলাম-কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজি ও !
‘আমপারা’-পড়া হাম্‌বড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে !’
হিন্দুরা ভাবে, পাশী শব্দে কবিতা লেখে, ও পাত-নেড়ে !

৫

আনকোরা যত ননভায়োলেন্ট নন্-কোর দলও নন্ খুশি ।
‘ভায়োলেন্সের ভায়োলিন্’ নাকি আমি বিপ্লবী-মন তুমি !
‘এটা অহিংস’ বিপ্লবী ভাবে,
‘নয় চরকার গান কেন গাবে ?’
গোঁড়া-রাম ভাবে নাস্তিক আমি, পাতি-রাম ভাবে কনফুসি !
স্বরাজীরা ভাবে নারাজি, নারাজি ভাবে তাহাদের অঙ্কুশি !

৬

নর ভাবে, আমি বড় নারী-ঘেঁষা ! নারী ভাবে, নারী-বিদেঘী !
‘বিলেত ফেরোনি ?’ প্রবাসী-বন্ধু কন, ‘এই তব বিদ্যে ছি !’
ভক্তরা বলে, ‘নবযুগ-রবি’!-
যুগের না হই হুজুগের কবি
বটি তো রে দাদা, আমি মনে ভাবি, আর কষে কষি হৃদ-পেশি ।
দুকানে চশমা আঁটিয়া ঘুমানু, দিব্যি হ’তেছে নিদ বেশি !

৭

কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু আমিই কি বুঝি তার কিছু ?
হাত উঁচু আর হল না তো ভাই, তাই লিখি করে ঘাড় নিচু !
বন্ধু ! তোমরা দিলে নাকো দাম,
রাজ-সরকার রেখেছেন নাম !
যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে অ-মূল্যে নেন ! আর কিছু
গুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরেছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু ?

৮

বন্ধু ! তুমি তো দেখেছ আমায় আমার মনের মন্দিরে ।
হাড় কালি হলো, শাসাতে নারিনু তবু পোড়া মন-বন্দীরে !
যতবার বাঁধি ছেঁড়ে সে শিকল,
মেরে মেরে তারে করিনু বিকল,
তবু যদি কথা শোনে সে পাগল ! মানিল না রবি গঙ্গীরে !
হঠাৎ জাগিয়া বাঘ খুঁজে ফেরে নিশার আঁধারে বন চিরে !

৯

আমি বলি, ওরে কথা শোন্ ক্ষ্যাপা, দিব্যি আছিস খোশ-হালে !
প্রায় 'হাফ'-নেতা হয়ে উঠেছিঁস্, এবার এ দাঁও ফসকালে
‘ফুল’-নেতা আর হবেনি যে, হায় !-
বক্তৃতা দিয়া কাঁদিতে সভায়
গুঁড়িয়ে লক্ষা পকেটেতে বোকা এই বেলা ঢোকা ! সেই তালে
নিস্ তোর ফুটো ঘরটাও ছেয়ে, নয় পস্তাবি শেষকালে ।

১০

বোঝে না কো যে সে চারণের বেশে ফেরে দেশে দেশে গান গেয়ে,
গান শুনে সবে ভাবে, ভাবনা কি ? দিন যাবে এবে পান খেয়ে !
রবে না কো ম্যালেরিয়া মহামারি,
স্বরাজ আসিছে চড়ে জুড়ি-গাড়ি,
চাঁদা চাই, তার ক্ষুধার অন্ন এনে দেয়, কাঁদে ছেলে-মেয়ে ।
মাতা কয়, ওরে চুপ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে, দেখ চেয়ে ।

১১

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন ।
বেলা বয়ে যায়, খায়নি কো বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন !
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায় !
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি ? কালি ও চুন
কেন ওঠে না কো তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন ?

১২

আমরা তো জানি, স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস !
কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস
এল কোটি টাকা, এল না স্বরাজ !
টাকা দিতে নারে ভুখারি সমাজ ।
মা'র বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ খাও হে ঘাস !
হেরিনু, জননী মাগিছে শিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ !

১৩

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে !
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে ।
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে না কো মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে !
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে !

১৪

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে ।
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে ।
প্রার্থনা করো-যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের ঘাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ !

My Apology

I'm a poet of the present,
not a "prophet" of the future.
A poet or no-poet-whatever
you call me, I humbly accept.
Some predict: "You'll have a place
among the great poets of the future!
Where are the eternal messages like the one's
flowing out of the writings of *Rabi*?"
They criticize me. Yet I go on singing
only my *Bhairabi* notes of dawn!

My poet-friends exude a sigh of despair
after reading my poems.
They regret: "By getting involved with politics,
he's really getting away from doing good work!
He doesn't read—he's spoiled!"
Some say: "He's been totally swallowed up
by his wife!"
Some say: "By playing cards all the time in jail,
he has grown fat and useless!"
Some say: "You were better off in jail—
hope you go back into it!"

My teacher says: "You've started shaving your beard
with a sword!"
My sweetheart scolds me in her weekly letters.
I reply: "Darling, I'm only exposing
the truth in public!"
And that's the end of our correspondence!
Putting everything aside, I turn to marriage.
Now the Hindus come after me—calling me a heathn.
What am I—a *jaban* or *kafir*? I wonder
and look for a *tiki* or beard on me, swinging my *kachha*!

The greedy maulvis and mullahs are up-in-arms.
"The scoundrel utters the names of gods and goddesses—

let's excommunicate him!
We declare: 'Kazi is a *kafir*,
 although he's willing to be a martyr!'
We've read the *Aam-para*—enough to proudly claim
our authority and keep others out this business!"
The Hindus, on the other hand, cast me aside
as an accursed Muslim because I use Persian words
in my poetry!

Even the Non-violent and Non-cooperation parties
are not happy with me.
I'm supposedly a "violin of violence"
fueling the rebel minds.
The rebels, on the other hand, think
"He is non-violent—why would he otherwise
sing about spinning wheels?"
The orthodox thinks I'm an atheist.
The semi-orthodox thinks I'm a Confucian.
The *Swarajis* think I'm too disagreeable,
the disagreeable think I'm their opponent!

Men think I'm too pro-women!
Women think I'm a woman-hater!
My friend living abroad says: "You've not been to
England?
Pity the extent of your education!"
My admirers say I'm the "Sun of a New Age!"
Well, if not of an entire age, certainly
a poet of a trend—I say to myself,
and tune up my muscles.
With spectacles on I go off to bed,
sleeping better than ever!

Whatever nonsense I write—do I myself
understand any of it?
I never got to raise my hands
so I write bending over my neck!
Friends, you don't value my writings,
but the Government has put my name on its list!

Haven't you heard-hmmmm-who's the one
that the Royal Guards are always following around?

My friend, now you've seen enough
of the temple within my heart.
My bones have been blackened from beatings,
but I couldn't keep my mind imprisoned.
No matter how many times I try to chain it down-
it breaks out.
I myself beat it down to make it dysfunctional,
but it's too mad to listen!
It doesn't even listen to Rabi or Gandhi.
Suddenly awakened, it searches for the tiger
in the dark wilderness!

I say to myself: "Lisen, you mad-cap!
You're doing quite well for yourself now.
You're almost a 'half-leader.'
you may never become a 'full-leader.'
To show people your tears during your speech
be sure to carry some chilli powder in your pocket!
While you can-also get your leaky roof repaired.
Otherwise you'll up repenting!"

But my mind doesn't understand all that.
Instead it goes on wandering across the land
singing like a minstrel.
People listen and think: "What's the worry?
Days of luxury are coming!
The malaria epidemic will be eradicated.
Swaraj is wheeling in."
To subscribe, they hand-over their meager morsel of
food-
while children cry of hunger.
Mother consoles: "Be quiet, you wretched.
Look-*Swaraj* is coming!"

But the hungry children don't want *Swaraj*-
they want some rice and a bit of salt.
Day passes hour by hour-

their tender bellies are in fire from hunger.
I cry out madly!
My obsession with *Swaraj* evaporates in this air.
I cry out in tress: "O God, are you still there?
Why isn't there a touch of embarrassment
in the faces of those
who suck the blood of these hungry children?"

We know it well-by trying to bring *Swaraj*,
we've ended up with a worthless pile of trash.
By depriving crores of hungry children of their food
came a crore rupees-but not *Swaraj*.
The hungry people don't have
any more money to give, either.
To the tiger snatching the child from a mother's bosom,
we say: "Tger, go and eat grass!"
Mother is out begging
while her child lies dead at home.

Friends, I cannot go on telling you all this any more.
My heart is burning with pain.
I've gone mad from seeing all this
and I say whatever comes to my tongue.
I cannot shed blood alone,
so I write all this down in bloody letters.
Deep sadness prevents big thoughts and big words
from entering my head.
So, it's up to you, my friends—who are happy-
to write the immortal poems.

I don't care whether or not I survive
beyond the current trend.
Rabi shines overhead
and there are hundreds of talented children.
Pray—that those who rob
thirty-three crore mouths their morsels of food
meet their doom in my writings in blood!

Translated by Sajed Kamal

আল্লা পরম প্রিয়তম মোর

আল্লা পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা তো দূরে নয়,
নিত্য আমারে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়!
পূর্ণ পরম সুন্দর সেই আমার পরম পতি,
মোর ধ্যান-জ্ঞান তনুমন-প্রাণ, আমার পরম গতি।
প্রভু বলি' কভু প্রণত হইয়া ধূলায় লুটায় পড়ি,
কভু স্বামী বলে কেঁদে প্রেমে গলে তাঁরে চুম্বন করি!
তাঁর উদ্দেশে চুম্বন যায় নিরুদ্দেশের পথে,
কাঁদে মোর বুকে ফিরে এসে যেন সাত আসমান হতে।
তাঁর সাধ পুরাইতে বলি, 'আমি তাঁহার নিত্যদাস।'
দাস হয়ে করি তাঁর সাথে কত হাস্য ও পরিহাস।
রূপ আছে কিনা জানি না, কেবল মধুর পরশ পাই,
এই দুই আঁখি দিয়া সে অরূপে কেমনে দেখিতে চাই!
অন্ধ বধু কি বুঝিতে পারে না পতির সোহাগ তার?
দেখিব তাঁহার স্বরূপ, কাটিলে আঁখির অন্ধকার!

কেমনে বলিব ভয় করে কি না তাঁরে,-
যাঁহার বিপুল সৃষ্টির সীমা আজিও জ্ঞানের পারে।
দিনে ভয় লাগে, গভীর নিশীথে চলে যায় সব ভয়,
কোন সে রসের বাসরে লইয়া কত কী যে কথা কয়!
কিছু বুঝি তার, কিছু বুঝি নাকো, শুধু কাঁদি আর কাঁদি;
কথা ভুলে যাই, শুধু সাধ যায় বুকে লয়ে তাঁরে বাঁধি!
সে প্রেম কোথায় পাওয়া যায় তাহা আমি কি বলিতে পারি?
চাতকী জানে কোথা হতে আসে ভৃষ্ণের মেঘ-বারি?
কোনো প্রেমিকা ও প্রেয়সীর প্রেমে নাই সে প্রেমের স্বাদ,
সে প্রেমের স্বাদ জানে একা মোর আল্লাহর আল্লাদ!

তাঁরে নিয়ে খেলি, কভু মোরে ফেলি যেন দূরে চলে যায়,
সাজানো বাসর ভাঙি অভিমানে ফেলে দি পথ-ধূলায়!
বিরহের নদী ফোঁপাইয়া ওঠে বিপুল বন্যা-বেগে,
দিন গুনে কত দিন যায় হয়, কত নিশি যায় জেগে!
চমকিয়া হেরি কখন অশ্রু-ধৌত বক্ষে মম
হাসিতেছে মোর দিনের বন্ধু, নিশীথের প্রিয়তম!
আমি কেঁদে বলি, 'তুমি কত বড়, কত সে মহিমময়,
মোর কাছে আস,-শাস্ত্রবিদেরা যদি কলঙ্কী কয়!
নিত্য পরম পবিত্র তুমি, চির প্রিয়তম বঁধু,
কেন কালি মাথা পবিত্র নামে, মোরে দিয়ে এত মধু!

মোরে ভালোবাস বলে তব নামে এত কলঙ্ক রটে,
পথে ঘাটে লোকে কয়, যাহা রটে, কিছু ত সত্য বটে।’

তুমি বল, ‘মোর প্রেমের পরশ-মানিক পরশে যারে,
আর তারে কেউ চিনিতে পারে না, সোনা বলে ডাকে তারে।
তাহার অতীত, তার স্বধর্ম মুহূর্তে মুছে যায়,
তবু নিন্দুক হিংসায় জ্বলে নিন্দা করে তাহার।’

‘সে কি কাঁদে’, কহে শাস্ত্রবিদেরা। মোর প্রেম বলে, ‘জানি,
আমার চক্ষে বক্ষে দেখেছি না-দেখা চোখের পানি।
তাঁর রোদনের বাণী শুনিয়াছি বিরহ-মেঘলা রাতে,
বাড় উঠিয়াছে আকাশে তাঁহার প্রেমিকের বেদনাতে।’

আমি বলি, ‘এত কৃপাময়, এত ক্ষমা-সুন্দর তুমি,
মানুষের বুকে কেন তবে এই অভাবের মরুভূমি?’
প্রভুজি বলেন, ‘মোর সাথে ভাব করিতে চাহে না কেউ;
‘আড়ি’ করে আছে মোর সাথে, তাই এত অভাবের ঢেউ।

ভিখারির মত নিত্য ওদের দ্বারের দাঁড়ায়ে থাকি,
আমারে বাহিরে রেখে না বলিয়া কত কেঁদে কেঁদে ডাকি।
আমারে তাহারা ভাবে, আমি অতি ভয়াল ভয়ঙ্কর;
আমি উহাদের ঘর দিই, হয়, আমারে দেয় না ঘর।
আমার চেয়ে কি পরমাত্মীয় মানুষের কেহ আছে!
আমি কাঁদি, হয়, পর ভেবে মোরে ডাকে না তাদের কাছে।
ভয় করে মোরে হইয়াছে ভীকু, যে চায় যা তারে দিই :
জড়ায়ে ধরিতে চায় যে আমারে, তারে বুকে তুলে নিই।
সব মালিন্য, সব অভিশাপ, সব পাপ তাপ তার
আমার পরশে ধুয়ে যায়, আর করি না তার বিচার।
প্রতি জীব হতে পারে মোর প্রিয়, শুধু মোরে যদি চায়,
আমারে পাইলে এই নর-নারী চির-পূর্ণতা পায়।’
হেরিনু, চন্দ্র-কিরণে তাঁহার স্নিগ্ধ মমতা ঝরে,
তাঁহার প্রগাঢ় প্রেম প্রীতি আছে ফিরোজা আকাশ ভরে।
তাঁহার প্রেমের আবছায়া এই ধরণীর ভালোবাসা,
তাঁহার পরম মায়া যে জাগায় তাঁহারে পাওয়ার আশা।
নিত্য মধুর সুন্দর সে যে নিত্য ভিক্ষা চায়,
তাঁহার মতন সুন্দর যেন করি মোরা আপনায়।
অসুন্দরের ছায়া পড়ে তাঁর সুন্দর সৃষ্টিতে,
তাই তাঁর সাথে মিলন হল না কভু শুভ-দৃষ্টিতে।
আমরা কর্ম করি আমাদের স্বকল্যাণের লাগি,
তিনি যে কর্মে নিয়োগ করেন, সেথা হতে ভয়ে ভাগি!
মোরা অজ্ঞান তাই তিনি চান, তাঁরি নির্দেশে চলি;

তাঁহার আদেশ তাঁরি পবিত্র গ্রন্থে গেছেন বলি ।
সে কথা শুনি না, পথ চলি মোরা আপন অহঙ্কারে,
তাই এত দুখ পাই, এত মার খাই মোরা সংসারে ।
চলে না তাঁহার সুনিদিষ্ট নির্ভয় পথে যারা,
অন্ধকারের গহ্বরে পড়ে মার খেয়ে মরে তারা ।
তাঁর সাথে যোগ নাই যার, সেই করে নিতি অভিযোগ;
তাঁর দেওয়া অমৃত ত্যাগ করে বিষ করে তারা ভোগ ।
ভিক্ষা করিয়া তাঁর কৃপা কেহ ফেরেনি শূন্য হাতে,
যারা চাহে নাই, তারাি তাঁহারে নিন্দে অবজ্ঞাতে ।
কার করুণায় পৃথিবীতে এত ফসল ও ফুল হাসে,
বর্ষার মেঘে নদ-নদী-স্রোতে কার কৃপা নেমে আসে?
কার শক্তিতে জ্ঞান পায় এত, পায় যশ সম্মান,
এ জীবন পেল কোথা হতে, তার পেল না আজিও জ্ঞান ।
তাঁরি নাম লয়ে বলি, 'বিশ্বের অবিশ্বাসীরা শোনো,
তাঁর সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোনো ।'
তাঁহারি কৃপায় তাঁরে ভালোবেসে, বলে আমি চলে যাই,
তাঁরে যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার কোনো চাওয়া-পাওয়া নাই ।
আর বলিব না । তাঁরে ভালোবেসে ফিরে এসে মোরে বলো,
কি হারাইয়া কি পাইয়াছ তুমি, কি দশা তোমার হলো !

Allah, My Most Beloved

Allah, my most beloved dear, Allah is never far away,
Wrapped around me endlessly, in Love's most tender sway!
He is the Perfect, Boundless Beauty, my Supreme Lord divine,
My meditation, wisdom, flesh and soul, my breath, my path, my shrine.

At times I call Him Lord; bowing low, I fall and roll upon the dust;
At times I call Him Master; weeping, melting in love, I kiss Him thus!
My kisses fly toward Him but are lost upon a path untold,
Then weep upon my breast like tears from heaven's sevenfold

To serve His will, I cry, 'I am His slave forever.'
Yet as His slave, I share with Him so much jest and laughter.
I know not if He has a form; I only feel His sweet touch.
With these two eyes, how can I hope to behold the Formless?"

Can the blind bride not feel her husband's tender caress?
I will see him true-from when darkness leaves my eyes.
How can I say if fear remains for Him
Whose vast creation's end still lies beyond all wisdom's rim?

By day I feel afraid, but in the deep night all fear departs;
In what bridal feast of rapture He speaks to me with countless words!
Some words I grasp, some I don't; I only weep and weep,
Forgetting speech, I long to bind Him close, my soul to keep!
Forgetting speech, I long for nothing but to clasp Him to my heart's deep.

How could I ever tell where such love is found?
Does the thirsty bird know whence the rain clouds descend ?
No lover's passion can match this love's pure fire,
Its taste is known to one alone, my Allah's joy entire !

Sometimes I play with Him, then He drifts far away.
In hurt, I shatter our bridal bed, scatter dust where He lay.
The river of parting swells, drowning me in pain.
Days slip, nights burn, I count them all in vain.

Suddenly I see, upon my tear-washed breast,
Smiling- my friend of day, my beloved of night!
Weeping, I say: "How great You are, how full of grandeur."
Come close to me, though the scholars may call it a smear!"

Eternally pure, my ever-dearest one
Why is Your name stained while You pour me such sweetness?
Because You love me, slanders cling to Your name;
In streets and markets they whisper: where there's smoke,
there's flame.

You reply: 'Whoever feels My touch, My ruby's fiery glow,
The world sees only gold, not the truth they'll never know.
Their past, their sins, their very faith, in moments melt away,
Yet haters burn with envy, scorning those I choose to sway!

You say: 'Whomever my touchstone of love enfolds,
No one can recognize him otherwise—they call him pure gold.
His past, his creed instantly dissolve,
Yet haters burn with envy; their slanders revolve

Does he weep?'—the scholars inquire.
But Love in me replies, 'I know, for sure.
Within my sight I've glimpsed unseen tears,
I've heard His cries in the storm-tossed night,
Where the sky itself rages with His lover's regret.'

I said, "So gracious, so forgiving You shine,
Why then this desert of want in mankind?"
The Lord replied, "None wish to walk with Me,
They quarrel instead, thus waves of need shall be.

Like a beggar, I stand daily at their door,
Calling out in tears, "Please don't leave me out anymore."
They think of me as someone grim, a fearsome, dreadful one;
I give them homes; alas, they give me none.

Each day I stand, a beggar, at their door,
Pleading in tears, 'Don't cast me out anymore.'
They brand me grim, a terror to shun
I give them home, yet they give me none

Is there anyone dearer to mankind than I ?
I weep, yet they think I'm a stranger and never draw nigh.
Fearing Me, they've grown timid, though I give all they pray
Whoever longs to hold me close, I lift them all the way.

All stains, all curses, all their sins and pain,
Are washed away with my one touch, I never complain.
Any soul could be my own, if they just truly call;
Those who find me, man or woman- find wholeness, once for all.

I saw his gentle love flows down in moonlight's tender grace,
His deep and boundless love fills all the turquoise heaven's
space.
The love of this earth is but a shadow of His amore
His supreme grace awakens hope to find Him evermore

He, the Ever-Sweet, the Ever-Beautiful, unceasingly asks for
grace,
That we may shape ourselves in beauty after His likeness.
Yet shadows of the unbeautiful fall upon His beautiful creation,
And thus, in blessed vision, we fail to unite with Him.

We act only seeking our own gain,
Yet shrink in fear from the tasks He ordains.
In our ignorance, He bids us obey His will,
His holy scriptures proclaim His command still.

We heed not His word, but walk in pride our own accord;
Thus we suffer so much sorrow, so many blows in this world.
They who do not tread His clear and fearless path,
Fall into the pit of darkness, beaten down to death.

He who has no union with Him is ever full of objections
They reject the nectar he gave and drink their poisons
No one who begged for his grace ever left in vain,
Only those who never asked treat him with disdain.

Whose grace makes harvests and flowers smile upon the earth?
Whose mercy descends in monsoons, rivers, and streams?
By whose power do men attain knowledge, honor, and fame?
By whose grace they received this life, yet still they know not
His name.

In His name I proclaim: O unbelievers, now see-
Whoever is bound to Him lives ever free.
By His grace, in His love, I quietly depart;
Who finds Him holds no more desire in the heart.
I shall speak no more-but if you love Him, then tell:
What did you lose, what did you gain, how did your life dwell?

Translated by Debashis Das

আশা

হয়ত তোমার পাব দেখা,
যেখানে ঐ নত আকাশ চুমছে বনের সবুজ রেখা ॥

ঐ সুদূরের গাঁয়ের মাঠে,
আলের পথে, বিজন ঘাটে;
হয়ত এসে মুচকি হেসে
ধরবে আমার হাতটি একা ॥

ঐ নীলের ঐ গহন-পারে ঘোমটা-হারা তোমার চাওয়া,
আনলে খবর গোপন-দূতী দিক-পারের ঐ দখিন হাওয়া ॥
বনের ফাঁকে দুষ্ট তুমি
আস্তে যাবে নয়না চুমি,
সেই সে কথা লিখছে হেথা
দিগ্বলয়ের অরুণ-লেখা ॥

Hope

I shall perhaps find thee, darling,
At the distant horizon
Where the stooping sky kisses
The dark green of the clustering trees.
At the lonely meadow
Of the distant hamlet
Or by the quiet bank of the village tank
Thou wilt perhaps appear alone,
Smiling sweetly,
And take my hands in thine own.
Beyond the blue of that sky
Thy unveiled eyes are sparking,
And that southern wind
Is thy secret emissary
Bringing thy news for me.

Thou art the impish maiden
Fleeting through the woods,
Thou wilt come all on a sudden
And kiss my eyes fondly.
There at the distant horizon
The gorgeous sun in his brilliant rays
Is writing out that message.

Translated by Kabir Chowdhury

আশীর্বাদ

আপনার ঘরে আছে যে শত্রু
তারে আগে করো জয়;
ভাঙো সে দেয়াল, প্রদীপের আলো
যাহা আগুলিয়া রয়।

অনাড়ীয়েরে আড়ীয় করো,
তোমার বিরাট প্রাণ
করে না কো যেন কোনোদিন কোনো
মানুষে অসম্মান।

সংস্কারের মিথ্যা বাঁধন
ছিন্ন হউক আগে,
তবে সে তোমার সকল দেউল
রাঙিবে আলোর রাগে।

‘আল্ ইসলাম্’
আশ্বিন, ১৩৪৪

Blessings

The foe that dwells in thy abode,
Defeat that one before.
Break down the wall where light is chained,
Let lamp's glow freely pour.

Make strangers kin with open grace,
Let vastness fill your soul,
And never let a single heart
Be bruised by your control.

Break free from bonds the world has tied,
Those lies that dim the day-
Then shall your temple blaze with light,
In dawn's resplendent rays

Translated by Mohammad Zahir Uddin

ঈদ-মোবারক

শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো,
কত বালুচরে কত আঁখি-ধারা বরায়ে গো,
বরষের পরে আসিলে ঈদ!
ভুখারির দ্বারে সওগাত বয়ে রিজওয়ানের,
কস্টক-বনে আশ্বাস এনে গুল-বাগের,
সাকিরে 'জা'মের' দিলে তাগিদ!

খুশির পাপিয়া পিউ পিউ গাহে দিগ্বিদিক,
বধু জাগে আজ নিশীথ-বাসরে নির্নিমিত্ত!
কোথা ফুলদানি, কাঁদিছে ফুল!
সুদূর প্রবাসে ঘুম নাহি আসে কার সখার,
মনে পড়ে শুধু সোঁদা-সোঁদা বাস এলো খোঁপার,
আকুল কবরী উল্ঝলুল!!

ওগো কাল সাঁঝে দ্বিতীয়া চাঁদের ইশারা কোন্
মুজ্জদা এনেছে, সুখে ডগমগ মুকুলী মন!
আশাবরী-সুরে বুঝে সানাই।
আতর সুবাসে কাতর হল গো পাথর-দিল,
দিলে দিলে আজ বন্ধকী দেনা-নাই দলিল,
কবুলিয়তের নাই বালাই ॥

আজিকে এজিদে হাসেনে হোসেনে গলাগলি,
দোজখে ভেষতে ফুলে ও আগুনে ঢলাঢলি,
শিরী ফরহাদে জড়াডড়ি।
সাপিনীর মত বেঁধেছে লায়লি কায়েসে গো,
বাহুর বন্ধে চোখ বুঁজে বঁধু আয়েসে গো!
গালে গালে চুমু গড়াডড়ি ॥

দাউ দাউ জ্বলে আজি স্মৃতির জাহান্নাম,
শয়তান আজ ভেষতে বিলায় শারাব-জাম,
দুশমন দোস্ত এক-জামাত !
আজি আরাফাত-ময়দান পাতা গাঁয়ে গাঁয়ে,
কোলাকুলি করে বাদশা-ফকিরে ভায়ে ভায়ে,
কাবা ধরে নাচে 'লাত্-মানাত্' ॥

আজি ইসলামি-ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান,
নাই বড় ছোট-সকল মানুষ এক সমান,
রাজা প্রজা নয় কারো কেহ ।
কে আমির তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায়?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি; জাগালে হায়
ইসলামে তুমি সন্দেহ ॥

ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ-দুখ সম-ভাগ করে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের !
কারো আঁখি-জলে কারো ঝাড়ে কি রে জ্বলিবে দীপ?
দু'জনার হবে বুলন্দ-নসিব, লাখে লাখে হবে বদনসিব?
এ নহে বিধান ইসলামের ॥

ঈদ-অল্-ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান,
ওগো সঞ্চয়ী, উদ্ধৃত যা করিবে দান,
ক্ষুধার অন্ন হোক তোমার !
ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তব হাতে,
তৃষ্ণাতুরের হিসসা আছে ও পিয়লাতে,
দিয়া ভোগ কর, বীর, দেদার ॥

বুক খালি করে আপনারে আজ দাও জাকাত,
করো না হিসাবী, আজি হিসাবের অঙ্কপাত !
একদিন কর ভুল হিসাব ।

দিলে দিলে আজ খুন্সুড়ি করে দিললগি
আজিকে ছায়েলা-লায়েলা-চুমায় লাল যোগী !
জামশেদ বেঁচে চায় শারাব ॥

পথে পথে আজ হাঁকিব, বন্ধু, ঈদ-মোবারক ! আস্সালাম !
ঠোটে ঠোটে আজ বিলাব শিরনি ফুল-কালাম !
বিলিয়ে দেওয়ার আজিকে ঈদ !
আমার দানের অনুরাগে-রাঙা ঈদগা রে !
সকলের হাতে দিয়ে দিয়ে আজ আপনারে-
দেহ নয়, দিল্ হবে শহীদ ॥

Eid Mobarak

After the lapse of a year
you have come, Eid,
having crossed many a desert
of hundreds of miles,
having caused many a tear to
be shed on many a sand-field.
You have brought from one of the seven
heavens a present to the door of the hungry,
the bliss of the flower-garden
to the forest of thorns.
And have asked the cup-bearer
to hurry up with the cup of wine.
The hawk-cuckoo sings on all sides,
the bride keeps awake without a
wink in the bridal chamber of midnight!
Flowers weep but where's the
flower vase?
There's no sleep for the lover
in the distant land away from home.
He remembers only the smell, akin
to the dry land wetted by rain,
of the loose coiffure of his beloved,
the distracted braid of her hair
being at sixes and sevens!!
Tidings of joy came last evening at
signal from the second day of the moon,
the budding mind is boiling up
with happiness!
The shanai sings unto tune Ashabari.
The stone-hard mind has softened
in the smell of perfume,
minds are mortgaged to each other

today in debt without any document,
without any debt to bother about
Yazid, Hasan and Hussain are
bosom friends today.
Hell and heaven, flowers and fire
all fall for one another,
Shirin and Farhad are in each
other's embrace.
Leili has snake-like embroiled
Qayes in herself.
The lover in the arms of his
beloved closes his eyes in pleasure,
kisses around on cheeks,
the hell of revelry is ablaze,
Satan distributes cups of wine in heaven,
Friends and enemies from the same assembly
The field of Arafat is spread out
Today from village to village,
emperors and fakirs embrace
one another like brothers.
The two figures Lat-Manat hold on to
the Kaaba and dance.
The trumpet of Islam resounds today
throughout the world,
there are no high and low – all men are equal,
nobody is another's king or subject.
Who are you, Oh noble man, a
Nawab or Badsha in the upper mansion?
You are a blot on all time; you
have been responsible for raising
doubts about Islam.
Islam, Says we are all for one another,
we are all brothers and shall
share joy and sorrow equally,

none of us has the right to hoard.
Is it ordained for some people
to shed tears and for others to
light up the chandeliers!
And just two people to have princely
luck, millions to suffer from bad luck?
That is not the prescription of Islam.
So has Idul-Fitr ushered in the new dispensation,
you who are hoarding up, you should
give away all surplus,
you must have food to satisfy your hunger!
The cup of enjoyment boils over in your hands,
but those who are thirsty have a
share in the cup,
you must, O my hero, give them
and then enjoy profusely.
You must empty your heart and
make a gift of yourself;
you who are very calculating,
do not sit down to calculate!
Rather let your calculation
go wrong for once.
Today the wayward play the
teasing games in their hearts,
today even the ascetic is
reddened by kiss from Sayel and Laila!
Jamshed lives and demands
wine to drink.
Today I shall go about on the
streets crying : Eid-Mobarak,
O my friends, Assalam!
Today I shall distribute from
lip to the message of
flowers as sweetmeat for the day.

This is Eid, an occasion for
giving oneself away.
The Eidgah red with the ardour of my gift!
Not the body but the heart
will give of itself to
everybody and make a martyr of itself.

Translated by Bashudha Chakravarty

ঈশ্বর

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ-পাতাল জুড়ে?
কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে?
হায় ঋষি-দরবেশ,
বুকের মানিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশ-দেশ!
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুঁজে,
স্রষ্টারে খোঁজো-আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে!
ইচ্ছা-অন্ধ ! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ-কায়া,
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।
শিহরি উঠো না, শাস্ত্রবিদেরে করো না কো বীর, ভয়,-
তাহারা খোদার খোদ 'প্রাইভেট সেক্রেটারি' তো নয়!
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি!
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি!
রত্ন লইয়া বেচা-কেনা করে বণিক সিন্ধু-কূলে-
রত্নাকরের খবর তা বলে পুছো না ওদেরে ভুলে।
উহারা রত্ন-বেনে,
রত্ন চিনিয়া মনে করে ওরা রত্নাকরেও চেনে!

ডুবে নাই তারা অতল গভীর রত্ন-সিন্ধুতলে,
শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য-সিন্ধু-জলে।

God

Who are you, my friend,
searching for God in heaven
and the underworld?
Who are you-searching
through the wilderness
and mountain peaks?
It's a pity-O *Rhishis* and *Dervishes*,
you go on searching for Him
from country to country
while holding the Jewel of the Heart
in your own heart!
The whole creation looks at you
whill your own eyes are shut.
You search for the creator
instead of searching for your self.
O self-inflicted Blind-open your eyes,
look at yourself in the mirror.
You'll see-His shadow falls on your body.
Don't shudder, Hero,
don't be intimidated
by the scholars of the scriptures-
they're not God's "private secretaries!"
We all are His manifestation,
He is present in us all.
Seeing myself, I see the unseen Creator.
The merchants at the seaport trade in gems.
But never ask them where the gems are mined.
They are merely traders of gems,
but they think that they know where the mine is too!

They have never taken a dive
into the fathomless depth of the gem-bearing ocean.
Instead of messing with the scriptures,
my friend, dive right into
the ocean of Truth!

Translated by Sajed Kamal

উপেক্ষিত

কান্না-হাসির খেলার মোহে অনেক আমার কাটল বেলা,
কখন তুমি ডাক দেবে মা, কখন আমি ভাঙব খেলা?
অজানাকে আনতে জিনে
জগৎটাকে ফেলনু চিনে,
চাই যারে মা তায় দেখি নে
ফিরে এনু তাই একেলা
পরাজয়ের লজ্জা নিয়ে বক্ষে বিঁধে অবহেলা ॥

আজকে বড় শান্ত আমি আশায় আশায় মিথ্যা ঘুরে,
ও মা এখন বুকে ধর, মরণ আসে ঐ অদূরে !
সৃষ্টিটাকে পায়ের তলে
এনেছি মা হেলায় দলে,
হৃদয় শুধু জিনতে বলে
খেয়ে এনু পায়ের ঠেলা
আর সহে না মাগো এখন আমায় নিয়ে হেলাফেলা ॥

বিশ্বজয়ের গর্ব আমার জয় করেছে ঐ পরাজয়,
ছিন্ন-আশা নেতিয়ে পড়ে, ও মা এসে দাও বরাভয় !
চর্দিকে মা প্রবঞ্চনা
ভালোবাসার গিল্টিসোনা,
আজ মণি কাল ধূলি-কণা,
জুয়ার হাট এই প্রেমের মেলা !
খুইয়েছি সব সাধের খেলায়, বুক ভেঙেছে হেলার ঢেলা !
এখন তুমি নাও মা কোলে, নয় অকূলে ভাসাই ভেলা ॥

The Neglected

Lost in the game of tears and laughter's spell,
My life was spent-when, Mathe, your call will swell!
When shall I break this play, this fleeting show?
To bring the unknown near, I tamed the world I know,
Yet whom I seek, dear Ma, remains unseen –
Returned alone, defeated, shamed, demeaned,
My heart pierced deep by scorn's unfeeling stone,
Left weary, wounded, shattered, and alone.

Today I'm tired – false hopes have spun me round,
O Mother, hold me close – Death nears without a sound!
I trod Creation down beneath my sole,
So light, so vain, with such a careless stroll.
My heart just cried, "Win! Win!" –but all in vain,
I swallowed kicks, endured the scorner's pain.
No more, dear Mom–this jesting must now cease,
Take me from mockery, grant my soul release!

Pride born of worlds I conquered? Defeat won.
My tattered hopes hang limp-O bless your son!
Deceit, dear Mother, lies thick on every side–
Love's gilded chains where falsehood loves to hide.
Today a gem, tomorrow dust and sand–
This marketplace of love's a gambler's stand!
I lost all precious games my spirit craved,
My chest lies broken-pebbles scornors paved.
Now hold me in your lap, Mother–hold me tight,
Or cast me to the sea, adrift, tonight.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

উমর ফারুক

তিমির রাত্রি-এশার আজান শুনি দূর মসজিদে,
প্রিয়-হারা কার কান্নার মত এ-বুকে আসিয়া বিঁধে!
আমির-উল্-মুমেনিন,
তোমার স্মৃতি যে আজানের ধ্বনি-জানে না মুয়াজ্জিন!

তকবির শুনি শয্যা ছাড়িয়া চকিতে উঠিয়া বসি,
বাতায়নে চাই-উঠিয়াছে কি রে গগনে মরুর শশী?
ও-আজান ও কি পাপিয়ার ডাক, ও কি চকোরীর গান?
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ও কি ও তোমারি সে আহ্বান?
আবার লুটায় পড়ি!

‘সে দিন গিয়াছে’-শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি!
উমর ! ফারুক ! আখেরি নরির ওগো দক্ষিণ-বাহ!
আহ্বান নয়-রূপ ধরে এসো!-গ্রাসে অন্ধতা-রাহ
ইসলাম-রবি, জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন!
সত্যের আলো নিভিয়া-জ্বলিছে জোনাকির আলো ক্ষীণ!
শুধু অঙ্গুলি-হেলনে শাসন করিতে এ জগতের
দিয়াছিলে ফেলি মুহম্মদের চরণে যে-শমশের,
ফিরদৌস ছাড়ি নেমে এস তুমি সেই শমশের ধরি,
আর একবার লোহিত-সাগরে লালে-লাল হয়ে মরি!
নওশার বেশে সাজাও বন্ধু মোদেরে পুনর্বার
খুনের সেহেরা পরাইয়া দাও হাতে বাঁধি হাতিয়ার!
দেখাইয়া দাও-মৃত্যু যথায় রাঙা দুর্লহিন-সাজে
করে প্রতিক্ষা আমাদের তরে রাঙা রণ-ভূমি মাঝে!
মোদের ললাট-রক্তে রাঙিবে রিক্ত সিঁথি তাহার,
দুলাব তাহার গলায় মোদের লোহ-রাঙা তরবার!
সেনানী ! চাই হুকুম!

সাত সমুদ্র তের নদী পারে মৃত্যু-বধূর ঘুম
টুটিয়াছে ঐ যক্ষ-কারায়, সহে নাকো আর দেরি,
নকিব কণ্ঠে শুনিব কখন নব অভিযান ভেরি!...

নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যায় জামানার অভিশাপ,
তোমার তথতে বসিয়া করিছে শয়তান ইন্সফ !
মোরা 'আস্‌হাব-কাহাফে'র মতো দিবানিশা দিই ঘুম,
'এশা'র আজান কেঁদে যায় শুধু-নিঃবুম নিঃবুম !

কত কথা মনে জাগে,
চড়ি কল্পনা-বোররাকে যাই তের শ' বছর আগে
যেদিন তোমার প্রথম উদয় রাঙা মরু-ভাস্কর,
আরব যে দিন হলো আরাম্ভা, মরীচিকা সুন্দর ।
গোষ্ঠে বসিয়া বালক রাখাল মুহম্মদ সেদিন
বারে বারে কেন হয়েছে উতলা ! কোথা বেহেশতি বীণ
বাজিতেছে যেন । কে যেন আসিয়া দাঁড়ায়েছে তাঁর পিছে,
বন্ধু বলিয়া গলা জড়াইয়া কে যেন সম্ভাষিছে !

মানসে ভাসিছে ছবি-
হয়ত সেদিন বাজাইয়া বেণু মোদের বালক নবী
অকারণ সুখে নাচিয়া ফিরেছে মেঘ-চারণের মাঠে !
খেলায়েছে খেলা বাজাইয়া বাঁশি মক্কার মরু-বাটে !
খাইয়াছে চুমা দুম্বা-শিশুরে জড়াইয়া ধরি বুকে,
উড়ায়ে দিয়েছে কবুতরগুলি আকাশে অজানা সুখে !
সূর্য যেন গো দেখিয়াছে-তার পিছনের অমারাতি
রৌশন-রাঙা করিছে কে যেন জ্বালায়ে চাঁদের বাতি ।

উঠেছিল রবি আমাদের নবী, সে মহা-সৌরলোকে,
উমর, একাকী তুমি পেয়েছিলে সে আলো তোমার চোখে !
কে বুঝিবে লীলা-রসিকের খেলা ! বুঝি ইঙ্গিতে তার
বেহেশত-সাথী খেলিতে আসিলে ধরায় পুনর্বার ।
তোমার রাখাল-দোস্তের মেঘ চরিত সুদূর গোষ্ঠে,
হেথা 'আজ্ঞান'-ময়দানে তব পরান ব্যথিয়া ওঠে !

কেন কার তরে এ প্রাণ-পোড়ানি নিজেই জান না বুঝি,
তোমার মাঠের উটেরা হারায়, তুমি তা দেখ না খুঁজি !

ইহারই মাঝে বা হয়তো কখন দুঁহুঁ দৌঁহা দেখেছিলে,
খেজুর-মেতির গল-হার যেন বদল করিয়া নিলে,
হইলে বন্ধু মেষ-চারণের ময়দানে নিরালায়,
চকিত দেখায় চিনিলা হৃদয় চির-চেনা আপনায়!

খেলার প্রভাত কাটিল কখন, ক্রমে বেলা বেড়ে চলে,
প্রভাতের মালা শুকায়ে বারিল খর মরু-বালুতলে।
দীপ্ত জীবন-মধ্যাহ্নের রৌদ্র-তপ্ত পথে
প্রভাতের সখা শত্রুর বেশে আসিলে রক্ত-রথে।

আরবে সেদিন ডাকিয়াছে বান, সেদিন ভুবন জুড়ি,
'হেরা'-গুহা হতে ঠিকরিয়া ছুটি মহাজ্যোতি বিচ্ছুরি!
প্রতীক্ষমান তাপসী ধরণী সেদিন শুদ্ধস্নাতা
উদাত্ত স্বরে গাহিতেছিল গো কোরানের সাম-গাথা!
পাষাণের তলে ছিল এত জল, মরুভূমে এত চল?
সপ্ত সাগর সাতশত হয়ে করে যেন টলমল!
খোদার হাবিব এসেছে আজিকে হইয়া মানব-মিতা,
পুণ্য-প্রভায় বলমল করে ধরা পাপ-শঙ্কিতা।
সেদিন পাথারে উঠিল যে মৌজ তাহারে শাসন-হেতু
নিভীক যুবা দাঁড়াইলে আসি ধরি বিদ্রোহ-কেতু!
উদ্ধত রোষে তরবারি তব উর্ধ্বে আন্দোলিয়া
বলিলে, 'রাঙাবে এ তেগ মুসলমানের রক্ত দিয়া!'
উন্মাদ বেগে চলিলে ছুটিয়া!—এ কার এ কি ওঠে গান?
এ কোন লোকের অমৃত মন্ত্র? কার মহা-আহ্বান?
ফাতেমা-তোমার সহোদরা-গাহে কোরান-অমিয়-গাথা,
এ কোন মন্ত্রে চোখে আসে জল, হায় তুমি জান না তা!
উন্মাদ-সম কেঁদে কও, গুরে, শোনা পুনঃ সেই বাণী!
কে শিখাল তোরে এ গান সে কোন বেহেশত হতে আনি
এ কি হল মোর? অভিনব এই গীতি গুনি হায় কেন
সকল অঙ্গ শিথিল হইয়া আসিছে আবেশে যেন!
কি যেন পুলক কি যেন আবেগে কেঁপে উঠি বারে বারে,
মানুষের দুখে এমন করিয়া কে কাঁদিছে কোন্ পারে?

‘আশ্হাদু আন্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলি
কহিল ফাতেমা—‘এই সে কোরান, খোদার কালাম গলি
নেমেছে ভুবনে মুহম্মদের অমর কণ্ঠে, ভাই!
এই ইসলাম, আমরা ইহারি বন্যায় ভেসে যাই!’...
উমর আনিল ইমান।—গরজি গরজি উঠিল স্বর
গগন পবন মছন করি—‘আল্লাহু আকবর!’
সম্মে-নত বিশ্ব সেদিন গাহিল তোমার স্তব—
‘এসেছেন নবী, এত দিনে এল ধরায় মহামানব!’

পয়গম্বর নবী ও রসুল—এঁরা তো খোদার দান!
তুমি রাখিয়াছ, হে অতি-মানুষ, মানুষের সম্মান!
কোরান এনেছে সত্যের বাণী, সত্যে দিয়াছে প্রাণ,
তুমি রূপ-তব মাঝে সে সত্য হয়েছে অধিষ্ঠান।
ইসলাম দিল কি দান বেদনা-পীড়িত এ ধরণীরে,
কোন নব বাণী শুনাইতে খোদা পাঠাল শেষ নবীরে,—
তোমারে হেরিয়া পেয়েছি জওয়াব সে-সব জিজ্ঞাসার!
কী যে ইসলাম, হয়তো বুঝিনি, এইটুকু বুঝি তার
উমর সৃজিতে পারে যে ধর্ম, আছে তার প্রয়োজন!
ওগো, মানুষের কল্যাণ লাগি তারি শুভ আগমন
প্রতীক্ষায় এ দুঃখিনী ধরা জাগিয়াছে নিশিদিন
জরা-জর্জর সন্তানে ধরি বক্ষে শান্তিহীন!

তপস্বিনীর মত

তাহারি আশায় সেধেছে ধরণী অশেষ দুখের ব্রত।

ইসলাম—সে তো পরশ-মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি!
পরশ তাহার সোনা হল যারা তাদেরই মোরা বুঝি।
আজ বুঝি—কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর—
‘মোর পরে যদি নবী হতো কেউ, হতো সে এক উমর!’
পাওনি কো ‘ওহি’, হওনি কো নবী, তাই ত পরান ভরি
বন্ধু ডাকিয়া আপনার বলি বক্ষে জড়ায়ে ধরি!
খোদারে আমরা করি গো সেজদা, রসুলে করি সালাম,
ওঁরা উর্ধ্বের, পবিত্র হয়ে নিই তাঁহাদের নাম,

তোমারে স্মরিতে ঠেকাই না কর ললাটে ও চোখে-মুখে,
প্রিয় হয়ে তুমি আছো হতমান মানুষ জাতির বুকে ।
করেছ শাসন অপরাধীদের তুমি করনি কো ক্ষমা,
করেছ বিনাশ অসুন্দরের । বলনি কো মনোরমা
মিথ্যাময়ীয়ে । বাঁধনি কো বাসা মাটির উর্ধ্বে উঠি ।
তুমি খাইয়াছ দুঃখীর সাথে ভিক্ষার ক্ষুদ খুঁটি !
অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধূলার তথতে বসি
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারেবারে গেছে খসি
সাইমুম-ঝড়ে । পড়েছে কুটির, তুমি পড়নি কো নুয়ে,
উর্ধ্বের যারা-পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভুঁয়ে !
শত প্রলোভন বিলাস বাসনা ঐশ্বর্যের মদ
করেছে সালাম দূর হতে সব, ছুঁইতে পারেনি পদ ।
সবারে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তুমি ছিলে সব নিচে,
বুকে করে সবে বেড়া করি পার, আপনি রহিলে পিছে !

হেরি পশ্চাতে চাহি—

তুমি চলিয়াছ রৌদ্রদগ্ধ দূর মরুপথ বাহি
জেরুজালেমের কিন্না যথায় আছে অবরোধ করি
বীর মুসলিম সেনাদল তব বহু দিন মাস ধরি ।
দুর্গের দ্বার খুলিবে তাহারা, বলেছে শত্রু শেষে—
উমর যদি গো সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে এসে ।
হায় রে আধেক ধরার মালিক আমিরুল-মুমেনিন
গুনে সে খবর একাকী উদ্বেগে চলেছে বিরামহীন
সাহারা পারায়ে ! ঝুলিতে দুখানা গুকনো ‘খবুজ’ রুটি,
একটি মশকে একটুকু পানি খোঁর্মা দু-তিন মুঠি !
প্রহরীবিহীন সম্রাট চলে একা পথে উটে চড়ি
চলেছে একটি মাত্র ভৃত্য উদ্বেগের রশি ধরি !
মরুর সূর্য উর্ধ্ব আকাশে আগুন বৃষ্টি করে,
সে আগুন-তাতে খই সম ফোটে বালুকা মরুর পরে ।
কিছুদূর যেতে উট হতে নামি কহিলে ভৃত্যে, ‘ভাই,
পেরেশান বড় হয়েছ চলিয়া ! এইবার আমি যাই

উষ্টের রশি ধরিয়া অগ্রে, তুমি উঠে বস উটে;
তপ্ত বালুতে চলি যে চরণে রক্ত উঠেছে ফুটে!’

...ভৃত্য দন্ত চুমি

কাঁদিয়া কহিল, ‘উমর! কেমনে এ আদেশ কর তুমি?
উষ্টের পিঠে আরাম করিয়া গোলাম রহিবে বসি
আর হেঁটে যাবে খলিফা উমর ধরি সে উটের রশি?’

খলিফা হাসিয়া বলে,

‘তুমি জিতে গিয়ে বড় হতে চাও, ভাই রে, এমনি ছলে!
রোজ-কিয়ামতে আল্লা যেদিন কহিবে, ‘উমর ! ওরে,
করেনি খলিফা মুসলিম-জাহা তোর সুখ তরে তোরে!’
কি দিব জওয়াব, কি করিয়া মুখ দেখাব রসুলে ভাই?
আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু! মোর অধিকার নাই
আরাম সুখের,—মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা!
ইসলাম বলে সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কে-বা!
ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধূলায় নামিল শশী!
জানি না, সেদিন আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইল কি-না,
কি গান গাহিল মানুষে সেদিন বন্দি বিশ্ববীণা!
জানি না, সেদিন ফেরেশতা তব করেছে কি না স্তব,—
অনাগত কাল গেয়েছিল শুধু, ‘জয় জয় হে মানব!’...

আসিলে প্যালেস্টাইন, পারায়ে দুস্তর মরুভূমি,
ভৃত্য তখন উটের উপরে, রশি ধরে চল তুমি!
জর্ডন নদী হও যবে পার, শত্রুরা কহে হাঁকি—
‘যার নামে কাঁপে অর্ধ পৃথিবী, এই সে উমর নাকি?’
খুলিল রুদ্ধ দুর্গ-দুয়ার ! শত্রুরা সম্মুখে
কহিল—‘খলিফা আসেনি, এসেছে মানুষ জেরুজালেমে!’
সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করি শত্রু-গির্জা-ঘরে
বলিলে, ‘বাহিরে যাইতে হইবে এবার নামাজ তরে!’
কহে পুরোহিত, ‘আমাদের এই আঙিনায় গির্জায়,
পড়িলে নামাজ হবে না কবুল আল্লার দরগায়?’

হাসিয়া বলিলে, 'তার তরে নয়, আমি যদি হেথা আজ
নামাজ আদায় করি, তবে কাল অন্ধ লোকসমাজ
ভাবিবে-খলিফা করেছে ইশারা হেথায় নামাজ পড়ি
আজ হতে যেন এই গির্জারে মোরা মসজিদ করি !
ইসলামের এ নহে কো ধর্ম, নহে খোদার বিধান,
কারো মন্দিরে গির্জারে করে ম'জিদে মুসলমান !'
কেঁদে কহে যত ঈসাই ইহুদি অশ্রু-সিক্ত আঁখি-
'এই যদি হয় ইসলাম-তবে কেহ রহিবে না বাকি,
সকলে আসিবে ফিরে

গণতন্ত্রের ন্যায় সাম্যের শুভ্র এ মন্দিরে !'
তুমি নিভীক, এক খোদা ছাড়া করনিকো কারে ভয়,
সত্যের তোমায় তাইতে সবে উদ্ধত কয়।
মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষের অপমান,
তাই মহাবীর খালেদেরে তুমি পাঠাইলে ফরমান
সিপাহ-সালারে ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,
বিশ্ব-বিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না।

ধরাধাম ছাড়ি শেষ নবী যবে করিল মহাপ্রয়াণ,
কে হবে খলিফা-হয়নি তখনো কলহের অবসান,
নবী-নন্দিনী বিবি ফাতেমার মহলে আসিয়া সবে
করিতে লাগিল জটলা-ইহার পরে কে খলিফা হবে !
বজ্রকণ্ঠে তুমিই সেদিন বলিতে পারিয়াছিলে-
'নবিসূতা ! তব মহল জ্বালাব, এ সভা ভেঙে না দিলে !'

মানব-প্রেমিক ! আজিকে তোমারে স্মরি,
মনে পড়ে যত মহত্ত্ব-কথা-সেদিন সে বিভাবরী
নগর-ভ্রমণে বাহিরিয়া তুমি দেখিতে পাইলে দূরে
মায়েরে ঘিরিয়া ক্ষুধাতুর দুটি শিশু সক্রিয় সুরে
কাঁদিতেছে আর দুঃখিনী মাতা ছেলেরে ভুলাতে, হায়,
উনানে শূন্য হাঁড়ি চড়াইয়া কাঁদিয়া অকূলে চায় !
গুনিয়া সকল-কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটে গেলে মদিনাতে
বয়তুল-মাল হইতে লইয়া ঘৃত আটা নিজে হাতে,

বলিলে, 'এ সব চাপাইয়া দাও আমার পিঠের পরে,
আমি লয়ে বহিয়া এ-সব দুখিনী মায়ের ঘরে!'
কত লোক আসি আপনি চাহিল বহিতে তোমার বোঝা,
বলিলে, 'বন্ধু, আমার এ ভার আমিই বহিব সোজা!
রোজ-কিয়ামতে কে বহিবে বল আমার পাপের ভার?
মম অপরাধে ক্ষুধায় শিশুরা কাঁদিয়াছে, আজি তার
প্রায়শ্চিত্ত করিব আপনি!'—চলিলে নিশীথ রাতে
পৃষ্ঠে বহিয়া খাদ্যের বোঝা দুখিনীর আঙিনাতে।

এত যে কোমল প্রাণ,
করুণার বশে তবু গো ন্যায়ের করনি কো অপমান!
মদ্যপানের অপরাধে প্রিয় পুত্রেই নিজ করে
মেরেছ দোরী, মরেছে পুত্র তোমার চোখের পরে।
ক্ষমা চাহিয়াছে পুত্র, বলেছ পাষণে বক্ষ বাঁধি—
'অপরাধ করে তোরি মত স্বরে কাঁদিয়াছে অপরাধী!'

আবু শাহ্‌মার গোরে
কাঁদিতো যাইয়া ফিরিয়া আসি গো তোমারে সালাম করে।

খাস দরবার ভরিয়া গিয়াছে হাজার দেশের লোকে,
'কোথায় খলিফা' কেবলি প্রশ্ন ভাসে উৎসুক চোখে,
একটি মাত্র পিরান কাচিয়া শুকায়নি তাহা বলে
রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙিনা-তলে!

...হে খলিফাতুল-মুসলেমিন ! হে চীরধারী সম্রাট!
অপমান তব করিব না আজ করিয়া নান্দী পাঠ,
মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই!
বন্ধু গো, প্রিয়, এ হাত তোমারে সালাম করিতে গিয়া
ওঠে না উর্ধ্বে, বক্ষে তোমারে ধরে শুধু জড়াইয়া!...

মাহিনা মোহর্রম—

হাসেন হোসেন হয়েছে শহীদ, জানে শুধু হায় কৌম্,
শহিদ বাদশা ! মোহর্রমে যে তুমিও গিয়াছ চলি
খুনের দরিয়া সাঁতারি—এ জাতি গিয়াছে গো তাহা ভুলি !
মোরা ভুলিয়াছি, তুমি তো ভোলোনি ! আজো আজানের মাঝে
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে বন্ধু, তোমারি কাঁদন বাজে !
বন্ধু গো জানি, আমাদের প্রেমে আজো ও গোরের বুক
তেমনি করিয়া কাঁদিছ হয়তো কত না গভীর দুখে !
ফিরদৌস হতে ডাকিছে বৃথাই নবী পয়গম্বর,
মাটির দুলাল মানুষের সাথে ঘুমাও মাটির 'পর !
হে শহিদ ! বীর ! এই দোয়া করো আরশের পায়া ধরি—
তোমারি মতন মরি যেন হেসে খুনের সেহেরা পরি !

মৃত্যুর হাতে মরিতে চাহি না, মানুষের প্রিয় করে
আঘাত খাইয়া যেন গো আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে !

কলিকাতা

১৬ই পৌষ ১৩৩৪

উমর ফারুক—দ্বিতীয় খলিফা। ঐরি নির্দেশক্রমে আজানের প্রচলন হয়। এশা—রাত্রির নামাজ।
আমিরুল্ল-মুমেনিন-বিশ্বাসীদের শ্রেষ্ঠ।

Omar Farook

In gloom's embrace—the distant mosque's Azaan I hear,
Like a lovelorn sob, it pierces my heart with a spear!

Amir-ul-Momineen,
The muezzin knows not—your memory lives in this keen
Takbeer! I rise—by the window I lean—
Does the desert moon in heaven's vault glean?
Is this call a nightingale's trill, a song divine?
Or is it your voice, through the muezzin's line?

I sink back again.
"That day is gone"—whispers Time's clock in refrain.

Omar! Farooq! Last Prophet's mighty right hand!
Come not as call—but in form, purge this land!
Islam's sun dims, its radiance fades low,
Truth's light flickers—a firefly's glow.

That sword you cast at Muhammad's feet to sway
The world with a finger's motion—take it, I pray!
Leave Paradise, descend with blade in hold,
Drench in crimson once more—be bold!

Islam—the touchstone that none truly find,
Those it turned to gold—they knew its kind.
Now I see why the Last Messenger swore:
"After me, had a prophet been—'t were Omar!"

Half the earth you ruled from dust's low throne,
Your palm-leaf palace by storms was overthrown.
Huts collapsed—but you stood unbent,
While heaven's proud ones fell, spent.

Wealth's temptations, power's drunken cheer
Bowed from afar—dared not draw near.

Lifting all high-you stayed below,
A shield for others, while you moved slow.

I glance behind-
There you tread, sun-scorched, through sands unkind,
Toward Jerusalem's fort, besieged so long
By Muslim troops, steadfast and strong.

The foe vowed: "These gates shall unbar,
If Omar signs the peace-from afar!"
Lord of half the world! Amir-ul-Momineen!
You mount a lone camel, tireless, lean-
Two dry bread-loaves, a skin of water slight,
A handful of dates-your journey's mite.

No guards, no pomp-a king alone,
A single servant leads your throne.
The desert sun rains fire above,
Sand grains pop like corn-yet you move.

Dismounting, you say: "Friend, worn you be,
I'll lead the rope-take rest from me.
Your feet bleed on this burning track,
Ride now-my turn to walk."

The servant kissed your hand, cried in shame:
"Omar! How can I bear this blame?
The slave rides while the Caliph strains?
I rest-you pull the reins?"

You smiled: "Brother, to rise thus is art-
On Judgment Day, Allah will part
Those who served from those who led:
'Omar! Did you for others tread?"

What answer have I? How face the Prophet's light?
I'm but your delegate-no crown, no right.

To serve mankind-Islam's creed stands plain:
None greater, none small-all share one chain."

The servant rode-you gripped the guide,
Lifting man to heaven, while stars abide.
Did flowers rain that day? Did angels sing?
Did Time's harp chant Hail, Human King?

Fearless you stood-by God alone awed,
Hence fools branded you "proud" and "flawed."
To worship men yet scorn their race-
For this, you sent Khalid with grace,

A mere nod tamed the conqueror's might,
No tremor shook you at the sight.

Lover of man! Tonight I recall
Your greatness-that midnight's poignant thrall:
Roaming the streets, you heard a cry-
Two starving children, their mother's sigh.

An empty pot mocked the hearth's despair,
Her tears flowed wild-none was there.
Weeping, you rushed to Baitul-Mal's store,
Loaded flour and ghee-then bent before:

"Place these on my back," you said,
"I'll bear this weight to her needy stead."
Many begged to carry your load that night,
You refused: "No-this burden's mine by right.

Who'll bear my sins on Judgment's stage?
For my faults, children wailed in rage."
Through midnight's hush, you trudged alone,
Food on your back-to her door of moan.

So tender your soul,
Yet justice you kept-mercy's scroll.
Your own son, drunk-by your hand bled,
The lash struck hard-he fell dead.

Pleading forgiveness, his tears outpoured,
You steeled your heart: "Others wept-ignored."

At Abu Shahma's grave,
I weep-then turn, to you, O Brave!

Your court swarms with crowds from every zone,
"Where's the Caliph?"-their eager tone.
One damp robe, washed, hangs drying in sun,
There sits the Caliph-threadbare, undone.

Khalifat-ul-Muslimeen! Robe-patched king!
No paeans I sing-let truth take wing.
You called men "friends," named them "kin,"
Thus in my tears-you live within.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

কবির মুক্তি

মিলের খিল খুলে গেছে!
কিলবিল করছিল, কাঁচুমাচু হয়েছিল—
কেঁচোর মতন—
পেটের পাকে কথার কাতুকুতু!

কথা কি ‘কথক’ নাচ নাচবে
চৌতালে ধামারে?
তালতলা দিয়ে যেতে হলে
কথাকে যেতে হয় কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে
তালের বাধাকে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে!
এই যাঃ! মিল হয়ে গেল!
ও তাল-তলার কেরদানী- দুত্তোর!

মুগী-ছানায় চিলের মতন
টেকো মাথায় টিলের মতন
পড়বে এইবার কথার বাঙিল।

ছন্দ এবার কন্ধ-কাটা পাঁঠার মতন ছটফটাবে।
লটপটাবে লুচির লেচির আটার মতন!
অক্ষর আর যক্ষর ঢাকা গোনার মত
গুনতে হবে না—
অঙ্কলক্ষ্মীর ভয়ে কাব্যলক্ষ্মী থাকতেন
কুঁকড়োর মতন কুঁকড়ে!
ভাবতেন, মিলের চিল কখন দেবে ঠুকরে!

আবার মিল!—
গঙ্গার দুধারে অনেক মিল,
কটন মিল, জুট মিল, পেপার মিল—
মিলের অভাব কি?
ক্যাব্যালোকে মিল থাকবে কেন?
ওকে ধূলোর সঙ্গে মিলিয়ে দাও!
ওখানেও যে মিল আছে!
ধুলো যদি কুলোয় যায় চুলোয় যায়,

হুলো ভুলোয় যদি ল্যাজে মাথে!
ল্যাজ কেটে বেঁড়ে করে দেবো।
ঐঁড়ে দামড়া আছে যে!
আবার মিল আসছে! – মুষ্কিল আসান।
অঙ্কলক্ষ্মীকে মানা করেছিলাম
মিলের শাড়ি কিনতে।
অঙ্কলক্ষ্মীর জ্বালায় পঙ্কলক্ষ্মী পদ্ম
আর ফোটে না!
তা বলতে গেলে লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যাবে।
এ কবিতা যদি পড়ে
গায়ে ধানি লঙ্কা ঘষে দেবে!–

আজ যে বিনা প্রয়াসেই অনুপ্রাসের
পাল পেয়েছি দেখেছি!
মিল আসছে–যেন মিলানের মেলায়
মেমের ভিড়;
নাঃ!–কবিতা লিখি।
তাকে দেখেছিলাম–আমার মানসীকে
ভেটকি মাছের মত চেহারা!
আমাকে উড়ে বেহারা মনে করেছিল!
শাড়ির সঙ্গে যেন তার আড়ি।
কাঁখে হাঁড়ি– মাথায় ধামা।
জামা ব্লাউজ সেমিজ পরে না।
দরকারই বা কি?
তরকারি বেচে!
সরকারি যাঁড়ের মতন নাদুস–নুদুস!
চিচিঙ্গের মতন বেণী দুলছিল।
সে যে–দেশের, সে দেশে আঁচলের চল নাই!
চলেন গজ–গমনে।
পায়ে আলতা নাই, চালতার রং!
নাম বললে– ‘আজুলি,’
আমি বললাম– ‘ধ্যৈ, তুমি কাজলি।’
হাতে চুড়ি নাই,

তুড়ি দেয় আর মুড়ি খায় ।
গলায় হার নাই, ব্যাগ আছে ।
পায়ে গোদ,
আমি বলি ‘প্যাগোডা’ সুন্দরী!
গান গাই, ‘ওগো মরমিয়া!’
ও ভুল শোনে! ও গায়—
‘ওগো বড় মিয়া!’
থাকত হাতে ‘এয়ার গান!’
ও গায় গৈয়ো সুরে, চাঁপা ফুল কেয়ার গান।—
দাঁতে মিশি, মাঝে মাঝে পিসি বলতে ইচ্ছা করে ।
ডাগর মেয়েরা আমাকে যে হাঙর ভাবে ।
হৃদয়ে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ!
ভিক্ষা চাই না, শিক্ষা দিয়ে দেবে ।
তাই ধরেছি রক্ষাকালীর চেড়িকে ।
নেংটির আবার বকেয়া সেলাই!
কবিতা লেখার মসলা পেলেই হল
তা না-ই হল গরম মসলা।—
নাঃ, ঘুম আসছে,
রান্নাঘরের ধূম আসছে ।
বৌ বলে, নাক ডাকছে,
না শাঁখ ডাকছে ।
আমার মিল আসছে—
ঘুম আসছে—
দুশা ভেড়ার দুম আসছে ।

Rhyme Is No More

The lock on the rhyme has burst open!
It had been wriggling, squirming,
like an embarrassed earthworm –
the ticklish itch of words in the belly's muck!
Should words give an epic dance?
In Chautal and Dhamar beats?
To pass under the palm-tree stage,
Words have to go in the slow phase,
Poking the rhythm's barrier in every case
Oops! rhyme's slipped in!
To that palm-stage charade – to hell with it!
Like a chick in a hawk's claws,
like a stone striking a bald head,
The bundle of words will now drop.
The rhyme will thrash
like a beheaded goat,
flop and squelch like dough for puffed bread!
No more counting letters like precious money

For fear of Math-Lakshmi,
Poetry-Lakshmi had curled up like a snail!
Always fearing when the rhyme's hawk
would swoop down with its beak.
Again this "mill"(Rhyme)! –
On both banks of the Ganga, there are so many mills:
cotton mills, jute mills, paper mills –
Is there any shortage of mills?
Why should the world of poetry have "mills" at all?
Grind it to dust!
There's a mill for that as well!
If dust goes into the granary, into the stove,
and if a cat or a stray rubs its tail in it –
There's a castrated ox ready for the job!
Here comes my mill-problem solved!

I had forbidden Math-Lakshmi
from buying any sari with mill-prints.
Thanks to her torment, Mud-Lakhmi's lotus
no longer blooms!
If I say that aloud, it'll cause a riot.
If this poem is read,
They'll rub green chili on my skin!
But today, without trying,
I see I've caught a whole sail of alliteration!
The mill (rhyme) is coming-like a crowd of Madams
at the Milan fair!
No-let's write a poem.
I had seen her-my muse-
With a face like a *bhetki* fish!
She had thought me some wandering vagrant!
It was as if she had sworn an oath against saris.
A pot under her arm, a load on her head.
Never wore a blouse, petticoat, or chemise -
And why should she need them?
She sold vegetables!
Plump as a government bull!
Her braid swayed like a snake gourd.

In her homeland, no one uses the end of a sari to cover
themselves!
She walked like an elephant,
no red dye on her feet, but the yellow of a chalta fruit.
Her name-she said-was "Ajuli."
I said, "Huh! You're Kajuli!"
No bangles on her hands,
she'd snap her fingers and eat puffed rice,
no necklace on her neck-only a bag.
She had dermatitis on her feet,
So I called her "Defying" Beauty!"
I'd sing, "O Beloved of my Heart!"
She'd mishear it and sing,
"O Big Laugh of my Heart!"

She kept an air gun in her hand!
She sings in a rustic tone,
her own “Golden Champa Flower” version of “Care” songs.
When she grins wide,
sometimes I feel like calling her “Auntie” –
Big-eyed girls always take me for a shark.

In my heart – the famine of Bankura!
I don’t ask for alms, she’ll give me lessons instead.
So I’ve clutched the frayed hem of Mother Raksha Kali’s sari.
The little skirt still has its stitching unpaid!
For a poet, any spice is enough to cook up verses –
It doesn’t have to be hot spice.
Ah, well–sleep is coming,
Smoke is rising from the kitchen.
The wife says,
“Is that your snoring or the conch shell blowing?”
The mil (rhyme) is coming again –
sleep is coming –
The fat tail of a fat-tailed sheep is coming!

Translated by Nadira Bhabna

Translator’s Notes :

1. **Pun on “মিল” (mill):** The Bengali word “মিল” (mill) carries a clever double meaning–rhyme in poetry and mill as in factory. The poet exploits this pun to launch a satirical attack on the Kallol-era modernists of 1920s Bengal–such as Buddhadeb Basu, Sudhindranath Dutta, Premendra Mitra, and Amiya Chakravarty–who treated blank verse not only as a literary innovation, but often as a fashionable rejection of tradition. Viewing rhyme as archaic and mechanical, these poets championed a spare, intellectual aesthetic rooted in restraint and formal austerity. In mocking this stance, the poem ironically transforms rhyme into a wild, excessive, almost uncontrollable force–more like the clamorous chaos of a factory than the polished product of one. By comparing rhyme to the grinding, clattering energy of mills (cotton, jute, paper), the poet reclaims its vitality and organic disorder. The satire thus targets the modernists’ dismissal of rhyme, suggesting that in abandoning it as outdated, they risked creating a new kind of formulaic modernism, sterilized by its own seriousness. In this way, the pun on “মিল” becomes a defiant defense of rhyme’s anarchic power against the sterile precision and literary trendiness of the Kallol school.

2. **Raksha Kali** (Mother Kali the Protector) – A fierce form of the Hindu goddess Kali, worshipped as a protector (raksha = protection). As "Rakshakali," she embodies divine defense against evil, safeguarding devotees from harm. Though Kali is often associated with destruction, in this form she is revered for her maternal, protective power—both fearsome and compassionate. In Bengal, she is frequently invoked during times of personal or societal crisis.
3. **Math Lakshmi** : Symbolizes calculating, mechanical precision—especially in poetry. Represents the obsession with counting syllables, strict metre, rhyme schemes, and formal structure. It's a tongue-in-cheek version of the goddess Lakshmi, imagined here as the goddess of mathematical order and conformity. In Nazrul's context, she is feared—because under her rule, poetry becomes cold, rigid, and lifeless.
4. **Poetry Lakshmi** : Symbolizes the true muse of poetry—creative, free-flowing, emotionally rich, and spiritually uplifting. She flourishes when poetry is written from soulful inspiration, not forced into fixed patterns. Nazrul presents her as being suppressed or afraid when Math Lakshmi takes over.
In essence:
Math Lakshmi is the tyrant of meter,
Counting beats like a coin-fed reader.
While Poetry Lakshmi, wild and free,
Shines in spontaneous melody.

Nazrul uses this playful contrast to criticize rigid formalism in poetry, suggesting that true art dies when bound by strict rules.

কল্যাণী

যেমনি মনের বারোকা হইতে বোরকা ফেলিলে টানি
ফিরদৌসের লালা-গুলরুখ হলে তুমি, কল্যাণী !
তব মুক্ত-মনের উদার আকাশে
কত তারা ফোটে, কত চাঁদ হাসে,
তোমার কথার পারাবতগুলি চঞ্চল পাখা হানি
দিগ্দিগন্তে উড়ে চলে আজ শুনায় আশার বাণী ।
হেরেমের নহ, তুমি এরেমের বাগিচার অঞ্জলি,
পল্লব-গুণ্ঠনে ঢাকা ছিলে শুভ্র শাপলা-কলি ।
উতারি সহসা মুখের নেকাবে
হেরিলে, ঈদের চাঁদের রেকাবে
উর্ধ্ব হইতে আনন্দ-ঘন অমৃত পড়ে গলি,
ফোরাতের ধারা নেমে এলে মরু কারবালা আন্দোলি ।

জুলফেকারের পাশে তব কালো জুলফের ছায়া দোলে,
কওসর-সাকি হায়দরের কি পেয়ালা তোমার কোলে?
জৈতুন-রাঙা রওগণ নিয়ে
হেরেমে হেরেমে প্রদীপ জ্বালিয়ে
এস তাপসিনী রাবেয়া ! গুঠ শুকতারা সম জ্বলে,
কোহ-ই-তুর হতে নূর আনো, এই আঁধার দিগধ্বলে ।*

কলিকাতা

১লা জানুয়ারি, ১৯৪১

* কবি এই কবিতাটি সুফী জুলফিকার হায়দার সাহেবের সহধর্মিণী জনাবা রাবেয়া হায়দারকে 'পরম কল্যাণীয়া বধু-মাতা রাবেয়া হায়দার চিরায়ুদ্ভবতীসু' শিরোনামে উপহার দিয়েছিলেন ।

Kalyani

The moment you drew aside the veil
From the window of thy soul—
You bloomed as Paradise's rose-cheeked beauty,
O Kalyani, bright and whole!

In the sky of your free and generous mind,
How many stars and moons we find;
Your words—like doves—beat restless wings,
Across horizons, hope they bring.
Not the *Harem's* bloom, but *Eden's* flower,
You lay concealed in leafy bower—
A stainless lotus, pure, apart,
Now unveiled with radiant heart.

The instant you cast aside the veil,
Like the crescent of Eid, your face set sail;
From heights above fell nectar-streams,
Karbala's desert stirred with dreams—
As Euphrates poured its holy tide,
Through arid sands both far and wide.

Beside *Zulfiqar's* gleaming sword,
Your dusky tresses' shade is poured;
What cup of Kawthar rests, O fair,
Upon your lap with beauty rare?

With olives red from Heaven's ray,
Go, light the lamps from harem to bay;
Come, Rabeya—ascetic flame,
Shine like the morning star's acclaim!
Bring down the rays from *Sinai's* height,
To flood this darkened world with Light.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

Translator's Notes :

1. **Karbala:** Karbala is a city in Iraq, but more importantly, it is the site of one of the **most tragic and defining events in Islamic history**.
2. **Sinai:** Mount Sinai is traditionally identified as the place where- **Prophet Moses (Musa)** received the **Ten Commandments** from God and a sacred site in **Judaism, Christianity, and Islam**.
3. **Kawthar:** Kawthar means **abundance, plenty, or a river in Paradise** – and it's a very important concept in Islam. It's also the name of the **shortest chapter (Surah)** in the Holy Quran.
4. **Harem:** A **private, protected space**, especially for women in a household a place that is **inviolable or sacred**.
5. **Eden:** Eden is most commonly known as the **Garden of Eden**, a paradise described in **Abrahamic religions – Judaism, Christianity, and Islam** – as the **original home of the first humans, Adam and Eve (Hawwa)**.
6. **Zulfiqar:** Zulfiqar is one of the most **iconic and symbolically loaded weapons in Islamic history and mythology**, especially revered in **Shi'a** tradition and respected across broader Islamic culture.

কুলি-মজুর

দেখিনু সেদিন রেলের,
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে !
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল ?
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সাব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে ।
বেতন দিয়াছ ?-চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল !
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ফ্রোর পেলি বল !
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বল তো এ-সব কাহাদের দান ! তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা ?-ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা ।
তুমি জান নাকো, কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে !
আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ !
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিত হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরই গান,
তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান !
তুমি শুয়ে রবে তেতালার পরে, আমরা রহিব নিচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে-ভরসা আজ মিছে !
সিঁজু যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা-রসে
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরই বশে !
তারই পদরজ অঞ্জলি করি মাথায় লইব তুলি,
সকলের সাথে পথে চলি যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি !

আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত পীড়িতের মাখি খুন,
লালে লাল হয়ে উদিকে নবীন প্রভাতের নবারুণ !
আজ হৃদয়ের জাম-ধরা যত কবট ভাঙিয়া দাও,
রঙ-করা ঐ চামড়ার যত আবরণ খুলে নাও !
আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি করে ঢুকুক এ বৃকে, খুলে দাও যত খিল !

সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে
মোদের মাথায় চন্দ্র-সূর্য তারারা পড়ুক বারে !
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনো এক মিলনের বাঁশি ।
এক জনে দিলে ব্যথা
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বৃকে হেথা ।
একের অসম্মান
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা-সকলের অপমান !

মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,
উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নিচে কাঁপিতেছে শয়তান !

Coolies And Labourers

While travelling in the train thr other day
I saw a Baboo-Sahab, a member of the so-called gentry
Throwing down on the ground a person
For the simple reason that he was a coolie.

Tears rushed into my eyes.

Will the poor get beaten like this
Throughout the world and for ever?
Will they never conquer their tears and sighs?

The steam engines that run today in terrific speed
Were brought into being by the bones of these
Dadhichies,

And now the rich and the aristocrats ride on them
While the coolies get crushed beneath,
You answer that the coolies are paid.

Shut up your lips,
You liars and cheats.

Tell me,
How many millions have you made
For yourselves?

And how many pennies have you paid
To the coolies?

Your motor-cars speed through the streets,
Your ships glide on the smooth seas,
Your steam-engines run on the rails.

The whole country hums
With the music of factories and mills,
But whose gifts are these?

With whose blood is your palace so bright and smooth?
Take off the screen of lies
From your greedy eyes

And face the candid truth.

Read what is written on each brick
Of your palace that is so bright and sleek.

You do not know

But the truth is known
To every particle of the dust.
Every particle of the dust
Knows the meaning of this lovely royal road,
The meaning of this steam-engine and this palace
And this ship with the glorious mast.

But the great day is ahead
When the accumulating debts of ages
Shall have to be repaid.
Those who built roads across the hills
Manoeuvring their hammers and shovels with
amazing skill

Are now the poor victims
Their skeletons are now scattered
On either side of the streets.
Those who turned coolies for you,
Whose pure bodies became dirty
While carrying you,
They are the gods indeed.
They are the real men.
For them I sing,
Stepping on their wounded breast
Advances the new uprising.

You will lie in a gorgeous mansion
In pomp and luxury,
And we shall rot
In a forlorn ditch, cold and dirty.
Do you think
We shall still call you noble and great?
Oh, it is a false hope indeed,
A vain and wishful thinking.

Those who love this mother earth,
Whose heart is noble and large,
Who are the true children of the soil,

Who work and toil,
They will be the rulers today.
They will be the chiefs.
For them I sing.

The morning sun is red
With the blood of the deprived and the poor.
Now is the hour
To break open the closed and rusty door
Of your heart.
Cast off the coloured glasses
From your selfish eyes
Like a discarded cloak.
Let it make you feel pure and clean,
And stand before death, fearless and serene.
Let the high heavens
Break down into this room of ours.
Let the sun, the moon and the stars
Pour on our heads in showers.

Let men of all ages and climes
From every race and country
Unite and combine.
And hear the song of Unity.
Today let us all be equal and free.
And if somebody hits one of us,
Let us all feel the pain in equal degree,

Let the disgrace of one
Be considered a shame
To the whole of mankind.

It is the day of the great rising,
The day of the vindication of the supreme pain
Of the superman.
Below satan trembles and sighs,
Above God smiles in paradise.

Translated by Kabir Chowdhury

কোরবানি

Iরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন ।
 দুর্বল! ভীৰু! চুপ রহো, ওহো খাম্বাকা ক্ষুব্ধ মন!
 ধ্বনি ওঠে রণি দূর বাণীর,-
 আজিকার এ খুন কোরবানির!
 দুশ্মা-শির রুম্-বাসীর
 শহীদে'র শির-সেরা আজি!-রহমান কি রুদ্র নন?
 বাস! চুপ খামোশ রোদন!
আজ শোর ওঠে জোর, 'খুন দে, জান্ দে, শির দে, বৎস' শোন্!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
 খঞ্জর মারো গর্দানেই,
 পঞ্জরে আজি দরদ নেই,
 মর্দানি'ই পর্দা নেই,
 ডর্তা নেই আজ খুন-খারাবিতে রক্ত-লুব্ধ মন!
 খুনে খেলবো খুন্-মাতন!

দুনো উন্মাদনাতে সত্য মুক্তি আনতে যুবাব রণ ।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
 চড়েছে খুন আজ খুনিয়ারার
 মুসলিমে সারা দুনিয়াটার!
 'জুলফেকার' খুল্বে তার
 দু'ধারী ধার শেরে-খোদার, রক্তে-পূত-বদন!
 খুনে আজকে রুধব মন!

ওরে শক্তি-হস্তে মুক্তি, শক্তি রক্তে সুপ্ত শোন্!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
 আস্তানা সিধা রাস্তা নয়,

‘আজাদি’ মেলে না পস্তানোয় !
দস্তা নয় সে সস্তা নয় !
হত্যা নয় কি মৃত্যুও ? তবে রক্ত-লুপ্ত কোন্
কাঁদে-শক্তি-দুঃস্থ শোন্-
‘এয়
ওরে
হত্যা নয় আজ ‘সত্যগ্রহ’ শক্তির উদ্বোধন !
ওরে
হত্যা নয় আজ ‘সত্যগ্রহ’ শক্তির উদ্বোধন !
এ তো নহে লোহু তরবারের
ঘাতক জালিম জোরবারের !
কোরবানের জোর জানের
খুন এ যে, এতে গোদা ঢের রে, এ ত্যাগে ‘বুদ্ধ’ মন !
এতে মা রাখে পুত্র পণ !
তাই
ওরে
জননী হাজেরা বেটারে পরালো বলির পূত বসন !
হত্যা নয় আজ ‘সত্যগ্রহ’ শক্তির উদ্বোধন !
ওরে
হত্যা নয় আজ ‘সত্যগ্রহ’ শক্তির উদ্বোধন !
এই দিনই ‘মীনা’-ময়দানে
পুত্র-শ্লেহের গর্দানে
ছুরি হেনে খুন ক্ষরিয়ে নে
রেখেছে আৰা ইব্রাহিম্ সে আপনা রুদ্র পণ !
ছি ছি ! কেঁপো না ক্ষুদ্র মন !
আজ
ওরে
জল্লাদ নয়, প্রহ্লাদ-সম মোল্লা খুন-বদন !
হত্যা নয় আজ ‘সত্যগ্রহ’ শক্তির উদ্বোধন !
ওরে
হত্যা নয় আজ ‘সত্যগ্রহ’ শক্তির উদ্বোধন !
দ্যাখ্ কেঁপেছে ‘আরশ’ আস্মানে
মন-খুনী কি রে রাশ মানে ?
দ্রাস প্রাণে ? -তবে রাস্তা নে !
প্রলয়-বিষাণ কিয়ামতে তবে বাজাবে কোন্ বোধন ?
সেকি সৃষ্টি-সংশোধন ?
ওরে
ওরে
তাথিয়া তাথিয়া নাচে ভৈরব বাজে ডমরু শোন্ !-
হত্যা নয় আজ ‘সত্যগ্রহ’ শক্তির উদ্বোধন !

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
মুসলিম-রণ-ডঙ্কা সে,
খুন্ দেখে করে শঙ্কা কে ?
টঙ্কারে অসি বাঙ্কারে,
ওরে হুঙ্কারে, ভাঙি গড়া ভীম কারা লড়বো রণ-মরণ!
ঢালে বাজবে বান্-বানন্
ওরে সত্য মুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই সে খুন-মোচন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
জোর চাই, আর যাচনা নয়,
কোরবানি-দিন আজ না ওই ?
বাজনা কই ? সাজনা কই ?
কাজ না আজিকে জান্ মাল দিয়ে মুক্তির উদ্ধরণ ?
বল্-‘যুব্জ জান্ ভি পণ !’
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণ-কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ!
আজ আল্লার নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!

আহ্মদ - মোহাম্মদ (দ.)। লা শরীক আল্লাহ - ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ উপাস্য নাই। জান্নাত - স্বর্গ।
শাফায়াত - পরিদ্রাণ। রহমান - করুণাময়। খামোশ - নীরব। গর্দানে - স্বন্ধে। জুল্ফেকার - মহাবীর
হজরত আলীর বিশ্বত্ৰাস তরবারি। শেরে-খোদা - খোদার সিংহ; হজরত আলীকে এই গৌরবান্বিত
নামে অভিহিত করা হয়। জোরবার - বলদৃপ্ত। জোর-জান - মহাপ্রাণ। আজাদি - মুক্তি। ইবরাহীম
- Abraham. হাজেরা - হজরত ইব্রাহীমের স্ত্রী। আব্বা - বাবা। আরশ - খোদার সিংহাসন।

Sacrifice

*O no more killing, today show the strength
Of readiness to establish the rule of truth!*
O the weak and coward, be quiet, futile is your anger!
Jingles there the message of sacrifice from afar!
To the Romans belonged the sheep-heads,
But today martyrs' heads are revered-
Isn't the Merciful displeased?
So stop this silent crying! There shout
The people everywhere-

“Sacrifice the life, shed your blood!”

*O no more killing, today show the strength
Of readiness to establish the rule of truth!*

*O no more killing, today show the strength
Of readiness to establish the rule of truth!*
Strike the sword on the neck, hand knows
No sympathy, the veil the boisterous
Girl took off, for death and killings that
Blood-thirsty mind is not
Afraid of, blood-frantic, with the blood
We play! For truth we'll fight a terrific fight!
*O no more killing, today show the strength
Of readiness to establish the rule of truth!*

*O no more killing, today show the strength
Of readiness to establish the rule of truth!*
Muslim in the world ready to sacrifice!
With the double-edged sword the lion of God
Will strike! With blood he is smeared,
With blood we will shut our mind,
O freedom lies in the strong hands
And in their blood the strength!
*No more killing, today show the strength
Of readiness to establish the rule of truth!*
O no more killing, today show the strength

Of readiness to establish the rule of truth!
The path toward home is not straight,
Lamentation will yield no freedom, cheap it is not,
That death is not the slaying? Then who's that
Blood-greedy cries for? Listen, O the zestful-spirited!
Like Abraham, sacrifice your righteous beloved
Son! *No more killing, today show the strength*
Of readiness to establish the rule of truth!

O no more killing, today show the strength
Of readiness to establish the rule of truth!
In the sword it is not the blood of Ali's
Assassin; it is the blood of sacrificing soldiers!
It is blood with sparkling vitality, it needs
The heart of Buddha's sacrifice!
Where mother takes oath on her son! Mother
Hazera dressed her son with the garb of sacrifice.

O no more killing, today show the strength
Of readiness to establish the rule of truth!
Today is the day in the field
Of Mina when father Abraham put
His knife on the neck of his dearest
Son! The oath he fulfilled with God!
Oh! Tremble not like the timid!

Today exists there no role of a hang-man,
Be a saintly person with body blood-stained,
O no more killing, today show the strength
Of readiness to establish the rule of truth!

We proclaim: no more killing, only reveal the desire,
The reign of truth we'll establish there!
Look there, in the sky trembles the throne of God,
Can we stop the killer-minds? Scared are you?
Run away then!
On the day of annihilation

Who will blow the bugle-horn?
Is it the creation's rectification?
Listen to the drum-beats when
Bhairab dances in rhythm!
O no more killing, today show the strength
Of readiness to establish the rule of truth!
O no more killing, today show the strength
Of readiness to establish the rule of truth!
It is the drum-beat of Muslim, who is scared
Of blood? Tinkling of sword?
With rumbling roars we'll break the prison terrible,
We fight to death! Our shields will jingle!
For the cause of truth liberation we will
Achieve at the end of a sanguinary battle,
O no more killing, today show the strength
Of readiness to establish the rule of truth!
O no more killing, today show the strength
Of readiness to establish the rule of truth!
No more begging, strength we need,
Today isn't it the day of *Eid*?
Where is the music? Where
Are those attires?
Isn't it the day to salvage our freedom?
Say 'We'll fight to death!' the flag of wisdom
Flutters in a blood-stained staff, goal is that gate!
Sacrificing lives in the name of *Allah* a sacred
Feeling of *Eid* prevails,
O no more killing, today show the strength
Of readiness to establish the rule of truth!

Translated by Mustofa Munir

Comments

Poet urged the people of the world at large to stop killing each other for the sake of killing. It is the time to create a strength of readiness in their hearts and willingness to establish the rule of truth for the entire humanity. He urged them to sacrifice lives to defend the motherland.. no more crying or lamentation. He brought the examples of great men like Abraham (AS) and Buddha. Prophet Abraham (AS) showed his readiness to sacrifice his son for the sake of the Lord of the universe and Buddha – a prince, sacrificed his princely life, kingdom, wife and son in search of truth. It is the time to acquire strength and celebrate the day with joy and happiness.

Translator's Note :

1. **Allah:** The Arabic word Allah has no feminine gender and is derived from the contraction of Arabic definite article *Al-* which is 'the' and *ilāh* is 'deity' to the word *Al-lāh*. Allah is unique, omnipotent and only deity and the creator of the universe. The Arabic speakers from all religious backgrounds (Muslims, Christians, and Jews) call their God as Allah and even the pre-Islamic Arabian pagans used the word Allah as a reference to the Creator-the God, the supreme deity.
2. **Bhairab or Bhairava:** Also known as Kalbhairava, the fierce manifestation of Hindu god *Shiva* associated with annihilation.
3. **Eid:** It is the Muslim's religious festival. The Muslims celebrate two festivals worldwide in each year- 'Eid-al-fitr' – at the end of the Arabic lunar month Ramadan and 'Eid-al-Adha' on the 13th day of the Arabic month Dhu al-Hijjah.

ক্ষমা করো হজরত!!

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হজরত ।
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ
—ক্ষমা করো হজরত ॥

বিলাস বিভব দলিয়াছ পায় ধূলিসম তুমি প্রভু
তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা নওয়াব কভু
এই ধরণীর ধন সম্ভার
সকলের তাহে সম অধিকার
তুমি বলেছিলে, ধরণীতে সবে সমান পুত্রবৎ ।
—ক্ষমা করো হজরত ॥

তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি করে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে ।
ভিন্-ধর্মীর পূজা মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাওনি, হে বীর,
আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাকো পর-মত্
—ক্ষমা করো হজরত ॥

তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি,
তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী,
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সারু করিয়াছি ধর্মান্ধতা,
বেহেশত হতে ঝরে নাকো আর তাই তব রহমত ।
—ক্ষমা করো হজরত ॥

We Haven't Accepted Your Message

We haven't accepted your message Forgive us, Hazrat.
We have forgotten your ideal, the path you've shown Forgive us,
Hazrat.
You crushed wealth and luxuries under your feet like dirt, O
Lord.
You never wanted us to be emperors and nawabs. All this
wealth in this world
All have equal right to it.
In this world all are like equal children, you said. Forgive us,
Hazrat.
Lord, instead of hating the disbelievers, those rejecting your
religion,
You cared for them by sheltering them in your own home.
You did not command us to destroy
the houses of worship of other religions, O Valiant;
Lord, today we are not even capable of tolerating someone else's
opinion. Forgive us, Hazrat.
You did not want
this disgraceful fighting in the name of religion. You did not
hand us a sword;
instead, you gave us your immortal messages. We have
forgotten your message of toleration and instead have turned to
religious blindness.
Therefore, your blessings no longer shower us from Heaven.
Forgive us, Hazrat.

Translated by Peter Custers

Translator's Note :

1. Hazrat: The Prophet Mohammad

খালেদ

খালেদ ! খালেদ ! শুনতেছ না কি সাহারার আহা-জারি?
কত ‘ওয়েসিস্’ রচিল তাহার মরু-নয়নের বারি ।
মরীচিকা তার সন্ধানী-আলো দিকে দিকে ফেরে খুঁজি
কোন নিরালায় ক্লান্ত সেনানী ডেরা গাড়িয়াছ বুঝি !
বালু-বোররাকে সওয়ার হইয়া ডাক দিয়া ফেরে ‘লু’,
তব তরে হয় ! পথে রেখে যায় মৃগীরা মেশক-বু !
খর্জুর-বীথি আজিও ওড়ায় তোমার জয়ধ্বজা,
তোমার আশায় বেদুইন-বালা আজও রাখিছে রোজা ।
‘মোতাকারিব্’ -এর ছন্দে উটের সারি দুলে দুলে চলে,
দু’চোখ তাদের দিশাহারা পথে আলোর মত জ্বলে ।
‘খালেদ ! খালেদ !’ পথ-মঞ্জিলে ক্লান্ত উটেরা কহে,
‘বণিকের বোঝা বহা ত মোদের চিরকেলে পেশা নহে!’
‘সুতুর-বানের’ বাঁশি শুনে উট উল্লাস-ভরে নাচে,
ভাবে, নকিবের বাঁশরির পিছে রণ-দামামাও আছে ।
ন্যূজ এ পিঠ খাড়া হত তার সওয়ারের নাড়া পেয়ে,
তলওয়ার তীর গোর্জ নেজায় পিঠ যেত তার ছেয়ে ।
খুন দেখিয়াছে, তৃণ বহিয়াছে, নুন বহেনি কো কভু !
খালেদ ! তোমার সুতুর-বাহিনী-সদাগর তার প্রভু !

*

*

*

বালু ফেড়ে ওঠে রক্ত-সূর্য ফজরের শেষে দেখি,
দুশমন-খুনে লাল হয়ে ওঠে খালেদি আমামা একি !
খালেদ ! খালেদ ! ভাঙিবে না কি ও হাজার বছরি ঘুম?
মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম !-
শহীদ হয়েছে? ওফাত হয়েছে? বুটবাত ! আলবৎ !
খালেদের জান কবজ করিবে ঐ মালেকুল-মৌৎ?
বছর গিয়াছে গেছে শতাব্দী যুগযুগান্ত কত,
জালিম পারসি রোমক রাজার জুলুমে সে শত শত
রাজ্য ও দেশ গেছে ছারেখারে ! দুর্বল নরনারী
কোটি কোটি প্রাণ দিয়াছে নিত্য কতল্-গাহেতে তারি !
উৎপীড়িতের লোনা আঁসু-জলে গলে গেল কত কাবা,

কত উজ তাতে ডুবে মলো হায়, কত নূহ্ হল তাবা !
সেদিন তোমার মালেকুল-মৌত কোথায় আছিল বসি?
কেন সে তখন জালিম রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে পশি
বেছে বেছে ঐ 'সজ্-দিলদের কব্জ করেনি জান?
মালেকুল-মৌত সেদিনো মেনেছে বাদশাহি ফরমান !—

মক্কার হাতে চাঁদ এলো যবে তকদিরে আফতাব
কুল-মখলুক দেখিতে লাগিল শুধু ইসলামি খাব,
গুনো খবুজ খোঁরা চিবায় উমর দারাজ-দিল
ভাবিছে কেমনে খুলিবে আরব দিন দুনিয়ার খিল,—
এমন সময় আসিল জোয়ান হাথেলিতে হাথিয়ার,
খর্জুর-শিষে ঠেকিয়াছে গিয়া উঁচা উষ্ণীষ তার !
কবজা তাহার সবজা হয়েছে তলওয়ার-মুঠ ডলে,
দু'চোখ ঝলিয়া আশার দজলা ফোঁরাত পড়িছে গলে !
বাজুতে তাহার বাঁধা কোর-আন্, বুক দুর্মদ বেগ,
আলবোরজের চূড়া গুঁড়া-করা দন্তে দারুণ তেগ !
নেজার ফলক উল্কার সম উগ্রগতিতে ছোটে,
তীর খেয়ে তার আসমান-মুখে তারা-রূপে ফেনা ওঠে !
দারাজ দন্ত যদিকে বাড়ায় সেইদিক পড়ে রেঙে,
গুলিদের বেটা খালেদ সে বীর যাহার নামের ত্রাসে
পারস্য-রাজ নীল হয়ে উঠে ঢলে পড়ে সাকী-পাশে !

রোম-সম্রাট শারাবের জাম-হাতে থরথর কাঁপে,
ইস্তাম্বুলি বাদশার যত নজ্জুম আয়ু মাপে !
মজলুম যত মোনাজাত করে কেঁদে কয় 'এয় খোদা,
খালেদের বাজু শমশের রেখো সহি-সালামতে সদা !'
আজরাইলও সে পারেনি এগুতে যে আজাজিলের আগে,
ঝুঁটি ধরে তার এনেছে খালেদ, ভেড়ি ধরে যেন বাঘে !
মালেকুল-মৌত করিবে কব্জ রুহ্ সেই খালেদের?—
হাজার হাজার চামড়া বিছায়ে মাজারে ঘুমায় শের !

*

*

*

খালেদ ! খালেদ ! ফজর হলো যে, আজান দিতেছে কৌম,
ঐ শোনো শোনো—'আসসালাতু খায়র মিনান্নৌম্ !'

যত সে জালিম রাজা-বাদশারে মাটিতে করেছ গুম!"
তাহাদের সেই খাকেতে খালেদ করিয়া তয়ম্মুম
বাহিরিয়া এসো, হে রণ-ইমাম, জমায়েত আজ ভারি!
আরব, ইরান, তুর্ক, কাবুল দাঁড়ায়েছে সারি সারি!
আব-জমজম উথলি উঠিছে তোমার ওজুর তরে,
সারা ইসলাম বিনা ইমামেতে আজিকে নামাজ পড়ে!
খালেদ! খালেদ! ফজরে এলে না, জোহর কাটানু কেঁদে,
আসরে ক্লান্ত ঢুলিয়াছি শুধু বৃথা তহরিমা বেঁধে!
এবে কাফনের খেলকা পরিয়া চালিয়াছে বেলা-শেষে,
মগরেবের আজ নামাজ পড়িব আসিয়া তোমার দেশে!
খালেদ! খালেদ! সত্য বলিব, ঢাকিব না আজ কিছু,
সফেদ দেও আজ বিশ্ববিজয়ী, আমরা হটেছি পিছু!
তোমার ঘোড়ার ক্ষুরের দাপটে মরেছে যে পিপীলিকা,
মোরা আজ দেখি জগৎ জুড়িয়া তাহাদের বিভীষিকা!
হঠিতে হঠিতে আসিয়া পড়েছি আখেরি গোরস্থানে,
মগরেব-বাদে এশার নামাজ পাব কিনা কে সে জানে!
খালেদ! খালেদ! বিবস্ত্র মোরা পরেছি কাফন শেষে,
হাতিয়ার-হারা, দাঁড়ায়েছি তাই তহরিমা বেঁধে এসে!

ইমামতি তুমি করিবে না জানি, তুমি গাজি মহাবীর,
দিন-দুনিয়ার শহীদ নোয়ায় তোমার কদমে শির!

চারিটি জিনিস চিনেছিলে তুমি, জানিতে না হের-ফের,
আল্লা, রসুল, ইসলাম আর শের-মারা শমশের!
খিলাফত তুমি চাওনি কো কভু, চাহিলে-আমরা জানি-
তোমার হাতের বে-দেরেগ তেগ অবহেলে দিত আনি!

উমর যেদিন বিনা অজুহাতে পাঠাইল ফরমান,-
'সিপাহ-সালার খালেদ পাবে না পূর্বের সম্মান,
আমার আদেশ-খালেদ ওলিদ সেনাপতি থাকিবে না,
সাদের অধীনে করিবে যুদ্ধ হয়ে সাধারণ সেনা!'
ঝরা জলপাই-পাতার মতন কাঁপিতে কাঁপিতে সাঁদ,
দিল ফরমান, নফসি নফসি জপে, গণে পরমাদ!

খালেদ! খালেদ! তাজিমের সাথে ফরমান পড়ে চুমি
সিপা-সালারের সকল জেওর খুলিয়া ফেলিলে তুমি।
শিশুর মতন সরল হাসিতে বদন উজালা করি
একে একে সব রেখে দিলে তুমি সাদের চরণ পরি!
বলিলে, ‘আমি তো সেনাপতি হতে আসিনি, ইবনে সাদ,
সত্যের তরে হইব শহীদ, এই জীবনের সাধ!
উমরের নয়, এ যে খলিফার ফরমান, ছি ছি আমি
লজিয়া তাহা রোজ-কিয়ামতে হব যশ-বদনামি?’
মার-মুখো যত সেনাদলে ডেকে ইঙ্গিতে বুঝাইলে,
কুর্নিশ করি সাঁদেরে, মামুলি সেনাবাসে ডেরা নিলে!
সেনাদের চোখে আঁসু ধরে নাকো, হেসে কেঁদে তারা বলে,-
‘খালেদ আছিল মাথায় মোদের, এবার আসিল কোলে!’

মক্কায যবে আসিলে ফিরিয়া, উমর কাঁদিয়া পড়িল ছুটে!
একি রে, খলিফা কাহার বক্ষে কাঁদিয়া পড়িল লুটে!
‘খালেদ! খালেদ!’ ডাকে আর কাঁদে উমর পাগল-প্রায়
বলে, ‘সত্যই মহাবীর তুই, বুসা দিই তোকে, আয়!
তখতের পর তখত যখন তোমার তেগের আগে
ভাঙিতে লাগিলে, হাতুড়ি যেমন বাদামের খোসা ভাঙে,-
ভাবিলাম বুঝি তোমারে এবার মুক্ত আরব-বাসী
সিজ্জদা করিবে, বীরপূজা বুঝি আসিল সর্বনাশী!

পরীক্ষা আমি করেছি খালেদ, ক্ষমা চাই ভাই ফের,
আজ হতে তুমি সিপাহ-সালার ইসলাম জগতের!’

* * *

খালেদ! খালেদ! কীর্তি তোমার ভুলি নাই মোরা কিছু,
তুমি নাই তাই ইসলাম আজ হটিতেছে শুধু পিছু।
পুরানো দামামা পিটিয়া পিটিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে আজ,
আমামা অস্ত্র ছিল নাকো তবু দামামা ঢাকিত লাজ!
দামামা তো আজ ফাঁসিয়া গিয়াছে, লজ্জা কোথায় রাখি,
নামাজ রোজার আড়ালেতে তাই ভীরুতা মোদের ঢাকি!
খালেদ! খালেদ! লুকাব না কিছু, সত্য বলিব আজি,
ত্যাগী ও শহীদ হওয়া ছাড়া মোরা আর সব হতে রাজি!

রিশ-ই বুলন্দ, শেরওয়ানি, চোগা, তসবি ও টুপি ছাড়া
পড়ে নাকো কিছু, মুসলিম-গাছ ধরে যত দাও নাড়া!

*

*

*

খালেদ! খালেদ! সবার অধম মোরা হিন্দুস্থানি,
হিন্দু না মোরা মুসলিম তাহা নিজেরাই নাহি জানি!
সকলের শেষে হামাণ্ডি দিই,-না, না,-বসে বসে শুধু!
মুনাজাত করি, চোখের সুমুখে নিরাশা-সাহারা ধূ ধূ!
দাঁড়ায়ে নামাজ পড়িতে পারি না, কোমর গিয়াছে টুটি,
সিজদা করিতে 'বাবা গো' বলিয়া ধূলিতলে পড়ি লুটি!
পিছন ফিরিয়া দেখি লাল-মুখ আজরাইলের ভাই,
আল্লাহ্ ভুলিয়া বলি, 'প্রভু মোর তুমি ছাড়া কেহ নাই!'
টক্কর খেতে খেতে শেষে এই আসিয়া পড়েছি হেথা,
খালেদ! খালেদ! রি রি করে বুকে পরাধীনতার ব্যথা!

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে
বিবি-তালকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেঁকা ও হাদিস চষে!
হান্‌ফি ওহারি লা-মজহাবির তখনো মেটেনি গোল,
এমন সময় আজাজিল এসে হাঁকিল 'তল্‌পী তোল!'
ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি, বাহিরের দিকে তত
গুন্‌তিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু ছাগলের মত!
খালেদ! খালেদ! এই পশুদের চামড়া দিয়ে কি তবে
তোমার পায়ের দুশমন-মারা দুটো পয়জারও হবে?
হায় হায় হায়, কাঁদে সাহায়ায় আজিও তেমনি ও কে?
দজলা-ফোরাত নতুন করিয়া মাতম করিছে শোকে!
খর্জুর পেকে খোঁর্মা হইয়া শুকায়ে পড়েছে ঝুরে
আঙুর-বেদানা নতুন করিয়া বেদনার রসে পুরে।
একরাশ শুখো আখরোট আর বাদাম ছাড়াতে লয়ে
আঙুল ছেঁচিয়া মুখ দিয়া চুষে মৌনা আরবি-বৌএ!
জগতের সেরা আরবের তেজি যুদ্ধ-তাজির চালে
বেদুইন-কবি সংগীত রচি নাচিতেছে তালে তালে!

তেমনি করিয়া কাবার মিনারে চড়িয়া মুয়াজ্জিন
আজানের সুরে বলে, কোনোমতে আজও বেঁচে আছে দ্বীন!

খালেদ! খালেদ! দেখ দেখ ঐ জমাতের পিছে কারা
দাঁড়ায়ে রয়েছে, নড়িতে পারে না, আহা রে সর্বহার!।
সকলের পিছে নহে বটে তবু জমাত-শামিল নয়,
উহাদের চোখে হিন্দের মত নাই বটে নিদ-ভয়!
পিরানের সব দামন ছিল, কিন্তু সে সম্মুখে
পেরেশান ওরা তবু দেখিতেছি ভাঙিয়া পড়েনি দুখে!
তকদির বেয়ে খুন ঝরে ওই উহারা মেসেরি বুঝি।
টলে তবু চলে বারে বারে হারে বারে বারে ওরা যুঝি।
এক হাতে বাঁধা হেম-জিঞ্জির আর এক হাত খোলা
কী যেন হারামি নেশার আবেশে চক্ষু ওদের ঘোলা!
ও বুঝি ইরাকি? খালেদ! খালেদ! আরে মজা দেখ ওঠো,
শ্বেত-শয়তান ধরিয়াছে আজ তোমার তেগের মুঠো!
দু'হাতে দু'পায়ে আড়-বেড়ি দেওয়া ও কারা চলিতে নারে,
চলিতে চাহিলে আপনার ভায়ে পিছন হইতে মারে।
মর্দের মত চেহারা ওদের স্বাধীনের মত বুলি,
অলস দু'বাজু দু'চোখে সিয়াহ অবিশ্বাসের ঠুলি!
শামবাসী ওরা সহিতে শেখেনি পরাধীনতার চাপ,
তলওয়ার নাই, বহিছে কটীতে কেবল শূন্য খাপ!

খালেদ! খালেদ! মিসমার হলো তোমার ইরাক শাম,
জর্ডন নদে ডুবিয়াছে পাক জেরুজালেমের নাম!

খালেদ! খালেদ! দু'ধারী তোমার কোথা সেই তলোয়ার?
তুমি ঘুমায়েছ, তলোয়ার তব সে তো নহে ঘুমাবার!
জং ধরেনি কো কখনো তাহাতে জঙ্গের খুনে নেয়ে,
হাথেলিতে তব নাচিয়া ফিরেছে যেন বেদুইন মেয়ে!
খাপে বিরামের অবসর তার মেলেনি জীবনে কভু,
জুলফিকার সে দু'খান হয়েছে, ও তেগ টুটেনি তবু!
তুমি নাই তাই মরিয়া গিয়াছে তরবারিও কি তব?
হাত গেছে বলে হাত-যশও গেল? গল্প এ অভিনব!
খালেদ! খালেদ! জিন্দা হয়েছে আবার হিন্দা বুড়ি,
কত হামজারে মারে যাদুকরী, দেশে দেশে ফেরে উড়ি!
ও কারা সহসা পর্বত ভেঙে তুহিন শ্রোতের মত,

শত্রুর শিরে উন্মাদ বেগে পড়িতেছে অবিরত !
 আঙনের দাহে গলিছে তুহিন আবার জমিয়া উঠে,
 শির উহাদের ছুটে গেল হয়! তবু নাহি পড়ে টুটে!
 ওরা মরক্কো মর্দের জাত মৃত্যু মুঠার পরে,
 শত্রুর হাতে শির দিয়া ওরা শুধু হাতে পায়ে লড়ে!
 খালেদ! খালেদ! সর্দার আর শির পায় যদি মুর
 খাসা জুতা তারা করিবে তৈরি খাল দিয়া শত্রুর!

খালেদ! খালেদ! জাজিরাতুল সে আরবের পাক মাটি
 পলিদ হইল, খুলেছে এখানে যুরোপ পাপের ভাঁটি!
 মওতের দারু পিইলে ভাঙে না হাজার বছরি ঘুম?
 খালেদ! খালেদ! মাজার আঁকড়ি কাঁদিতেছে মজলুম।

খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন আসিবেন ঈসা ফের,
 চাই না মেহদি, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শমশের।

কৃষ্ণনগর,
 ২১শে অগ্রহায়ণ, '৩৩

ওয়েসিস্-মরুদ্যান। মেশক-বু-মুগনাভি-গন্ধু। সুতুরবান-উষ্ট্রচালক। গোর্জ-গদা। নেজা-বল্লম।
 মোতাকারিব-আরবি ছন্দের নাম। আমামা-শিরস্ত্রাণ। মাজার-কবর। মজলুম-উৎপীড়িত।
 ওফাৎ-মৃত্যু। মালেকুল মৌৎ-যমরাজ, আজরাইল। জালিম-উৎপীড়ক। আঁসু-অশ্রু। সজ্-
 দিল্-পাষণ-প্রাণ। তাবা-বিধ্বস্ত। কতলগাহ্-বধ্যভূমি। কুল-মখলুক-সারা সৃষ্টি। খাব্-স্বপ্ন।
 খবুজ-রুটি। দারাজ-দিল-উন্নতমনা। আলবোরজ-পারস্যের একটি পর্বত। সহি-সালামত-নিরাপদ।
 শারাবের জাম-মদের পিয়লা। নজ্জুম-জ্যোতিষী। আজজিল-শয়তান। রুহ-জান্। কৌম-জাতি।
 আসসালাতু খায়রমিনান্নৌম-নিদা অপেক্ষা উপাসনা উত্তম। তহরিমা-নামাজে দাঁড়াইয়া নাভির উপরে
 হাত রাখা। কাফন-শবাচ্ছাদন-বস্ত্র। তয়ম্মুম-পানির অভাবে মাটি দ্বারা ওজু করা। কদম-পা।
 তেজ-তরকারি। বে-দেরেগ-নির্মম। ফরমান-আদেশ। নফসি নফসি-ত্রাহি ত্রাহি। তাজিম-সম্মান।
 জেওর-অলঙ্কার। ডেরা-বাসস্থান। বুসা-চুষন। সিজদা-প্রণতি। মুনাজাত - প্রার্থনা! হানফি ওহবি লা-
 মজহাবি - মুসলমানদের বিভিন্ন উপ-সম্প্রদায়। পয়জার-জুতা। মাতম-শোক ক্রন্দন।
 তেগ-তলওয়ার। মাতম-শোক-ক্রন্দন। তাজি-ঘোড়া। মুয়াজ্জিন-নামাজের জন্য আহ্বানকারী।
 পেরেশান-ক্লান্ত। সিয়াহ-কালো। মিসমার-ধ্বংস। জিন্দা-জীবিত। জঙ্গ-লড়াই। পলিদ-অপবিত্র।

Khaled

O Khaled! O Khaled! Dost thou not hear the desert's haunting strain?

How many Oases surfaced from her parched eyes' rain?

Her mirage-lights roam, seeking far and wide,

Where thy weary warriors camp, in solitude abide!

Mounted on sandstorms, the scorching "Loo" doth cry,

Leaving for thee, alas! Musk-deer dead where they lie!

Thy banner of triumph, date-groves proudly wave,

For thee, Bedouin maidens still fasting-boons crave.

To "Mutakarib's" beat, the camel-train sways,

Their lost-path eyes like distant beacons blaze.

"Khaled! Khaled!" at each halt, spent camels sigh,

"To bear the merchant's load-this was not our cry!"

Hearing war-trumpets, camels dance in delight,

Dreaming war-drums roar behind the reed's sweet flight.

Their humped backs rose straight at the rider's command,

Sword, shaft, and thunder upon them would land!

Blood they have witnessed, quivers borne with pride,

But salt? Ne'er once did they carry inside!

* * *

Blood-red sun rises, piercing the sand's domain-

What stains thy turban red? Foe-blood, Khaled, like rain!

O Khaled! O Khaled! Shall millennial slumber break?

The world's oppressed at thy tomb their plea make!

Martyr? Deceased? False tales! How can it be?

Shall Death's dark Angel claim a soul like thee?

Ages have passed, centuries flown away,

Persian, Roman tyrants held cruelest sway-

Kingdoms shattered! Weak men, women, betrayed,

Countless souls in slaughter-house trenches laid!

Temples dissolved in tears of the oppressed,

How many arks foundered, how many drowned, distressed!

Where sat Death's Angel that fateful day?
Why not storm the tyrant's towers, seize them straightway,
Pluck the hard-hearted ones before their hour?
Death's Angel then obeyed the emperor's power!
When Mecca's moon eclipsed the sun's bright face,
Creation saw Islam's banner take its place—
Chewing dry dates, Umar, large-hearted, wise,
Pondered how Arab dawn would light the skies—
Then came a youth, sword-hilt grazing palm-tree crest,
His high turban by date-spikes lightly pressed!
His fist, sword-gripped, with verdure seemed to bloom,
His eyes streamed hope—Euphrates' rushing gloom!
The Quran bound upon his arm, his breast
With furious zeal possessed,
Fierce lightning in his grasp that could confound
The Alborz peaks and dash them to the ground!
His lance-blade flew like comet through the night,
Stars frothed like foam when struck in heaven's height!
Where stretched his mighty arm, strongholds would break,
Where turned his gaze, horizons dawn would make!
That hero, Walid's son—Khaled!—whose dread
Made Persia's king turn pale, drop wine-cup, fled!
Rome's Caesar shook, goblet trembling in hand,
Istanbul's stargazers marked his dying span!
The oppressed would weep: "O God! Preserve from harm
Khaled's sword-arm, shield it with saving charm!"
Azrael himself could not advance one pace
Where Khaled led; seized by his hair's embrace,
As tigers seize goats, Khaled dragged him near!
Shall Death's dark Angel claim such spirit here?—
On countless hides spread, sleeps the lion there!

* * *

Khaled! Khaled! Dawn breaks! The call to prayer
Resounds: "To pray is better than sleep's snare!"
Those tyrant kings ground into dust by thee,
Rise from their ashes now! Victoriously,
Step forth, O War-Imam! The host is vast,

Arab, Iran, Turk, Kabul stand massed!
Zamzam's waters surge for thy ablution's sake,
Islam prays namaz-leaderless, awake!
Khaled! Khaled! At dawn thou cam'st not nigh,
Wept through the noon, watched weary twilight die!
Head-nodding at Asr, fast-bound in despair,
Now wrapped in death-shroud, to thy land repair
At Maghrib's hour, pray Isha—who can tell?
Khaled! Khaled! Truth speaks! We hide not, we fell!
Thy steed's proud hoof crushed ants beneath its tread,
Now their dread specters haunt us, widespread!
Backward we've stumbled to the graveyard's gloom,
Shall Maghrib's prayer find room?
Khaled! Khaled! Naked, in shrouds we stand,
Disarmed, with fast-bound arms, on thy command!

Thou'lt not lead prayers? Great Ghazi, martyr-brave,
World's martyrs bow to kiss thy hero-grave!
Four things thou knewst, clear, without debate:
Allah, Rasul, Islam, and lion-slaying fate!
Caliphate? Thou sought'st it not—we know thee true—
Thy swift, unerring sword we'd bring to you!

When Umar sent decree, no reason shown—
“Khaled, Commander, shall be rank-dethroned!
My order stands: Khaled, Walid's son,
Shall lead no more as Chief, duty be done
Under Sa'd's command, a common soldier made!”
Sa'd shook like withered leaf, dismayed, afraid!
Khaled! Khaled! With reverence, kiss on kiss,
Thou read the decree, then didst dismiss
Thy badges, trappings of Command's estate,
With childlike smile, serene and clear as fate,
One by one laid at Sa'd's feet, confessed:
“To lead armies? No! Sa'd, put this to rest!
My life's sole wish: for Truth to die, a martyr blest!
Umar's decree? Nay, Caliph's own command!

Shall I defy? Bring shame upon this land?"
Thy chiefs summoned, with gesture made them see,
Bowed to Sa'd, took common barracks humbly!
Tears filled their eyes, yet laughed through grief, they said:
"Khaled was on our heads, now in our heart instead!"
When Mecca saw thy return, Umar ran,
Sobbing, embraced thee-Caliph, weeping man!
"Khaled! Khaled!" Mad with remorse he cried,
"True hero thou! Come! Shelter at my side!
When thrones like walnut-shells thy sword-blade broke,
I feared Arab hearts would bear a fatal yoke-
Deify thee, bring ruin! Khaled, friend,
A test I made! Forgive! Let strife here end!
From this day forth, Commander thou shalt be
Of Islam's hosts, eternally!"

* * *

Khaled! Khaled! Thy glory fades not, none forgets,
Thou absent, Islam retreats, besets
Itself with shame! Our war-drums, torn and old,
Lie split-though weaponless, they hid our coward-cold!
Drums burst today-where hide our shame? We try
Behind prayer, fast, our craven fear to belie!
Khaled! Khaled! We hide naught! Truth we tell:
To be martyrs, ascetics? We choose not that hell!
Save turban, cloak, beads-all we wear or bear-
Shake Muslim trees-naught else will tumble there!

* * *

Khaled! Khaled! Most base are we-Hindustani!
Hindu? Muslim? We know not-lost and many!
On all fours crawl-nay, sit and idly sigh,
Prayers mumbled to a desert-drear, hope-dry!
Cannot stand for prayer-our backs are bent and sore,
Prostrate, we kiss the dust, cry "Father!" o'er and o'er!
Turn back-see Azrael's kin, red-faced, appear,
Forgetting Allah, cry: "Save us! None else near!"
Stumbling, we've reached this pass, O Khaled, hear!
The pain of bondage stabs-sharp, deep, severe!

While world marched on, we sat debating still
Divorce-law verdicts, searching Fiqh with will!
Hanafi, Wahabi, La-Mazhabi strife
Raged on-till Azrael cried: "Pack up this life!"

Outwardly multiplied like goats and kine,
Within, we died—a slow, consuming sign!
Khaled! Khaled! Shall hides of such base herd
Make shoes to tread thy foes? Absurd! Absurd!
Alas! Who weeps thus in the desert's breast?
Tigris-Euphrates mourn anew, distressed!
Dates ripen, shrivel, raisins dry and fall,
Grapes, pomegranates swell with sorrow's gall!
With walnuts, almonds, parched and sere, arrayed,
Silent Arab wives suck fingers, dismayed!
Finest Arab steeds in war-dance tread,
Bedouin bards sing where their footsteps led!
Thus from Kaaba's height, the Muezzin's cry
Proclaims: "Somehow, Faith lives, though weak, though shy!"
Khaled! Khaled! Look! Behind the host, who stands?
Cannot move forward—poor, with empty hands!
Not last—yet not within the ranks they blend,
Fearless like Hind's sons, to the very end!
Their cloaks are tattered, yet they face the light,
Not crushed by grief, though weary from the fight!
Destiny's path drips blood—Misery's trace—
Stagger, yet fight! Fall, rise, still hold their place!
One hand bound in gold-chain, one hand held free,
Eyes glazed—some wild, forbidden ecstasy!

Are these Iraqis? Khaled! Khaled! Rise! Behold the jest!
The White Fiend grips thy sword-hilt, claims thy bequest!
Who move not, shackled hand and foot? Who fight
Their own kin from behind with bitter spite?
Lifeless faces, free-man's words they speak,
Sluggish arms, black eyes—doubt's veil, so bleak!
Syrians these? Unused to servile chain,

No sword—but empty scabbards cause them pain!
Khaled! Khaled! Thy Syria-Iraq is rust,
Jordan's stream drowns Jerusalem's sacred dust!
Khaled! Khaled! Thy two-edged sword—where lies that brand?
Thou sleep'st—but swords sleep not! Understand!
Rust touched it never, fed on battle's gore,
Danced in thy grasp like desert-maid of yore!
Rest in its scabbard? Life knew no repose,
Zulfiqar split—yet blade no ruin shows!
Art dead? Then died thy sword? Strange tale, uncouth!
Gone hand—thus gone its glory? Shameful truth!
Khaled! Khaled! That Hind hag lives anew!
With magic blows she strikes, world's circuits flew!

* * *

Who burst through mountains, glacial flood unleashed,
On foemen's heads with maddened fury dashed?
Ice melts in fire, yet freezes back afresh,
Heads fly—yet stubbornly they fight, enmeshed!
Moroccans! Death's clutch they brave and spurn,
Headless, on hands and feet they fight, we learn!
Khaled! Khaled! If heads and hides they gain,
Fine shoes they'll make from foemen's skins—their bane!

* * *

Khaled! Khaled! Arabia's sacred ground
Sediment-choked! Europe's sin-vats here abound!
Death's potion drunk—breaks millennial sleep?
Khaled! Khaled! The oppressed at thy tomb weep!

God's Beloved foretold: Messiah shall descend—
We want no hennaed priest! Send thee, O friend!
With gleaming sword in hand, O hero, come!
Restore our trampled faith, our martyred dome!

Translated by Mohammad Zahir Uddin

Translator's Notes :

1. Zamzam: A sacred well located within the Masjid al-Haram in Mecca, near the Kaaba
2. Hanafi: One of the four major Sunni Islamic schools of jurisprudence.
3. Wahhabi: A puritanical Islamic reform movement originating in the 18th century by Muhammad ibn Abd al-Wahhab.
4. La-Mazhabi: Literally means “non-sectarian” or “without madhhab”, Refers to Muslims who do not follow any specific school of Islamic jurisprudence (madhhab).
5. Zulfiqar: The legendary double-pointed sword of Imam Ali ibn Abi Talib, cousin and son-in-law of Prophet Muhammad.
6. Kaaba: The cube-shaped building in the center of the Masjid al-Haram in Mecca.
7. Muezzin: The person appointed at a mosque to call the faithful to prayer (adhan) five times a day.
8. Messiah: In Islam, the Masih (Messiah) refers primarily to Prophet Isa (Jesus).
9. Mutakārib: Mutakārib is one of the classical Arabic meters defined in ‘Ilm al-‘Arūd (the science of prosody) established by the scholar Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi in the 8th century CE.
10. Azrael: Angel of Death in Islamic, Jewish, and Christian traditions.
11. War-Imam: a militant or revolutionary religious leader.
12. Caliphate: The Caliphate is the Islamic form of government representing political and religious leadership after the Prophet Muhammad

খেয়া-পারের তরণী

যাত্রীরা রাত্তিরে হতে এল খেয়া পার,
বজ্রেরি তূর্ষে এ গর্জেছে কে আবার ?
প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাগে ?
ঝঞ্ঝা ও ঘন দেওয়া স্বনিল রে ঈশানে ।

নাচে পাপ-সিন্ধু তুঙ্গ তরঙ্গ !
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ !
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃশ্বে !

তমসাবৃত্তা ঘোরা ‘কিয়ামত’ রাত্রি,
খেয়া-পারে আশা নাই ডুবিল রে যাত্রী !
দমকি দমকি দেওয়া হাঁকে কাঁপে দামিনী,
শিঙ্গার হুঙ্কারে থরথর যামিনী !

লজ্জি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিন্তে—
অবহেলি জলধির ভৈরব গর্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন !

পুণ্য-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত দিল্-সাহ্ !
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র নিপাতেও
কাণ্ডারী আহ্মদ তারি ভরা পাথেয় ।

আবুবকর উস্মান উমর আলি হায়দর
দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর !
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাড়ি-মুখে সারি গান-লা-শরীক আল্লাহ !

‘শাফায়াত’-পাল-বাঁধা তরণির মাঙ্গল,
‘জান্নাত’ হতে ফেলে ছরি রাশ্ রাশ্ ফুল ।
শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল-দাত্রী,
গাও জোরে সারি-গান ওপারের যাত্রী ।

বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হলো পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার ।

The Ferry

The evening ferry was fully loaded
And waiting to cross when a sudden tempest
Churned up the waters in ogreish fury,
And a blast was heard of Doomsday's trumpet.
The sky was rent by flashes of lightning
While thunder resounded growling in anger.

The frightened travelers crouched in silence
As the seas rose high and hurtled fiercely
Against the craft on which they huddled.
The sinister shades of death descended
And mantled the earth in pitch-black darkness;
Fear seized the sinners, and hope was abandoned.

But there in the distance I saw men riding
A boat quite different, calm and steady
'Midst the surge and thunder of raging currents.
Rowed by Abu Bakar, Omar, Osman and Ali,
It had for helmsman Ahmad the seaman
Whose seamed hands gave assurance of safety.

The boat had on board the just and the pure-minded
Whose faith in God was their shield and armour.
They chanted hallelujahs loudly,
Unshaken by fear of death and perdition.

The sail on the mast proclaimed 'Salvation',
And blossoms were showered by doe-eyed houris
As the boat approached the ports of heaven,
Away from wind and wave and tempest.

Translated by Syed Sajjad Husain

খোকার গপ্প বলা

মা ডেকে কন, 'খোকন-মণি ! গপ্প তুমি জানো ?

কও তো দেখি বাপ !'

কাঁথার বাহির হয়ে তখন জোর দিয়ে এক লাফ
বল্লে খোকন, 'গপ্প জানি, জানি আমি গানও !'
বলেই ক্ষুদে তানসেন সে তান জুড়ে জোর দিল—
'একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল !'

মা সে হেসে তখন

বলেন, 'উহুঁ, গান না, তুমি গপ্প বল খোকন !'

ন্যাংটা শ্রীযুত খোকন তখন জোর গম্ভীর চালে
সটান্ কেদারাতে শুয়ে বলেন, 'সত্যিকালে
এক যে ছিল রাজা আর মা এক যে ছিল রানী,

হাঁ মা আমি জানি,

মায়ে পোয়ে থাক্ত তারা,

ঠিক যেন ঐ গৌদলপাড়ার জুজুবুড়ির পারা !

একদিন না রাজা—

ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাপড়ভাজা !

রাণী গেলেন তুলতে কল্মী শাক

বাজিয়ে বগল টাক্ ডুমাডুম টাক্ !

রাজা শেষে ফিরে এলেন ঘরে

হাতির মতন একটা বেরাল-বাচ্চা শিকার করে' !

এসে রাজা দেখেন কি না, বাপ !

রাজবাড়িতে আগোড় দেওয়া, রানি কোথায় গাপ !

দুটোয় গিয়ে এলেন রাজা সত্ৰটার সে সময় !

বল তো মা-মণি তুমি, ক্ষিদে কি তায় কন্ হয় ?

টাঁটি-দেওয়া রাজবাড়িতে ওগো,

পান্তাভাত কে বেড়ে দেবে ?

ক্ষিদে জ্বালায় ভোগো !

ভুলুর মতন দাঁত খিঁচিয়ে বলেন তখন রাজা,

নাদ্না দিয়ে জরুর রানির ভাঙা চাই-ই মাজা ।

এমন সময় দেখেন রাজা আস্চে রানি দৌড়ে
সারকুঁড় হতে কাঁকড়া ধরে রাম-ছাগলে চড়ে !
দেখেই রাজা দাদার মতন খিচ্‌খিচ্‌চিয়ে উঠে—
‘হারে পুঁটে !’

বলেই খোকার শ্রীযুত দাদা সটান
দুইটি কানে ধরে খোকার চড় কসালেন পটাম্ ।
বলেন, ‘হাঁদা ! ক্যাব্‌লাকান্ত ! চাষাড়ে ।
গপ্প করতে ঠাই পাওনি চণ্ডুখুরি আষাঢ়ে ?
দেবো নাকি ঠ্যাংটা ধরে আছাড়ে ?
কাঁদেন আবার ! মারব এমন থাপড়,
যে, কেঁদে তোমার পেটটি হবে কামারশালার হাপর !’
চড়চাপড় আর কিলে,
ভ্যাবাচ্যাকা খোকামণির চমকে গেল পিলে !
সেদিনকারের গপ্প বলার হয়ে গেল রফা,
খানিক কিন্তু ভেড়ার ভ্যা ডাক শুনেছিলুম তোফা !

Little One Tells a Tale

Ma calls out, "O Little One, dear!
Do you know a tale to share?
Out from the quilt he gave a jump,
"I know a story—and a song to thump!"

Like tiny Tansen, proud and loud,
He sang with joy, his chest all proud—

"Once in a bone's throat, a tiger had stuck!"
Mother laughed and softly clucked,
"No, no songs now, dear little sweet—
Tell a story, that would be a treat!"

Mother laughed, "Not a song, my son—
Tell a story, not a tune you've spun!"
Then naked Mr. Boy lay
Flat on the cot in a serious way.

He said, "There once lived a king and queen,
Yes, Ma, I know it, I've surely seen!
They lived with their child, quite happily,
Like Granny Jujuburi by the Goudalpara!

One fine day, the king set out,
To hunt some bugs, no hint of doubt—
After munching crispy papad treat,
He chased the grasshoppers with flying feet!

The queen went off to gather greens,
Clapping her arms with noisy means—
Thud-thud-thud went her slap and sway,
As she picked water spinach along the way.

At last the king came home with pride,
With a kitten huge, like an elephant wide!
But what he saw—oh heavens above!
The palace locked—where is his love?

He came at two, but it struck past seven-
Tell me, ma, is hunger lessened?
In a palace with bamboo mat and door,
Who'll serve the rice soaked from before?

Starving bad, the king did grind
His teeth like mad, with rage in mind-
"I swear I'll break her back today,
With a club she won't get away!"

Just then he saw her gallop near,
Riding a goat with a crab held clear-
Out from the woodpile, queen on ride,
Back she came with goat as guide!

The king got mad, like big brother does-
"You puffy fish!" he cried with fuss!
At once Boy's elder brother,
Grabbed his ears and let one go-

SMACK! A slap rang through the air,
"You fool! You clown! You country bear!
Telling tales from Chandukhuri Asarh-
Want a slam to your legs again?"

"Cry now, will you? I'll slap once more,
You'll puff like bellows on a blacksmith's floor!"
With smack and whack and pinches thrown,
Poor boy froze with a startled groan!

And thus that story met its fate,
But a little 'baa' we heard-how great!

Translated by Nadira Bhabna

Translator's notes :

1. **Tansen** (তানসেন) : legendary Indian classical musician, often symbolizing prodigious singing talent.
2. **Goudalpara** (গৌদলপাড়া) : name of a locality; adds rustic comic effect.
3. **Jujuburi** (জুজুরি) : mythical witch in Bengali folk tales.

4. **Chaṇḍukhuri Asarh** (চন্ডুখুরি আষাঢ়) is a playful Bengali idiom combining a fictitious rustic character, Chandu-khuri (Aunt Chandu), with Asarhh, the first month of monsoon in the Bengali calendar (June-July). The phrase is humorous nonsense, often used to mock bad timing or absurdity, as if saying, "Couldn't you wait for Aunt Chandu's rainy season?" –meaning, "You're doing this at the wrong time!" In Nazrul's poem, it intensifies the elder brother's scolding, giving the scene a comically exaggerated tone.

গোঁড়ামি ধর্ম নয়

শুধু গুণ্ডামি ভণ্ডামি আর গোঁড়ামি ধর্ম নয়,
এই গোঁড়াদেরে সর্বশাস্ত্রে শয়তানি চেলা কয়।
এক সে স্রষ্টা সব সৃষ্টির এক সে পরম প্রভু,
একের অধিক স্রষ্টা কোনো সে ধর্ম কহে না কভু।
তবু অজ্ঞানে যদি শয়তানে শরিকি স্বত্ব আনে,
তার বিচারক এক সে আল্লা- লিখিত আল-কোরানে।
মানুষ তাহার বিচার করিতে পারে না, নরকে তারে
অথবা স্বর্গে কোন্ মানুষের শক্তি পাঠাতে পারে?
‘উপদেশ শুধু দিবে অজ্ঞানে’ – আল্লার সে হুকুম,
নিষেধ কোরানে-বিধর্মী পরে করিতে কোনো জুলুম।
কেন পাপ করে, ভুল পথে যায় মানবজন্মা লয়ে,
কেন আসে এই ধরাতে জন্ম-অন্ধ পঙ্গু হয়ে,
কেন কেহ হয় চিরদরিদ্র, কেহ চিরধনী হয়,
কেন কেউ অভিশপ্ত, কাহারো জীবন শাস্তিময়?

কোন শাস্ত্রী বা মৌলানা, বলো, জেনেছে তাহার ভেদ?
গাধার মতন বয়েছে ইহারা শাস্ত্র কোরান বেদ!
জীবনে যে তাঁরে ডাকেনি কো, প্রভু ক্ষুধার অন্ন তার
কখনো বন্ধ করেননি কেন, কে করে তার বিচার?
তাঁর সৃষ্টির উদার আকাশ সকলেরে থাকে ঘিরে,
তাঁর বায়ু মসজিদে মন্দিরে সকলের ঘরে ফিরে।
তাঁহার চন্দ্র সূর্যের আলো করে না ধর্মভেদ,
সর্বজাতির ঘরে আসে, কই আনে না তো বিচ্ছেদ!
তাঁর মেঘবারি সব ধর্মীর মাঠে ঘাটে ঘরে ঝরে,
তাঁহার অগ্নি জল বায়ু বহে সকলেরে সেবা করে।
তাঁর মৃত্তিকা ফল ফুল দেয় সর্বজাতির মাঠে,
কে করে প্রচার বিদ্বেষ তবু তাঁর এ প্রেমের হাটে?
কোনো ‘ওলি’ কোনো দরবেশ যোগী কোনো পয়গাম্বর,
অন্য ধর্মে, দেয়নি কো গালি, – কে রাখে তার খবর?
যাহারা গুণ্ডা, ভণ্ড, তারাই ধর্মের আবরণে
স্বার্থের লোভে ক্ষ্যাপাইয়া তোলে অজ্ঞান জনগণে।

জাতিতে জাতিতে ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ এরা আনি
আপনার পেট ভরায়, তখ্ত চায় এরা শয়তানি।
ধর্ম-আন্দোলনের ছদ্মবেশে এরা কুৎসিত,
বলে এরা, হয়ে মন্ত্রী, করিবে স্বধর্মীদের হিত।
এরা জমিদার মহাজন ধনী নওয়াবী খেতাব পায়,
কারো কল্যাণ চাহে না ইহারা, নিজ কল্যাণ চায়।
ধনসম্পদ এত ইহাদের, করেছে কি কভু দান?
আশ্রয় দেয় গরিবে কি কভু এদের ঘর দালান?

ধর্ম জাতির নাম লয়ে এরা বিষাক্ত করে দেশ,
এরা বিষাক্ত সাপ, ইহাদেরে মেরে কর সব শেষ।
নাই পরমত-সহিষ্ণুতা সে কভু নহে ধার্মিক,
এরা রাক্ষস-গোষ্ঠী ভীষণ অসুর-দৈত্যাদিক।
উৎপীড়ন যে করে, নাই তার কোনো ধর্ম ও জাতি,
জ্যোতির্ময়েরে আড়াল করেছে, এরা আঁধারের সাথি!
মানবে মানবে আনে বিদ্বেষ কলহ ও হানাহানি,
ইহারা দানব, কেড়ে খায় সব মানবের দানাপানি।
এই আক্ষেপ জেনো তাহাদের মৃত্যুর যন্ত্রণা
মরণের আগে হতেছে তাদের দুর্গতি লাঞ্ছনা।
এক সে পরম বিচারক, তাঁর শরিক কেহই নাই,
কাহারে শাস্তি দেন তিনি, দেখো দুদিন পরে তা, ভাই!
মোরা দরিদ্র কাঙাল নির্যাতিত ও সর্বহারা,
মোদের ভ্রান্ত দ্বন্দ্বের পথে নিতে চায় আজ যারা
আনে অশান্তি উৎপাত আর খোঁজে স্বার্থের দাঁও,
কোরানে আল্লা এদেরই কন- ‘শাখা-মৃগ হয়ে যাও।’

Dogmatism Isn't Religion

Dogma isn't synonymous with creed; it is just hooliganism,
deceit.

In all the holy scriptures dogmatists are called the devil's
followers.

The Creator is just One, - no religion ever talks of more.
He's Supreme Lord over the whole creation. But if unknowingly
some shaitan pretends to hold the Truth,-

Allah is the only one who can judge, as is stated in the Quran;
Human beings cannot try him shaitan.

Say - does anyone hold the power to pack him off to heaven or
hell? Allah's instruction, view, is clear: 'the poor devil errs
unknowingly'. The Quran squarely prohibits any
persecution of heretics!

Why would they sin or go astray, being born as human beings?
Why would people come to this earth born blind and
handicapped?

Why should some forever be poor, while others are ever
wealthy?

Why should someone be cursed, while the life of others is
serene?

Tell me,
has anybody who is learned
in the scriptures, or any maulana, been able to explain these
differences?

Like dummies they have been reciting
from the holy scriptures, the Vedas, the Quran!

Who can explain why one human being has not been called on
throughout life? Why the Lord has never stilled someone
else's hunger for food?

The free sky He created arches all beings; His holy wind keeps
blowing everywhere; it traverses the mosques and temples,
and winds its way through the abodes of all. The light of His
moon, His sun,

does not discriminate
on grounds of religious faith; it does not sow dissensions,

but enters the homes of people of all castes!
The rain of His clouds falls on the fields, the landings and huts of
all people, whatever be their creed;
His fire, his water and breeze
are there to serve each and everyone.
His clay allows fruits to grow and flowers to bloom, -
whatever be the caste or creed of those who cultivate the
fields. Who still dares sow hatred amidst the abundance of
His love?
None of the 'walis', dervishes, jogis;
None of God's prophets
has ever scolded the faith of others. Yet does anybody keep this
in mind?
The hooligans and cheats who under the cover of religion
greedily strive for their own wellness arouse the ignorant public
to fury.
They fill your stomach with hatred, creating a rift between
religions and castes.
As devils they want a seat on the throne, for they're a very nasty
lot.
Having been appointed Ministers, they deludingly say
they'll bestow benefits on all co-religionists.
Sure, they'll receive titles of honor
from the landlords, the mahajan, the wealthy nawabs. But they
don't want anybody else's wellbeing,
they only protect their own.
They've got so much luxury and wealth; yet have they ever
given it away?
Have their houses ever offered shelter to the poor?
Abusing the name of religion, of their caste, they poison the
country's atmosphere.
They are poisonous snakes, so smash them! There is no tolerance
towards others, never ever are they really pious.
They are the party of God's foes,
they are extremely monstrous, they're asur.
People who persecute have not religion or caste They have
disguised all that's bright,

they are the companions of darkness! They create hatred, brawls
and fighting between humans, they are devils.

The food and drinks of all human beings they snatch away and
gobble up.

Such sorrowful acts of deprivation
are destined to be their own source of grief, will turn into a
fountainhead of suffering before they de cease.

There is only one Supreme Judge, none is above Him;
wait and see whom He'll punish. Brother, you'll know in a few
days! We are poor, we're wretched,
we're oppressed and lost everything.

To those who want to lead us today along the path of a false
contradiction; to those who bring unhappiness, mischief;
who only look for a chance to chase after their own good: in the
Quran Allah proclaims

'You'll be born anew as animal off-springs'.

Translated by Peter Custers

গোকুল নাগ

না ফুরাতে শরতের বিদায় শেফালি,
না নিবিতে আশ্বিনের কমল দীপালি,
তুমি শুনেছিলে বন্ধু পাতা-ঝরা গান
ফুলে ফুলে হেমন্তের বিদায় আহ্বান।
অতন্দ্র নয়নে তব লেগেছিল চুম
ঝর-ঝর কামিনীর, এল চোখে ঘুম
রাত্রিময়ী রহস্যের; ছিন্ন শতদল
হলো তব পথ-সাথী; হিমালী-সজল
ছায়াপথ-বীথি দিয়া শেফালি দলিয়া
এল তব মায়া-বধূ ব্যথা-জাগানিয়া !
এল অশ্রু হেমন্তের, এল ফুল-খসা
শিশির-তিমির-রাত্রি; শ্রান্ত দীর্ঘশ্বসা
ঝাউ-শাখে সিক্ত বায়ু রিক্ততার বাণী
কয়ে গেল, দুলে দুলে কাঁদিল বনানী !
তুমি দেখেছিলে বন্ধু ছায়া-কুহেলির
অশ্রু-ঘন মায়া-আঁখি, বিরহ-অথির
বুকে তব ব্যথা-কীট পশিল সেদিন !
যে-কান্না এল না চোখে, মর্মে হল লীন
বক্ষে তাহা নিল বাসা হল রক্তে রাঙা
আশাহীন ভালবাসা, ভাষা অশ্রু ভাঙা !
বন্ধু, তব জীবনের কুমারী আশ্বিন
পরিল বিধবা বেশ কবে কোন দিন,
কোন দিন সঁউতির মালা হতে তার
ঝরে গেল বৃত্তগুলি রাঙা কামনার-
জানি নাই; জানি নাই; তোমার জীবনে
হাসিছে বিচ্ছেদ-রাত্রি, অজানা গহনে
এবে যাত্রা শুরু তব, হে পথ-উদাসী !
কোন বনান্তর হতে ঘর-ছাড়া বাঁশি
ডাক দিল, তুমি জান। মোরা শুধু জানি
তব পায়ে কেদেঁছিল সারা পথখানি !
সেধেছিল, ঐকেছিল ধূলি-তুলি দিয়া
তোমার পদাঙ্ক-স্মৃতি।

রহিয়া রহিয়া
কত কথা মনে পড়ে ! আজ তুমি নাই,
মোরা তব পায়ে-চলা পথে শুধু তাই
এসেছি খুঁজিতে সেই তপ্ত পদ-রেখা
এইখানে আছে তব ইতিহাস লেখা ।

জানি না কো আজ তুমি কোন্ লোকে রহি
শুনিছ আমার গান, হে কবি বিরহী !
কোথা কোন্ জিজ্ঞাসার অসীম সাহারা,
প্রতীক্ষার চির-রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য, তারা,
পারায়ে চলেছ একা অসীম বিরহে ?
তব পথ-সাথী যারা-কিছু ডাকি কহে-
‘ওগো বন্ধু শেফালি, শিশিরের প্রিয় !
তবু যাত্রা-পথে আজ নিও বন্ধু নিও
আমাদের অশ্রু-আর্দ্র এ স্মরণখানি !’
শুনিতে পাও কি তুমি, এ-পারের বাণী ?

কানাকানি হয় কথা এ-পারে ও-পারে ?
এ কাহার শব্দ শুনি মনের বেতারে ?
কত দূরে আছ তুমি কোথা কোন বেশে
লোকান্তরে না সে এই হৃদয়েরি দেশে
পারায়ে নয়ন-সীমা বাঁধিয়াছ বাসা ?
হৃদয়ে বসিয়া শোন হৃদয়ের ভাষা ?...
হারায়নি এত সূর্য এত চন্দ্র তারা,
যেথা হোক আছ বন্ধু হওনি কো হারা !...

সেই পথ, সেই পথ-চলা গাঢ় স্মৃতি,
সব আছে ! নাই শুধু সেই নিতি নিতি
নব নব ভালোবাসা প্রতি দরশনে,
আরো প্রিয় করে পাওয়া চিরপ্রিয়জনে,-
আদি নাই, অন্ত নাই, ক্লান্তি তৃপ্তি নাই-
যত পাই তত চাই-আরো আরো চাই,-

সেই নেশা সেই মধু নাড়ি-ছেঁড়া টান
সেই কল্পলোকে নব নব অভিযান,-

সব নিয়ে গেছে বন্ধু ! সে কল-কল্লোল
সে হাসি-হিল্লোল নাই চিত-উতরোল !
আজ সেই প্রাণ-ঠাসা একমুঠো ঘরে
শূন্যের শূন্যতা রাজে, বুক নাই ভরে ।...
হে নবীন, অফুরন্ত তব প্রাণ-ধারা
হয়তো এ মরু-পথে হয়নি কো হারা,
হয়তো আবার তুমি নব পরিচয়ে
দেবে ধরা; হবে ধন্য তব দান লয়ে
কথা-সরস্বতী । তাহা লয়ে ব্যথা নয়,
কত বাণী এল, গেল, কত হলো লয়,

আবার আসিবে কত । শুধু মনে হয়
তোমারে আমরা চাই, রক্তমাংসময়
আপনারে ক্ষয় করি যে অক্ষয় বাণী
আনিলে আনন্দ-বীর, নিজে বীণাপাণি
পাতি কর লবে তাহা; তবু যেন হয়
হৃদয়ের কোথা কোন ব্যথা থেকে যায় !
কোথা যেন শূন্যতার নিঃশব্দ ক্রন্দন
গুমরি গুমরি ফেরে, হু হু করে মন !...

বাণী তব-তব দান-সে ত সকলের,
ব্যথা সেথা নয় বন্ধু ! যে ক্ষতি একের
সেথায় সাভুনা কোথা ? সেথা শান্তি নাই,
মোরা হারিয়েছি-বন্ধু, সখা, প্রিয়, ভাই !
কবির আনন্দ-লোকে নাই দুঃখ-শোক,
সে-লোকে বিহারে যারা তারা সুখী হোক !
তুমি শিল্পী, তুমি কবি, দেখিয়াছে তারা,
তারা পান করে নাই তব প্রাণ-ধারা !

‘পথিকে’ দেখেছে তারা দেখিনি ‘গোকুলে’,
ডুবেনি কো-সুখী তারা-আজো তারা কূলে !
আজো মোরা প্রাণাচ্ছন্ন, আমরা জানি না
গোকুল সে শিল্পী গল্পী কবি ছিল কি-না ।
আত্মীয় স্মরিয়া কাঁদি, কাঁদি প্রিয় তরে,
গোকুল পড়েছে মনে-তাই অশ্রু বারে ।

না ফুরাতে আশা ভাষা, না মিটিতে ক্ষুধা,
না ফুরাতে ধরণীর মৃৎ-পাত্র-সুধা,
না পূরিতে জীবনের সকল আশ্বাদ—
মধ্যাহ্নে আসিল দূত ! যত তৃষ্ণা সাধ
কাঁদিল আঁকড়ি ধরা, যেতে নাহি চায় !
ছেড়ে যেতে যেন সব স্নায়ু ছিঁড়ে যায় !
ধরার নাড়িতে পড়ে টান ! তরুলতা
জল বায়ু মাটি সব কয় যেন কথা !
যেয়ো না কো যেয়ো না কো যেন সবে বলে—
তাই এত আকর্ষণ এই জলে জ্বলে
অনুভব করেছিলে প্রকৃতি-দুলাল !
ছেড়ে যেতে ছিঁড়ে গেল বক্ষ লালে-লাল
হলো ছিন্ন প্রাণ ! বন্ধু, সেই রক্ত-ব্যথা
রয়ে গেল আমাদের বুকে চেপে হেথা !

হে তরুণ, হে অরুণ, হে শিল্পী সুন্দর,
মধ্যাহ্নে আসিয়াছিলে সুমেরু-শিখর
কৈলাসের কাছাকাছি দারুণ তৃষ্ণায়,
পেলে দেখা সুন্দরের, স্বরগ-গঙ্গায়
হয়ত মিটেছে তৃষ্ণা, হয়ত আবার
ক্ষুধাতুর !—শ্রোতে ভেসে এসেছ এ-পার !
অথবা হয়ত আজ হে ব্যথা-সাধক,
অশ্রু-সরস্বতী কর্ণে তুমি কুরুবক !

হে পথিক-বন্ধু মোর, হে প্রিয় আমার,
যেখানে যে-লোকে থাক করিও স্বীকার
অশ্রু-রেবা-কূলে মোর এ স্মৃতি-তর্পণ,
আমারে অঞ্জলি করি করিনু অর্পণ !

সুন্দরের তপস্যায় ধ্যানে আত্মহারা
দারিদ্র্যের দর্প তেজ নিয়া এল যারা,
যারা চির-সর্বহারা করি আত্মদান,
যাহারা সৃজন করে করে না নির্মাণ,
সেই বাণীপুত্রদের আড়ম্বরহীন
এ-সহজ আয়োজন এ স্রবণ-দিন

স্বীকার করিও কবি, যেমন স্বীকার
করেছিলে তাহাদের জীবনে তোমার !
নহে এরা অভিনেতা, দেশ-নেতা নহে,
এদের সৃজন-কুঞ্জ অভাবে, বিরহে,
ইহাদের বিভূ নাই, পুঁজি চিত্তদল,
নাই বড় আয়োজন, নাই কোলাহল;
আছে অশ্রু, আছে প্রীতি, আছে বক্ষ-ক্ষত,
তাই নিয়ে সুখী হও, বন্ধু স্বর্গগত !
গড়ে যারা, যারা করে প্রাসাদ নির্মাণ
শিরোপা তাদের তরে, তাদের সম্মান ।

দু'দিনে ওদের গড়া পড়ে ভেঙে যায়,
কিন্তু স্রষ্টা সম যারা গোপনে কোথায়
সৃজন করিছে জাতি, সৃজিছে মানুষ-
অচেনা রহিল তারা । কথার ফানুস
ফাঁপাইয়া যারা যত করে বাহাদুরী
তারা তত পাবে মালা যশের কঙ্করী !
আজটাই সত্য নয়, ক'টা দিন তাহা ?
ইতিহাস আছে, আছে ভবিষ্যৎ, যাহা
অনন্ত কালের তরে রচে সিংহাসন,
সেখানে বসাবে তোমা বিশ্বজনগণ ।
আজ তাহা নয় বন্ধু, হবে সে তখন,-
পূজা নয়-আজ শুধু করিনু স্মরণ ।

হুগলি

৩০শে কার্তিক ১৩৩২

Gokul Nag

Before the farewell shefali of autumn had faded,
Before the lotus-lamps of Ashwin had gone out,
You had heard, my friend, the song of falling leaves—
Hemanta's call of farewell from flower to flower.
On your sleepless eyes there fell a kiss
Of the kamini's pattering fall; sleep came upon your eyes—
The sleep of night's mysteries. The torn hundred-petalled lotus
Became your companion on the path; dewy with frost,
Through shadowy lanes of the Milky Way, trampling shefali,
Came your bride of enchantment—awakener of pain!
Came Hemanta's tears, came the fall of flowers,
The night of dew and darkness; the weary, deep sigh—
On the casuarina branches the moist breeze
Told the tale of emptiness, swaying,
While the groves wept.
You saw, my friend, through the mist and shadows,
The tear-heavy eyes of illusion, restless in separation—
That day, into your breast
Crept the worm of pain;
The tears that did not reach your eyes
Sank into your heart—
Made their nest in your bosom, dyed your blood red—
Hopeless love, its language broken in tears!
Friend, the maiden Ashwin of your life
Put on widow's garb—some day, who knows when—
Some day, from her malati-garland
Fell the stalks of crimson desire—
I do not know; I do not know.
In your life now smiles
The night of separation, in some unknown depth—
Now begins your journey, O wanderer on the road!
From some distant forest came the flute, homeless,
Calling you—you know. We only know
That the whole path wept at your feet!

It clung to you, sketched in dust and earth-colours
The memory of your steps.

Lingering, lingering —
So many things return to mind!
Now you are gone,
We come only to your trodden paths —
To seek those burning footprints,
Where your history is inscribed.

I do not know in which realm you dwell today,
Whether you hear my song,
O poet of separation!
Where is that boundless Sahara of questions,
That eternal night of waiting —
Moon, sun, and stars —
Do you pass it alone in endless separation?
Those companions of your path —
Do they call to you, saying —
“O friend of the shefali, beloved of the dew!
Even now, on your journey,
Take with you, friend, take with you
This moist remembrance of our tears!”
Do you hear it — this voice from this shore?

Is there whispering of words
From this side to that?
Whose sound is this, I hear
On the radio of my heart?
Are you far away, in some other form,
In another world — or is it here,
In the land of my own heart?
Beyond the bounds of sight,
Have you built your dwelling?
Sitting in my heart,
Do you listen to my heart's voice?
So many suns, so many moons and stars
Have not been lost —

Wherever you are, my friend,
You are not lost!

The same path, the same journey's memory –
All remains; only gone is that constant,
Ever-new love at every meeting,
That makes the beloved
Ever more beloved –
No beginning, no end, no weariness, no fulfilment –
The more I gain, the more I desire –
More, yet more –
That intoxication, that honey,
That nerve-tearing pull,
That dream-world's ever-new adventure –
All you have taken, my friend!
That clamorous rush,
That laughter, that wave –
No more the tumult in my heart!
Now, in that handful of a house
The emptiness of emptiness reigns –
My breast is not full...
O youth, O dawn, O beautiful artist–
Perhaps your inexhaustible life-stream
Has not been lost on this desert path–
Perhaps you will again,
In a new guise,
Reveal yourself; we shall be blessed
To receive your gift–
The Saraswati of words. That does not bring pain–
So many utterances have come and gone,
So many have perished,
And more will come again.

Only this I feel–
We want you,
In flesh and blood–
You, who destroyed yourself
To bring the undying word,

O joyful hero,
O veena-bearer!
You spread it before the world,
Yet—alas—
Somewhere in the heart
A certain pain remains!
Somewhere, a silent lament of emptiness
Churns and swells,
And my heart cries aloud.

Your words—your gift—
Are for all;
There is no grief there, friend!
But what is the loss of one —
Where is solace in that?
Where is peace?
We have lost—
Friend, comrade, beloved, brother!
In the blissful world of the poet
There is no grief, no sorrow—
May those who wander there be happy!
They have seen you, the artist, the poet—
But they have not drunk
Your life's stream!

They have seen “the traveller,”
But not “Gokul” —
They have not drowned—
They are happy still,
They are still on the shore!
We are still submerged in life —
We do not even know
If Gokul was artist, storyteller, poet—
Remembering our own, we weep,
We weep for the dear one—
Gokul comes to mind,
And the tears fall.

Before hope and speech were spent,
Before hunger was satisfied,
Before the earthen cup of life's nectar was emptied,
Before all the flavours of life were tasted—
At noon the messenger came!
Every thirst, every desire
Clung and cried,
Refused to go—
As if leaving would tear
Every nerve apart!
The pulse of the earth
Pulled at you—trees, vines,
Water, air, soil—
All seemed to speak:
“Go not, go not!”
So strong was that pull
Of water and land—
Nature's cherished child!
Leaving it behind,
Your breast was torn red—
Your life was cut!
Friend, that wound of blood and pain
Remained, pressed upon our hearts.

O youth, O dawn, O beautiful artist—
At noon you had come,
Close to Sumeru's peak,
Near to Kailas,
Parched with thirst—
Perhaps you found the vision of beauty,
In heaven's Ganga
Your thirst was quenched—
Or perhaps again
You are hungry!
Perhaps you have floated
To this shore on the stream!
Or perhaps today,

O seeker of pain,
O coral-tree by the ear
Of the Saraswati of tears!

O traveller-friend of mine, O my beloved—
Wherever, in whatever realm you are,
Accept this offering of memory
On the banks of my tearful Reva—
I have offered it to you
As an oblation!

Those who, in the meditation of beauty,
Came lost in themselves,
With the pride and flame of poverty—
Those who, forever bereft,
Gave themselves wholly away,
Those who create but do not build—
To those sons of the Muse,
This unadorned, simple arrangement,
This day of remembrance—
Accept it, poet,
As you had accepted
Their place in your life!

They are not actors,
Not leaders of the nation;
Their garden of creation
Blooms in want, in separation—
They have no wealth,
Their treasure is their hearts;
They have no grand arrangement,
No noise—
They have tears, they have love,
They have wounded breasts—
Be happy with that,
Friend in heaven!

Those who build,

Who raise palaces—
The crown is for them,
The honour theirs.
In two days their works
Fall to pieces —
But those who, like creators,
In some hidden place
Shape the nation,
Nurture humankind —
They remain unknown.
Those who puff up balloons of words
And boast aloud
Will get the garlands,
The musk of fame!
Today is not the truth —
Only for a few days.
There is history,
There is the future —
Which, for eternity,
Builds the throne
Where the whole world will seat you.
Today is not that day, my friend —
That will come then —
Today is not worship —
Today is only remembrance.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's notes :

1. Gokulchandra Nag (গোকুলচন্দ্র নাগ)-A Bengali writer, critic, and artist, best known as one of the founding members of the Kallol literary movement in the early twentieth century. A talented painter, he also served as one of the principal founders and Associate Editor of the renowned magazine Kallol during that period. Known for his rigid editorial standards and sharp tongue, Gokul Nag often became a symbol of conservative gatekeeping in the literary scene. His elder brother Kalidas Nag was a distinguished historian and academic.
2. Shefali (শেফালী) - Night-flowering jasmine, blooming in autumn; symbol of fragile love and transience.
3. Ashwin (আশ্বিন) - Autumn month in Bengali calendar (Sept-Oct), symbol of early autumn beauty.

4. Hemant (হেমন্ত) – Late autumn/early winter season in Bengal, marked by fog and falling leaves.
5. Kamini (কামিনী) – A fragrant white flower blooming in late summer/autumn.
6. Shatadal (শতদল) – A hundred-petaled lotus, sacred and symbolic of purity.
7. Seuli (সেউলি) – Another name for the Shefali flower.
8. Sumeru (সুমেরু) – Mythical cosmic mountain in Hindu-Buddhist cosmology, symbol of the highest aspiration.
9. Kailas (কৈলাস) – The abode of Lord Shiva, representing ultimate beauty and detachment.
10. Saraswati (সরস্বতী) – Goddess of wisdom and art; here symbolized as a river of tears
11. Kuruvak (কুরুবক) – A red-flowered tree (butea monosperma) symbolic of passionate devotion and sacrifice.
12. Reva (রেবা) – Another name for the Narmada River; here a metaphor for the riverbank of offering.

গোপন প্রিয়া

পাইনি বলে আজো তোমায় বাসছি ভালো, রানি !
মধ্যে সাগর, এ-পার ও-পার করছি কানাকানি ।
আমি এ-পার, তুমি ও-পার,
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার,
ও-পার হতে ছায়া-তরু দাও তুমি হাতছানি,
আমি মরু, পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁওয়াখানি ।

নাম-শোনা দুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয় ।
আমার বুকে কাঁদছে আশা, তোমার বুকে ভয় !
এই-পারী ঢেউ বাদল-বায়ে
আছড়ে পড়ে তোমার পায়ে,
আমার ঢেউ-এর দোলায় তোমার করলো না কূল ক্ষয়,
কূল ভেঙেছে আমার ধারে-তোমার ধারে নয় !

চেনার বন্ধু, পেলাম না কো জানার অবসর ।
গানের পাখি বসেছিলাম দুদিন শাখার পর ।
গান ফুরালে যাব যবে
গানের কথাই মনে রবে
পাখি তখন থাকবে না কো-থাকবে পাখির স্বর !
উড়ব আমি,-কাঁদবে তুমি ব্যথার বালুচর !
তোমার পায়ে বাজল কখন আমার পারের ঢেউ,
অজানিতা ! কেউ জানে না, জানবে না কো কেউ ।
উড়তে গিয়ে পাখা হতে
একটি পলক পড়লে পথে,
ভুলে প্রিয় তুলে যেন খোঁপায় গুঁজে নেও !
ভয় কি সখি ? আপ্নি তুমি ফেলবে খুলে এ-ও !

বর্ষা-বারা এমনি প্রাতে আমার মতো কি
ঝুরবে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী ?
মনের মনে নিশীথ-রাতে

চুম দেবে কি কল্পনাতে ?
স্বপ্ন দেখে উঠবে জেগে, ভাব্বে কত কি !
মেঘের সাথে কাঁদেবে তুমি, আমার চাতকী !

দূরের প্রিয়া ! পাইনি তোমায় তাই এ কাঁদন-রোল !
কূল মেলে না,-তাই দরিয়ায় উঠতেছে ঢেউ-দোল !
তোমায় পেলে থামত বাঁশি,
আসত মরণ সর্বনাশী ।
পাইনি কো তাই ভরে আছ আমার বুকের কোল ।
বেণুর হিয়া শূন্য বলে উঠছে বাঁশির বোল ।

বন্ধু, তুমি হাতের-কাছের সাথের-সাথী নও,
দূরে যত রও এ-হিয়ায় তত নিকট হও ।
থাকবে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মতো চাঁদনী রাতে !
যত গোপন তত মধুর-নাই-বা কথা কও !
শয়ন-সাথে রও না তুমি নয়ন-পাতে রও !

ওগো আমার আড়াল-থাকা ওগো স্বপন-চোর !
তুমি আছ আমি আছি এই তো খুশি মোর ।
কোথায় আছ কেমনে রানি,
কাজ কি খোঁজে, নাই-বা জানি !
ভালোবাসি এই আনন্দে আপনি আছি ভোর !
চাই না জাগা, থাকুক চোখ এমনি ঘুমের ঘোর !
রাত্রে যখন একলা শোব-চাইবে তোমার বুক,
নিবিড়-ঘন হবে যখন একলা থাকার দুখ,
দুখের সুরায় মস্ত হয়ে
থাকবে এ-প্রাণ তোমায় লয়ে,
কল্পনাতে আঁকব তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ !
ঘুমে জাগায় জড়িয়ে রবে, সেই তো চরম সুখ !

গাইব আমি, দূরে থেকে শুনবে তুমি গান ।
থামলে আমি-গান গাওয়াবে তোমার অভিমান ।

শিল্পী আমি, আমি কবি,
তুমি আমার-আঁকা ছবি,
আমার-লেখা কাব্য তুমি, আমার-রচা গান।
চাইব না কো, পরান ভরে করে যাব দান।

তোমার বুকে স্থান কোথা গো এ দূর-বিরহীর,
কাজ কি জেনে ?—তল কেবা পায় অতল জলধির !
গোপন তুমি আস্লে নেমে
কাব্যে আমার, আমার প্রেমে,
এই-সে সুখে থাকবো বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর ?
দূরের পাখি-গান গেয়ে যাই, না-ই বাঁধিলাম নীড় !

বিদায় যেদিন নেবো সেদিন নাই-বা পেলাম দান,
মনে আমায় করবে না কো-সেই তো মনে স্থান !
যেদিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে, সেদিন প্রিয়ে
ভোলার মাঝে উঠবে বেঁচে, সেই তো আমার প্রাণ !
নাই-বা পেলাম, চেয়ে গেলাম গেয়ে গেলাম গান !

Secret lover

Though lost, yet I love thee
O dear,
Between the two shores of the sea
A whisper I hear.

Me on this shore,
You on the other,
In between weeps
A formidable tether.

The shadow of a tree
Beckons me from the shore,
I am a desert,
The gentle touch of shade
I do abhor.

We have never known,
Nor have we met each other.
I have hopes in my heart,
In you, there is fear.

When the wind beats
The waves break on your feet;
But never shall my waves
Harm your shore—

They erode only my bank,
Not yours any more.

Dear love,
I have never been near you.
A song-bird,
I sat on the branch
For a day or two.

After the songs
When I shall part,
Shall my songs dwell
In your heart?

The bird will be gone
But cadences will remain;
I shall fly high,
You will cry in vain.

That once my waves
On your shore did ring.
No one shall know,
No one shall sing.

When I fly so high
If a feather comes nigh,
Wear it in your tresses
In sheer forgetfulness.

But, do not feat,
For some day
It will also disappear.

Like me in one of those
Rain-soaked morns,
Will you drip
Oh my pine, alone?
And kiss me in imagination,
In your midnight fascination.
And wake up from a trance
With random thoughts
To weep with the clouds
Oh my Swallow?

My love,
I weep, for I shall not
Find you any more.

The waves rumble,
For they never get the shore.

To possess you is to
Banish the flute,
And to invite the death
Total and absolute.

My bosom is full
For I have been denied,
The flute is melodious
For it is empty inside.

Translated by Syed Mujibul Huq

চক্রবাক

এপার ওপার জুড়িয়া অন্ধকার
মধ্য অকূল রহস্য-পারাবার,
তারি এই কূলে নিশি নিশি কাঁদে জাগি
চক্রবাক সে চক্রবাকীর লাগি ।
ভুলে যাওয়া কোন্ জন্মান্তর পারে
কোন্ সুখ-দিনে এই সে নদীর ধারে
পেয়েছিল তারে সারা দিবসের সাথি,
তারপর এলো বিরহের চির-রাতি,-
আজিও তাহার বুকের ব্যথার কাছে,
সেই সে স্মৃতির পালক পড়িয়া আছে !

কেটে গেল দিন, রাত্রি কাটে না আর,
দেখা নাহি যায় অতি দূর ঐ পার ।
এপারে ওপারে জনম জনম বাধা,
অকূলে চাহিয়া কাঁদিছে কূলের রাধা ।
এই বিরহের বিপুল শূন্য ভরি
কাঁদিছে বাঁশরি সুরের ছলনা করি !
আমরা শুনাই সেই বাঁশরির সুর,
কাঁদি-সাথে কাঁদে নিখিল ব্যথা-বিধুর ।
কত তের নদী সাত সমুদ্র পার
কোন্ লোকে কোন্ দেশে গ্রহ-তারকার
সৃজন-দিনের প্রিয়া কাঁদে বন্দিনী,
দশদিশি ঘিরি নিষেধের নিশীথিনী ।

এ পারে বৃথাই বিস্মরণের কূলে
খোঁজে সাথি তার, কেবলি সে পথ ভুলে ।
কত পায় বুকে কত সে হারায় তবু-
পায়নি যাহারে ভোলেনি তাহারে কভু ।
তাহারি লাগিয়া শত সুরে শত গানে
কাব্যে, কথায়, চিত্রে জড় পাশাণে,
লিখিছে তাহার অমর অশ্রু-লেখা ।

নিরন্তর মেঘ বাদলে ডাকিছে কেবা!
আমাদের পটে তাহারি প্রতিচ্ছবি,
সে গান শুনাই-আমরা শিল্পী কবি।

এই বেদনার নিশীথ-তমসা-তীরে
বিরহী চক্রবাক খুঁজে খুঁজে ফিরে
কোথা প্রভাতের সূর্যোদয়ের সাথে
ডাকে সাথি তার মিলনের মোহনাতে।

আমরা শিশির, আমাদের আঁখি-জলে
সেই সে আশার রাঙা রামধনু বলে।

Chokrobak

Darkness spreads from one bank to another
In between lies the sea of mystery
On the bank every night, cries the bird
Chokrobak for his mate *Chokrobaki*

In some forgotten day and age
On some happy moment by the bank
He had gotten her as a mate
And then came the night of universal separation
Even today in his deep sadness of the heart
Lies the memory of her broken wings

The days passed, nights did not anymore
The other side of the bank can be seen no more
As if *Radha* is latched from one bank to another
Cries in vain looking at the river
Through the emptiness of this separation
Cries the flute in great desperation
We hear the tune of the flute in the guise of melody
We cry, cries along the entire nation

Beyond so many rivers and many more seas
In some planet or some star
The creative urge of the lover cries out in captivity
In all sides the darkness poses as a barrier

In vain, on this bank, she looks for her mate
She loses her way, looking behind her state
As much as she gets, she loses the same
She cannot forget the one who never crossed her domain

For him, in hundreds of tune, hundreds of songs
Poetry, words, pictures and paintings
He writes the immortal yearnings

In the deep clouds of the rainy season
Cries the *Keka* with pining
In our heart lies that reflection
We sing that song, we are artists and poets
On the banks of the sadness, in the depths of the night
The parted *Chokrobak* faces its plight
When the early morning greets the sun
He calls his mate in the delta of the union

We are dew drops, in the tears of our eyes
The rainbow of hope brightens the sky

Translated by Nashid Kamal

চির-নির্ভয়

আমি পেয়ে আল্লার সাহায্য হইয়াছি চির-নির্ভয়,
আল্লা যাহার সহায় তাহার কোনো ভয় নাহি রয়!
কোনো বন্ধন-বাধা নাই তার কোনো অভিযান-পথে,
যত বাধা আসে তার কোটি গুণ শক্তি উর্ধ্ব হতে
আল্লার সেই বান্দার বুকে স্রোত-সম নেমে আসে।
হাতে তার সংহারী-তলোয়ার নেচে ওঠে উল্লাসে।

অবিশ্বাসীরা শোনো, শোনো, সবে জন্ম-কাহিনী মোর,
আমার জন্ম-ক্ষণে উঠেছিল ঝঞ্ঝা-তুফান ঘোর।
উড়ে গিয়েছিল ঘরের ছাদ ও ভেঙেছিল গৃহ-দ্বার,
ইসরাফিলের বজ্র-বিষাণ বেজেছিল অনিবার।
‘আল্লাহ আকবর’-ধ্বনি শুনি প্রথম জনমি আমি,
আল্লাহ নাম শুনিয়া আমার রোদন গেছিল থামি।

সেই পবিত্র ধ্বনি রনরনি উঠেছে এ ধমনীতে
প্রতি মুহূর্তে চেতন ও অচেতন আমার এ চিতে।
জন্মক্ষণের সেই ঝড় মোরে টেনে এনে গৃহ হতে
লইয়া ফিরেছে কত অনন্ত অজানা অদেখা পথে।
কত গিরি কত অরণ্য কত সাগর মরুর পারে
জন্মক্ষণের বিষাণ আজান শুনিয়াছি বারেবারে।
কত দারিদ্র্য অভাব দুঃখ আঘাত দিল সে পথ,
তবু পাইয়াছি আল্লার অহেতুক কৃপা-রহমত।
নিত্য-যুদ্ধ করেছি বাধার সাথে চির-নির্ভীক,
মোর পরিচয় আমি জানি, আমি আজন্ম-সৈনিক।
কোনো ভয় মোরে ফিরাতে পারেনি মোর ‘আগে চলা’ থেকে,
কে যেন স্বপ্নে জাগরণে মোর নাম ধরে গেছে ডেকে।
পিছু-ডাকে সাড়া দিইনি কখনো, দেখিনি পিছন পানে;
শুনিতাম কার মহা-আহ্বান, কাহার প্রেমের টানে
কেবলই অগ্রপথে চলিয়াছি, কে যেন রে অনুরাগে
কেবলই কহিত, ‘হেথা নয়, ওরে আগে চল আরো আগে!’

যত বিদ্রোহী বিপ্লবী ছিল মোর প্রিয়তম সখা,
এদেরই বক্ষে আশ্রয় পেত এই চির-পলাতকা।

নিতি হাহাকার উঠিত এ বুকে, কাহার মহা-বিরহ
অসহ নিবিড় বেদনা কেন যে জাগাইত অহরহ।
সে কি আল্লাহ ? পরম পূর্ণ আমার পরম স্বামী ?
সে কি মোর চির-চাওয়া পূর্ণতা ? সে কি আমি ? সে কি আমি ?
দ্বন্দ্ব বাঁধিত তাঁহাতে আমাতে, কত যে মন্দ ভালো
কভু নিত মোরে ভীষণ তিমিরে, কভু দিত জ্যোতি আলো।
কক্ষচ্যুত গ্রহ ধূমকেতু-সম চলিয়াছি ছুটে,
যেতে যেতে কত ভুল-কণ্টক ফুল উঠিয়াছে ফুটে।
কত অপরাধ পাপ করিয়াছি, স্মৃতি হতে তাহা আজ
চির-বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতীত ভেবে কি কাজ ?
অতীতের মলিনতা রুদ্ধ করেনি আমার পথ,
নিত্য-নূতন গতিবেগে চলে আমার তৃষার রথ।
যে নদীতে স্রোত-প্রবাহ মরেনি, সাগরের তৃষা যার।
কোনো মালিন্য করিতে পারে না অশুদ্ধ জল তার।

পুত্র মরিল, লুটায়ে কাঁদিনি। প্রথম পুত্রশোক।
সেই মুহূর্তে হেনার সুবাস আনিল চন্দ্রালোক।
ভুলিনি পুত্রশোক, ডুবে গেল সেই সুরভিতে মন;
বন্ধুরা দেখে কহিল, ‘পিতা, না পাষণ এ অচেতন ?’
যে যায় আমার সম্মুখ হতে চিরতরে সে হারায়,
সেই মোর সাথী প্রবল গতিতে যে আমার সাথে ধায়।

আত্মা আমার চিরদিন কেঁদে কয়-‘দেরি হয়ে গেল;
পূর্ণের সাথে শুভদৃষ্টির লগ্ন য়ে হয়ে এল!’
আগে চলি অনুরাগে, সহসা কে পিছু হতে মোরে টানে ?
এ কি শয়তান, এ কি অজ্ঞান ?-কি জানি... কে জানে।
কোথা হতে আসে অশান্তি নির্যাতন উপদ্রব,
দেয়ালির আলো দেখে যেন ছুটে আসে পতঙ্গ সব!
আজন্ম-সৈনিক আমি মোর নাহিকো মৃত্যু-ভয়;
মানি নাকো আমি বাধা ও বিঘ্ন, মানি নাকো পরাজয়!

মোর আরাধ্য মোর চির-চাওয়া পরম শক্তিমান,
মোরে বাধা দেবে কোন্ সে রুদ্র নরকের শয়তান ?

সহসা দেখিনু সম্মুখে যেন অসীম নীলাম্বরে
বিপুল বিরাট জ্যোতির্ধনুক উঠেছে আকাশ ভরে ।
সেই ধনুকের আমি যেন তীর, ধনুকের ছিলা ধরে
শয়তান যেন টানিতেছে মোরে আধারের গহ্বরে ।
পরম প্রবল আল্লার তেজ কোথা হতে যেন এল,
বহিতে লাগিল প্রলয়ঙ্কর ঝড় যেন এলোমেলো !
জন্মান্বণের সাথী ঝড় এল বিষণ্ণের আহ্বান,
'আল্লাহ্ আকবর' বলি' আমি ধনুকে মারিনু টান ।
শয়তান শিরে মারিলাম লাথি, ছুঁড়িলাম আমি তীর;
সেই তীর যেন স্পর্শ করিল মোর আল্লার নীড় !

চেয়ে দেখি একি পরম বিলাস ! এ যে আল্লাহ মোর;
কোথা শয়তান ? এ যে আনন্দ-রস-মধু-ঘনঘোর !
অপ্রাকৃত সে মাধুরী তাহার, ভাষায় বলা না যায়;
সেই জানে যারে জানান, যে এক কণা সে-অমৃত পায় ।

আমি আল্লার সৈনিক, মোর কোনো বাধা-ভয় নাই,
তাহার তেজের তলোয়ারে সব বন্ধন কেটে যাই ।
তুফান আমার জন্মের সাথী, আমি বিপুবী হাওয়া,
'জেহাদ', 'জেহাদ', 'বিপুব', 'বিদ্রোহ' মোর গান গাওয়া !
পুরাতন আর জীর্ণ সংস্কারের আবর্জনা
দধি করিয়া চলি আমি উন্মাদ চির-উন্মাদ ।
কোনো আসমান কোনো গ্রহ-তারা কোনো আবরণ মোরে
কোনো শৃঙ্খল কোনো কারাগার রাখিতে নারিব ধরে ।
পরম নিত্য পরম পূর্ণ টানে মোরে নিশিদিন,
আমি তাই অপরাজেয় সর্বভয়-ও-মৃত্যুহীন ।

দৈনিক 'নবযুগ'
৯ই মার্চ ১৯৪২

Ever Unafraid

I have received your help, O my Lord,
and so I am unafraid.
Fear never comes near one
 who had God for his friend.
No barriers stand on his path.
If he meets any obstacle in his forward march
a mighty torrent of strength
 rushes into his breast from above,
and a brilliant sword sparkles in his hand,
ready to wipe out all obstacles standing
 in his way.

All those who do not believe,
please listen to the story of my birth.
A furious storm raged when I was born;
the roof of our home was blown away
 by a gusty wind,
and the doors were razed to the ground.
The bugle of Israfil made its deafening sound
 again and again.
At the moment of my birth
the magic words "*Allahu Akar*"
 greeted my cars.
At those words my cries ceased.
Those sacred words reverberate in my veins
 to this day,
they still thrill me, every moment of my life,
whether I am asleep or awake.
The tempest raging during my birth
drove me later out of my home,
and has since been leading me on
to a million unknown destinations.
Hundreds of hills, forests, seas and deserts
 have I traversed.
Always I have heard the clarion call

of the Azan,
the call that had greeted my ears
when I first saw the light of day.
Poverty, pain, sorrow and sufferings galore
have I met in my many sojourns,
Yet I have always felt God's blessings.
though unmerited.
showered on me in measureless profusion.

I have struggled against multitudinous odds.
but I have never felt dismayed or frightened,
I know my role which is that of a born soldier,
Nothing could ever intimidate me
and turn me back from my forward march.
All my life I have been hearing
in my waking hours as well as in my dreams
a voice calling me and leading me on.
I never looked back and stopped in my forward march.
Responding to that inexorable call,
drawn by a fathomless love,
I always went forward.
I always seemed to hear a loving voice
murmur into my ears;
“Not here, not here,
go further on,
move forward, my dear,”
All the rebels of this world were my friends,
they always threw their doors open to take me in
an eternal fugitive.
But a strange sadness welled up in me.
I missed some one badly.
Was it God?
Was that the fulfillment I always longed for?
Or was that me, my very own self?

A war raged between him and me;
the good and the evil sometimes dragged me

into an abysmal darkness.
Sometimes, again, they ringed me
in a halo of brilliant light.
Like a comet thrown out of its orbit
I rush on at a terrific speed,
and as I go along I leave my track
strewn with the bouquets of a million mistakes.
How many sins did I commit in the past!
But all those memories have been wiped out now
from my mind.
What is the good of worrying
over what is dead and gone?
Never did the past stop me
in my forward march.
My chariot has always moved ahead
brushing aside all obstacles and barriers.
No filth or impurity can pollute the waters of a river
whose current, thirsty for union with the sea,
is alive and flowing.

My son died,
and I found myself prostrated with grief.
The first shock of losing one's child
was too much for me.
But strangely enough the radiance of the moon
brought for me at that very hour
an overpowering fragrance of the *hasnuhena*,
and I ceased to grieve for my dead son.
My mind became filled with that fragrance.
And this surprised my friends.
They exclaimed in wonder,
"Is he a father, or a clod of stone?"
Well, he who goes away from me
is lost to me forever.
Only he who rushes along with me,
keeping pace with my tempestuous speed,
remains my friend and companion.

My soul pines forever and bewails,
“It is getting late,
the time is almost come
to meet my Fate
face to face”.

Drawn by the current of great love
I rush forward,
and, then, all on a sudden I feel
a mighty backward pull from behind.
Is that Satan?
Is that the monster of ignorance?
I do not know.
From where I know not
a horde of troubles, mischiefs and anguish
pours forth and engulfs me.
Fear of death does not unnerve me.
I am a born soldier, I know.
No barriers can stop my onward march.
No obstacles can make me surrender
and accept defeat.
My lord is the most coveted
and the most powerful.
Which ignoble devil from what murky Hell
dare stand before my path
and hinder my forward march?
Suddenly I seem to see a great bow of light
appearing in the wide blue sky before me;
I feel like an arrow attached to that bow.
The devil seems to pull the string tight,
bent on hurling me into some dark
abysmal cavern,
But the mighty strength of God moves in
from somewhere,
and a wild storm that had visited me
at the hour of my birth comes again
to keep me company,
Shouting the magic words “*Allahu Akar.*”

I pull at the taut strings of the bow
with all my strength.
I kick at the devil's head and let go my arrow
which seems to touch the edges of my Lord's throne.
And what a miracle it is!
Where has the devil gone?
There is only my Lord
and unspeakable bliss!
None can describe the nature of that
unearthly joy,

Only, he who has tasted it knows what it is.
I am the soldier of God,
I know no barriers.
I know no decay.
With God's flaming sword in hand
I rush through all obstacles
and go my way.
The storm is my constant companion,
I am the tempestuous rebel wind,
the holy war of truth and fiery revolution
are the eternal burdens of my song.
I always obliterate with savage anger
age-old superstitions and prejudices.
With a mad fury I burn all dead debris.
Nothing can stop my onward march.
No stars or planets or sky,
no fetters or prison-houses can contain
or hold me back.
The Eternal, the All-complete, the All-Embracing
oversoul
calls me all the time.
And so I am unconquerable,
I am deathless,
I am ever unafraid.

Translated by Kabir Chowdhury

চির-বিদ্রোহী

হার মেনেছ বিদ্রোহীকে বাঁধতে তুমি পারবে না !

তোমার সর্ব শক্তি আমায়

বাঁধতে গিয়ে হার মেনে যায় !

হায় ! হাসি পায়, হেরেও তুমি হারবে না?

হেরে গেলে ! বিদ্রোহীকে বাঁধতে তুমি পারবে না ।

অশান্ত এ ধূমকেতুকে ঘুম পাড়াবে কোন্ মায়া?

তোমার সর্বমায়ার কাঁদন,

মার মমতা প্রেমের বাঁধন

স্পর্শ করে বিদগ্ধ হয়, রুদ্রস্বরূপ মোর কায়া ।

অশান্ত এ ধূমকেতুকে ঘুম পাড়াবে কোন মায়া?

ধরতে আমায় জাল পেতেছে জটিল তোমার সাত আকাশ !

সে জাল ছিঁড়ে এ ধূমকেতু

বিনাশ করে বাঁধার সেতু,

সপ্ত স্বর্গ পাতাল ঘিরে ভস্ম করে সকল বিঘ্ন সর্বনাশ ।

এই ধূমকেতু ছিঁড়ে সে জাল

এই মহাকাল ! রুদ্র দামাল

শূন্যে নাচে প্রলয়-নাচন সংহারিয়া সর্বনাশ ।

শান্তি দিয়ে অশান্তকে ধরার ধূলায় আনতে চাও,

দুর্গে এনে দুরন্তকে—

অশ্রু চাহ রক্ষ চোখে !

আমার আগুন নিভাবে না কো যতই গলায় মালা দাও !

শান্তি দিয়ে অশান্তকে ধরার ধূলায় আনতে চাও !

সংহার মোর ধর্ম, আমি বিপ্লব ও ঝঞ্ঝা বাড়,

স্বধর্মে নিধন ভালো—

কেন আনো প্রেমের আলো?

সতী-দেহত্যাগের পর শঙ্কর কি বাঁধে ঘর?

আনন্দ আর অমৃত রস কার আগুনে যায় জ্বলে?

শান্তি সমাহিতের মাঝে

কেন রুদ্র বিষণ বাজে?

কোন যাতনায় শিশু কাঁদে, শান্তি পায় না মার কোলে?

লক্ষ্মীছাড়ার হাতে তুমি ঐশ্বর্য চাও দিতে?
লোভী ভোগীলক্ষ্মী লয়ে
রাফস আর দৈত্য হয়ে
কি নির্যাতন করেছে তোমার সৃষ্টিতে।
লক্ষ্মীছাড়ার হাতে তুমি ঐশ্বর্য চাও দিতে?

করব আমি ধ্বংস সর্ব বিদেষ ও দ্বন্দ্বকে।
মিথ্যা হল কোরান ও বেদ
এই অসাম্য অশান্তি ভেদ
প্রলয়কে কি বাঁধতে পারে বলয়-পরা নর্তকী!
এখানে সিংহ থাকে!
অহিংস সব মহাত্মাকে
দাও গিয়ে ঐ হরিনামের হরতকি!
রুদ্রকে কে শূদ্র করে
ক্ষুদ্র ধরায় রাখবে ধরে!
অহম শিকল কে পরাবে সোহম স্বয়ম্ভুকে।
হে মৌনী, উত্তর দাও সামনে এসে রূপ ধরে,
পূজা করে ক্ষমা করে
তোমার মানুষ জনম ভরে,
কী দিয়েছ তাদের বলো, থেকে না কো চুপ করে!
কেন দুর্বলেরে করে প্রবল নির্যাতন?
এই সুন্দর বসুন্ধরা
রাফস আর দৈত্য-ভরা
কেমন করে করব তোমায় অভেদ বলে সম্ভাষণ!
লজ্জা তোমার হয় না যখন তোমায় বলে কৃপাময়!
পুত্র মরে, মা তবু, হয়!
প্রেমভরে ডাকে তোমায়;
ওগো কৃপণ! বিশ্বে তোমার দাতা বলে পরিচয়!
কেন পাপ ও অপরাধের কথা তোমার শাস্ত্র কয়!
কে দিল মানবজন্মা,
কে দিল ধর্মধর্ম,
মুক্ত তুমি, মানুষ কেন এ বন্ধন-জ্বালা সয়?

তুমি বল, 'আমার একা তোমার উপর অধিকার।'
সেই অধিকার তোমার পরে
বলো কেন দাও না মোরে?
তোমার মত পূর্ণ হব, এই ছিল মোর অহঙ্কার!

মনের জ্বালা স্নিগ্ধ নাহি করে তোমার চন্দ্রালোক!
এত কুসুম এত বাতাস
কেন তবু এ হাহতাশ,
কোন শোকে অশান্তিতে দেবতা হয় চণ্ডশোক!

কেন সৃষ্টি করলে নরক জন্মায়নি যখন মানব!
কেন তাদের ভয় দেখাও?
ভয় দেখিয়ে ভক্তি চাও?
তোমার পরম ভক্তেরা তাই হয় শয়তান, হয় দানব।
বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান।
তোমার ধরার দুঃখ কেন
আমায় নিত্য কাঁদায় হেন?
বিশৃঙ্খল সৃষ্টি তোমার, তাই তো কাঁদে আমার প্রাণ!
বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান!
বিদ্রোহ মোর থামবে কিসে, ভুবন-ভরা দুঃখশোক!
আমার কাছে শান্তি চায়
লুটিয়ে পড়ে আমার গায়-
শান্ত হব আগে তারা সর্বদুঃখ-মুক্ত হোক।

The Eternal Rebel

You've given in; you cannot chain the rebel!

All your might

To bind me falls short!

Alas! It makes me laugh — though you lose, you'll never confess.

Yet you have lost! You cannot bind the Rebel.

What spell of love could ever lull this comet wild to tame?

Your tears of all-encompassing illusion,

Mother's tenderness, the bond of compassion —

In touch, my body scorches like a fierce flame.

What spell of love could ever lull this comet wild to tame?

You cast threads across the seven skies to seize me.

This comet tears apart that thread,

Annihilating every bridge of restraint,

Turning all obstacles and calamities into ashes

Across the seven heavens and the abysses.

This comet tears apart that thread.

This *Mahakal*! The fierce *Rudra*, untamed,

Dancing in the void, the dance of doom,

Dispelling all the calamities and gloom.

Giving peace, you want to bring the restless to dust,

Chaining the wild within a fortress.

You ask for tears from dry eyes.

My flames will not go down,

No matter how many garlands you want me to crown.

Giving peace, you want to bring the restless to dust.

Destruction is my nature — I am the tempest, the revolting storm.

Better to perish in my creed —

Why bring the light of love, indeed?

When Sati is no more, can Shiva again build his home?

Whose fire consumes both bliss and nectar?

Why, in the tomb of peace profound,
Does Rudra's horn still thunder, sound?
What torment makes the infant cry, make him restless in the
mother's womb?

Would you place your wealth in the hands that Lakshmi's grace
denies?
With greedy Lakshmi side by side,
Demons and giants swell with pride,
Descending unspeakable torture in your creation.
Would you place your wealth in the hands that Lakshmi's grace
denies?

I will destroy all envy, hatred, every chain of discord.
False are the *Vedas*, false the *Qur'an*;
This inequality, this discord, this division.
What power does a dancer on a shackle have
For a cataclysm to hold?
Lion duels here.
So-called great souls who are no lion.
You can throw the lord's name at them in vain.
Who dares to turn *Rudra* a slave,
And bind him in earth's grave?
What chain of pride can shackle the Self-Born?
O Silent One! Answer me — take form and meet my eyes!
Men have worshipped you, forgive you forever.
What have you given them in return? Break your silence.
Why do you crush the weak beneath the strong man's hand?
This beautiful earth is filled with demons and devils.
How can I greet you as the One and Eternal?

Do you not feel shame when men call you merciful, all-kind?
Children die, yet the mother
Calls out to you lovingly, never forgetting her prayer.
O miser! Yet the world knows you are a giver.

Why do your scriptures preach of sin and felony?
Who gave this human shell?
Who gave the concept of good and evil?
You are free – so why must you endure this subjugation's
agony?

You say, 'You are solely mine.'
But why don't you grant me?
That same right over thee,
To be complete, as you were the pride of mine

Your moonlight doesn't soothe the burning torment of my soul!
So many flowers, so much air,
Yet grief and sorrow everywhere –
What grief compels the gods themselves to rage beyond control?

Why did you forge a hell before mankind was born?
Why frighten them with endless flame,
Then demand devotion in your name?
That's your truest devotees – thus turn to the devil and demon.
My deepest wounded pain has made me a rebel.
Why does your world of grief
Bring me nothing but grief?
Your creation is in chaos – that's why my heart wails.
My deepest wounded pain has made me a rebel.

What can halt my rebellion?
In this world so filled with grief and woe?
They come to me seeking peace,
Falling down upon my chest –
I shall be calm, but first let them be freed of all suffering!

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Mahakal / Rudra** – Mahakal ("Eternal Time") is a fierce form of Shiva, associated with destruction, time, and cosmic justice. Rudra is a Vedic deity representing storm, wrath, and uncontrollable power.

2. **Sati and Shiva** – In Hindu mythology, Sati was Shiva’s consort, whose death and the subsequent events symbolize grief, cosmic imbalance, and the impossibility of restoring what is lost.
3. **Lakshmi** – Goddess of wealth and prosperity in Hindu tradition. The text critiques the selective distribution of wealth or divine favor.
4. **Qur’an and Vedas** – Islamic and Hindu sacred texts.

চোর-ডাকাত

কে তোমায় বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে ?
চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্য চলে !
চোর-ডাকাতের করিছে বিচার কোন সে ধর্মরাজ ?
জিজ্ঞাসা করো, বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দস্যু আজ ?
বিচারক ! তব ধর্মদণ্ড ধরো,
ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছে বড় !
যারা যত বড় ডাকাত-দস্যু জোচ্চোর দাগাবাজ
তারা তত বড় সম্মানী গুণী জাতি-সঙ্ঘেতে আজ ।
রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত-ইটে
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে ।
দিব্য পেতেছ খল কলঙলা মানুষ-পেশানো কল,
আখ-পেষে হয়ে বাহির হতেছে ভুখারি মানব-দল !
কোটি মানুষের মনুষ্যত্ব নিঙাড়িয়া কলঙয়ালা
ভরিছে তাহার মদিরা-পাত্র, পুরিছে স্বর্ণ-জালা !
বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফোলে মহাজন-ভুঁড়ি
নিরন্নদের ভিটে নাশ করে জমিদার চড়ে জুড়ি !
পেতেছে বিশ্বে বণিক-বৈশ্য অর্থ-বেশ্যালয়,
নিচে সেথা পাপ-শয়তান-সাকি, গাহে যক্ষের জয় !
অন্ন, স্বাস্থ্য, প্রাণ, আশা, ভাষা হারায়ে সকল-কিছু,
দেউলিয়া হয়ে চলেছে মানব ধ্বংসের পিছু পিছু
পালাবার পথ নাই,
দিকে দিকে আজ অর্থ-পিশাচ খুঁড়িয়াছে গড়খাই ।
জগৎ হয়েছে জিন্দানখানা, প্রহরী যত ডাকাত-
চোরে-চোরে এরা মাসতুতো ভাই, ঠগে ও ঠগে স্যাঙাৎ ।
কে বলে তোমায় ডাকাত, বন্ধু, কে বলে করিছ চুরি?
চুরি করিয়াছ টাকা ঘটি বাটি, হৃদয়ে হানোনি ছুরি !
ইহাদের মত অমানুষ নহ, হ'তে পারো তক্ষর,
মানুষ দেখিলে বাল্লীকি হও তোমরা রত্নাকর !

Robbers And Dacoits

Who calls you a dacoit, friend,
Who calls you a robber?
All around dacoits reign today,
And thieves prosper.

Who is judging the robbers and the dacoits?
Who is the lord of justice?
Ask him, friend, who is not a dacoit today,
Who is not a robber chief.

My lord, raise your mace of justice and punish
Those wealthy and the rich who thrived
Robbing the humble poor and the deprived.
Today the greater the robber, the bigger the thief
and the cleverer the cheat
The more honiurable, the more distinguished
and the more dignified his seat
In the assembly of nations.
All around
Bricks red with the blood of the subjects
Go to raise the king's palaces
And the factories of the gangster-rich flourish
Rendering thousands homeless.
The cunning devile start mills
Where men are ground to pieces,
Where from hungry millions emerge,
Sucked dry like sugarcane,
Bereft of their juices.

Squeezing out the life blood of millions of men
The mill owners amass vast wealth in their hidden den.
The money leders grow rich
Robbing the helpless,

And the Zamindars on joy rides go
Rendering the weak homeless.
The greedy merchants in this earth
Have built a house of prostitution of wealth
There the vice Saki dances and drinks
The gold demon's health.

Losing health, food, life, hope, language and all
Bankrupt man is heading to a terrible fall.
There is no way of escape.
The gold-hungry monsters have dug
Deep invincible moats all around,
The world today is a prison sound
With cruel gangsters working as sentinel.
Thieves are friends here
Cheats are comrades dear.

Who calls you a dacoit, dear friend?
Who calls you a robber?
You may have stolen money or goods,
But you have not dug a dagger
In some one's tender heart.
You may be thieves all right
But not inhuman like the so-called great
You can turn Valmiki yet
When true men you meet,
You who are the Ratnakars.

Translated by Kabir Chowdhury

ছাত্রদলের গান

- আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল ।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
উর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল ।
আমরা ছাত্রদল ॥
- মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে
যাত্রা রাস্তা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই
বিষম চলার যায় !
যুগে-যুগে রক্তে মোদের
সিক্ত হলো পৃথ্বীতল ।
আমরা ছাত্রদল ॥
- আমরা ধরি মৃত্যু-রাজার
যজ্ঞ-ঘোড়ার রাশ
মোদের মৃত্যু লেখে মোদের
জীবন-ইতিহাস !
হাসির দেশে আমরা জানি
সর্বনাশী চোখের জল ।
আমরা ছাত্রদল ॥
- মোদের কক্ষচ্যুত ধূমকেতু-পায়
লক্ষ্যহারা প্রাণ,
আমরা ভাগ্যদেবী যজ্ঞবেদীর
নিত্য বলিদান ।
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ওঠেন
আমরা পশি নীল অতল ।
আমরা ছাত্রদল ॥
সবাই যখন বুদ্ধি যোগায়
আমরা করি ভুল

সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব
আমরা ভাঙি কূল ।
দারুণ রাতে আমরা তরুণ
রক্তে করি পথ পিছল !
আমরা ছাত্রদল ॥

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্বানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক ,
কণ্ঠে মোদের কুষ্ঠাবিহীন
নিত্যকালের ডাক ।
আমরা তাজা খুন লাল করেছি
সরস্বতীর শ্বেত কমল ।
আমরা ছাত্রদল ॥

ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে
আমরা দানি শির ,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে
বিংশ শতাব্দীর !
মোরা গৌরবেরি কান্না দিয়ে
ভরেছি মা'র শ্যাম আঁচল ।
আমরা ছাত্রদল ॥

আমরা রচি ভালবাসার
আশার ভবিষ্যৎ ,
মোদের স্বর্গ-পথের আভাস দেখায়
আকাশ-ছায়াপথ !
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর
স্বপ্ন দেখা হোক সফল ।
আমরা ছাত্রদল ॥

The Song Of The Students

We are the power and strength –
We the students.
The storm dies under feet,
above us are the sky, the storm and rain.
We are the students.

We march barefoot in the darkness
of night on a difficult road,
with the impact of our terrific march
we redden the hard earth with blood!
In age after age our blood has wetted
the soil the earth – the blood of us, students.

Our souls fly unbounded
almost like the unorbired comet.
We are ever the sacrifices at the altar of the
goddess of Luck.
When Goddess Lakshmi ascends to heaven
We reach the limitless lue below, we the students.

We hold the reins of the sacrificial horse
of the king of death –
our deaths record the annals of our lives!
We bring ruinous tears int the land of laughter –
we the students.

We make mistakes when everyone ofers sage advice
While the cautious ones build up dams
we erode the banks.
We the young make the road
slippery with our blood in the dreadful night,
we the students.
The lamp of wisdom shines in our eyes,
our hearts are full of illuminating speech,
the call of eternity rings in our confident voices.

We have reddened with fresh blood
the white lotus of Goddess Saraswati,
we the students.

When the masses revolt
we lay down our heads,
in us cries the liberation of the century!
We have filled the verdant train
of the mother's cloth with tears of glory,
We the students.

We build the future of love and hope,
the galaxy in the sky points our way to heaven.
May the dreams of all worlds' men and women
be fulfilled in our visions!
the visions of us – students!

Translated by Bashudha Chakravarty

জাগরণ

জেগে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের দ্বারে আসি
ওরে পাগল, আর কতদিন বাজাবি তোর বাঁশি!
ঘুমায় যারা মখমলের ঐ কোমল শয়ন পাতি
অনেক আগেই ভোর হয়েছে তাদের দুখের রাত।
আরাম-সুখের নিদ্রা তাদের; তোর এ জাগার গান
হোঁবে না কো প্রাণ রে তাদের, যদিই বা হোঁয় কান!

নির্ভয়ের ঐ সুখের কূলে বাঁধল যারা বাড়ি,
আবার তারা দেবে না রে ভয়ের সাগর পাড়ি।
ভিতর হতে যাদের আগল শক্ত করে আঁটা
‘দ্বার খোল গো’ বলে তাদের দ্বারে মিথ্যা হাঁটা।
ভোল্ রে এ পথ ভোল্,
শান্তিপুরে শুনবে কে তোর জাগর-ডঙ্কা-রোল!

ব্যথাতুরের কান্না পাছে শান্তি ভাঙে এসে
তাইতে যারা খাইয়ে ঘুমের আফিম সর্বনেশে
ঘুম পাড়িয়ে রাখছে নিতুই, সে ঘুম-পুরে আসি
নতুন করে বাজা রে তোর নতুন সুরের বাঁশি!
নেশার ঘোরে জানে না হায়, এরা কোথায় পড়ে,
গলায় তাদের চালায় ছুরি কেই বা বুকে চড়ে,

এদের কানে মন্ত্র দে রে, এদের তোরা বোঝা,
এরাই আবার করতে পারে বাঁকা কপাল সোজা!
কর্ষণে যার পাতাল হতে অনূর্বর এই ধরা
ফুল-ফসলের অর্থ্য নিয়ে আসে আঁচল-ভরা,
কোন্ সে দানব হরণ করে সে দেব-পূজার ফুল-
জানিয়ে দে তুই মন্ত্র-ঋষি, ভাঙ রে তাদের ভুল!

বর্বরদের অনূর্বর ঐ হৃদয়-মরু চষে
ফল ফলাতে পারে এরাই আবার ঘরে বসে।
বাঘ-ভালুকের বাথান তেড়ে নগর বসায় যারা

রসাতলে পশ্বে মানুষ-পশুর ভয়ে তারা?
তাদেরই ঐ বিতাড়িত বন্য পশু আজি
মানুষ-মুখো হয়েছে রে সভ্য-সাজে সাজি।

টান মেরে ফেল্ মুখোস তাদের, নখর দন্ত লয়ে
বেরিয়ে আসুক মনের পশু বনের পশু হয়ে!

তরাই দানব অত্যাচারী-যারা মানুষ মারে,
সভ্যবেশী ভণ্ড পশু মার্তে ডরাস্ কারে?
এতদিন যে হাজার পাপের বীজ হয়েছে বোনা
আজ তা কাটার এল সময়, এই সে বাণী শোনা!
নতুন যুগের নতুন নকীব, বাজা নতুন বাঁশি,
স্বর্গ-রানী হবে এবার মাটির মায়ের দাসী!

Awakening

Coming to the doors of those who are awake but still asleep
O mad one, how long will you play your flute's deep!
Those who sleep on velvet-soft, tender beds,
Long ago their nights of sorrow fled.
Their sleep is comfort and ease; your awakening song
Will not touch their hearts, though it reaches their ears along!

Those who dwell safely on the shores of fearless peace,
Will never again cross the seas of fear's lease.
From within, their flames burn strong and bright,
Yet you knock in vain at their door each night.
Forget this path, forget –
Who in *Shantipur* will hear your awakening trumpet

The pain-worn's cry might break the peace,
So those who feed on sleep's opium keep it deep.
I come to rouse the sleeper who sleeps with a sting,
Play anew, O mad one, your flute with a fresh ring!
Drunk with stupor, alas, they know not where they fall,
A knife slides down their throat, who guards their breast's wall?

Give them mantras, for they cannot understand –
Yet they alone can straighten bent fate's strand!
In the plowshare's depths, this barren earth lies,
Bearing flowers and fruits in your overflowing skies.
What demon steals those flowers meant for the gods' shrine –
O mantra-seer, reveal, break their mistake's line!

Barbarians till barren heart-deserts,
Yet they alone can bear fruit in homes and in hearths.
Those who build cities chasing beasts fierce and wild,
Will find at their roots fear of man and beast piled.
Today those exiled wild beasts in rage,
Have donned the human mask in civilized stage.

Rip off their masks, bare their claws and fangs,
Let the beasts within emerge from the jungle's pangs!

The true demons are those who kill mankind,
Who dares fear the beast in the guise refined?
For so long, thousands of sins have sown their seed,
Now is the time to reap, hear this warning decreed!
New era's heralds, blow your new flute loud,
The queen of heaven shall be the earth-mother proud!

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Note :

1. **Shantipur** — a historic town in Nadia district, Bengal. In Jagarana, Nazrul mentions Shantipur ironically, to signify a place of complacent comfort where people remain unmoved by calls to struggle. He contrasts their indifference with the urgency of awakening the oppressed masses. Here, "Shantipur" becomes a symbol of the privileged classes insulated from suffering, deaf to the revolutionary call.

জিজ্ঞাসা

রবো না চক্ষু বুঁজি
আমি ভাই দেখব খুঁজি
লুকানো কোথায় কুঁজি
দুনিয়ার আজব-খানার !

আকাশের প্যাটারাতে কে
এত সব খেলনা রেখে
খেলে ভাই আড়াল থেকে,
সে ত ভাই ভারী মজার ।

কেমনে যাচ্ছে উড়ি
চাঁদের ঐ ছিলে-ঘুড়ি?
কে অচিন সুতোয় জুড়ি
এ ঘুড়ি নিত্য উড়ায়?

সূর্যের লাটিম ছুঁড়ে
কে ঘুরায় গগন জুড়ে?
সারা দিন মগন ঘুরে
কে কুড়ায় সন্ধ্যায় তায়?

কোন্ সে দুষ্ট ছেলে
তারকার পিদিম জ্বলে
সারা রাত আগুন খেলে
উষ্কার গুলতি ছুঁড়ে?

বনানীর আঁধার মুঠে
কার রং-মশাল টুটে
জোনাকির ফিনিক ফুটে,
যেন চাঁদ-চূর্ণ উড়ে !
সে কোথায় কোন্ মহলে

আলোকের পায়রা দোলে,
আঁধারের গরুড় চলে
প্রভাতে কোন্ পাহাড়ে?

এ মাটির কোন্ সে ফাঁকে
কুসুমের গন্ধ থাকে,
ফলেদের পীযুষ রাখে
সু-রসাল কোন্ সে ভাঁড়ে?
সে কে ভাই রাখাল ছেলে
এত সব খেলনা ফেলে
নিরালায় একলা খেলে
উদাসীন গহন-ছায়ায়?

নিশিদিন কানন গিরি
তাহারেই খুঁজে ফিরি,
বাঁশি তার আমায় ঘিরি
কেবলই যায় কেঁদে যায় ॥

Wondering

I won't close my eyes,
Brother, I will watch and search,
Where's the hidden key?
In this world's strange house, perchance.

Who on the sky's wide shelf
Leaves so many toys to play?
Brother, from where, hidden,
Comes such joy every day?

How does it fly away,
That kite of the moon's bright ray?
Who with unknown thread ties
That kite that daily flies?

Who spins the sun's top round,
Whirling it high without sound?
Who wanders all day long
And gathers dusk in a song?

Which naughty child,
Lights the stars wild?
Playing with fire all night,
Throwing meteors bright?

In the palms of the forest's dark,
Whose colorful torch breaks its spark?
Fireflies flicker and dart,
Like broken moons flying apart!

Where in which palace hall
Does the light-dove gently fall?
Darkness rides the Garuda's flight,
On which mountain, at dawn's light?

In which crack of earth below,
Lies the scent of flowers' glow?
Where does nectar sweet reside,
In which rich jar does it hide?

Who, brother, is the shepherd boy
Who leaves all toys with joy,
Plays alone in secret shade,
In the silent forest glade?

All day in woods and hills
I search for his distant thrills,
His flute surrounds me, sighs,
It only cries and softly cries.

Translated by Nadira Bhabna

জীবন-বন্দনা

গাহি তাহাদের গান—

ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান ।
শ্রম-কিণাক্ষ-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে-ফলে ।
বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা ।
যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে
বনের ব্যাঘ্র ময়ূর সিংহ বিবরের ফণী লয়ে ।
এল দুর্জয় গতি-বেগ সম যারা যাযাবর-শিশু
তারাই গাহিল নব প্রেম-গান ধরণী-মেরীর যিশু—

যাহাদের চলা লেগে

উল্কার মত ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিত বেগে !
খেয়াল-খুশিতে কাটি অরণ্য রচিয়া অমরাবতী
যাহারা করিল ধ্বংস সাধন পুনঃ চঞ্চলমতি,
জীবন-আবেগ রুধিতে না পারি যারা উদ্ধত-শির
লজ্জিতে গেল হিমালয়, গেল শুষিতে সিদ্ধ-নীর ।
নবীন জগৎ সন্ধান যারা ছুটে মেরু-অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা উর্ধ্বপানে ।
তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উল্লাসে
চলেছে চন্দ্র-মঙ্গল-গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে ।
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে ।

আমি মরু-কবি-গাহি সেই বেদে বেদুঙ্গনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান ।
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্রসুখে
সাধ করে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুক !
আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব-সম কোনো বাধা মানিল না,
বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কৃপ-মণ্ডুক ‘অসংযমী’র আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে ।

Ode to Life

We sing their ballad,
Who, in the hands of the earth, bring forth the harvest's
command.
To those whose relentless palms labor with toil and effort,
The timid earth offers its tribute — baskets filled with flowers and
fruits.

In the realm of beasts, serpents, decay, and death's reign,
Under those rules, beauty blooms, enchanting the plain.
With raw force, they build homes here amid the wilderness,
Facing the forest's tigers, peacocks, lions, and snakes.

Here comes the fearless, swift as the wind, wandering youth.
They are the ones who sing the new songs of love — the Jesus of
Mother Earth.

With their fierce, moving force,
In the vast space,
The earth itself moves like meteors at immense pace.
At their whim, they cut the wood,
Creating heaven in their mood,
Running havoc for the good.
Whose proud heads cannot contain life's fiery passion,
Daring to shatter the Himalayas and drain the ocean.

Those who rush to conquer the Poles in search of a new world,
Those who, with wings spread, fly ever upward.
Yet the speed of youth never ceases in life's indomitable joy,
Chasing the moon, Mars, the planets, to heaven, to the infinite
sky.

With life's bounty, they march, facing death door to door,
Who gamble their very breath in the dreadful battle's roar.
I, the desert-poet, sing the ballad of those Bedouins and nomads,
Who, age after age, launch rebellions with just their impulse.

In the excess of life, those seeking fierce delight
Drank the poison-cup and let their breasts be pierced.
Like the torrents of the monsoon pouring from the mountains,
Their force – no obstacle can contain.
The petty of heart called them “barbaric,” hurled their blame,
Branded them reckless, intemperate, with scornful names.
For them, my brother, I go on composing songs,
For them, I offer all my praise.

Translated by Abdul Hakim

ঝিঙে ফুল

ঝিঙে ফুল ! ঝিঙে ফুল !
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল-
ঝিঙে ফুল ।
গুল্লো পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝালমল দোলো দুল-
ঝিঙে ফুল ॥

পাতার দেশের পাখি বাঁধা হিয়া বোঁটাতে,
গান তব শুনি সাঁজে তব ফুটে ওঠাতে ।
পউষের বেলাশেষ
পরি জাফরানি বেশ
মরা মাচানের দেশ
করে তোলো মশ্গুল-
ঝিঙে ফুল ॥

শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে,
আলুথালু ঘুমু যাও রোদে-গলা দুকুরে ।
প্রজাপতি ডেকে যায়-
'বোঁটা ছিঁড়ে চলে আয় !'
আস্মানে তারা চায়-
'চ'লে আয় এ অকূল ।'
ঝিঙে ফুল ॥

তুমি বল-'আমি হায়
ভালোবাসি মাটি-মা'য়,
চাই না এ অলকায়-
ভালো এই পথ-ভুল ।'
ঝিঙে ফুল ॥

Jhinge phool!

Jhinge phool! Jhinge phool!
In the land of green leaves, the turquoise finge-gang
Jhinge phool!

In bush and leaf,
At the ear of the vine,
Golden sways drift,
Shimmering, sparkling, swaying bright
Jhinge Phool!

The bird of the leafy land ties its heart to the stem;
At dusk, we hear your song when you bloom again.
At the fading end of winter's day,
You wear saffron robes;
You make the withered trellis-land
Alive and full

Jhinge Phool!

Golden-faced child in green Mother Earth's lap,
Doze off gently, in the dove's sun-warmed nap.
Butterflies call to you –
"Pluck the stem and come along!"
Stars in the heavens say –
"Come, come to this boundless place."
Jhinge Phool!

You say: "Alas,
I love Mother Earth;
I do not desire this golden realm-
Better is this wandering path!"
Jhinge Phool!

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Jhinge phool:** Ridge gourd flower.
2. **Finge:** Drongo bird.

তরুণের গান

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

মোদের পথের ইঙ্গিত ঝলে বাঁকা বিদ্যুতে কালো মেঘে,
মরু-পথে জাগে নব অক্ষুর মোদের চলার ছোঁয়া লেগে,
মোদের মস্ত্রে গোরস্থানের আঁধারে ওঠে গো প্রাণ জেগে,
দীপ-শলাকার মতো মোরা ফিরি ঘরে ঘরে আলো সঞ্চরি ॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥
নব জীবনের ফোঁস-কূলে গো কাঁদে কারবালা তৃষ্ণাতুর,
উর্ধ্বে শোষণ-সূর্য, নিম্নে তপ্ত বালুকা ব্যথা-মরুর ।
ঘিরিয়া যুরোপ-এজিদের সেনা এপার, ওপার, নিকট, দূর,
এরি মাঝে মোরা আব্বাস সম পানি আনি প্রাণ পণ করি ॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

যখন জালিম ফেরাউন চাহে মুসা ও সত্যে মারিতে, ভাই,
নীল দরিয়ার মোরা তরঙ্গ, বন্যা আনিয়া তারে ডুবাই;
আজো নমরুদ ইব্রাহীমেরে মারিতে চাহিছে সর্বদাই,
আনন্দ-দূত মোরা সে আগুনে ফোটাই পুষ্প-মঞ্জরী ॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে,
জরাজীর্ণেরে যৌবন দিয়া সাজাই নবীন বর-বেশে ।
মোদের আশার উষার রঙে গো রাতের অশ্রু যায় ভেসে,
মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করি ঝড়ের নিশীথ-শব্দরী ॥
যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি

ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥
নূতন দিনের নব যাত্রীরা চলিবে বলিয়া এই পথে
বিছাইয়া যাই আমাদের প্রাণ, সুখ, দুখ, সব আজি হতে ।
ভবিষ্যতের স্বাধীন পতাকা উড়িবে যেদিন জয়-রথে
আমরা হাসিব দূর তারা-লোকে, ওগো তোমাদের সুখ স্মরি ॥

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী ॥

Song of the Youth

Upon our heads, we bear the thunder's might,
Of stormy days that shroud the world in night.
Through tempest's roar and darkness, fierce and deep,
We sail our shattered boat – yet dare to keep.

The lightning's flash guides where our footsteps tread,
On desert sands, new life springs where we've sped.
Our chants wake graves where long-dead spirits lie,
Like torchbearers, we roam – light flames on high.

Upon our heads, we bear the thunder's might,
Of stormy days that shroud the world in night.
Through tempest's roar and darkness, fierce and deep,
We sail our shattered boat – yet dare to keep.

By life's new stream, Karbala thirsts in pain,
Beneath a scorching sun, on burning plain.
Europe's Yazid surrounds both near and far,
Yet, like Abbas, we bring hope's water-jar.

Upon our heads, we bear the thunder's might,
Of stormy days that shroud the world in night.
Through tempest's roar and darkness, fierce and deep,
We sail our shattered boat – yet dare to keep.

When Pharaoh sought to drown both truth and right,
We surged like Nile's flood – drenched his might in night.
Still Nimrod tries to burn faith's steadfast son,
Yet in his fire, we bloom – flowers undone!

Upon our heads, we bear the thunder's might,
Of stormy days that shroud the world in night.
Through tempest's roar and darkness, fierce and deep,
We sail our shattered boat – yet dare to keep.

We sing of hope where fear's dark specters creep,
Dress aged despair in youth's bright robes so deep.

Dawn's hues wash night's tears in our radiant glow,
Torches ablaze – we light the storm's dark woe.

Upon our heads, we bear the thunder's might,
Of stormy days that shroud the world in night.
Through tempest's roar and darkness, fierce and deep,
We sail our shattered boat – yet dare to keep.

New dawn's wayfarers shall tread this road,
“We scatter joy and pain – life's every load.
When freedom's flag on victory's chariot flies,
From distant stars, we'll smile – remembered skies.”

Upon our heads, we bear the thunder's might,
Of stormy days that shroud the world in night.
Through tempest's roar and darkness, fierce and deep,
We sail our shattered boat – yet dare to keep.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছে মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা।-দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি; বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হল তরবার!

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্মান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ!
শীর্ণ করপুট ভরি সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই-হে বুভুক্ষু তুমি
অথ্বে আসি কর পান! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ!

বেদনা-হলুদ-বৃত্ত কামনা আমার
শেফালির মতো শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম,
দল বৃত্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া সম!
আশ্বিনের প্রভাতের মতো ছলছল
করে ওঠে সারা হিয়া, শিশির সজল
টলটল ধরণির মতো করুণায়!
তুমি রবি, তব তাপে শুকাইয়া যায়
করুণা-নীহার-বিন্দু! ম্লান হয়ে উঠি
ধরণীর ছায়াধগলে! স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের, কল্যাণের। তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি তুমি বল, 'অমৃত কি ফল?
জ্বালা নাই, নেশা নাই, নাই উন্মাদনা,-
রে দুর্বল, অমরার অমৃত-সাধনা

এ-দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে!
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।
কাঁটা-কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টিকা!...

গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা,
দংশিল সর্বাস্থে মোর নাগ নাগ-বালা!...

ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফের দ্বারে দ্বারে ঋষি
ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা! যাপিতেছে নিশি
সুখে বর-বধু যথা-সেখানে কখন
হে কঠোর-কণ্ঠ গিয়া ডাক, -‘মূঢ়, শোন্,
ধরণি বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো,
অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ আরো,
আছে কাঁটা শয্যাতে বাহুতে প্রিয়ার,
তাই এবে কর ভোগ!-পড়ে হাহাকার
নিমিষে সে সুখ-স্বর্গে, নিবে যায় বাতি,
কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি!

চল-পথে অনশন-ক্লিষ্ট ক্ষীণ তনু,
কী দেখি বাঁকিয়া ওঠে সহসা ভ্রু-ধনু,
দুঃনয়ন ভরি রুদ্ধ হান অগ্নি-বাণ,
আসে রাজ্যে মহামারী দুর্ভিক্ষ তুফান,
প্রমোদ-কানন পুড়ে, উড়ে অট্টালিকা,-
তোমার আইনে শুধু মৃত্যু-দণ্ড লিখা!

বিনয়ের ব্যভিচার নাহি তব পাশ,
তুমি চাহ নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।
সঙ্কোচ শরম বলি জান না কো কিছু,
উন্নত করিছ শির যার মাথা নিচু।
মৃত্যু-পথ-যাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে!
নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে

সাধিতেছ মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে!

লক্ষ্মীর কিরিটা ধরি ফেলিতেছ টানি
ধূলিতলে। বাণী-তারে করাঘাতে হানি
সারদার, কী সুর বাজাতে চাহ গুণী?
যত সুর আর্তনাদ হয়ে ওঠে শনি!

প্রভাতে উঠিয়া কালি শনি, সানাই
বাজিছে করুণ সুরে! যেন আসে নাই
আজো কারা ঘরে ফিরে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ডাকিছে তাদেরে যেন ঘরে 'সানাইয়া'।
বধূদের প্রাণ আজ সানাইয়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে
আসি আসি করিতেছে! সখি বলে, বল্
মুছিলি কেন লা আঁখি, মুছিলি কাজল?...।

শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।
ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি
বিধবার হাসি সম-স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি!
নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
দুরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প প্রগল্ভায়
চুম্বনে বিবশ করি! ভোমোরার পাখা
পরাগে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা।

উছলি উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ!
আপনার অগোচরে গেয়ে উঠি গান
আগমনী আনন্দের! অকারণে আঁখি
পুরে আসে অশ্রু-জলে! মিলনের রাখী
কে যেন বাঁধিয়া দেয় ধরণির সাথে?
পুষ্পাঞ্জলি ভরি দুটি মাটি-মাখা হাতে
ধরণি এগিয়ে আসে দেয় উপহার।
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার!—

সহসা চমকি উঠি! হায় মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে, খাওনি কো কিছু,
কালি হতে সারাদিন তাপস নিষ্ঠুর,
কাঁদ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর!

পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!—মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি! কে বাজাবে বাঁশি?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?
কোথা পাব পুষ্পাসব? ধুতুরা-গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়-নির্যাস!...

আজো শূনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু-নাই কিছু নাই।

Poverty

O Poverty, thou hast made me great,
Bestowed upon me the sublimity of Christ,
The glory and majesty of a crown of thorns!
O Silent Eremite,
Thou hast given me a stubborn courage
Of conviction and fearless outspokenness;
Bold, straight look;
Sharp words striking home;
And my lyer is converted into a sword
 Under thy curse!
By dint of thy blazing flames,
O proud Anchorite, thou hast
Rendered my bright gold
Devoid of radiance,
And made my beauty, sweetness and heart itself
Wither untimely!
Whenever I am about to take
The offerings of The beautiful
With my two leands -
Thou comest a-head, O Hungry one,
And dost swallow everything outright!
My paradise turns into a dreary Desert.
My eyes emit fire towards my own Beloved!

My desire with its yellow blossoms of pang
Hankers after self-expression
Like the blooming Shefali,
Spreading fragrance, soft and white,
But O Cruel! Thou dost
Demolish the blossoms,
And cut off the branches like a wood-cutter!
Like a prosperous Morn of Aswin
My whole heart becomes full of
The milk of human kindness,
As a luxuriant Earth, bathed in dew!

Thou art the Sun, touch
Maketh the dew drops of human
 kindness disappear!
Dejected I go and take shelter
Under the shady canopy of Earth!
The Dream of the Beautiful and
 the Good vanishes –
while pouring liquid poison in the throat,
Thou sayest, 'Of what good is nectar'?
There's no burning sensation,
No intoxication, no madness either –
O thou frailty, the attainment
Of immortal nectar is not thy mission
In this vale of sorrow!

Thou art a serpent, thou wast born
In the quagmire of pain.
Thou wilt weave a garland
Amid a garden of thorns,
I choose to put the symbol
Of pain on thy forehead!
 I sing lyrics,
 I weave garlands,
I feel an aching sensation in my throat,
All over my body I feel the bites
Of unnumbered snakes!...

With a beggar's bowl thou goest
Round from door to door,
O Eremite, O awful Durbasha!
Sometimes thou callest at the door
Where a bride and a bridegroom
Happen to pass a delicious night,
And shoutest in thy terrifying tone,
– "Fool, listen, this Earth
Is no pleasure-garden for any body."
It is full of Wants and pangs of separation,

It harbours endless sorrow,
There are thorns under a bed of roses
And in the arms of thy Beloved,
Enjoy them all, now!
In the twinkling of an eye, wailings
Envelop that little Paradise,
Its lights are extinguished,
The awful Night seems to know no end!

Thou walkest a feeble Mortality,
Reduced by constant fasting
Want of a sudden striketh thee
And thy eye-brows look terrible,
Thy two eyes hurl sorrows of fire,
O Thou Terrible one,
And a kingdom is devastated
By Epidemics, Famine and Flood,
A pleasure garden reduced to Ashes,
And a palace overthrown -
In thy penal Code is prescribed
The sentence of death alone!

There's no sham modesty with you,
Thou art enamoured of stark nakedness.
No scruple, no delicacy dost thou know,
Thou dost raise high a heap, which is low.
Under thy impulse, those who are
condemned to death
Cheerfully mount the scaffold.
In their breast they keep the furnace
Of want for-ever burning,
And run the sacrificial pyre
Of death with diabolic glee!

Thou dost pull down to dust
The crown from the head of Lakshmi,
Striking the lyre of Saroda,

What music dost thou mean
To call forth, O Expert Hand?
All thy tunes seem to lose themselves
into wailings!
Yesterday at peep of dawn
I heard plaintive notes of Sanai!
As if some dear ones had not yet
returned home!
The Sanai seemed to have called
them back
In awful, pathetic notes!
The heart of the bride seemed to have
gone abroad
Under the spell of the music of the Sanai
In search of far-off, unknown places,
Where her home-sick lover lies.
She complains why should her maid
Rul out the beautifying paste from her eyes
In her anxiety to remove her tears?
Again I hear today at dawn
The sefl-same mournful notes
Of Sanai calling back the dear ones.

The drooping shefalika drops dpwn
And looks like the smile
Upon the lips of a widow -
It fills the air with a soft luxury of sweet scent,
The butterfly dances
Its sprightly dance
And over-powers the amorous flower
With frantic kisses in wild intoxication.
The honey-making bee puts on
A new attite, and bears in its person
Marks of revelry and dalliance.

A new life seems to burst upon the horizon,
I happen to sing a welcome song,

Quite out of myself,
At the advent of this joy,
While unbidden, tears over-flow.

Some unknown hand
Binds this fair Earth and my love self
By means of the 'Rakhi' of re-union,

The Earth with offerings of flowers
In both hands besmeared with dust
Comes forth to deliver her present,
She looks like my youngest daughter,
The sweetest thing that ever growth
Beside a human door! –

I startle! Born as a child in my house,
Thou art weeping,
Thou hast not eaten anything
Since yesterday, O Cruel Anchorite,
Thou dist ever bewail at my house
A hungry one!

I have not been able to give thee
A drop of milk,
O my child, O my life of life! –
Have I any right to rejoice?

No! Never!

Chill penury assumes a human form,
And becomes my son, my wife,
And daily laments upon my threshold!
Who will 'wake to ecstasy the living lyre'?
Where should I have the radiant smile
of the Beautiful?

Where should I get a draught of vintage
'Tasting of Flora and country green'?
A cup of Hemlock made of Dhutura-juice
Mixed with my tears have I drunk
To the very lees!

Even, to-day, I hear
The welcome notes of Sanai,
Which doth but be-moan and be-wail,
And relapse into lamentations :
That everything is gone,
Leaving a dismal void behind!

Translated by Abdul Hakim

দুর্বার যৌবন

ওরে অশান্ত দুর্বার যৌবন!

পরাল কে তোরে জ্ঞানের মুখোশ সংযম-আবরণ?
ভিতরের ভীতি ঢাকিতে রে যত নীতি-বিলাসীরা ছলে
উদ্ধত যৌবন-শক্তিরে সংযত হতে বলে।
ভাবে, ভাঙনের গদ্য লয়ে যদি যৌবন মাতে রণে,
গুড়ুক টানিতে পারিবে না বসে সোনার সিংহাসনে!
ওরে দুরন্ত! উড়ন্ত তোর পাখা কে বাঁধিল বল?
দীপ্ত জ্যোতির্শিখায় ঢাকিল শীর্ণ জরাধ্বংস?
ওরে নির্ভীক! ভিক্ষু-মাগা যত পঙ্গুর দলে ভিড়ে—
আঁধার নিঙাড়ি আলো আনিত যে— রহিল বাঁধা নীড়ে!
যাহাদের মেরুদণ্ডে লেগেছে মেরুর হিমেল হাওয়া
যাহাদের প্রাণ শক্তি-বিহীন কঠিন তুহিনে ছাওয়া
তাদের হুকুমে প্রাণের বিপুল বন্যা রাখিলি রুখে?
মেরুর সিংহ মার খায় সার্কাসি পিঞ্জরে ঢুকে।

সৃষ্টির কথা ভাবে যারা আগে সংহারে করে ভয়,
যুগে যুগে সংহারের আঘাতে তাদের হয়েছে লয়।
কাঠ না পুড়িয়ে আগুন জ্বালাবে বলে কোন্ অজ্ঞান?
বনস্পতির ছায়া পাবে বীজ নাহি দিলে তার প্রাণ?
তলোয়ার রেখে খাপে এরা, ঘোড়া রাখিয়া আস্তাবলে
রণ-জয়ী হবে দম্ভ-বিহীন বৈদান্তিকী ছলে!
প্রাণ-প্রবাহের প্রবল-বন্যা বেগে খর-স্রোতা নদী
ভেঙেছ দুকূল, সাথে সাথে ফুল ফুটায়েছে নিরবধি।
জলধির মহা তৃষ্ণা জাগিছে যে বিপুল নদী-স্রোতে,
সে কি দেখে, তার স্রোতে কে ডুবিল, কে মরিল তার পথে?
মানে না বারণ, ভরা যৌবন-শক্তি-প্রবাহ ধায়
আনন্দ তার মরণ-ছন্দে কূলে কূলে উথলায়।

জানে না সে ঘর আত্মীয় পর, চলাই ধর্ম তার
দেখে না তাহার প্রাণ তরঙ্গে ডুবিল তরণী কার।

বণিকের দুটো জাহাজ ডুববে, তা বলে সিঙ্ক-টেউ
শান্ত হইয়া ঘুমায়ে রহিবে- শুনিয়াছ কভু কেউ।
ঐরাবত কি চলিবে না, পথে পিপীলিকা মরে বলে?
ঘর পুড়ে বলে প্রবল বহি-শিখা উঠিবে না জ্বলে?
অঙ্ক কষে না, হিসাব করে না, বেহিসাবি যৌবন,
ভাঙা চাল দেখে নামিবে না কি রে শ্রাবণের বর্ষণ?
যৌবন কেনা-বেচা হবে কি রে বানিয়ার নিজিতে?
মুক্ত-আত্মা আজাদে ভোলাবে প্যাক্টের চুক্তিতে?
তরু ভেঙে পড়ে তাই বলে ঝড় আসিবে না বৈশাখী!
ভীকু মেঘ-শিশু ভয় পায় বলে রবে না ঈগল পাখি?

জ্ঞান ও শান্তি সংযম- বহু উর্ধ্বের কথা দাদা,
কহে নির্মল শান্তির কথা যার সারা গায়ে কাদা!
যে মহাশান্তি উদার-মুক্ত আকাশের তলে রহে,
কাম-ক্রোধ-লোভ-মত্ত জীবেরা আজ তারি কথা কহে।
অনন্ত দিক আকাশ যাহার সীমা খুঁজে নাহি পায়
এমন মুক্ত মানব দেখিলে শান্ত কহিও তায়;
ওঠে তরঙ্গ অতি-প্রবল যে বিরাট সাগর-জলে
সেই উদ্বেল শক্তিরে তার অসংযমী কে বলে?
ডোবায় খানায় কূপে ঢেউ নাই, শান্ত তারাই বুঝি?
সংযমী বলে প্রতারক মোরা শুধু জড়তারে পূজি।

জাগো দুর্মদ যৌবন! এসো, তুফান যেমন আসে,
সুমুখে যা পাবে দলে চলে যাবে অকারণ উল্লাসে।
আনো অনন্ত-বিস্তৃত প্রাণ, বিপুল প্রবাহ, গতি,
কূলের আবর্জনা ভেসে গেলে হবে না কাহারও ক্ষতি।
বুক ফুলাইয়া দুখেরে জড়াও, হাসো প্রাণ-খোলা হাসি,
স্বাধীনতা পরে হবে - আগে গাও 'তাজা ব-তাজা'র বাঁশি।
বসিয়াছে যৌবন-রাজপাটে শ্রীহীন অকাল জরা,
মৃত্যুর বহু পূর্বে এ-জাতি হয়ে আছে যেন মরা!
খোলো অর্গল পাষাণের, খুশি বহুক অনর্গল,
ঝাঁক বেঁধে নীল আকাশে যেমন ওড়ে পারাবত দল।
সাগরে ঝাঁপায়ে পড় অকারণে, ওঠ দূর গিরি-চূড়ে

বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলো মৃত্যুরে!
ভোলো বাহিরের ভিতরের যত বন্ধ সংস্কার
মরিচা ধরিয়া পড়ে আছ সব আলির জুল্ফিকার!
জাগো উন্মাদ আনন্দে দুর্মদ তরণেরা সবে,
নাইবা স্বাধীন হল দেশ, মানবাত্মা মুক্ত হবে।

Irrepressible Youth

O restless and impetuous youth!
Who hid thy face with the mask of wisdom
And clothed thee with the apparel of patience?
All the morality-mongers advise restraint
For the arrogant power of youth
Only to hide their own inner fears.
O thou impetuous! Who fettered thy flying wings?
Fearless youth! Thou, who from the crowd
Of begging weaklings, used to snatch light
Out of the womb of darkness, dost rest today
In thy nest.
How couldst thou check
Thy terrific onrush of life at the bidding
Of those whose spine is broken by
The cold touch of the polar wind and
Whose life is made powerless by the shadow of
 hardened frost.
How strange to the lion of the desert
Meekly enter the cage and submit to punishment!
Those who to want to create to and yet are afraid to
destroy
Are themselves victims of destruction first.
What fool says that thou canst kindle the fire
Without burning firewood? How
Canst thou get the shade of the forest

If the seed does not supply the life?
The swift flowing river as it rushes madly on
Impelled by its richness of life erodes the
 two banks
And yet, at the same time, makes the flowers blossom.
She is thirsty for the sea and knows not
Who is her friend or foe, She cares
Not how many boats she sinks, All she
Wants is ever to be on the move, for that is

Her religion, Who ever heard that the breakers
Of the sea quietly slept lest two merchant ships sank?
Will not the elephant walk on the roads
Lest it tramples an ant under its feet?
Will not the mighty fire burn lest
It destroys hearths and homes?

Will the sight of gaping, tattered roofs
Make the rains cease its heavy downpour?
Will the summer storms fail to come
Lest the trees in the woods tumble and break?
Will there be no eagle because the timid
Baby-lamb might take fright at his sight?
O uncalculating youth.
Thou dost never waste thy time making out
The balance sheet of loss and gain!

O tempestuous youth wake up!
Come like a tornado, trampling everything that falls
In front of thee, in causeless glee.

Bring generous life, wide as the horizons.
And a mighty current of motion strong enough
To wash the debris of the banks
In a wild rush,
Embrace sorrow with a stout heart
And laugh loudly with frankness and joy.
Freedom will come later, but sing now
Of the fresh and the young. Untimely and
Ugly sickness has attacked the kingdom of youth.
This nation is inert as the dead
Long before its real decease. Open the iron door
And let joy unbounded flow
Like the smooth easy flight of the pigeons
In the blue firmament. Rush into the ocean
For no reason and climb the peak
Of that distant hill! If thou meetest

Death round the corner, embrace him as thy comrade.
Get rid of all the prejudices that reside
Inside thy heart and outside of thee, All the swords
Of Ali are rusted today and gone to seed!

Translated by Kabir Chowdhury

নমস্কার

তোমারে নমস্কার

যাহার উদয়-আশায় জাগিছে রাতের অন্ধকার ।
বিহগ-কণ্ঠে জাগে অকারণ পুলক আশায় যার,
স্তম্ভ পাখায় লাগে গতি-বেগ চপল দুর্নিবার,
ঘুম ভেঙে যায় নয়ন-সীমায় লাগিয়া যার আভাস,
কমলের বুকে অজানিতে জাগে মধুর গন্ধবাস,
জাগে সহস্র শিশির-মুকুরে সহস্র মুখ যার
না-আসা দিনের সূর্য সে তুমি, তোমারে নমস্কার ।

নমো দেবী নমো নম,

ছুটিয়া চলেছ স্রোত-তরঙ্গ পাহাড়ি হরিণী সম ।
অটল পাষাণ অচপল গিরি-রাজের চপল মেয়ে
চলেছ তটিনী তটে তটে নট-মল্লারে গান গেয়ে ।
কূলে কূলে হাস পল্লবে ফুলে ফল-ফসলের রাণী,
বধির ধরারে শোনাও নিত্য কল-কল-কল বাণী ।
তব কলভাষে খল খল হাসে বোবা ধরণির শিশু,
ওগো পবিত্রা, কূলে কূলে তব কোলে দোলে নব যিশু ।

তব স্রোত-বেগে জাগে আনন্দ জাগিছে জীবন নিতি,
চির-পুরাতন পাষাণে বহাও চির-নতুনের গীতি ।
জড়েরে জড়িয়ে নাচিছ প্রণদা, দাও নবপ্রাণ তার,
শুশানের পাশে ভাগীরথী তুমি, তোমারে নমস্কার !

Salutation

Salutations to you –
Whose dawning hope stirs the darkness of the night.
In birds' throats wakes a causeless thrill for you,
To folded wings comes the restless, unconquerable flight,
Slumber breaks when your glimmer brushes the edge of sight,
On the lotus-breast unbidden stirs a tender breath of light.
In a thousand mirrors of dew, a thousand faces shine –
You are the sun of the day unborn – salutations be thine.

Hail, O Goddess, hail, hail!
You race like a mountain doe upon the leaping wave.
Unshaken stone, yet the lively daughter of the immovable king
of mountains,
You move along the riverbanks, singing songs in Nat Mallar
tune.
From shore to shore, smiling in leaves, flowers, and fruits –
queen of harvests,
You let the deaf earth hear your ceaseless babbling voice.
At your rippling speech the mute child of the earth laughs;
O pure one, along your shores in your lap sways the newborn
Jesus.

In your current's speed awakes joy; life stirs ever anew,
Through the age-old stones you carry the song of the ever-new.
Twining with the inert, you dance, O life-giver, breathing new
life into them;
By the cremation ground you are the Bhagirathi – salutations to
you!

Translated by Nadira Bhabna

নারী

সাম্যের গান গাই—

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই ।
বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর ।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী ।
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা করে নারী হয়-জ্ঞান ?
তারে বল, আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর-শয়তান ।
অথবা পাপ যে-শয়তান যে-নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে ।
এ-বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল ।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ ?
অন্তরে তার মোমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান ।
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,
সুখমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি ।
পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধু,
পুরুষ এসেছে মরুত্বা লয়ে, নারী যোগায়েছে মধু ।
শস্যক্ষেত্র উর্বর হলো, পুরুষ চালাল হল,
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল ।
নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শীষে ।

স্বর্ণ-রৌপ্যভার

নারীর অঙ্গ-পরশ লভিয়া হয়েছে অলঙ্কার ।
নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান ।
নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সুধায় ক্ষুধায় মিলে
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে ।

জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান ।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে ।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তুম্বের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা ?
কোনো কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি,
শ্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী ।
রাজা করিতেছে রাজ্য-শাসন, রাজারে শাসিছে রানি,
রানির দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি ।

পুরুষ হৃদয়হীন,
মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ ।
ধরায় যাঁদের যশ ধরে না কো অমর মহামানব,
বরষে বরষে যাঁদের স্মরণে করি মোরা উৎসব,
খেয়ালের বশে তাঁদের জন্ম দিয়াছে বিলাসী পিতা ।
লব-কুশে বনে ত্যজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা !
নারী সে শিখাল শিশু-পুরুষের স্নেহ প্রেম দয়া মায়া,
দীপ্ত নয়নে পরাল কাজল বেদনার ঘন ছায়া ।
অঙ্কুররূপে পুরুষ পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ,
বুকে করে তারে চুমিল যে, তারে করিল সে অবরোধ !

তিনি নর-অবতার—
পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি কুঠার !
পার্শ্ব ফিরিয়া শুয়েছেন আজ অর্ধনারীশ্বর—
নারী চাপা ছিল এতদিন, আজ চাপা পড়িয়াছে নর !

সে-যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো, নারীরা আছিল দাসী !
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দি কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি ।
নর যদি রাখে নারীকে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে !

যুগের ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই !

শোনো মর্ত্যের জীব !
অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব !

স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরীতে নারী
করিল তোমায় বন্দিনী, বলো, কোন্ সে অত্যাচারী ?
আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা,
আজ তুমি ভীৰু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা !
চোখে চোখে আজ চাহিতে পারো না; হাতে রুলি, পায়ে মল
মাথায় ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেলো ও-শিকল !
যে-ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীৰু ওড়াও সে আবরণ !
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ !

ধরার দুলালী মেয়ে !
ফিরো না তো আর গিরি-দরী-বনে শাখী-সনে গান গেয়ে ।
কখন আসিল ‘পুটো’ যমরাজা নিশীথ-পাখায় উড়ে,
ধরিয়া তোমায় পুরিল তাহার আঁধার বিবর-পুরে ।
সেই সে আদিম বন্ধন তব, সেই হতে আছ মরি
মরণের পুরে; নামিল ধরায় সেই দিন বিভাবরী ।
ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মতো আয় না পাতাল ফুঁড়ি !
আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি !
পুরুষ যমের ক্ষুধার কুকুর মুক্ত ও পদাঘাতে
লুটায় পড়িবে ও চরণ-তলে দলিত যমের সাথে !
এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে
যে হাতে পিয়ালে অমৃত, সে হাতে কূট বিষ দিতে হবে ।
সেদিন সুদূর নয়—
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয় !

Woman

I sing of equality.
I don't see any difference
between a man and a woman.
Whatever great or benevolent achievements
there are in this world,
half of that was by woman,
the other half by man.
Whatever sin, grief, pain, tears—
half of that was brought by man
the other half by woman.
Who call you a hell-pit, woman?
Tell him—the Original Sin
wasn't a woman—
it was the male Satan!
Or, the Sin or Satan
is neither a man nor a woman
but neuter, equally
mied with man and woman.
To all the flowers and fruits of the world
woman has given to them their beauty,
juice, sweetness, fragrance.
You've seen the Taj Mahal from the outside,
but have you seen what's inside it?
Inside it is Momtaz—the woman,
outside it is Shah Jahan!
Woman is the goddess of wisdom,
music and harvest.
Also the goddess of beauty—
woman returns again and again
in a variety of beautiful appearances.
Man has brought the burning, scorching
heat of the sunny day,
woman has brought the peaceful night,
soothing breeze and cloud.
She has given strength and courage

during the day, as a bride at night.
Man comes with desert thirst,
woman provides the drink of honey.
Man ploughs the fertile land,
woman sows crops in it, turning it green.
Man ploughs, woman waters—
that earth and water mixed together
bring about a harvest of golden paddy!
Gold and silver acquire their worth as ornaments
from the touch of woman's body.
Separation from—and union with—woman
has turned a man into a poet!
His words become his poetry.
his sounds his music!
Man brought hunger, woman brought honey—
out of their union
is born the great child of humanity!
Every great victory, every great adventure
has been ennobled by sacrifices
made by mothers, sisters and wives.
History records the names of men
who have been killed in wars,
but not the women who have been widowed.
Does anybody inscribe on a hero's monument
all the mothers who sacrificed their hearts,
all the sisters who offered their services?
Never in history has man's sword
earned victory all by itself.
Inspiration and strength
have come from the goddess of victory—a woman!
The king rules the kingdom,
the queen rules the king.
The queen's compassion washes away
the kingdom's disrepute.
Man is heartless—
woman humanizes him
by lending him a half of her heart.

Those immortal, great human beings
we celebrate every year
might have been born out of whims
of pleasure-driven fathers.
Lava and Kusha were abandoned in the forest by Rama,
to be brought up by Sita.
Woman teaches the male child about affection,
love, kindness and compassion,
puts kohl around his bright eyes
like a softening shade of pain.
In a strange way the cruel man repays his debt-
by imprisoning the woman who has nurtured him
lovingly!
He's the male-incarnation
of the one who killed his mother with an axe
obeying his father's command!

Today the *Ardhanarishwar* turns on its side.
Until now the woman-side was oppressed,
now it's the man.
The age is past when man was free
and woman a slave.
This is the age of pain, humanity and equality.
None shall remain captive of others-
the drum is rolling!
If man keeps woman imprisoned,
in the future he himself will rot in that prison.
This is the eternal truth: If you oppress others,
in turn, you'll be oppressed.
Listen, you earthlings-the more you oppress others,
the more you become impotent!

Tell me, woman, which tyrant
put you in this prison-palace
of gold and silver ornaments?
You don't show eagerness to express yourself,
cowardly you murmur behind the screen.

You can't look straight into one's eyes,
You've bangles on your wrists,
anklets around your feet.

Tear open your veil, woman,
break your chains into pieces!
Cast away the veil that turned you into a coward!
Get rid of all your marks of slavery,
all your ornaments!

Dear child of the earth,
no longer do you wander among the hills,
dales and forests, singing to the trees.
At some evil hour, Pluto, the God of Death,
arriving on his wings of darkness,
abducted you to his underworld!
That is your primitive bondage-
since then you've been dead
in that underworld of Death.
Night descended on earth.
Destroy the Palace of Death!
Like a serpent, come up
penetrating the underworld!
Your broken bangles will show you
your way through the darkness!
Succumbing to your kicks
the male God of Death's hunger-dog will roll under
to be trampled along with its master
under your liberated feet!
With the same hand that you've served nectar
today you have to serve poison!

That day is not far off
when the world shall sing the glory of woman
along with that of man!

Translated by Sajed Kamal

নারী

হায় ফিরদৌসের ফুল !
ফুটিতে আসিলে ধূলির ধরায় কেন?
সে কি মায়া? সে কি ভুল?
কোন্ আনন্দ-ধামে
জড়াইয়া ছিলে কোন্ একাকীর বামে?
তাহারি জ্যোতির্মণিকা-কণিকা এসেছ প্রকৃতি হয়ে
সপ্ত আকাশ রসে ডুবাইয়া প্রেম ও মাধুরী লয়ে ।
পরম জ্যোতির্দীপ্তিরে নাহি ডরিলে
পরম রুদ্রে প্রেম-চন্দন মাখায়ে স্নিগ্ধ করিলে !
শুভ্র জ্যোতির্পুঞ্জ-ঘন অরূপে
গলাইলে তুমি ময়ূর-কণ্ঠী নবীন নীরদ রূপে !

নীল মেঘ হলে শক্তি বিজলি-লেখা
শূন্যবিহারী একাকী পুরুষে রহিতে দিলে না একা ।

স্রষ্টা হইল প্রিয়-সুন্দর সৃষ্টিরে প্রিয়া বলি
কল্পতরুতে ফুটিল প্রথম নারী আনন্দ-কলি !
নিজ ফুলশরে যেদিন পুরুষ বিঁধিল আপন হিয়া,
ফুটিল সেদিন শূন্য আকাশে আদিবাণী- ‘প্রিয়া, প্রিয়া’ !
আকাশ ছাইল অনন্তদল শতদলে আর প্রেমে,
শান্ত মৌনী এল যৌবন-চঞ্চল হয়ে নেমে ।

কে দেখিত সেই পরম শূন্য, অসীম পাষাণ-শিলা,
সীমায় যদি না বাঁধিতে তাহারে না দেখাতে রূপ-লীলা !
কোন সে গোপন পরমাশ্রী প্রকৃতি লুকায়ে ছিলে?
ভুবনে ভুবনে ভবন রচিয়া রস-দীপ জ্বালাইলে !
অনন্তশ্রী ঝরে পড়ে নিতি অনন্ত দিকে তব,
তুমি এলে, তাই সম্ভাবনায় আসিল অসম্ভব !

হে পবিত্রা চির-কল্যাণী, কে বলে তোমায় মায়া ।
এই সুন্দর রবি শশী তারা
গিরি প্রান্তর নদী-জল-ধারা
অসীম আকাশ সাগর ধরিতে পারে না তোমার কায়া,
তব রূপে দেখি না-দেখা পরম সুন্দরের সে ছায়া,-
কে বলে তোমায় মায়া?

তুমি তাঁর তেজ, তব তেজে জ্বলে আমার এই জীবন,
সূর্যের মত চাঁদ সম আকাশের কোলে অনুখন ।
মাতা হয়ে তুমি দিয়াছ এ মুখে প্রথম-স্তন্য-রস,
স্নেহ-অঞ্চলে বাঁধিয়া এ ঘর ছাড়ায়ে করেছ বশ ।
যখনি পালাতে চাহিয়াছি বনে, কে তুমি অশ্রু-মতী,
কাঁদিয়াছ মোর হৃদয়ে বসিয়া, রোধ করিয়াছ গতি?
সুন্দর প্রকৃতির হেরি মোর তৃষ্ণা জাগিল প্রাণে,
এত সুন্দর সৃষ্টি করে যে, সে থাকে সে-কোনখানে!
আমার পূর্ণ সুন্দরের যে, সে থাকে সে-কোনখানে!
তুমি ছায়া হয়ে সাথে চল যবে পার হই মরুভূমি?
যতবার নিভে যায় আশা-দীপ, ততবার তুমি জ্বালো,
শূন্য আঁধারে সম্মুখে জ্বলে তোমার আঁধারি আলো!

অনন্ত-ধারা প্রেমের বর্ণা কোথা লুকাইয়া ছিলে?
উদাসীন গিরি-পাষাণের হিয়া রসে ভাসাইয়া দিলে?
পাথরের বিগ্রহ হয়েছিল নিস্তেজ আদি-নর,
তেজোময়ী আদি-নারী সে পাষাণে কাঁপাইলে থরথর!
নিষ্কাম ঘন অরণ্যে সেই প্রথম কামনা- যুঁই
আঁখি মেলি যেন দেখিল সৃষ্টি, হেসে এক হল দুই!
এই দুই হয়ে দ্বন্দ্ব আসিল, হৃদ জাগিল পায়,
সোনাতে কাঁকরে দু'জনে মিলিয়া নূপুর বাজায়ে যায়!
সালাম লহ গো প্রণাম লহ গো প্রকৃতি পুণ্যবতী,
তব প্রেম দেখায়েছে গো চির আনন্দ ধামের জ্যোতি!

প্রেমের প্রবাহ লইয়া যখন আস হয়ে উপনদী-
মরুতে মরে না নরের তৃষ্ণানদী-

সাগরের পানে ছুটে চলে নিরবধি!
পুরুষের জ্ঞান রসায়িত হয় প্রকৃতির প্রেমরসে,
তরবারি ধরে উদাসীন নর রণ-ক্ষেত্রে পশে!
যে দেশে নারীরা, বন্দিনী, আদরের নন্দিনী নয়,
সে দেশে পুরুষ ভীরা কাপুরুষ জড় অচেতন রয়!
অভিশপ্ত সে দেশ পরাধীন, শৌর্য-শক্তি-হীন,
শোধ করেনি যে দেশ কল্যাণী সেবিকা নারীর ঋণ!
নারী অমৃতময়ী, নারী কৃপা-করুণাময়ের দান,
কল্যাণ কৃপা পায় না, যে করে নারীর অসম্মান!
'বেহেশত' স্বর্গ শুকাইয়া যায় প্রকৃতি না থাকে যদি,
জ্বলে না আগুন, আসে না ফাগুন, বহে না বায়ু ও নদী!
আজও রবি শশী ওঠে ফুল ফোটে নারীদের কল্যাণে,
নামে সখ্য ও সাম্য শান্তি নারীর প্রেমের টানে।

নারী আজও পথে চলে
তাই ধূলি-পথ হয় বিধৌত শুদ্ধ মেঘের জলে!
নারীর পুণ্য প্রেম আনন্দ রূপ রস সৌরভ
আজও সুন্দর করিয়া রেখেছে বিধাতার গৌরব!

Ode to Woman

O fragile blossom of Paradise fair –
Why on dust did you bloom, so rare?
Is it illusion, or mistake profound?
In which lonely heart were you found?

Your dew-lit jewel, in Nature's breast,
Drenched the sky in lovers' zest.
Fearless of the blinding cosmic gleam,
You smoothed wild thoughts with sandal-scented dream.

Your shining light, serene and new,
Flowed forth in peacock's song for you.
You swept the sky, lightning in your tread,
And quelled the lonely man who feared to tread.

O welcome blossom of divine delight!
First flower of woman's sacred light!
When man in love by your spell was caught,
He cried "O Beloved!" – the sky took thought.

Heaven robed itself in your youth anew,
Silent blessings shimmered arduous dew.
What rock of emptiness, what timeless grave,
Would hide such graceful form to save?

What secret grace did Creation hide
As worlds grew bright by you at its side?
Your overflow of glory drenches all –
Your coming made impossibilities fall.

O sacred, blessed, ever-sanctified,
Who calls you illusion, beauty denied?
This sun, moon, stars, the hills, streams and skies
Cannot contain your form before my eyes.

Mother of life, you gave my first sweet breath,
Bound me in love, released me from death.
When I tried to flee into forest dim,
You wept and stopped me, tear-filled limb.

Beholding you, my thirst awoke —
Such creation — where did you come?
Where dwelt my beauty before you were born?
Where did my perfection before you adorn?

Would you follow me across parched sand?
Every time hope fled — your light would stand.
In emptiness, your beam would softly glow —
Your hope lit paths I dared not go.

Where lay the spring of boundless love?
You washed cold stones with tears thereof.
Stiffened hearts turned gentle, stirred,
By your tremble in the silent word.

First jasmine of desire in forest still,
Eyes wide open, saw creation's will.
In union sweet, two became one —
Then rhythm rose in steps begun.

They struck in gold, their anklets rang —
Nature and man joined in a hymn they sang.
Hail to you, pure Mother Nature's grace,
Your love brings joy to every place.

When love flows forth in river streams —
Dry land quivers, heart redeems.
Men baptized in your beauty's glow
Charge to battle, fearless, all foes.

In lands where woman is not free,
Men grow soft, as weak as can be.

That cursed land — bereft of might —
Has not repaid her guiding light!

Woman is nectar, mercy color,
Bestower of grace by highest order.
Those who scorn her soil of worth
Dry heaven, silence spring, cease earth.

Still sun and moon rise at her birth —
Blooms unfold in her nurturing mirth.
Equality, peace, and friendship ring true
Still by a woman's love carried through.

On women's path purity is cast
Like rain from clouds or light that lasts.
Their gracious love, their beauty bright,
Still shine like dew in early light.

Their love endures, its beauty stays —
God's glory shines through all their ways.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Nnote :

1. **Nat Mallar** — A raga (melodic framework) in North Indian classical music, traditionally associated with the monsoon season. Its mood blends the dignity of Nat with the romantic, rain-soaked longing of Mallar. Often performed in the late afternoon or during the rainy months, it evokes both majesty and deep emotion.

নিকটে

বাদলা-কালো স্ফিদ্ধা আমার কান্তা এলো রিমঝিমিয়ে,
বৃষ্টিতে তার বাজল নূপুর পায়জোরেরই শিজ্ঞিনী যে।
ফুটলো উষার মুখটি অরুণ, ছাইল বাদল তাম্বু ধরায়;
জমল আসর বর্ষা-বাসর, লাও সাকি লাও ভর-পিয়ালায়।
ভিজল কুঁড়ির বক্ষ-পরাগ হিম-শিশিরের আমেজ পেয়ে,
হরদম ! হরদম দাও মদ, মত্ত করো গজল গেয়ে !
ফেরদৌসের বরকা বেয়ে গুল-বাগিচায় চলছে হাওয়া,
এই তো রে ভাই ওক্ত খুশির, দ্রাক্ষারসে দিল্কে নাওয়া।
কুঞ্জে জরিন ফারসি ফরাস বিছিয়েছে আজ ফুলবালারা,
আজ্ চাই-ই চাই লাল্ শিরাজি স্বচ্ছ সরস খোর্ম-পারা !
মুক্তকেশী ঘোর নয়না আজ হবে গো কান্তা সাকি,
চুম্বন এবং মিষ্টি হাতের মদ পেতে তাই ভরসা রাখি।
কান্তা সাথে বাঁচতে জনম চাও যদি কওসর অমিয়,
সুর বেঁধে বীণ সারেঙ্গিতে খুব্বে শিরিন্ শরাব পিয়ো !
খুঁজবে যেদিন সিকান্দারের বাঙ্জিত আব-হায়াত-কুঁয়ায়,
সন্ধান তার মিলবে আশেক দিল্-পیارার ওষ্ঠ-চুমায় !
খাম্বা তুমি মরছ কাজী শূক্ষ তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে,
মুক্তি পাবে মদখোরের এই আল-কিমিয়ার পাত্র চেটে !

Near Me

My dusky, gentle beloved came softly, as rain falls;
The anklets on her feet jingled in the rhythm of the rain.
The dawn smiled red, as rain-clouds canopied the earth,
The rainy gathering is set, O Saki, bring the brimming cup.
The buds' chests were soaked with dew's chill touch;
More and more, pour the wine – intoxicate us with ghazals!
The breeze moves through the rose gardens of paradise
(Ferdous)
This is the hour of joy, brother – bathe your heart in wine!
In the groves, golden Persian carpets have been spread by the
flower-maidens;
Today we need red Shiraz wine, and juicy, crystal-like dates!
The free-haired, dark-eyed beloved will be our Saki today;
I trust in her kiss and her sweet hands to bring the wine.
If you seek to live with love through life's span, O nectar divine,
Bind melodies on sarangi and veena, drink the sweet wine!
When you search the coveted well of Alexander's desire,
You'll find it sealed in the fires of a lovesick lover's lips!
In vain you suffer, O Kazi, reciting dry scriptures' lore,
The drunkard's vessel of alchemy will grant freedom evermore!

Translated by Nadira Bhabna

নিত্য প্রবল হও

অন্তরে আর বাহিরে সমান নিত্য প্রবল হও !
যত দুর্দিন ঘিরে আসে, তত অটল হইয়া রও !
যত পরাজয়-ভয় আসে, তত দুর্জয় হয়ে উঠ,
মৃত্যুর ভয়ে শিথিল যেন না হয় তলোয়ার-মুঠো ।
সত্যের তরে দৈত্যের সাথে করে যাও সংগ্রাম,
রণ-ক্ষেত্রে মরিলে অমর হইয়া রহিবে নাম ।
এই আল্লার হুকুম- ধরায় নিত্য প্রবল রবে,
প্রবলেই যুগে যুগে সম্ভব করেছে অসম্ভবে ।
ভালোবাসেন না আল্লা, অবিশ্বাসী ও দুর্বলে,রে,
'শেরে-খোদা' সেই হয়, যে পেয়েছে অটল বিশ্বাসেরে !
ধৈর্য ও বিশ্বাস হারায়, সে মুসলিম নয় কভু,
বিশ্বে পারেও করে না ক ভয় আল্লাহ্ যার প্রভু !
নিন্দাবাদের মাঝে 'আল্লাহ-জিন্দাবাদ'-এর ধ্বনি
বীর শুধু শোনে, কোনো নিন্দায় কোনো ভয় নাহি গণি ।
আল্লা পরম সত্য, ভয় সে ভ্রান্তির কারসাজি,
প্রচণ্ড হয় তত পৌরুষ, যত দেখে দাগাবাজি !
ভুলে কি গিয়াছ অসম সাহস নির্ভীক আরবির?
পারস্য আর রোমক সম্রাটের কাটিয়াছে শির !
কতজন ছিল সেনা তাহাদের? অস্ত্র কী ছিল হাতে?
তাদের পরম নির্ভর ছিল শুধু এক আল্লাতে !
জয় পরাজয় সমান গণিয়া করেছিল শুধু রণ,
তাদের দাপটে কেঁপে উঠেছিল পৃথিবীর প্রাঙ্গণ !
তারা দুনিয়ার বাদশাহি করেছিল ভিক্ষুক হয়ে,
তারা পরাজিত হয়নি কখনো ক্ষণিকের পরাজয়ে ।
হাসিয়া মরেছে, করেনি কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
ইসলাম মানে বুঝেছিল তারা অসত্য সাথে রণ ।
তারা জেনেছিল, দুনিয়ায় তারা আল্লার সৈনিক,
অর্জন করেছিল স্বাধীনতা নেয়নি মাগিয়া ভিখ !
জয়ী হতে হলে মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষ হইতে হয়,
শত্রু-সৈন্য দেখে কাঁপে ভয়ে, সে ত সেনাপতি নয় !
শত্রু-সৈন্য যত দেখে তত রণ-তৃষ্ণা তার বাড়ে,

দাবানল-সম তেজ জ্বলে ওঠে শিরায় শিরায় হাড়ে !
তলোয়ারে তার তত তেজ ফোটে যত সে আঘাত খায়,
তত বধ করে শত্রুর সেনা, রসদ যত ফুরায় ।
নিরাশ হয়ো না ! নিরাশা ও অদৃষ্টবাদীরা যত
যুদ্ধ না করে হয়ে আছে কেউ আহত ও কেউ হত !
যে মাথা নোয়ায়ে সিজদা করেছ এক প্রভু আল্লারে,
নত করিও না সে মাথা কখনো কোনো ভয় কোনো মারে !
আল্লার নামে নিবেদিত শির নোয়ায় সাধ্য কার ।
আল্লা সে শির বুকে তুলে নেন, কাটে যদি তলোয়ার !
ভীরা মানবেরে প্রবল করিতে চাহেন যে দুনিয়াতে
তারেই ইমাম নেতা বলি আমি, প্রেম মোর তারি সাথে ।
আড়ষ্ট নরে বলিষ্ঠ করে য়ার কথা য়ার কাজ,
তারি তরে সেনা সংগ্রহ করি, গড়ি তারি শির-তাজ !

গরিবের ঈদ আসিবে বলিয়া যে আত্মা রোজা রাখে,
পরমাত্মার পরমাত্মীয় বলে আমি মানি তাঁকে ।
অকল্যাণের দূত যারা, যারা মানুষের দুশমন,
তাদের সঙ্গে যে দুরন্তেরা করিবে ভীষণ রণ-
মোর আল্লার আদেশে তাদের ডাক দিই জমায়তে,
অচেতন ছিল যারা, তারাও আসিছে সে তীর্থ-পথে ।
আমি তকবির-ধ্বনি করি শুধু কর্ম-বধির কানে,
সত্যের যারা সৈনিক তারা জমা হবে ময়দানে !
অনাগত 'নবযুগ'- মিনারে দাঁড়ায়ে কাঁদিয়া সকলে ডাকি,
দর্মার হাঁস না আসে, আসিবে মুক্ত-পক্ষ পাখি ।
এ পথে ভীষণ বাজ-পাখি আর নিষ্ঠুর ব্যাধের ভীতি,
আলোক-পিয়াসী পাখিরা তবুও আসিছে গাহিয়া গীতি ।

মৃত্যু-ভয়াঙ্কর আজিকে বাঙলার নরনারী,
তাদের অভয় দিতেই আমরা ধরিয়াছি তরবারি ।
আমরা শুনেছি ভীত আত্মার সঙ্করণ ফরিয়াদ,
আমরা তাদের রক্ষা করিব, এ যে আল্লার সাধ ।
আমরা হুকুমবর্দার তাঁর পাইয়াছি ফরমান,
ভীত নর-নারী তরে অকাতরে দানিব মোদের প্রাণ

বাজাই বিষাণ উড়াই নিশান ঈশান-কোণের মেঘে,
প্রেম-বৃষ্টি ও বজ্র-প্রহারে আত্ম-উঠিবে জেগে!
রাজনীতি করে তৈরি মোদের কুচকাওয়াজের পথ,
এই পথ দিয়ে আসিবে দেখিও আবার বিজয়-রথ।
প্রবল হওয়ার সাধ ও সাধনা যাহাদের প্রাণে আছে,
তাদেরি দুয়ারে হানা দিই আমি, আসি তাহাদেরই কাছে।
সম্ম-বদ্ধ হতেছে তাহারা বঙ্গ-ভূমির কোলে,
আমি দেখিয়াছি পূর্ণচন্দ্র তাদেরই উর্ধ্বে দোলে!

Be Ever Strong

Be ever strong, both in heart and in sight,
When trials surround, remain firm in the fight.
The more defeat and fear encroach, the stronger you stand,
Let not your sword waver, even at death's command.
Fight the giants for truth, and battle without pause,
In death, your name will live with eternal applause.
The command of Allah, ever strong, will forever stay,
In every age, the impossible was made possible, come what may.
Allah loves not the weak, nor the hearts that disbelieve,
The Lion of God is he who holds firm faith to never leave.
The one who falters in faith, is no Muslim true,
A believer fears none, except Allah, in all they do.
Amidst the cries of blame resounds "Allah Zindabad!"
The brave alone will hear it; no slander shakes their drive.
Allah is the ultimate truth; all fear is false disguise,
And manhood grows more mighty when deceit before it lies!"
Have you forgotten the fearless Arabs, bold and brave,
Who struck down kings of Persia and Rome to their grave?
How many were their soldiers? What weapons did they wield?
Their ultimate reliance was only on Allah, their shield!
For them, victory and defeat were but the same; only the battle
mattered;
At their thunderous might, the very courts of earth had
shuddered!
They ruled the world as kings, yet humble as beggars they stood,
Never defeated, not even by a moment's defeat, they withstood.
They died with smiles, never showing their back in disgrace,
For they knew that Islam meant to fight against falsehood with
grace.
They knew themselves as Allah's soldiers on earth,
Freedom they won; they never begged for it, never devalued its
worth.
To be victorious, one must conquer death with might,
When the enemy sees him, they tremble in fright!
The more they face the foe, the greater their thirst for war,

Like a raging fire, their strength ignites at the core!
To win, one must be death's conqueror
He who shakes at foes is no commander!
The more enemies he sees, the fiercer his thirst for battle grows;
Like a raging wildfire, his blazing valor surges through every
vein and marrow
The power of their sword increases with each strike they make,
And with every blow, their enemies' forces break.
Do not despair! Let not the fate or despair hold sway,
For some are wounded, and some fall without a fight today!
The head that bows in prayer to Allah, the One so great,
Never bow to fear, nor let it control your fate!
No power can subdue the head devoted in His name,
If struck by sword, Allah will raise it high in eternal fame!
He who would make the timid strong,
Him I call my leader, my Imam- my love to him belongs.
Whose words and deeds awake the weak, and bid their spirits
rise,
For him I rally warriors and weave his crown of prize.
The soul that keeps fast so the poor may celebrate Eid,
I regard him as the closest kin of the Supreme Soul indeed.
The heralds of evil, the foes of mankind,
With them, the fearless fierce will wage war so wild
By Allah's command, I summon them to unite,
Those once unaware, now awakened by the light.
I raise the cry of destiny for ears that shun the deed;
The warriors of Truth shall rally on the field!
On the minaret of the dawning age we stand and call in tears,
No timid fowl shall answer, but free-winged birds appear.
Though hawks may strike and ruthless hunters spread their
snare,
The thirsting birds of light still come, with songs to fill the air.
Today, the men and women of Bengal tremble in dread,
To bring them courage, we have taken up the sword.
We've heard the desperate cries of souls filled with fear,
We shall defend them, for this is Allah's desire
We are His servants, bearing His decree;

For the fearful men and women, our lives we give freely.
We sound the trumpet, send forth the banner in the eastern
skies,
With love's rain and thunderous strikes, the soul shall rise!
Politics has paved the path of our parade,
On this road, the chariot of victory shall be laid.
To those whose hearts burn with the will and toil for might,
It is at their door I strike; to them alone I come in sight.
They are uniting upon Bengal's sacred breast,
And I have seen the full moon swaying above their crest!

Translated by Debashis Das

নিরুত্ত

আর কতদিন রবে নিরুত্ত তোমার মনের কথা ?
কথা কও প্রিয়া, সহিতে নারি এ নিদারুণ নীরবতা ।
কেবলি আড়াল টানিতে চাহ গো তোমার আমার মাঝে
সে কি লজ্জায়? তবে কেন তাহা অবহেলা সম বাজে ?
হেরো গো আমার তৃষিত আকাশ তব অধরের কাছে
যে কথা শোনার তরে শত যুগ আনত হইয়া আছে,
বলো বলো প্রিয়া, সে কথা বলিবে কবে ।
যে কথা শুনিয়া মাতিয়া উঠিবে আকাশ মহোৎসবে !
যে কথা কারেও বলেনি জীবনে আমরাও নাহি বলো,
যে কথার ভারে অসহ ব্যথায় টলিতেছ টলমল,
তোমার অধর-পল্লব ফাঁকে সেই নিরুত্ত বাণী-
ফুলের মতন ফুটিয়া উঠিবে কোন্ শুভক্ষণে, রানি ?
না-বলা তোমার সে কথা শোনার লাগি
শত সে জনম কত গ্রহ-তারা আড়ি পেতে আছে জাগি !
সে কথা না শুনে তিথি গুনে গুনে চাঁদ হয়ে যায় ক্ষয়,
শুনিবে আশায় লয় হয়ে চাঁদ আবার জনম লয় !
আমার মনের আঁধার বনের মৌনা শকুন্তলা,
কোন্ লজ্জায় কোন্ শঙ্কায়, যায় না সে কথা বলা ?
তুমি না कहিলে কথা
মনে হয়, তুমি পুষ্প-বিহীন কুণ্ঠিতা বনলতা !
সে কথা कहিতে পারো না বলিয়া বেদনায় অনুরাগে
তব অপ্সের প্রতি পল্লবে ঘন শিহরণ জাগে ।
তোমার তনুর শিরায় শিরায় সে-কথা কাঁদিয়া ফিরে,
না-বলা সে কথা ঝরে ঝরে পড়ে তোমার অশ্রু-নীরে !
হে আমার চির-লজ্জিত বধূ, হেরো গো বাসর-ঘরে
প্রতীক্ষারত নিশি জেগে আছি সে কথা শোনার তরে !
হাত ধরে মোর রাত কেটে যায়, চরণ ধরিয়া সাধি,
অভিमानে কভু চলে যাই দূরে, কভু কাছে এসে কাঁদি ।

তোমার বুকের পিঞ্জরে কাঁদে যে কথার কুল-কেকা,
অধর-দুয়ার খুলিয়া কি তারা বাহিরে দেবে না দেখা ?
আমার ভুবনে যত ফুল ফোটে রেখে তব রাঙা পায়
ফাগুনের হাওয়া উত্তর নাহি পেয়ে কেঁদে চলে যায় ।
হে প্রিয় মোর নয়নের জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে আসে,
ঘুম আসে না গো, বসে থাকি রাতে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে ।
বুঝি বলিতে পারো না লাজে
মোর ভালোবাসা ভালো লাগে নাকো বেদনার মতো বাজে !
কহ সেই কথা কহ,
কেন বেদনার বোঝা বহ তুমি কেন আপনারে দহ ?
আমি জানি মোর নিয়তির লেখা, – তবু সেই কথা বলো
‘ভিখারি, ভিক্ষা পেয়েছ, তোমার যাবার সময় হলো !’

মুষ্টি-ভিক্ষা চাহিয়া ভিখারি দৃষ্টি-প্রসাদ পায়,
উৎপাত সম তবু আসে, তারে ক্ষমা করো করুণায় !
কেন অপমান সহি নেমে আসি বিরহ-যমুনা-তীরে ।
– রাগ করিও না, হয়তো চিনিতে পারোনি এ ভিখারিরে !
কী চেয়েছিলু, হয়তো বুঝিতে পারোনিক তুমি হায়,
তোমাতে চাহিতে আসিনি, আমারে দিতে এসেছিলু পায় !
আমি বলেছিলু, ‘আমাতে ভিক্ষা লইয়া বাঁচাও মোরে,
তুমি তা জানো না, কত কাল আছি ভিক্ষা-পাত্র ধরে ।’
আমি বলেছিলু, ‘ধরায় যখন চলিবে যে পথ দিয়া,
চরণ রেখো গো, সেই পথে আমি বুক পেতে দেবো প্রিয়া !
তোমার চরণে দেখেছি যে বেদ-গানের নূপুর-পরা,
কত কাঁটা কত ধূলি ও পঙ্কে পৃথিবীর পথ ভরা
তাই শিব সম, হে শক্তি মম, তব পথে পড়ে থাকি,
তাই সাধ যায় গঙ্গার মতো জটায় লুকায়ে রাখি !’

চির-পবিত্র অমৃতময়ী, বলো কোন্ অভিমানে
তোমার পরম-সুন্দরে ফেলি যাও শ্মশানের পানে ?
আপন মায়ায় পরম শ্রীমতি চেনো নাকো আপনারে,

কহিলে না কথা, নামায়ে আমায় প্রেম-যমুনার পারে ।
আমি যা জানি না, তুমি তাহা জানো ভালো,
তুমি না কহিলে কথা, নিভে যায় বৃন্দাবনের আলো !
বক্ষ হইতে চরণ টানিয়া লইলে, ভিক্ষু শিব
মহারুদ্ধের রূপে সংহার করিবে এ ত্রিদিব ।

রহিবে না আর প্রিয়-ঘন মোর নওল কিশোর রূপ,
মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে দেখিবে শ্মশান-স্তূপ !
হে নিরুজ্জা, সেদিন হয়তো শূন্য পরম ব্যোমে
গুনাতে চাহিবে তোমার না-বলা কথা তব প্রিয়তমে ।
আসিবে কি তুমি বেণুকা হইয়া সেদিন অধরে মম ?

এই বিরহের প্রলয়ের পারে ।

কোন্ অনাগত আরেক দ্বাপরে
লজ্জা ভুলিয়া কণ্ঠ জড়ায়ে কহিবে কি- ‘প্রিয়তম !’

Unspoken

How long, my love, will your silence reign?
Speak, beloved – this cruel hush I cannot sustain!
You keep on drawing curtains between you and me –
Is it shyness, then why does it feel like apathy?
Behold – my thirsting sky leans close to your lips,
For the words it has bent to hear
Through a hundred passing ages.
Say it, say it, beloved – when will that word arise,
That shall set the heavens aflame in rapture's cries?
The word you've told no soul – nor me in life –
The word that shakes your breast with throbbing strife,
That quivers in pain on your trembling lips –
When shall that bud of speech bloom forth in bliss?
For that word unsaid, through a hundred births, awake,
Planets and stars keep vigil, their ears at stake!
Without that word, each moon counts nights in vain,
Fades into dark, then is born again!
My heart, a forest dark, where silence clings,
Its lone Shakuntala hides in shadow's wings.
What fear, what doubt, locks up that speech,
That even in love's hour your lips may not reach?
You speak it not – ah, I deem you then,
A vine ashamed, with blossoms none!
And so, that secret word denied,
Shivers in passion along your side;
In every vein it moans, unseen,
And falls in tears where your eyes have been!
O my ever-shy bride, behold –
I wait, in bridal chamber cold!
The night is long, my breath is pent,
Your hands I clasp in mute lament.
Sometimes in pride I turn away,
Then crawl back near, in tears to pray.
That coo of cuckoo in your cage of breast –
Will those notes peep from their crimson nest?

My world with flowers for your feet is bright,
Yet spring's wind weeps for your silent spite.
My eyes grow dim, my nights unblest,
Sleep flies, I sit with stifled breath.
Perhaps you fear, should you speak aloud,
My love might sting, like pain too proud!
Say it, say that word!
Why bear that burning, why scourge your heart with sword?
— I know my doom is writ, yet speak!
Say: "Beggar, you've had your alms — depart, the hour is bleak!
Your palm has snatched its crust of bread,
Now go in peace, though wild you've sped!"
Why should I crouch in insult deep,
By Yamuna's shore in grief to weep?
O be not wrathful — perhaps you've never known
This beggar's soul! What dream has grown?
Ah love! I came not to take — but to give,
Not to snatch, but offer life to live!
I said, "O save me, take my dole,
Bind it with yours, and make me whole!"
I prayed, "When down that path you stray,
Leave but your footprints — there I'll lay
My breast for dust! For your anklet's chime
Hymns the Veda's song sublime!
Thorns and mire may foul your road —
Then I, like Shiva, shall take the load!
Like Ganga's stream within his hair,
Your pain I'll hide in my locks of care!"
O Pure, O Nectar-Born Divine,
What pride makes you cast your grace to the pyre malign?
Lost in self, you know not your face —
And thus, unspoken, you fling me to the river's base!
What I know not — you know in full,
Yet dumb you stand, till Vrindavan's lamps grow dull!
Drag your feet from my clinging breast —
For Shiva, the mendicant, at last shall wrest
His Rudra-shape, and worlds shall quake,

While Kurukshetra's mounds with ashes break!
O Silent One! Then, in void above,
You'll seek to tell your speech to your dying love!
Will you then, in some far age reborn,
As a flute on my lips, forget your scorn?
Beyond this doom, this deluge of pain,
In another Dwapar, will you speak again?
Will you clasp my throat, unshamed, and cry –
"My dearest! Mine till the stars all die!"

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. Shakuntala(শকুন্তলা) : Heroine from Kalidasa's Sanskrit play; symbol of shy, silent love.
2. Yamuna(যমুনা) : Sacred river; here symbolizing the riverbank of despair.
3. Veda(বেদ) : Ancient Hindu scriptures, often sung in hymns.
4. Shiva (Mahadev) : God of destruction and asceticism; takes on suffering for the beloved. Ganga in Shiva's hair Myth where Shiva tames the river Ganga in his matted locks.
5. Vrindavan (বৃন্দাবন) : Sacred grove of Krishna, symbol of divine love; "its lamps dim" means joy fades.
6. Kurukshetra (কুরুক্ষেত্র) : Battlefield of Mahabharata; symbol of ultimate destruction and wrath.
7. Dwapar (দ্বাপর) : refers to the third of the four cosmic ages or Yugas in Hindu cosmology, coming after Treta Yuga and before Kali Yuga. It is believed to have lasted 864,000 years and is most famous as the era of the Mahabharata war and the incarnation of Lord Krishna. In this age, righteousness (Dharma) stood on two of its original four pillars, symbolizing a decline in virtue compared to previous eras.

পথচারী

কে জানে কোথায় চলিয়াছি ভাই মুসাফির পথচারী,
দু'ধারে দু'কূল দুঃখ-সুখের-মাঝে আমি স্রোত-বারি!
আপনার বেগে আপনি ছুটেছি জন্ম-শিখর হতে
বিরামবিহীন রাত্রি ও দিন পথ হতে আনুপথে।
নিজ বাস হল চির-পরবাস, জন্মের ক্ষণপরে
বাহিরিনু পথে গিরি-পর্বতে-ফিরি নাই আর ঘরে!
পলাতকা শিশু জন্মিয়াছিলাম গিরি-কন্যার কোলে,
বুকে না ধরিতে চকিতে ত্বরিতে আসিলাম ছুটে চলে।

জননীরে ভুলি যে পথে পলায় মৃগ-শিশু বাঁশি শুনি,
যে পথে পলায় শশকেরা শুনি বার্নার বুনবুনি,

পাখি উড়ে যায় ফেলিয়া কুলায় সীমাহীন নভোপানে,
সাগর ছাড়িয়া মেঘের শিশুরা পলায় আকাশ-যানে,-
সেই পথ ধরি পলাইনু আমি! সেই হতে ছুটে চলি
গিরি দরী মাঠ পল্লির বাট সোজা বাঁকা শত গলি।

—কোন গ্রহ হতে ছিঁড়ি

উল্কার মতো ছুটেছি বাহিয়া সৌর-লোকের সিঁড়ি!
আমি ছুটে যাই জানি না কোথায়, ওরা মোর দুই তীরে
রচে নীড়, ভাবে উহাদের তরে এসেছি পাহাড় চিরে।
উহাদের বধূ কলস ভরিয়া নিয়ে যায় মোর বারি,
আমার গহনে গাহন করিয়া বলে সন্তাপ-হারী!
উহারা দেখিল কেবলি আমার সলিলের শীতলতা,
দেখে নাই—জ্বলে কত চিতাঘ্নি মোর কূলে কূলে কোথা!

—হায়, কত হতভাগী—

আমিই কি জানি - মরিল ডুবিয়া আমার পরশ মাগি!

বাজিয়াছে মোর তটে-তটে জানি ঘটে-ঘটে কিঙ্কিণী,
জল-তরঙ্গে বেজেছে বধূর রিনিকি বিনি।

বাজায়েছে বেণু রাখাল-বালক তীর-তরুতলে বসি,
আমার সলিলে হেরিয়াছে মুখ দূর আকাশের শশী।
জানি সব জানি, ওরা ডাকে মোরে দুতীরে বিছায়ে স্নেহ,
দিঘি হতে ডাকে পদ্মমুখীরা, 'খির হও বাঁধি' গেহ!'

আমি বয়ে যাই-বয়ে যাই আমি কুলুকুলু কুলুকুলু,
শুনি না-কোথায় মোরই তীরে হয় পুরনারী দেয় উলু।
সদাগর-জাদী মণি-মাণিক্যে বোঝাই করিয়া তরী
ভাসে মোর জলে, -'ছল ছল' বলে আমি দূরে যাই সরি!
আঁকড়িয়া ধরে দু'তীর বৃথাই জড়ায়ে তন্তুলতা,
ওরা দেখে নাই আবর্ত মোর, মোর অন্তর-ব্যথা।
লুকাইয়া আসে গোপনে নিশীথে কূলে মোর অভাগিনী,
আমি বলি চল্ চল্ চল্ চল্ ওরে বধু তোরে চিনি!
কূলে ছেড়ে আয় রে অভিসারিকা, মরণ-অকূলে ভাসি!
মোর তীরে-তীরে আজো ঝুঁজে ফিরে তোরে ঘরছাড়া বাঁশি।

সে পড়ে ঝাঁপায়ে জলে,
আমি পথে ধাই-সে কবে হারায় স্মৃতির বালুকা-তলে!
জানি নাকো হয় চলেছি কোথায় অজানা আকর্ষণে,
চলেছি যতই তত সে অথই বাড়ে জল খনে খনে।
সম্মুখ-টানে ধাই অবিরাম, নাই নাই অবসর,
ছুঁইতে হারাই-এই আছে নাই-এই ঘর এই পর!
ওরে চল্ চল্ চল্ চল্ চল্ কি হবে ফিরায়ে আঁখি?
তোরি তীরে ডাকে চক্রবাকেরে তোরি সে চক্রবাকী!

ওরা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে যায় কূলের কুলায়-বাসী,
আঁচল ভরিয়া কুড়ায়ে আমার কাদায়-ছিটানো হাসি।
ওরা চলে যায়, আমি জাগি হয় লয়ে চিতাঘ্নি শব,
ব্যথা-আবর্ত মোচড় খাইয়া বুকে করে কলরব!

ওরে বেনোজল, ছল্ ছল্ ছল্ ছুটে চল্ ছুটে চল!
হেথা কাদাজল পঙ্কিল তোরে করিতেছে অবিরল।
কোথা পাবি হেথা লোনা আঁখিজল, চল্ চল্ পথচারী!
করে প্রতীক্ষা তোর তরে লোনা সাত-সমুদ্র-বারি!

Traveler

I am roaming in the paths without any destination I am a
traveler, unknown guest, just a pedestrian On my two sides are
happiness and sorrow
In between, I am the water flowing narrow
From the source of my birth, I travel without respite Night and
day, from one road to another despite
My own home became estranged, moment of my birth
I came out to visit the hills and mountains, never went back to
hearth I am a runaway child, born in the laps of the hills
Before she could embrace me, I took to my heels
I took the same road which the baby deer take When they hear
the flute
The road the rabbits take when they hear the tinkling of the falls
The birds fly off to the sky leaving behind their hearth
The clouds leave the sea in search of mirth
I took that road and from then on I ran through
The hills, forest, fields of village and many distant alleys Seems I
am an outcast from a planet and I dart across Like a comet in the
stairs of the sun-boss
I keep going without any destination They make nests on my
two banks And think I have come for them
I have left my mountain rank

Their young brides fill their pitchers with water from me They
go deep into my being, yet call me restless and free! They can
only see the coldness of my water
They cannot fathom the fire burning helter skelter Even I myself
alas, have no count of the poor women Who gave up their lives,
seeking my watery terrain
I knew that their banks have resounded with the tinkling of their
bangles
My water, like an instrument has played in all angles The young
shepherd has played its flute
on the cool shades of the trees in my bank The moon from the
distant sky has seen its face in the waters of my tank

I know, they yearn for me, they beckon me on two sides with
adoration The lotus in the ponds beckon `Come let us be stable
and build a destination'
I keep going, I do not listen to the loud sounds of joy Made by
women on my banks in jubilation
The daughter of some rich businessmen fills the boat with her
jewels Sails far away, says `I have to go, leave my relations'
She clings on to the two sides of the river in vain They do not see
that I too burn inside, I drain
In the deep hours of the night, the distressed woman comes to
my bank I say, do not grieve, I know how you sank
Come to the banks from your secret rendezvous floating on the
banks of death
The darned flute still looks for you, seeking its beloved He dives
into the water, I keep going
He gets lost in the sounds of my unending being
I do not know what unknown attraction beckons me The more I
go, more I find the water's increasing spree I move in front,
unending, no time to waste
Touch and go, one moment here and gone, some near, some not
so Come, come let us go, no point in crying so
On your banks the Chokrobak cries for Chokrobaki They return
to their hearths in the evening
With them they carry some mirth from my wing They leave, but
I am awake with the fire at the pyre All the sadness, churns in
me, causes me to tire

Oh water from the deep forest! Continue your path, do not rest
The mud causes you to be muddy, and not your best Oh
traveler, you will not find salty water here Come on make a
move
For you, waits the sea The saltiness is plenty!

Translated by Nashid Kamal

পাপ

সাম্যের গান গাই!—

যত পাপী-তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।
এ পাপ-মূল্যকে পাপ করেনিকো কে আছে পুরুষ-নারী ?
আমরা তো ছার;—পাপে পঙ্কিল পাপীদের কাণ্ডারি !
তেত্রিশ কোটি দেবতার পাপে স্বর্গ সে টলমল,
দেবতার পাপ-পথ দিয়া পশে স্বর্গে অসুর দল !
আদম হইতে শুরু করে এই নজরুল তক্ সবে
কম-বেশি করে পাপের ছুরিতে পুণ্যে করেছে জবেহ্ ।

বিশ্ব পাপস্থান

অর্ধেক এর ভগবান, আর অর্ধেক শয়তান !

ধর্মাকরা শোনো

অন্যের পাপ গনিবার আগে নিজেদের পাপ গোনো !
পাপের পক্ষে পুণ্য-পদ্ম, ফুলে ফুলে হেথা পাপ !
সুন্দর এই ধরা-ভরা শুধু বঞ্চনা অভিষাপ।
এদের এড়াতে না পারিয়া যত অবতার আদি কেহ
পুণ্যে দিলেন আত্মা ও প্রাণ, পাপেরে দিলেন দেহ ।

বন্ধু, কহিনি মিছে,

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হতে ধরে ক্রমে নেমে এস নিচে—
মানুষের কথা ছেড়ে দাও, যত ধ্যানী মুনি ঋষি যোগী
আত্মা তাঁদের ত্যাগী তপস্বী, দেহ তাঁহাদের ভোগী !

এ দুনিয়া পাপশালা,

ধর্ম-গাধার পৃষ্ঠে এখানে শূন্য পুণ্য-ছালা

হেথা সবে সম পাপী

আপন পাপের বাটখারা দিয়ে অন্যের পাপ মাপি !
জবাবদিহির কেন এত ঘটা যদি দেবতাই হও,
টুপি পরে টিকে রেখে সদা বলো যেন তুমি পাপী নও !
পাপী নও যদি কেন এ ভড়ং ট্রেডমার্কের ধুম্ ?
পুলিশি পোশাক পরিয়া হয়েছ পাপের আসামী গুম্ !

বন্ধু, একটা মজার গল্প শোনো,
একদা অপাপ ফেরেশতা সব স্বর্গ-সভায় কোনো
এই আলোচনা করিতে আছিল বিধির নিয়মে দুষ্-
দিন রাত নাই এত পূজা করি এত করে তাঁরে তুষি
তবু তিনি যেন খুশি নন-তাঁর যত স্নেহ দয়া ঝরে
পাপ-আসক্ত কাদা ও মাটির মানুষ জাতিরই পরে !
শুনিলেন সব অন্তর্যামী, হাসিয়া সবারে কন,-
মলিন ধুলার সন্তান ওরা বড় দুর্বল মন,
ফুলে ফুলে সেথা ভুলের বেদনা-নয়নে, অধরে শাপ,
চন্দনে সেথা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুম্বন-তাপ !
সেথা কামিনীর নয়নে কাজল, শ্রোণীতে চন্দ্রহার,
চরণে লাক্ষা, ঠোঁটে তাম্বুল, দেখে মরে আছে মার !
প্রহরী সেখানে চোখা চোখ নিয়ে সুন্দর শয়তান,
বুকে বুকে সেথা বাঁকা ফুল-ধনু, চোখে চোখে ফুল-বাণ ।
দেবদূত সব বলে, ‘প্রভু, মোরা দেখিব কেমন ধরা,
কেমনে সেখানে ফুল ফোটে যার শিয়রে মৃত্যু-জরা !’
কহিলেন বিভু-‘তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ যে দুইজন
যাক পৃথিবীতে, দেখুক কি ঘোর ধরণীর প্রলোভন !’
‘হারুত’ ‘মারুত’ ফেরেশতাদের গৌরব রবি-শশী
ধরার ধুলার অংশী হইল মানবের গৃহে পশি ।-
কায়ায় কায়ায় মায়া বুলে হেথা ছায়ায় ছায়ায় ফাঁদ,
কমল-দিঘিতে সাতশ হয়েছে এক আকাশের চাঁদ !
শব্দ গন্ধ বর্ণ হেথায় পেতেছে অরূপ-ফাঁসি,
ঘাটে ঘাটে হেথা ঘট-ভরা হাসি, মাঠে মাঠে কাঁদে বাঁশি !
দুদিনে আতশী ফেরেশতা-প্রাণ ভিজিল মাটির রসে,
শফরি-চোখের চটুল চাতুরি বুকে দাগ কেটে বসে ।
ঘাঘরি ঝলকি গাগরি ছলকি নাগরী ‘জোহরা’ যায়-
স্বর্গের দূত মজিল সে রূপে বিকাইল রাঙা পায় !

অধর-আনার-রসে ডুবে গেল দোজখের নার-ভীতি
মাটির সোরাহি মস্তানা হল আঙ্গুরি খুনে তিতি !
কোথা ভেসে গেল সংযম-বাঁধ, বারণের বেড়া টুটে,
প্রাণ ভরে পিয়ে মাটির মদিরা ওষ্ঠ-পুষ্প-পুটে।
বেহেশ্তে সব ফেরেশ্তাদের বিধাতা কহেন হাসি’-
‘হারুত মারুতে কি করেছে দেখ ধরণী সর্বনাশী!’
নয়না এখানে যাদু জানে সখা এক আঁখি-ইশারায়
লক্ষ যুগের মহা তপস্যা কোথায় উবিয়া যায়।
সুন্দর বসুমতী
চিরযৌবনা, দেবতা ইহার শিব নয়-কাম রতি !

Sin

I sing of Equality –
Sinners of all grades are all my sisters
and brothers.
In this valley of sin, who is there among
men and women that hath not committed a sin?
I am but an abominable person; – the
pilot of sinners sunk in the quagmire of sin!
Heaven itself is tottering under the weight
of the sin of 330 million gods.
The demons enter Heaven through
the sinful path of the gods,
from Adam down to this Nazrul
all heaven, more or less, butchered virtue
with the knife of sin.
The world is a domain of sin –
Half of it is God, the other half is satan!
Listen, O fanatics! Before counting
another's sins, count thy own!
Out of the quagmire of sin growth virtue
like a lotus; in every flower there's sin.
This beautiful world is full of mere deceit and curse.
Unable to get rid of them sage after
Sage pledged their heart and soul
to virtue, and their body to vice.
Friend, I have said no untruth,
Begin with Brahma, Bishnu, Siva and
come downward gradually –
Leave aside Men, be they devotees, saints,
sages or hermit –
Their souls are self-denying ascetics,
their bodies are self-indulgent hedonists!
This world is a caravanserai of vice,
Here on the back of Religion's Ass the
bag of virtue is empty –
Here all are equally sinful.

By the measure of our sin we measure another's sin.
If thou dost really run a godly race,
 why such ample ceremony of outward show?
Putting on a cap and keeping a tuft of
 hair on head thou dost seem to proclaim
 that thou art not a sinner -
If not a sinner, why such extravagant
 parade of trade Mark?
The culprit has concealed himself the
 official costume of a Police officer!
Friend, let me tell thee a funny story,
Once Angels sinless assembled at a certain
 meeting of Heaven were finding fault
 with the dispensation of God as follows:
"Day and Night and Night and Day, we
Worship Him and attend his pleasure,
Yet He does not seem well-pleased -
 all His boundless love and mercy flows
 for mankind who are made of clay
 and earth and are sunk in sin!
All-knowing God knew it and addressed
 them smiling - "Children of humble dust
 they are with very frail minds,
In every flower on earth there's pain
 - in the eyes, on the lips, there's curse,
 in the sandal wood there's a burning
 desire, in the moon a thirst for kisses!
There in the eyes of a maiden is collyrium,
On the waist a silver chain, on the
 margin of the feet a red juice of a
 particular tree, on the lips a red
 hue of chewed betel, cupid himself
 is a captive of these charms! A
 beautiful Satan with vigilant eyes
 guards the door, in every breast
 there's a quiver of flowers,
 and everywhere the eyes send arrows

of floweres!"

Angels all said, "lord, Let us see the
Earth and see how flowers blossom
there at whose head lies decrepitude and death.'

Said God, - 'Let two among you
decidedly superior to the rest go to
the earth and know the awful
nature of its temptation,'

Haroot and Maroot-the glory
of the Angels as the Sun and the Moon
in the sky - came down into human
habitation, and became partners of the
dust-be-decked Earth! Here some
spell nestles round every human shape
and everywhere is spread a snare,
in the water of the Lotus-Lake, one
moon of the sky has become seven hundred

Moons! Sound, Smell, colour have
Set up a magic noose; here on
every bank laughter overflows the
pitchers of water, and in fields
and meadows are heard the
sweetest saddest songs

Soon was softened the heart of
the Angels of fire with the juice of Earth,
the amorous looks of carp-like eyes
leave their mark on the bosom -

Waving her Ghaghri
with a small pitcher of water on
her waist goes the artful, amorous Zohora -

The Ambassadors of Heaven were
captivated by that beauty, and
surrendered themselves at her rosy feet.
drowned the nectar of her lips Anar-juice -

The earthen pot of water was intoxicated
with the blood-red juice of grapes.

Away, away was swept the four

walls of self-restraint, the citadel
was bathered, to their heart's content
They drank the wine of Earth with
their flowery lips.
In Heaven God addressed all the
Angels smilingly as follows :
"See what has been done to Haroot
and Maroot by the wily Earth!
A damsel has a fatal gift of
smell there, one speechless
message of her eyes, friends, is
enough to set at naught the
merits of the great penance
of a million ages!
Nymph Earth is possessed of eternal
Youth, Her Lord Cupid – not Siva!

Translated by Abdul Hakim

পূজারিণী

এত দিনে অ-বেলায়-

প্রিয়তম !

ধূলি-অন্ধ ঘূর্ণি সম

দিবায়ামী

যবে আমি

নেচে ফিরি রুধিরাক্ত মরণ-খেলায়-

এত দিনে অ-বেলায়

জানিলাম, আমি তোমা জন্মে জন্মে চিনি ।

পূজারিণী !

ঐ কণ্ঠ, ও-কপোত-কাঁদানো রাগিণী,

ঐ আঁখি, ঐ মুখ,

ঐ ভুরু, ললাট, চিবুক,

ঐ তব অপরূপ রূপ,

ঐ তব দোলো-দোলো গতি-নৃত্য দুষ্ট দুল রাজহংসী জিনি-

চিনি, সব চিনি ।

তাই আমি এতদিনে

জীবনের আশাহত ক্লান্ত গুঞ্চ বিদগ্ধ পুলিনে

মূর্ছাতুর সারা প্রাণ ভরে

ডাকি শুধু ডাকি তোমা,

প্রিয়তমা !

ইষ্ট মম জপ-মালা ঐ তব সবচেয়ে মিষ্ট নাম ধরে !

তারি সাথে কাঁদি আমি-

ছিন্ন-কণ্ঠে কাঁদি আমি, চিনি তোমা, চিনি চিনি চিনি,

বিজয়িনী নহ তুমি-নহ ভিখারিনী,

তুমি দেবী, চির-গুহা তাপস-কুমারী, তুমি মম চির-পূজারিণী !

যুগে যুগে এ পাষাণে বাসিয়াছ ভালো,

আপনারে দাহ করি মোর বুকে জ্বালায়েছ আলো,

বারেবারে করিয়াছ তব পূজা-ঋণী ।

চিনি প্রিয়া চিনি তোমা, জন্মে জন্মে চিনি চিনি চিনি !

চিনি তোমা বারেবারে জীবনের অন্ত-ঘাটে, মরণ-বেলায় ।

তারপর চেনা-শেষে

তুমি-হারা পরদেশে

ফেলে যাও একা শূন্য বিদায়-ভেলায় !...

* * *

আজ দিনান্তের প্রান্তে বসি আঁখি-নীরে তিতি

আপনার মনে আনি তারি দূর-দূরান্তের স্মৃতি-

মনে পড়ে-বসন্তের শেষে-আসা স্নান মৌন মোর আগমনী সেই নিশি,

যেদিন আমার আঁখি ধন্য হলো তব আঁখি-চাওয়া সনে মিশি ।

তখনো সরল সুখী আমি-ফোটেনি যৌবন মম,

উন্মুখ বেদনা-মুখী আসি-আসি উষা-সম

আধ-ঘুমে আধ-জেগে তখনো কৈশোর,

জীবনের ফোটো-ফোটো রাঙা নিশি-ভোর ।

বাধা-বন্ধ-হারা

অহেতুক নেচে-চলা ঘূর্ণিবায়ু-পারা

দুরন্ত গানের বেগ অফুরন্ত হাসি

নিয়ে এনু পথ-ভোলা আমি অতিদূর পরবাসী ।

সাথে তারি

এসেছিছু গৃহ-হারা বেদনার আঁখি-ভরা বারি ।

এসে রাতে-ভোরে জেগে গেয়েছিছু জাগরণী সুর-

ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিলে তুমি কাছে এসেছিলে,-

মুখ-পানে চেয়ে মোর সক্ররুণ হাসি হেসেছিলে,-

হাসি হেরে কেঁদেছিছু-“তুমি কার পোষাপাখি কান্তার-বিধুর ?”

চোখে তব সে কি চাওয়া ! মনে হল যেন

তুমি মোর ঐ কষ্ট ঐ সুর-

বিরহের কান্না-ভারাতুর

বনানী-দুলানো,

দখিনা সমীরে ডাকা কুসুম-ফোটানো বন-হরিণী-ভুলানো

আদি জন্মদিন হতে চেনো তুমি চেনো !

তারপর-অনাদরে বিদায়ের অভিমান-রাঙা

অশ্রু-ভাঙা-ভাঙা

ব্যথা-গীত গেয়েছিলু সেই আধ-রাতে;
বুঝি নাই আমি সেই গান-গাওয়া ছলে
কারে পেতে চেয়েছিলু চিরশূন্য মম হিয়া-তলে-
শুধু জানি, কাঁচা-ঘুমে-জাগা তব রাগ-অরুণ আঁখি-ছায়া
লেগেছিল মম আঁখি-পাতে ।
আরো দেখিছিলু, ঐ আঁখির পলকে
বিস্ময়-পুলক-দীপ্তি ঝলকে ঝলকে
ঝলেছিল, গলেছিল গাঢ় ঘন বেদনার মায়া,-
করণায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল বিরহিণী অন্ধকার নিশীথিনী-কায়া ।

তৃষাতুর চোখে মোর বড় যেন লেগেছিল ভালো
পূজারিণী ! আঁখি-দীপে-জ্বালা তব সেই স্নিগ্ধ স করুণ আলো ।-
তারপর-গান গাওয়া শেষে
নাম ধরে কাছে বুঝি ডেকেছিলু হেসে ।
অমনি কী গর্জে-ওঠা রুদ্ধ অভিমানে
(কেন কে সে জানে)
দুলি উঠেছিল তব ভুরু-বাঁধা স্থির আঁখি-তরী,
ফুলে উঠেছিল জল, ব্যথা-উষঃ-উৎস-মুখে তাহা বরবর পড়েছিল বারি !
একটু আদরে এত অভিমানে ফুলে-ওঠা, এত আঁখি-জল,
কোথা পেলি ওরে কার অনাদৃত্য ওরে মোর ভিখারিনী,
বল্ মোরে বল্ ।

এই ভাঙা বুকে
ঐ কান্না-রাঙা মুখ থুয়ে লাজ-সুখে
বল্ মোরে বল্-
মোরে হেরি কেন এত অভিমান?
মোর ডাকে কেন এত উথলায় চোখে তব জল?
অ-চেনা অ-জানা আমি পথের পথিক
মোরে হেরে জলে পুরে ওঠে কেন তব ঐ বালিকার আঁখি অনিমিত্ত?
মোর পানে চেয়ে সবে হাসে,
বাঁধা-নীড় পুড়ে যায় অভিশপ্ত তপ্ত মোর শ্বাসে;
মণি ভেবে কত জনে তুলে পরে গলে,

মণি যবে ফণী হয়ে বিষ-দন্ধ মুখে
দংশে তার বুকে,
অমনি সে দলে পদতলে !
বিশ্ব যারে করে ভয় ঘৃণা অবহেলা,
ভিখারিনী ! তারে নিয়ে এ কি তব অকরণ খেলা?
তারে নিয়ে একি গুঢ় অভিমান ? কোন অধিকারে
নাম ধরে ডাকটুকু তাও হানে বেদনা তোমারে?
কেউ ভালোবাসে নাই? কেউ তোমা করেনি আদর?
জন্ম-ভিখারিনী তুমি? তাই এত চোখে জল, অভিমানী করুণা-কাতর !

নহে তাও নহে—
বুকে থেকে রিক্ত-কণ্ঠে কোন রিক্ত অভিমানী কহে—
‘নহে তাও নহে !’
দেখিয়াছি শতজন আসে এই ঘরে,
কতজন না চাহিতে এসে বুকে করে,
তবু তব চোখে-মুখে এ অতৃপ্তি এ কী স্নেহ-ক্ষুধা !
মোরে হেরে উছলায় কেন তব বুক-ছাপা এত প্রীতি-সুধা?
সে রহস্য, রানী !
কেহ নাহি জানে—
তুমি নাহি জানো—
আমি নাহি জানি ।

চেনে তাহা প্রেম, জানে শুধু প্রাণ—
কোথা হতে আসে এত অকারণে প্রাণে প্রাণে বেদনার টান !...
নাহি বুঝিয়াও আমি সেদিন বুঝিনু তাই, হে অপরিচিতা !
চির-পরিচিতা তুমি, জন্ম জন্ম ধরে মোর অনাদৃত সীতা !
কানন-কাঁদানো তুমি তাপস-বালিকা
অনন্তকুমারী সতী; তব দেব-পূজার থালিকা
ভাঙিয়াছি যুগে যুগে, ছিঁড়িয়াছি মালা
খেলা-ছলে; চির-মৌনা শাপভ্রষ্টা ওগো দেব-বালা !
নীরবে সয়েছ সবি—
সহজিয়া ! সহজে জেনেছ তুমি, তুমি মোর জয়লক্ষ্মী, আমি তব কবি ।

* * *

তারপর-নিশি-শেষে পাশে বসে শুনেছি তব গীত-সুর
লাজে-আধ-বাধ-বাধ শঙ্কিত বিধুর;
সুর শুনে হলো মনে-ক্ষণে ক্ষণে-
মনে-পড়ে পড়ে না এ হারা-কণ্ঠ যেন
কেঁদে কেঁদে সাধে, “ওগো চেনো মোরে জন্মে জন্মে চেনো !”-
মথুরায় গিয়া শ্যাম, রাধিকায় ভুলেছিল যবে,
মনে লাগে-এই সুরে এই গীত-রবে কেঁদেছিল রাধা;
অবহেলা-বৈধা-বুক নিয়ে এ যেন রে অতি-অন্তরালে ললিতার কাঁদা !
বন-মাঝে একাকিনী দময়ন্তী ঘুরে ঘুরে ঝুরে
ফেলে-যাওয়া নাথে তার ডেকেছিল ক্লান্ত কণ্ঠে এই গীত-সুরে ।
কান্তে পড়ে মনে
বনলতা সনে
বিষাদিনী শকুন্তলা কেঁদেছিল এই সুরে বনে সঙ্গোপনে ।
হে-গিরি-শিরে
হারা-সতী উমা হয়ে ফিরে
ডেকেছিল ভোলানাথে এমনি সে চেনা-কণ্ঠে হয়,
কেঁদেছিল চির-সতী পতি-প্রিয়া প্রিয়ে তার পেতে পুনরায় !...
চিনিলাম বুঝিলাম সবি-
যৌবন সে জাগিল না, লাগিল না মর্মে তাই গাঢ় হয়ে তব মুখ-ছবি ।
তবু তব চেনা-কণ্ঠে মম কণ্ঠ-সুর
রেখে আমি চলে গেনু কবে কোন পল্লিপথে দূর ।...
দুদিন না যেতে এ কি সেই পুণ্য গোমতীর কূলে
প্রথম উঠিল কাঁদি অপরূপ ব্যথা-গন্ধ নাভি-পদ্ম-মূলে !

খুঁজে ফিরি, কোথা হতে এই ব্যথা-ভারাতুর মদ-গন্ধ আসে-
আকাশ বাতাস ধরা কেঁপে কেঁপে ওঠে শুধু মোর তপ্ত ঘন দীর্ঘশ্বাসে ।
কেঁদে ওঠে লতা-পাতা
ফুল পাখি নদী-জল
মেঘ বায়ু কাঁদে সবি অবিরল,
কাঁদে বুকে উগ্রসুখে যৌবন-জ্বালায়-জাগা অতৃপ্ত বিধাতা !

পোড়া প্রাণ জানিল না কারে চাই,
চিৎকারিয়া ফেরে তাই-‘কোথা যাই,
কোথা গেলে ভালোবাসাবাসি পাই?’
হু-হু করে ওঠে প্রাণ, মন করে উদাস-উদাস,
মনে হয়-এ নিখিল যৌবন-আতুর কোনো প্রেমিকের ব্যথিত হৃতাশ!
চোখ পুরে লাল নীল কত রাঙা, আবছায়া ভাসে,
আসে-আসে-
কার বক্ষ টুটে
মম প্রাণ-পুটে
কোথা হতে কেন এই মৃগ-মদ-গন্ধ-ব্যথা আসে?
মন-মৃগ ছুটে ফেরে; দিগন্তর দুর্লি মোর ক্ষিপ্ত হাহাকার-দ্রাসে !
কস্তুরী হরিণ-সম
আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম !
আপনারই ভালবাসা
আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা !
অনন্ত অগন্ত্য-তৃষাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি বিন্দু-সম, মাগো সিন্ধু আর !
ভগবান ! ভগবান ! এ কি তৃষ্ণা অনন্ত অপার !
কোথা তৃপ্তি ? তৃপ্তি কোথা ? কোথা মোর তৃষ্ণা-হরা প্রেম-সিন্ধু
অনাদি পাথার !
মোর চেয়ে স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত দুর্বীর !
কোথা গেলে তারে পাই
যার লাগি এত বড় বিশ্বে মোর নাই, শান্তি নাই ।
ভাবি আর চলি শুধু, শুধু পথ চলি
পথে কত পথ-বালা যায়,
তারি পাছে হয়, অন্ধ বেগে ধায়
ভালোবাসা-ক্ষুধাতুর মন
পিছু ফিরে কেহ যদি চায়-অভিমানে জলে ভেসে যায় দুনয়ন !
দেখে তারা হাসে,
না চাহিয়া কেহ চলে যায়, ‘ভিক্ষা লহ’ বলে কেহ আসে দ্বার-পাশে
প্রাণ আরো কেঁদে ওঠে তাতে

গুমরিয়া ওঠে কাঙালের লজ্জাহীন গুরু বেদনাতে !
প্রলয়-পয়োধি-নীরে গর্জে-ওঠা হুঙ্কার-সম
বেদনা ও অভিমানে ফুলে ফুলে দুলে দুলে ওঠে ধূ-ধূ
কোপ-ক্ষিপ্ত প্রাণ-শিখা মম !
পথ-বালা আসে ভিক্ষা-হাতে,
লাথি মেরে চূর্ণ করি গর্ব তার ভিক্ষা-পাত্র সাথে ।
কেঁদে তারা ফিরে যায়, ভয়ে কেহ নাহি আসে কাছে;
‘অনাথপিণ্ড’-সম
মহাভিক্ষু প্রাণ মম
প্রেম-বুদ্ধ লাগি হয় দ্বারে দ্বারে মহাভিক্ষা যাচে,
‘ভিক্ষা দাও, পুরবাসি !
বুদ্ধ লাগি ভিক্ষা মাগি, দ্বার হতে প্রভু ফিরে যায় উপবাসী !’

কত এল কত গেল ফিরে,
কেহ ভয়ে কেহ বা বিস্ময়ে !
ভাঙা বুকে কেহ,
কেহ অশ্রু-নীরে—
কত এল কত গেল ফিরে !
আমি যাচি পূর্ণ সমর্পণ,
বুঝিতে পারে না তাহা গৃহ-সুখী পুরনারীগণ ।
তারা আসে হেসে,
শেষে হাসি-শেষে
কেঁদে তারা ফিরে যায়
আপনার গৃহ-স্নেহছায়া—
বলে তারা, ‘হে পথিক ! বলো বলো তব প্রাণ কোন ধন মাগে ?
সুরে তব এত কান্না, বুকে তব কার লাগি এত ক্ষুধা জাগে ?’
কি যে চাই বুঝে নাকো কেহ,
কেহ আনে প্রাণ মন কেহ-বা যৌবন ধন
কেহ রূপ দেহ ।
গর্বিতা ধনিকা আসে মদমত্তা আপনার ধনে,
আমারে বাঁধিতে চাহে রূপ-ফাঁদে যৌবনের বনে ।...

সব ব্যর্থ, ফিরে চলে নিরাশায় প্রাণ
পথে পথে গেয়ে গেয়ে গান—
'কোথা মোর ভিখারিনি পূজারিণী কই ?
যে বলিবে—ভালোবেসে সন্ধ্যাসিনী আমি
ওগো মোর স্বামি !
রিক্তা আমি, আমি তব গরবিনী, বিজয়িনী নই !'

মরু মাঝে ছুটে ফিরি বৃথা
হু হু করে জ্বলে ওঠে তৃষা—
তারি মাঝে তৃষা-দন্ধ প্রাণ
ক্ষণেকের তরে কবে হারাইল দিশা ।

দূরে কার দেখা গেল হাতছানি যেন—
ডেকে ডেকে সে-ও কাঁদে—
'আমি নাথ তব ভিখারিনী,
আমি তোমা চিনি,
তুমি মোরে চেনো ।'
বুঝিনু না, ডাকিনীর ডাক এ যে,
এ যে মিথ্যা মায়া,
জল নহে, এ যে খল, এ যে ছল মরীচিকা-ছায়া !—
'ভিক্ষা দাও' বলে আমি এনু তার দ্বারে,
কোথা ভিখারিনী? ওগো এ যে মিথ্যা মায়াবিনী,
ঘরে ডেকে মারে ।
এ যে জ্বর নিষাদের ফাঁদ,
এ যে ছলে জিনে নিতে চাহে ভিখারির ঝুলির প্রসাদ ।
হলো না সে জয়ী,
আপনার জালে পড়ে আপনি মরিল মিথ্যাময়ী ।

* * *

কাঁটা-বেঁধা রক্তমাখা প্রাণ নিয়া এনু তব পুরে,
জানি নাই ব্যথাহত আমার ব্যথায়
তখনো তোমার প্রাণ পুড়ে ।

তবু কেন কতবার মনে যেন হত,
তব স্নিগ্ধ মন্দির পরশ মুছে নিতে পারে মোর
সব জ্বালা সব দন্ধ ক্ষত ।
মনে হতো প্রাণ তব প্রাণে যেন কাঁদে অহরহ—
‘হে পথিক! ঐ কাঁটা মোরে দাও, কোথা তব ব্যথা বাজে
কহ মোরে কহ!’
নীরব গোপন তুমি মৌনা তাপসিনী,
তাই তব চির-মৌন ভাষা
শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও বুঝি নাই ঐ ক্ষুদ্র চাপা-বুকে
কাঁদে কত ভালোবাসা আশা!
* * *

এরি মাঝে কোথা হতে ভেসে এল মুক্তধারা মা আমার
সে ঝড়ের রাতে,
কোলে তুলে নিল মোরে, শত শত চুমা দিল সিক্ত আঁখি-পাতে ।

কোথা গেল পথ—
কোথা গেল রথ—
ডুবে গেল সব শোক-জ্বালা,
জননীর ভালোবাসা এ ভাঙা দেউলে যেন দোলাইল দেয়ালির আলা!
গত-কথা গত-জন্ম হেন
হারা-মায়ে পেয়ে আমি ভুলে গেনু যেন ।

গৃহহারা গৃহ পেনু, অতি শান্ত-সুখে
কত জন্ম পরে আমি প্রাণ ভরে ঘুমাইনু মুখ থুয়ে জননীর বুকে ।
শেষ হলো পথ-গান গাওয়া,
ডেকে ডেকে ফিরে গেল হা-হা স্বরে পথ-সাথী তুফানের হাওয়া ।
* * *

আবার আবার বুঝি ভুলিলাম পথ—
বুঝি কোন বিজয়িনী-দ্বার-প্রান্তে আসি বাধা পেল পার্থ-পথ-রথ ।
ভুলে গেনু কারে মোর পথে পথে খোঁজা,
ভুলে গেনু প্রাণ মোর নিত্যকাল ধরে অভিসারী
মাগে কোন্ পূজা,

ভুলে গেনু যত ব্যথা শোক,-
নব সুখ-অশ্রুধারে গলে গেল হিয়া, ভিজে গেল অশ্রুহীন চোখ।
যেন কোন রূপ-কমলেতে মোর ডুবে গেল আঁখি,
সুরভিতে মেতে উঠে বুক,
উলসিয়া বিলসিয়া উথলিল প্রাণে
এ কী ব্যগ্র উগ্র ব্যথা-সুখ।
বাঁচিয়া নতুন করে মরিল আবার
সীধু-লোভী বাণ-বেঁধা পাখি।...
... ভেসে গেল রক্তে মোর মন্দিরের বেদী-
জাগিল না পাষণ-প্রতিমা,
অপমানে দাবানল-সম তেজে
রুখিয়া উঠিল এইবার যত মোর ব্যথা-অরুণিমা।
ছুস্কারিয়া ছুটিলাম বিদ্রোহের রক্ত-অশ্বে চড়ি
বেদনার আদি হেতু স্রষ্টা পানে মেঘ অভ্রভেদী,
ধূমধ্বজ প্রলয়ের ধূমকেতু-ধূমে
হিংসা হোমশিখা জ্বালি সৃজিলাম বিভীষিকা স্নেহ-মরা শুষ্ক মরুভূমে।
-একি মায়া ! তার মাঝে মাঝে
মনে হতো, কত দূর হতে, প্রিয়, মোর নাম ধরে যেন তব বীণা বাজে !
সে সুদূর গোপন পথের পানে চেয়ে
হিংসা-রক্ত-আঁখি মোর অশ্রু-রাঙা বেদনার রসে যেত ছেয়ে।
সেই সুর সেই ডাক স্মরি স্মরি
ভুলিলাম অতীতের জ্বালা,
বুঝিলাম তুমি সত্য-তুমি আছ,
অনাদৃতা তুমি মোর, তুমি মোরে মনে প্রাণে যাচ',
একা তুমি বন-বালা
মোর তরে গাঁথিতেছ মালা
আপনার মনে
লাজে সঙ্গোপনে।
জন্ম জন্ম ধরে চাওয়া তুমি মোর সেই ভিখারিনী।...
অন্তরের অগ্নি-সিন্ধু ফুল হয়ে হেসে উঠে কহে-চিনি, চিনি।
বেঁচে ওঠ মরা প্রাণ! ডাকে তোরে দূর হতে সেই-

যার তরে এত বড় বিশ্বে তোর সুখ-শান্তি নেই!

তারি মাঝে

কাহার ক্রন্দন-ধ্বনি বাজে?

কে যেন রে পিছু ডেকে চিৎকারিয়া কয়—

বন্ধু, এ যে অবেলায়! হতভাগ্য, এ যে অসময়!

শুনিব না মানা, মানিব না বাধা,

প্রাণে শুধু ভেসে আসে জনান্তর হতে যেন বিরহিণী ললিতার কাঁদা!

ছুটে এনু তব পাশে

উর্ধ্বশ্বাসে;

মৃত্যু-পথ অগ্নি-রথ কোথা পড়ে কাঁদে, রক্ত-কেতু গেল উড়ে পুড়ে,

তোমার গোপন পূজা বিশ্বের আরাম নিয়া এলো বুক জুড়ে।

* * *

তারপর যা বলিব হারায়েছি আজ তার ভাষা;

আজ মোর প্রাণ নাই, অশ্রু নাই, নাই শক্তি আশা।

যা বলিব আজ ইহা গান নহে, ইহা শুধু রক্ত-বরা প্রাণ-রাঙা অশ্রু-ভাঙা ভাষা!

ভাবিতেছ, লজ্জাহীন ভিখারির প্রাণ—

সে-ও চাহে দেওয়ার সম্মান!

সত্য প্রিয়া, সত্য ইহা; আমিও তা স্মরি

আজ শুধু হেসে হেসে মরি!

তবু শুধু এইটুকু জেনে রাখো প্রিয়তমা, দ্বার হতে দ্বারান্তরে ব্যর্থ হয়ে

ফিরে

এসেছি তব পাশে, জীবনের শেষ চাওয়া চেয়েছি তোমা।

প্রাণের সকল আশা সব প্রেম ভালোবাসা দিয়া

তোমাতে পূজিয়াছি, ওগো মোর বে-দরদি পূজারিণী প্রিয়া,

ভেবেছি, বিশ্ব যারে পারে নাই তুমি নেবে তার ভার হেসে,

বিশ্ব-বিরোধীকে তুমি করিবে শাসন

অবহেলে শুধু ভালোবেসে।

ভেবেছি, দুর্বিনীত দুর্জয়ীকে জয়ের গরবে

তব প্রাণে উদ্ভাসিবে অপরূপ জ্যোতি, তারপর একদিন

তুমি মোর এ বাহুতে মহাশক্তি সঞ্চারিয়া

বিরোধীর জয়লক্ষ্মী হবে।

ছিল আশা, ছিল শক্তি, বিশ্বটারে টেনে
ছিঁড়ে তব রাঙা পদতলে ছিন্ন রাঙা পদ্মসম পূজা দেবো এনে!
কিন্তু হয়! কোথা সেই তুমি? কোথা সেই প্রাণ?
কোথা সেই নাড়ি-ছেঁড়া প্রাণে প্রাণে টান?

এ-তুমি আজ সে-তুমি তো নহ;
আজ হেরি-তুমিও ছলনাময়ী,
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী!
কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখো কিছু বাকি,-
দুর্ভাগিনী! দেখে হেসে মরি! কারে তুমি দিতে চাও ফাঁকি?
মোর বুকে জাগিছেন অহরহ সত্য ভগবান,
তাঁর দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, এ দৃষ্টি যাহারে দেখে,
তন্নতন করে খুঁজে দেখে তার প্রাণ।

লোভে আজ তব পূজা কলুষিত, প্রিয়া,
আজ তারে ভুলাইতে চাহ,
যারে তুমি পূজেছিলে পূর্ণ মন-প্রাণ সমর্পিয়া।
তাই আমি ভাবি, কার দোষে-
অকলঙ্ক তব হৃদি-পুরে

জ্বলিল এ মরণের আলো কবে পশে?
তবু ভাবি, একি সত্য? তুমিও ছলনাময়ী?
যদি তাই হয়, তবে মায়াবিনী অয়ি!
ওরে দুষ্ট, তাই সত্য হোক।
জ্বালো তবে ভালো করে জ্বালো মিথ্যালোক।
আমি তুমি সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা
সব মিথ্যা হোক;
জ্বালো ওরে মিথ্যাময়ী, জ্বালো তবে ভালো করে জ্বালো মিথ্যালোক।

* * *

তব মুখপানে চেয়ে আজ
বাজ-সম বাজে মর্মে লাজ
তব অনাদর অবহেলা স্মরি স্মরি
তারি সাথে স্মরি মোর নির্লজ্জতা
আমি আজ প্রাণে প্রাণে মরি।

মনে হয়-ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠি, 'মা বসুধা দ্বিধা হও !
ঘণাহত মাটি-মাথা ছেলেরে তোমার
এ নির্লজ্জ মুখ-দেখা আলো হতে অন্ধকারে টেনে লও !"
তবু বারেবারে আসি আশা-পথ বাহি;
কিন্তু হয়, যখনই ও-মুখ পানে চাহি-
মনে হয়,-হায়, হায়, কোথা সেই পূজারিণী,
কোথা সেই রিক্তা সন্ন্যাসিনী?
এ যে সেই চির-পরিচিত অবহেলা,
এ যে সেই ভাবহীন মুখ!
পূর্ণা নয়, এ যে সেই প্রাণ নিয়ে ফাঁকি-
অপমানে ফেটে যায় বুক!
প্রাণ নিয়া এ কি নিদারুণ খেলা খেলে এরা, হায়!
রক্ত-ঝরা রাঙা বুক দলে অলক্তক পরে এরা পায়!
এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন-প্রীতি!
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ,
পূজা হেরি ইহাদের ভীৰু-বুকে তাই জাগে এত সত্য-ভীতি।
নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো।
ইহাদের অতিলোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়,
যাচে বহু জন।...
যে পূজা পূজিনি আমি সৃষ্টা ভগবানে,
যারে দিনু সেই পূজা সে-ই আজি প্রতারণা হানে!
* * *
বুঝিয়াছি, শেষবার ঘিরে আসে সাথী মোর মৃত্যু-ঘন আঁধি,
রিক্ত প্রাণ তিক্ত সুখে হুঙ্কারিয়া ওঠে তাই,
কার তরে ওরে মন, আর কেন পথে পথে কাঁদি?
জ্বলে ওঠ এইবার মহাকাল-ভৈরবের নেত্রজ্বালাসম ধকধক,
হাহাহার-করতালি বাজা! জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্তশিখা অনন্ত পাবক!
আন্ তোর বহি-রথ, বাজা তোর সর্বনাশা তুরী!
হান্ তোর পরশু-ত্রিশূল! ধ্বংস কর্ এই মিথ্যাপুরী।

রক্ত-সুধা-বিষ আন্ ধর্ টিপে টুটি !
এ মিথ্যা জগৎ তোর অভিশপ্ত জগদ্দল চাপে হোক্ কুটি-কুটি !

* * *

কণ্ঠে আজ এত বিষ, এত জ্বালা,
তবু বালা !

থেকে থেকে মনে পড়ে—

যতদিন বাসিনী তোমারে আমি ভালো,
যতদিন দেখিনি তোমার বুক-ঢাকা রাগ-রাঙা আলো,
তুমি ততদিন-ই

যেচেছিলে প্রেম মোর, ততদিনই ছিলে ভিখারিনী ।
ততদিনই এতটুকু অনাদরে বিদ্রোহের তিজ্ঞ অভিমানে
তব চোখে উছলাত জল, ব্যথা দিত তব কাঁচা প্রাণে;
একটু আদর-কণা একটুকু সোহাগের লাগি
কত নিশি-দিন তুমি, মনে করো, মোর পাশে রহিয়াছ জাগি,
আমি চেয়ে দেখি নাই; তারই প্রতিশোধ
নিলে বুঝি এতদিনে ! মিথ্যা দিয়ে মোরে জিনে
অপমান ফাঁকি দিয়ে করিতেছ মোর শ্বাস-রোধ !

আজ আমি মরণের বুক থেকে কাঁদি—

অকরণা ! প্রাণ নিয়ে এ কি মিথ্যা অকরণ খেলা !

এত ভালোবেসে শেষে এত অবহেলা

কেমনে হানিতে পারো, নারী !

এ আঘাত পুরুষের,

হানিতে এ নির্মম আঘাত, জানিতাম মোরা শুধু পুরুষেরা পারি ।

ভাবিতাম, দাগহীন অকলঙ্ক কুমারীর দান,

একটি নিমেষ মাঝে চিরতরে আপনারে রিক্ত করি দিয়া

মন-প্রাণ লভে অবসান ।

ভুল, তাহা ভুল,

বায়ু শুধু ফোটায় কলিকা, অলি এসে হরে নেয় ফুল !

বায়ু বলী, তার তরে প্রেম নহে, প্রিয়া !

অলি শুধু জানে ভালো কেমনে দলিতে হয় ফুল-কলি-হিয়া !

* * *

পথিক দখিনা-বায়ু আমি চলিলাম বসন্তের শেষে
মৃত্যুহীন চিররাত্রি নাহি-জানা দেশে!
বিদায়ের বেলা মোর ক্ষণে ক্ষণে ওঠে বুকে আনন্দাশ্রু ভরি
কত সুখী আমি আজ সেই কথা স্মরি।
আমি না বাসিতে ভালো তুমি আগে বেসেছিলে ভালো,
কুমারী-বুকের তব সব স্নিগ্ধ রাগ-রাগা আলো
প্রথম পড়িয়াছিল মোর বুক-মুখে-
ভুখারির ভাঙা বুক পুলকের রাগা বান ডেকে যায় আজ সেই সুখে!
সেই প্রীতি, সেই রাগা সুখ-স্মৃতি স্মরি
মনে হয় এ জীবন এ জনম ধন্য হলো-আমি আজ তৃপ্ত হয়ে মরি।
না চাহিতে বেসেছিলে ভালো মোরে তুমি-শুধু তুমি,
সেই সুখে মৃত্যু-কৃষ্ণ অধর ভরিয়া
আজ আমি শতবার করে তব প্রিয় নাম চুমি।

* * *

মোরে মনে পড়ে
একদা নিশীথে যদি প্রিয়
ঘুমিয়ে কাহারো বুক অকারণে বুক ব্যথা করে,
মনে করো, মরিয়াছে, গিয়াছে আপদ;
আর কভু আসিবে না
উগ্র সুখে কেহ তব চুমিতে ও-পদ-কোকনদ!
মরিয়াছে-অশান্ত অতৃপ্ত চির-স্বার্থপর লোভী,-
অমর হইয়া আছে-রবে চিরদিন
তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি!

The Priestess

O Priestess — at last, this untimely day —
Beloved Mine!
Like a dust-blind storm, I stray,
In daylight's gloom,
I spin in doom,
Dancing in a deathly, blood-red play.
And now I know, in this hour astray —
I've known you through births that passed away.

O Priestess Divine!
That voice, that dove-bewitching tune,
Those eyes, that face beneath the moon,
That brow, that forehead, chin so fine,
That wondrous beauty, once divine —
That teasing gait, a swan in sway,
A rhythm wild in proud display.
At last, I know it — clear and true,
Each part, each pulse — I know it's you.

On weary, scorched, and barren shore,
Where life has dreams and hopes no more,
With fainting soul I call your name,
Beloved mine, forever same.
Your name — my rosary, ever sweet,
I chant it still, in prayer repeat.
With broken voice, in tears I cry:
I know you now — I always did, say I!

You're not a queen who claims the field,
Nor beggar with a broken shield —
You're a goddess, chaste and free,
An ascetic girl of purity —
My eternal Priestess, you shall be.

In every age, your heart did glow,
You burned yourself to make me know,
Lit a fire within my chest,
Made my stone-heart your sacred nest.
You made me debtor, time again,
For all your love, for all your pain.

I know you, dear, in every breath —
At every twilight near to death.
And when all knowing fades away,
You leave me lone, adrift, astray —
Lost in some foreign land,
With nothing left but farewell's strand.

Now at the edge of evening's light,
I sit, eyes wet with silent night.
In thought I bring from far and wide
A memory I could never hide —
That night of spring's near-fading grace,
When your shy eyes first met my face.

Then I was simple, full of cheer,
Youth had not yet blossomed near.
Pain stood waiting at my door,
Like morning dew, unsure before —
In half-sleep, half-wakeful hours,
Adolescence bloomed in scattered flowers.

Untamed winds in restless spin,
Laughed without cause from deep within.
With songs that leapt and smiles that shone,
I wandered lost, a soul alone —
And with me came, in silent stream,
A sorrowed gaze, a teary dream.

At night I came — in dawn's first beam,
I sang to wake you from your dream.

You rose, came near, from sleep set free,
And looked with sorrow's smile at me.
Seeing your smile, I wept in pain:
"Whose caged bird are you, lone and fain?"

What gaze was that! — I felt, I swear,
You were my pain, my song laid bare —
Heavy with tears and longing's cry,
Like forest winds that moan and sigh,
A flower that blooms in southern breeze,
A deer misled through forest trees —
From birth's first dawn, you knew me then,
You knew me — again and again.

Then came your song, half-torn, half-red,
A farewell tune, by sorrow led.
I didn't know the song's disguise —
Whom did you seek in my hollow skies?
Only I know — your drowsy gaze,
With reddish fire did mine amaze.

I saw within your blinking eye
A trembling flame, a mystic sky.
The veil of pain began to melt,
As aching night your body felt.
And in my thirsty gaze so wide,
Your tender light began to glide —
O Priestess mine! that eye-lamp's glow
Seemed soft, sweet, and full of woe.

Then, after song, you called my name,
And smiled — perhaps — it felt the same.

Then suddenly, what a storm rose in pride suppressed —
(Why, who can guess?) —
Your brows grew tight, your eyes, a silent, anchored boat —

And tears swelled, from the pain's hot spring they flowed and flowed.

Such wounded pride from just a touch so small,
Such eyes – so full of tears – how did they hold it all?

Where did you find such sorrow,
O you – someone's forsaken one, my Beggar-Queen?
Tell me.

On my broken chest you lay
Your tear-stained face in blushing sway –
Tell me.

Why such pride when you look my way?
What stirs your tears to rise and sway,
At just my voice, my quiet call –
Why do your eyes let the teardrops fall?

A stranger I am, a wanderer unknown –
Yet why do her maiden eyes with tears be overgrown?

All gaze on me with mocking jest –
My cursed breath burns every nest.

So many wear me as a gem,
Until I strike and poison them.
When the gem becomes a snake,
It bites the heart, leaves blood in wake –
And then they cast me to the floor,
Their footsteps crush me even more!

Whom the world fears, scorns, and shuns –
O Beggar-Queen! What heartless runs
You play with him – what silent spite?
Why pierce his name with a hidden fight?

Has no one loved you? None held dear?
Are you born a beggar, left in fear?

Is that why tears fill up your eyes,
So full of pride, so kind, yet shy?
No – no, not so –
Some hollow voice within your soul
Seems to murmur soft and low:
“No – no, not so!”

I’ve seen so many come through your door,
Some you didn’t ask for, loved you more –
Still, in your gaze remains unrest,
A thirst for love that won’t be blessed.
Why do your eyes, when they see me,
Overflow with such deep ecstasy?
That mystery, O queen,
No one can glean –
Not even you.
Nor I.
Only love knows why.

Only the soul can understand
Why pain calls pain from hand to hand –
Why one soul draws another near,
With longing deep, with nameless fear.

I didn’t know – but that night I saw –
O Stranger mine! O soul I saw
Forever near, yet always far –
Forsaken Sita, my life’s scar!
You, the forest-crying ascetic child,
An eternal maiden, tender and wild –
The plate of worship you’d prepare,
I broke it all – your garland fair
I tore in jest, in age gone by –
You silent curse, O goddess high!
You bore it all –
And bore it well –
Sahajiya! you knew it plain and true –

You are my Joy-Lakshmi, I, your poet too.

Then at night's end, you sang your song –
Half-shy, half-scared, half-weak, half-strong –
And as I heard your timid tune,
I felt it call from some far moon –
From some lost voice I knew but not –
A cry across each lifetime's plot:
“Do you know me? You always did!
Life to life – through veil and lid!”
As if Radha, in sweet despair,
Had wept this tune in Mathura's air
When Shyam forgot her, walked away –
This was the song she came to play.

This was Lalita's sigh in pain,
Alone and bound in silent chain.
This, in the woods, when none could hear,
Was Damayanti's song of fear –
When left alone, she called in vain
To Nala's love that brought her pain.

I felt it then – this melody
Once filled the eyes of Shakuntala's plea –
As in the forest, veiled in shame,
She cried with Banalata's name.

And on Himalayan peaks so high,
Lost Sati reborned as Uma(Parvati), wept her burning cry –
Calling Shiva with that familiar tone,
To take her back, to be his own!

Yes – I knew, I saw it true –
Though my youth had not awoken through –
Your face had not yet burned my soul,
But still your song had left its toll.

And so – I left – my voice still bare,
With your tune echoing in air –
I walked alone on some far lane,
And never looked at you again.

And just two days –
That was all –
By sacred Gomti river's wall,
A pain arose, a scent so deep –
A lotus-wound I could not keep.
I searched – where does this ache arise?
This scent of grief, this heat that flies?
The skies, the winds, the earth would shake –
With each long sigh my soul would make.

The leaves and vines break down in tears,
The flowers, birds, rivers, all draw near –
The clouds and winds weep without end,
As if youth's burning fire awoke the god unsatisfied, in pain he
bends!

This scorched heart knows not whom it seeks,
It cries aloud and wildly speaks –
“Where do I go? Where can it be –
That I may find someone to truly love me?
A howl arose within my chest,
The heart grew wild, refused to rest –
It feels as though this aching flame
Is some young lover's helpless shame.

Through my eyes swirl hues of red and blue, in shadows
blurred,
Something stirs –
Whose chest breaks
Within my heart's ache –
From whence, why, this musk-wild pang occurs?
My mind-deer darts and flees,

As horizons shiver with my frantic cries and fears!

Like the fabled musk-deer,
It seeks the scent that rises from my own navel – near!
The scent-blind mind-deer of mine
Chases the perfume that is only mine!

It is my own love
I crave to quench my longing thereof
My youth—a world with Agastya's fire,
A sea drained dry by one desire!
It drains whole oceans drop by drop,
Yet begs for more—it cannot stop!

O Lord, O Lord! What thirst is this—
So endless, deep, without bliss?
This endless sea that burns so bright—
Where is my peace? My soul's delight?
Where is my shoreless sea of love,
To quench the thirst I'm weary of?
Wilder than me, it breaks all reins,
This hunger, fierce, beyond all chains!
Where is the one I'm aching for,
The only one this world is for?
I muse and move, I walk and sigh,
As countless maidens wander by...
My love-starved heart runs blind behind,
As if one glance will peace unbind.
But if one turns to meet my gaze—
Tears rise in pride's defiant blaze.
They laugh at me.
Some walk away.
Some say, "Take alms," and pity-stay.
My soul weeps louder still at that—
Ashamed, yet burning, under its weight.
Like thunder rising in a storm-tossed sea,
My pain and pride roar endlessly.

A fire inside, wild and wide,
Flames in waves I cannot hide.
When any street beggar comes with a begging bowl –
I smash it down with all my soul!
And crush the pride it dared to show –
For this is love that burns below.

They weep, then turn and walk away –
No one dares near, too scared to stay.
Like the orphan's funeral rice,*
My soul – the Great Monk's sacrifice –
Goes begging, door to door,
For a love-Buddha evermore.

"Give alms, O city dwellers!
I beg for Buddha's love – your Lord
Goes hungry from your doors, untended, ignored!"

So many came, and so many left –
Some in wonder, some in dread
Some with broken hearts,
Some in tears –
So many came, and so many left!

I seek complete surrender –
But home-bound city women fail to ponder.
They come with a smile,
Laugh for a while,
Then weeping, they drift away,
To their home's soft love and sway.

They ask me, "O wandering soul, say –
What treasure does your heart crave today?
Why is there such pain in your song,
Such hunger in your spirit all along?"
No one knows what I truly seek.
Some offer me heart and soul,

Some wealth, some beauty bold –
And some offer the charms of youth, sleek.
Proud heiresses arrive, intoxicated by their gold,
Trying to bind me in beauty's snare,
In youth's enticing hold.
But all in vain – they too turn back, despairing,
As I go on, singing and wandering:
Where is my Beggar, my Priestess divine –
Who'll say, "In love, this monk is thine,
O lord mine!
Empty am I, yet proud to be thine –
Not a victor, no glory is mine."
I run through deserts, all in vain,
As thirst flares up like a burning flame.
Within that blaze, my thirst-scourged soul
Once lost its path for a moment's whole.

Far away, someone waved – a hand, a plea –
She too wept, calling out to me:

"O Lord, I am your beggar, see!
I know you well – do you know me?"

I failed to see – her cry was sly,
No truth, no tears – just a cunning lie!
That wasn't water, but wicked fire,
A trick of thirst, a false desire.

I begged for alms at her glittering door,
But where was the beggar I longed for?
Alas! She was a witch in disguise,
Who called me in with honeyed lies –
And struck me down from within her gate!
A cruel huntress masked by fate.

She tried to snatch, with charm and art,
The beggar's gift – his sacred heart.

But she could not win, nor cheat her prey –
Caught in her snare, she died that day.
Her lies, her charms, her wicked spell –
Collapsed on her, and down she fell.

I came to your town, heart torn and red,
Thorns in my chest, my spirit bled.
I did not know if your soul, too,
Was burning with my sorrows true.
Yet how often I felt you near,
That your soft touch could calm my fear –
Could ease my wounds, my burning pain,
Like silent, healing midnight rain.

I felt your soul, in mine, would cry:

“O wanderer, give me your thorn – don’t be shy!
Where does it hurt? Speak now to me –
Let me take your agony.”

But you were silent, a hermit deep,
Hiding your love in vows you keep.
So your quiet heart I never knew –
Its hidden hopes, its sorrows too.
Behind that small and silent shell,
How many dreams had wept and fell...

Then – oh then – from nowhere came
A stream of light, a mother’s flame.
That stormy night, she held me tight,
Her teardrops kissed my lids with light.

Where is the path –
Where went the cart –
All drowned in sorrow’s fire and flame,
In mother’s love, this shattered shrine now shivers with festival’s
name!

Past tales, past lives, now dim and done,
In my lost mother's arms, I forgot every one.
Homeless, I found a home, in gentle peace,
After lifetimes, on her breast, I slept with full release.
The road-songs end, they fade away,
The storm-wind comrade cries and calls, then turns and drifts
astray.

Once more, once more — I seem to stray —
Perhaps some conqueror's
Gate-bound edge has barred my way.
I forgot whom I sought from place to place,
Forgot what thirsting soul, through timeless years, did chase
What sacred face —
Forgot all pain and grief and wrong —
In this new stream of joy-tears, my tearless eyes flow along.
As if in some lotus of beauty my vision drowned,
My soul surged high
In a scent-drunk sky,
A storm of bliss in my breast did bound.
What is this fierce, wild ache-delight —
Like a love-lured bird reborn just now
To die again in flight.

My blood has flooded the temple's base —
The stone-gods do not wake,
But scorched in shame, in a blazing blaze,
My pain rose now for justice's sake!
I roared and rose, in rebellion's ride,
On the blood-horse did I leap —
Toward the sky, I pierced the clouds to meet the god who made
me weep.
With comet-flag in a doomsday smoke,
I set the barren, loveless land aflame
With sacrificial wrath I woke,
And birthed a terror none could tame.

What is this spell? This tender snare!
At times, it seemed — O love, from somewhere far out there,
You softly called my name — your veena played my soul's
refrain.

Toward that distant, secret lane,
My eyes, blood-red with jealous flame,
Were veiled in pain, tear-stained again.

That tune — that cry — still haunts my chest,
And in its warmth I did forget
The past and all its bitter ache —
I knew you're real. You are no fake.
Neglected one, yet all my own,
In heart and thought, you walk alone —
A woodland girl, unknown, unseen,
You wove for me a garland green —
Alone, in bashful secrecy,
You bore your love in modesty.
From life to life you've longed for me —
You are my beggar-maid, eternally.

From depths of fire, a flower spoke —
"I know you well."
Rise, dying soul! A voice did swell —
She calls from far,
For whom this world denies your peace, your balm, your star!
But listen —
Whose sobbing echoes through the air?
Who calls me back in sharp despair —
"Friend, it's too late!
This hour is cursed, this time ill-fate!"

I heard no bar, I broke no chain,
Only her cry kept rising again —
As if from births before this day,
Some exiled Lalita wept her way.
I dashed to you, I raced, I ran,

With breath ablaze, beyond life's span –
The path of death burned red beneath,
Comet and blood-flag scorched the heath.
And all the peace the world could keep
Flooded my breast through your secret worship deep.

What came next – I've lost its name;
No words remain, no hope, no flame.
Today my soul is numb and dry –
No tears to fall, no strength to try.
What I now speak is not a song –
It's blood-tinged speech from pain prolonged.
You wonder if this shame-worn soul,
This beggar's heart, still dares be whole –
Yes, even I, who crawled so low,
Still crave the grace of giving's glow.

Yes, beloved, it is true –
I remember... while I laugh, and perish too.
But let this truth remain with you,
That door to door, through each defeat,
I turned again to your retreat –
To seek in you my final plea,
The last desire life left in me.
With all my hope, my love, my soul's pure fire,
I worshipped you, O ruthless Priestess of desire.
I thought – the one the world cast low,
You'd lift him high with a silent glow.
The rebel whom the world defied,
You'd rule with mercy, not with pride –
With nothing but your quiet grace,
You'd light his soul and calm his blaze.

I dreamed: the untamed and the wild,
Would bow before your spirit mild;
That one day, pressed against my chest,
You'd pour your strength, and bring me rest –

That I, the storm-crowned fugitive,
Would, through your love, begin to live.

I had my hope, I held it tight –
To tear the world, with burning might,
And lay it at your crimson feet
Like torn red lotus petals, sweet.
But tell me now – where are you gone?
Where is that soul I leaned upon?
Where is that thread, that sacred strain
That bound our hearts in joy and pain?

You are not she – not now, not here –
Today I see the mask is clear.
You too would win through false delight –
Give part, and hide the rest from sight.
Unlucky soul! I smile and die –
Whom do you think your lies deny?

Within my chest, a god awakes –
His gaze is fierce; no falsehood breaks
That sight which sees through veils and skin –
He seeks the soul that dwells within.
And now your altar reeks of greed –
You try to charm the truth you need,
The one you once with full heart sought –
With all you were, with all you thought.

And so I ask – whose fault, whose flame
Let death's cold glimmer, shame by shame,
Fall on the altar once divine –
And dim your stainless soul's own shrine?

And yet I wonder – can this be true?
Are you capriciously treacherous too?
If so – then let it be, O sorceress sly!
Light it well – your splendid lie.

Let every gleam be forged in flame —
Let falsehood shine and truth be shame.
Let you and I, the moon, the sun,
The stars, the sky — be false, each one.
So burn, O queen of make-believe —
Light the lie you would have me grieve!

When I behold your face once more,
A thunder strikes my spirit's core.
I think of all your cold neglect —
And in it, see my own defect.
That shameless heart I now despise —
I die with each breath, as my pride dies.
And sometimes I cry out, torn apart —
“O Mother Earth, split wide your heart!
Drag this son, so stained with shame,
From cruel daylight's ruthless flame!
Bury me where no light can pry,
Where darkness cradles those who cry!”

Still I return, still hope remains,
Though every turn revives old pains.
But when I lift my eyes to see —
Where is that Priestess once to me?
Where is the saint, the pure, the bare?
This is the same cold vacant stare.
No fullness now, no sacred fire —
Just pretty lies dressed in desire.
My chest now breaks in silent screams —
You play with life, you mock its dreams.
You crush a heart still fresh with blood,
And wear its red as foot-dye mud!

You are no goddess, no divine —
You hunger for the crowd's design.
Not yours the lover's worship whole,
Not yours the priest's surrendered soul.

They fear the truth, these timid hearts, you see –
For even worship wakes their secrecy.
A woman will not be just one man's own –
These are goddesses – greedy, overgrown.
The more you praise, the more they desire,
Never content, they stoke the fire.
Their hearts – so restless, never still –
One love alone can't ever fill.
They crave the crowd, the many eyes –
Their hunger cloaked in silken guise.

The worship once I gave my Lord,
The sacred flame, the silent word –
To her I offered, whole and true...
She trades it now for something new.
She mocks that gift, betrays its name –
And cloaks her lies in love's fair flame.

Now I know – this is the end.
Around me death's thick shadows bend.
My hollow soul, in bitter pride,
Lets out a cry it cannot hide:
"O heart, for whom this aching ache?
Why roam again for sorrow's sake?"

Then let it burn – let Shiva rise!
Let Bhairava's fire blaze the skies!
Let laughter howl, let chaos ring,
Let rebel flames rise, thundering!
Bring forth your chariot lit with flame –
Blow the horn that knows no name!
Strike down with trident, axe, and blade,
Destroy this palace falsely made.
Bring blood and venom, press it tight –
This cursed world – crush it outright!
Let this damned and hollow shell
Shatter like the gates of hell!

And yet – though poison fills my breath,
Still, O Girl...
There are memories that softly swirl.
How long I loved you, deep and blind,
How long before I dared to find
That buried wrath within your chest –
That veiled red flame you once suppressed.

Back then, you begged for love from me –
You were the Begger – I was free.
At every slight, your tears would rise,
Your tender heart, too soft for lies.
For just a touch, a word, a glance,
You kept your silent, sleepless stance.
So many nights you stayed and waited –
While I, unseeing, hesitated.

And now, perhaps, you claim your due –
You crush me now with lies untrue.
You choke my breath with cunning art –
With silent scorn, you pierce my heart.

Today, I weep from death's own breast –
O loveless one, what heartless jest!
With life in hand, how can you play
This cruel game, then turn away?
So much I loved – yet in the end,
Such scorn! And you – how could you send
This blow so cold, this wound so deep?
I thought such pain was ours to keep –
We men, who strike and bear the blame...
But you, O woman, strike the same.

I dreamed your gift, untouched, divine,
Would empty all you are into mine –
One sacred moment, full, complete,
To lay your heart down at my feet.

But dreams deceive—the truth was this:
The wind may stir the bud to bliss,
But bees arrive to steal the rose—
To bruise the bloom and not disclose.
The wind, though bold, does not adore;
The bee alone knows how to bore
Into the heart of petal fair—
To crush its pulse and vanish there.

I am that traveler, windward tossed,
Who walks when spring is nearly lost.
I move through dusk, through lands untried,
Toward endless night where none have died.
And yet, with every step I take,
My soul swells up, my sorrows break—
For joy returns, in flickering gleam,
That once, I held the sweetest dream.

You loved me first, before I knew—
With innocence, your passion true.
The soft red light, your maiden glow,
Fell on my breast long years ago.
That glow, that joy, that blushing grace
Still brings a tremor to this face.
And as I die, that joy I keep—
My life fulfilled, I fall to sleep.

You loved me once, uncalled, unsought—
No barter made, no favor bought.
And in that gift—O death so near!—
I kiss your name through every tear.
A hundred times, through dark and flame,
My final breath still calls your name.

And if, one night, in hush of sleep,
Upon some breast you softly weep,
And feel a pain with no clear past—

A sorrow vague, yet holding fast –
Then think of me. Say I am gone.
Say I have passed, and journeyed on.
That nevermore my steps shall fall
To echo through your life at all.

Say I am dead – the flawed, the flawed –
Unsated soul, half man, half god.
But still, in death, I bloom again –
Immortal in your sacred pain.
Still blue with poison, crowned with fire –
A poet scorched by love's desire –
Your deathless one, your Neelkantha,
Forever burning, yet rising higher.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. **Sita** (সীতা)– The devoted wife of Lord Rama in the *Ramayana*, symbol of purity and sacrifice. Rejected and tested despite her loyalty, she is evoked here as the eternal, unacknowledged beloved – one who suffers silently yet nobly.
2. **Sahajiya** (সহজিয়া) is a rich and layered word rooted in Bengali mystical and spiritual traditions, especially in the Baul, Vaishnava, and Tantric Buddhist paths.
3. **Joy Lakshmi** (জয়লক্ষ্মী) – A victorious and radiant form of Goddess Lakshmi, the Hindu goddess of wealth, beauty, and grace. While Lakshmi is often associated with prosperity and nurturing love, *Joy Lakshmi* (literally “Victorious Lakshmi”) symbolizes the goddess in her triumphant, self-assured aspect – resplendent, independent, and spiritually abundant.
4. **Lalita** (ললিতা)– A close companion of Radha in Krishna's love legends. She often expresses Radha's feelings when Radha herself cannot. In poetry, Lalita symbolizes emotional intensity, indirect longing, and the hidden pain of love unspoken.
5. **Damayanti** (দয়মন্তী)– The wife of King Nala from the Mahabharata. When Nala abandons her in the forest due to fate's cruelty, she wanders alone, heartbroken, searching for him. Her story is one of steadfast love amid deep suffering.
6. **Shakuntala** (শকুন্তলা) – A forest-dwelling maiden from Kalidasa's classic *Abhijnanashakuntalam*. After a brief union with King Dushyanta, she is forgotten due to a curse. Her quiet sorrow in solitude makes her a timeless symbol of love lost and identity erased.

7. **Neelkantha** (নীলকণ্ঠ) refers to Lord Shiva, who drank the poison (halāhala) that emerged from the ocean during the mythic Samudra Manthan (Churning of the Ocean) to save the world. The poison turned his throat blue. Here, the poet aligns himself with Shiva – bearing sorrow and poison for the sake of love or the universe, and thus becoming immortal in suffering.
8. **Anatha-pindatasam** (অনাথপিণ্ডতসম) literally means “like the orphaned piṇḍa,” referring to the rice-ball offered during Hindu funeral rites (śraddha) for souls who have no living relatives to perform these ceremonies. In such rituals, piṇḍas are placed for the departed so they may find peace in the afterlife; an unclaimed or orphaned piṇḍa symbolizes complete abandonment—forgotten in life and even in death. Poets use this phrase to evoke extreme loneliness, a sense of existence so forsaken that it remains unremembered, mirroring spiritual and social desolation.
9. **Pad-kokanada** (পদ-কোকনদ) refers to ‘lotus feet’ as implied in the Bengali. It is a classic Sanskrit image that combines devotion with sensuality. It’s commonly used in spiritual poetry to describe the beloved’s or deity’s sacred, untouchable beauty.

পূরববঙ্গ

পদ্মা-মেঘনা-বুড়িগঙ্গা-বিধৌত পূর্ব-দিগন্তে
তরুণ অরুণ বীণা বাজে তিমির বিভাবরী-অন্তে ।
ব্রাহ্ম মুহূর্তের সেই পুরবাণী
জাগায় সুপ্ত প্রাণ জাগায়-নব চেতনা দানি
সেই সঞ্জীবনী বাণী শক্তি তার ছড়ায়
পশ্চিমা সুদূর অনন্তে ॥

উর্মিছন্দা শত-নদীস্রোত-ধারায় নিত্য পবিত্র-
সিনান-শুদ্ধ-পূরববঙ্গ
ঘন-বন-কুন্তলা প্রকৃতির বক্ষে সরল সৌম্য
শক্তি-প্রবুদ্ধ পূরববঙ্গ
আজি শুভলগ্নে তারি বাণীর বলাকা
অলখ ব্যোমে মেলিল পাখা
ঝঙ্কার হানি যায় তারি পুরবাণী
জীবন্ত হউক হিম-জর্জর ভারত
নবীন বসন্তে ॥

Eastern Bengal

On Padma, Meghna, Buriganga's shore,
Where Eastern skies in dawn's light soar,
A blazing veena begins to play
As night and darkness fade away.
That Eastern call at Brahma's hour
Awakens souls with dawning power –
It stirs the air with life anew,
And spreads its strength the long West through.

Through rivers chanting wave-like hymns,
Where sacred waters bathe the limbs,
Forever pure, cleansed by the tide –
Eastern Bengal, in strength and pride.
In forest-deep, where green leaves curl,
Where vines in tangled silence swirl,
There wakes, serene and strong of soul,
Eastern Bengal, steadfast and whole.
Today, beneath this blessed sky,
Its message spreads on wings that fly –
It rises high with clarion cry:
May frost-bitten Bharat rise alive –
Reborn in youthful springtime's drive.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. In Hindu mythology, Brahma(the creator) is one of the Trimurti (Trinity), along with Vishnu (the preserver) and Shiva (the destroyer).
2. **Brahma's Hour** "Brahma's hour" is the quiet, mystical time just before dawn – roughly 1.5 hours before sunrise – believed to be the most spiritually potent part of the day. In Hindu tradition, this moment is sacred for reflection, meditation, and awakening the soul. It is said to be when Brahma, the creator, bestows clarity and inspiration to those who seek it.
3. In Nazrul's poetic vision, Brahma's hour becomes a cosmic awakening, when light stirs from the east and spiritual rebirth begins – marking the rise of new hope, new resistance, and a new dawn for the oppressed.

পূর্ণ-অভিনন্দন

[গান]*

এস অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র ! এস পূর্ণিমা-পূর্ণচাঁদ !
ভেদ করি পুন বন্ধ কারার অন্ধকারের পাষাণ-ফাঁদ !
এস অনাগত নব-প্রলয়ের মহা সেনাপতি মহামহিম !
এস অক্ষত মোহান্ন-ধৃতরাষ্ট্র-মুক্ত লৌহ-ভীম !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা-মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !
ছয়বার জয় করি কারা-ব্যুহ, রাজ-রাহু-ঋস-মুক্ত চাঁদ !
আসিলে চরণে দুলায়ে সাগর নয়-বহরের মুক্ত-বাঁধ ।
নবগ্রহ ছিড়ি ফণি-মনসার মুকুটে তোমার গাঁথিলে হার,
উদিলে দশম মহাজ্যোতিষ্ক ভেদিয়া গভীর অন্ধকার !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা-মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

স্বাগত শুদ্ধ রুদ্ধ-প্রতাপ, প্রবুদ্ধ নব মহাবলী !
দনুজ-দমন দধীচি-অস্থি, বহির্গর্ভ দস্তোলা !
স্বাগত সিংহ-বাহিনী-কুমার ! স্বাগত হে দেব-সেনাপতি !
অনাগত রণ-কুরুক্ষেত্রে সারথি-পার্থ-মহারথী !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা-মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

নৃশংস রাজ-কংস-বংশে হানিতে তোমরা ধ্বংস-মার
এস অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র, ভাঙিয়া পাষাণ-দৈত্যাগার !
এস অশান্তি-অগ্নিকাণ্ডে শান্তিসেনার কাণ্ডারি !
নারায়ণী-সেনা-সেনাধিপ, এস প্রতাপের হারা-তরবারি !
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা-মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

ওগো অতীতের আজো-ধুমায়িত আগ্নেয়গিরি ধূমশিখ !
না-আসা-দিনের অতিথি তরুণ তব পানে চেয়ে নির্নিমিত্ত ।
জয় বাংলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ !
জয় যুগে-যুগে আসা-সেনাপতি, জয় প্রাণ আদি-অন্তহীন !

স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা-মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

স্বর্গ হইতে জননী তোমার পেতেছেন নামি মাটিতে কোল,
শ্যামল শস্যে হরিৎ ধান্যে বিছানো তাঁহারই শ্যাম আঁচল।
তাঁহারি স্নেহের করুণ গন্ধ নবান্নে ভরি উঠিছে ঐ,
নদীস্রোত-স্বরে কাঁদিছেন মাতা, ‘কই রে আমার দুলাল কই?’
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা-মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

মোছো আঁখি-জল, এস বীর ! আজ খুঁজে নিতে হবে আপন মায়,
হারানো মায়ের স্মৃতি-ছাই আছে এই মাটিতেই মিশিয়া, হায় !
তেত্রিশ কোটি ছেলের রক্তে মিশেছে মায়ের ভস্ম-শেষ,
ইহাদেরই মাঝে কাঁদিছেন মাতা, তাই আমাদের মা স্বদেশ।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা-মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

এস বীর ! এস যুগ-সেনাপতি ! সেনাদল তব চায় হুকুম,
হাঁকিছে প্রলয়, কাঁপিছে ধরণি, উদ্গারে গিরি অগ্নি-ধূম।
পরাদীন এই তেত্রিশ কোটি বন্দির আঁখি-জলে হে বীর,
বন্দিনী মাতা যাচিছে শক্তি তোমার অভয় তরবারির।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা-মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

গল-শৃঙ্খল টুটেনি আজিও, করিতে পারি না প্রণাম পায়,
রুদ্ধ কণ্ঠে ফরিয়াদ শুধু গুমরিয়া মরে গুরু ব্যথায়।
জননীর যবে মিলিবে আদেশ, মুক্ত সেনানী দিবে হুকুম,
শত্রু-খড়্গ-ছিন্ন-মুণ্ড দানিবে ও-পায়ে প্রণাম-চুম।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা-মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর !

* মাদারিপুর শান্তি-সেনা-বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের কারামুক্তি-উপলক্ষে রচিত।

The Utmost Felicitation

Come, O Ashtami's full moon bright! Come, O Purnima's silver light!

Break through the walls of dungeon night, shatter the stony chains of fright!

Come, O herald of storms to be! Supreme commander of destiny!
Come, O iron Bhim, set free from blind Dritarashtra's tyranny!

Hail thee, hero of Faridpur! Braveheart, born of Madaripur!
Jewel of Mother Bengal's core, child of Padma-Bhagirathi's shore!

Six times you downed the prison wall, freed the moon from the shadow's thrall!

Your steps unleashed the ocean's tide – nine years of chains cast aside!

You tore through planets' fated rings, crowned Manasa's head with serpent-kings,

Rose like a tenth celestial flame, piercing the dark with glory's name!

Hail thee, hero of Faridpur! Braveheart, born of Madaripur!
Jewel of Mother Bengal's core, child of Padma-Bhagirathi's shore!

Welcome, pure and fierce in might! Awakened one, new titan bright!

Of Dadhichi's bone your sword is made, from fire-born thunder your vows are laid!

Welcome, lion-rider bold! Commander of divine stronghold!
Come, charioteer of Kurukshetra's dawn – Arjuna's war-soul, battle-drawn!

Hail thee, hero of Faridpur! Braveheart, born of Madaripur!
Jewel of Mother Bengal's core, child of Padma-Bhagirathi's shore!

Strike the Kansa-kingdom down! Let your wrath upon them
frown!
Come, O full moon of Ashtami's night, crush the demon stone-
fort's might!
In these fires of chaos dire, come, the captain of peace's choir!
Come, O blade of valor's fire! Come, our Narayani army's sire!

Hail thee, hero of Faridpur! Braveheart, born of Madaripur!
Jewel of Mother Bengal's core, child of Padma-Bhagirathi's
shore!

O smoldering volcano of past flame, your fiery breath still
speaks your name!
Guest of unborn days you are, we gaze in stillness from afar.
Victory to Bengal's moon of light, eternal soul through darkest
night,
Hail, O ever-returning guide, life's undying, ageless tide!

Hail thee, hero of Faridpur! Braveheart, born of Madaripur!
Jewel of Mother Bengal's core, child of Padma-Bhagirathi's
shore!

Heaven has brought you down in this land, to Mother's lap of
soil and sand –
In fields of green and golden grain, her dark veil spreads across
the plain.
Her love's scent in Nabanna flows, her tears in river-music
glows:
"Where is my child?" she cries in pain – "Where is my darling
boy again?"

Hail thee, hero of Faridpur! Braveheart, born of Madaripur!
Jewel of Mother Bengal's core, child of Padma-Bhagirathi's
shore!

Come, O brave one, dry her tears! Today, reclaim your mother
dear!

Her ashes lost, her memory hushed, lie in this earth, in silence
crushed.

Thirty-three crores of children's blood has soaked her ashes into
mud –

In them she weeps, our Motherland, waiting for strength from
your right hand.

Hail thee, hero of Faridpur! Braveheart, born of Madaripur!
Jewel of Mother Bengal's core, child of Padma-Bhagirathi's
shore!

Come, O general of the age! Your troops await your marching
rage.

Doom calls out, the mountains cry, the earth beneath the flame-
filled sky.

These thirty-three crores of shackled eyes are pleading to your
sword, O wise!

The Mother begs through her chained breath – grant her
freedom, life from death!

Hail thee, hero of Faridpur! Braveheart, born of Madaripur!
Jewel of Mother Bengal's core, child of Padma-Bhagirathi's
shore!

Still unbroken is the chain, still we bow not, still the pain!

In muffled groans, our hearts lament, in silence deep, our cries
are spent.

When Mother sends her final call, and freedom's warriors rise
from thrall,

Then shall we lay at thy feet low heads of foes, by your sword
struck dead!

Hail thee, hero of Faridpur! Braveheart, born of Madaripur!
Jewel of Mother Bengal's core, child of Padma-Bhagirathi's
shore!

Translated by Mohammad Zahir Uddin

Translator's Notes :

1. **Aṣṭamī:** The eighth day (tithi) of the lunar fortnight (paksha) Pūrṇimā-The full moon day and 15th tithi of Shukla Paksha
2. **Bhim:** Bhim is a powerful and historically rich name in Indian culture, especially known from epic mythology and modern Indian history. Here's a full breakdown:
3. **Dhritarashtra:** Dhritarashtra is a major character in the Mahabharata, the ancient Indian epic. He was the king of Hastinapura and the father of the Kauravas, the main antagonists of the Pandavas.
4. **Manasa:** Manasa is a Hindu goddess primarily worshipped in Bengal, Assam, Orissa, and Bangladesh. She is the goddess of snakes, fertility, and healing, and is especially revered for protection against snakebites.
5. **Dadhich:** Dadich is a revered sage (rishi) in Hindu mythology known for his immense sacrifice and spiritual power.
6. **Nabanna:** Nabanna is a traditional Bengali harvest festival celebrating the new rice crop. The word "Nabanna" literally means "new food/grain" – "Naba" means new, and "Anna" means food or rice.
7. **Arjuna:** Arjuna the heroic archer and a central character in the Mahābhārata. Kurukshetra: The battlefield where the Mahābhārata war was fought.
8. **Kansa's Kingdom:** Kansa (or Kamsa) was the evil king of Mathura.
9. **Padma-Bhagirathi:** These are two different names for the same sacred river, depending on geography and mythology.
10. **Nārāyaṇī:** Nārāyaṇī is a powerful and multifaceted name found in Hindu religious texts, devotional literature, and cultural traditions

প্রলয়-শিখা

বিশ্ব জুড়িয়া প্রলয়-নাচন লেগেছে ঐ
নাচে নটনাথ কাল-ভৈরবী তাত্বে থৈ ।
সে নৃত্যবেগে ললাট-অগ্নি প্রলয়-শিখা
ছড়ায় পড়িল হের রে আজিকে দিগ্বিদিক ।
সহস্র-ফণা বাসুকির সম বহি সে
শ্বসিয়া ফিরিছে, জ্বরজ্বর ধরা সেই বিষে ।
নবীন রুদ্র আমাদের তনু-মনে জাগে
সে প্রলয়-শিখা রক্ত উদয়ারণ-রাগে ।
ভরার মেয়ের সম ধরা হয়ে অপহৃতা
দৈত্য-আগারে চলিতে কাঁদিয়া মরে বৃথা;
আমরা শুনেছি লাঞ্ছিতের সে পথ-বিলাপ,
সজল আকাশে উঠিয়াছি তাই বজ্র-শায়ক ইন্দ্রচাপ ।
মুক্ত ধরণী হইয়াছে আজি বন্দীবাস,
নহে কো তাহার অধীন তাহার থল জল বায়ু নীল আকাশ ।
মুক্তি দানিতে এসেছি আমরা দেব-অভিশাপ দৈত্যদ্রাস,
দশদিক জুড়ি জুলিয়া উঠেছে প্রলয়-বহি সর্ব-নাশ !
উর্ধ্ব হইতে এসেছি আমরা প্রলয়ের শিখা অনির্বাণ,
জতুগৃহদাহ-অন্তে করিব জ্যোতির স্বর্গে মহাপ্রয়াণ ।

Cataclysmic Flame

Look! A cataclysmic dance has seized the world — hoi hoi!
There dances Natanatha, kala Bhairava, in rhythmic fire — ta -
thoi-thoi!
In that dance's speed, the forehead's fire of destruction,
Spreads and falls today in every direction.
A thousand-hooded Vasuki's fierce flame,
Breathing, it returns — the fevered poison's claim.
The new Rudra awakens in our body and mind,
That fiery tongue in red-rage intertwined.
The earth, like a kidnapped daughter, oppressed,
Weeps and dies in the demon's cruel nest.
We have heard the wails of that shamed path,
So thunder-bearing Indra raises his wrath.
The free earth today is no longer enslaved,
No longer beneath the hold of water, air, or sky engraved.
We have come to grant freedom — curse on demon dread,
Ablaze all around, the fire of doom widespread!
We rise as the undying flame of destruction's fire,
And after the burning of the House of Lac,
we soar to heaven's pyre.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Note :

1. **Natanatha** - "Lord (Natha) of the Dance." It refers to Shiva, one of the three main gods of Hindu mythology. He is the god of destruction. His cosmic dance symbolizes cosmic creation and destruction.
2. **Bhairava** - A fierce manifestation of Shiva. It represents the raw power of destruction and transcendence.
3. **Ta-thoi-thoi** - the special beat of the Tandava (fierce) dance
4. **Vasuki** - king of serpents (Naga) in Hindu mythology.
5. **Rudra** - Also a manifestation of Shiva
6. **Indra** - King of the gods in Hindu mythology
7. **House of Lac** - a palace made of lacquer (a highly flammable material) in the Indian epic Mahabharata. It was a trap designed to burn the Pandavas alive.

প্রলয়োল্লাস

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্-বোশেখির ঝড় ।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল !
মৃত্যু-গহন অন্ধ-কূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে—
ধূম-ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বলে আসছে ভয়ঙ্কর —
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপ্টা মেঘে গগন দুলায়,
সর্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায় !
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে
দোদুল্ দোলে !
অটুরোলের হটগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

দ্বাদশ রবির বহি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ব্রহ্ম জটায় !
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল-তলে !

বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর 'পর-
হাঁকে ঐ 'জয় প্রলয়ঙ্কর !'
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

মাঠেঃ, মাঠেঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে ।
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ-লুকানো ঐ বিনাশে !
এবার মহা-নিশার শেষে
আসবে উষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে !
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর ।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

ঐ সে মহাকাল সারথি রক্ত-তড়িত চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে বাড়-তুফানে !
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে !
গগন-তলের নীল খিলানে ।
অন্ধ কারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যুপে
পাষণ্ড-ভূপে !

এই তো রে তার আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর-
শোনা যায় রথ-ঘর্ঘর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ?-প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন !
আসছে নবীন-জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে-
মধুর হেসে !

ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর ?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর্ !
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর !-
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

The Ecstasy Of Destruction

Come, make merry and rejoice.
There rages the summer storm
flying the fiah of the New and the Young.

There comes he who had not come so long.
Dancing merrily
drink we will the joy of destruction.
There comes the Terrible
like the fierce executioner of eternal time
across the dark well of death
through smouldering smoke
lighting the torch of thunder.
There, listen to his ringing laughter.
Come, make merry and rejoice!

The wavy locks of his hair
make the sky rock and swing.
Even the ominous comet is his service.
His blood, like an unsheathed sword,
rocks the bosom of the father of the universe.
Look, this wild tumultuous turnoil
has made the shy and the earth still and numb.
Come, make merry and rejoice.

A dozen suns glitter and shine in his burning eyes
And the sorrows of the world cluster in his
tangled and dishevelled hair.
A single drop of his tear
makes the seven seas roll and swell.
In his giant arms he crakles the mother-earth
and cries out, "Welcome, Destruction!"
Come, comrades, make merry and rejoice,

Oh, have no fear!
The deluge will soon overtake the universe.

The final hour is fast drawing near.
The rotting old and the dying decrepit
will now be wiped out for good.
Now at last at the end of the long night of darkness
The glorious dawn will come with a smile
in her soft and tender dress.
Look, there the young moon shines in his
unkempt hair.
Its light will fill your room
and make it glow with a strange radiance.
Come, make merry and rejoice!
There he comes flailing his whip of blood and
lightning,
directing the passage of eternity.
The neighing of his horse reverberates
in the stormy wind
and in the song of thunder.
The blast of his hoofs hits the stars
and scatters them shooting
through the columns of the blue-domed sky.
The gods are all lying in the dead well
of a dark dungeon.
They are tied to the cold stony pillar
of the sacrificial altar.
Indeed this is the time for him
to come triumphantly riding his gorgeous chariot.
O comrades, come, make merry and rejoice!
Why should the sight of destruction frighten you?
All this upheaval is but the birth pain
of a new creation.
There comes the bold new youth
eager to wipe out all that is ugly and decayed.
He comes with his unkempt hair and careless dress
on the wings of the Deluge
with a smile on his lips.
He is the eternal beauty
who knows how to destroy and build again,

Come, make merry and rejoice!
What fear has he
 for whom all this destruction and rebuilding
 is but a gane?
Come, make merry and rejoice,
 and welcome the Beautiful
 who comes today in the garb of the Terrible.

Translated by Kabir Chowdhury

প্রেম ও প্রহার

‘প্রেম’ ও ‘প্রহার’ এই দু’টি মোর নীতি !
এই দু’টি মোর আল্লার দান, গাহি ইহাদেরই গীতি ।
যারা নিপীড়িত যারা নির্জিত দুনিয়ায় নিশিদিন,
তাহাদেরি তরে পথে পথে আমি বাজাই প্রেমের বীণ ।
উহাদের লাগি নিতি ভিখ্ মাগি দুয়ারে দুয়ারে আমি,
ওদেরি মুক্তি চাহিয়া শক্তি যাচিতেছি দিবাযামী ।
প্রাণ যার আছে তারি কাছে চাই উহাদের তরে প্রাণ,
যারা যত পারে উহাদের তরে করুক আত্মদান ।
যুক্তিতে ঐ মুক্তি আসে না, তাই প্রেম দিয়ে ডাকি,
রস-সুন্দর রথ ত্যাগ করে চলি পথ-ধূলি মাখি ।
আত্মারে যারা বন্দি রেখেছে না করে আত্মদান,
যাহাদের ভোগ-বাসনা এনেছে অশেষ অকল্যাণ,
ভিক্ষা চাহিলে ভিক্ষা দেয় না সর্বহারার তরে,
জনগণে রাখি উপবাসী ঘরে ধন সঞ্চিত করে,
ধর্ম যাদের শুধু বঞ্চনা আর বঞ্চিত করা,
মর্মে বেদনা নাই, শুধু যারা চর্ম-মাংসে ভরা,
তাদের প্রাপ্য প্রেম নয়, ওরা গলিবে না কভু প্রেমে,
প্রহার পাইলে উহাদের প্রেম গলিয়া আসিবে নেমে !
প্রেম ও জ্ঞানের কেন্দ্র দেখিবে দিব্য খুলিয়া যাবে,
যেদিন তাহারা আষ্টেপৃষ্ঠে নিদারুণ মার খাবে !

বহু তপস্যা করিয়া জেনেছি ভাই,
প্রেম জাগাইতে প্রহারের মতো অমোঘ ওষুধ নাই !
বনের সিংহ বাঘ পোষ মানে, প্রেম-ভরে চাটে পা,
যদি অকরণ প্রহারের চোটে হাড়ে হাড়ে ফোটে ঘা !
মানব দানব মদ-গব্বীরা সকলেই হয় বশ,
বক্ষে বসিয়া টুটি টিপে যদি খাওয়াও প্রহার-রস !
তাই প্রহারের সেনাদল চাই শৌর্য-দীপ্ত প্রাণ,
জরা ও মরায় তরায় যাহারা নিত্য-নৌজোয়ান ।
পুরুষের বেশ, পৌরুষ নাই-দেখিবে ভারত-ভরা
ক্লৈব্য-ক্লিষ্ট, ভব্য আচার, সভ্য পোষাক পরা !
যুদ্ধের নামে নিশ্বাস হয় রুদ্ধ, হাত-পা ভয়ে

উদার উদরে প্রবেশিতে চায় যেন আড়ষ্ট হয়ে !
 ভূয়ো তর্কের তুর্কি-নাচন সহসা থামিয়া যায়,
 বুদ্ধি পলায় কুর্দিস্থানে আশ্রয় খুঁজি, হায় !
 বস্তা-বোঝাই-প্রস্তাব ভোট পথে যায় গড়াগড়ি,
 জাতিভেদ ভুলে কাঁদে সবে করে রেল-রথে জড়াজড়ি ।
 হাসি পেট ভরে, রাশি রাশি এই বাসি-মড়াদের দেখে,
 আশুন জ্বলিবে ইহাদেরই দেহে প্রেমের তৈল মেখে !
 অন্তরে যার নিত্যোৎসবে যৌবন ফাগুনের,
 তাহারাই সেনা, তাহারাই চেনা, আত্মীয় আশুনের ।
 আশুনোৎসবে মাতিতে পারে যে, ফাগুনোৎসবে সেই
 রণ-উন্মাদ যৌবন-বন-বিহারী ! মৃত্যু নেই
 কোনো কালে তার ! সেই ফিরে ফিরে আসে
 এই পৃথিবীর যৌবন-বনে, উদ্দাম-রণ-রাসে !
 ইহাদেরই রণ-নৃত্যের তালে পদতলে হয় গুঁড়া
 ভোগ-বিলাসীর তখত ও তাজ, লীলা-প্রাসাদের চূড়া ।
 ইহারাই প্রেমলোক হতে আসে প্রহার-অস্ত্র হাতে,
 ইহারাই আনে বিজয়োগ্লাস ধরণীর আঙিনাতে !
 এরা দুর্জয়, এরা নির্ভয়, এরা আল্লার সেনা,
 এরাই ফোটায় নিরাশার বনে আশার হাস্নাহেনা !
 অসুন্দরের সংহার করে সুন্দর করে ধরা,
 ইহাদেরই তেজে অসি বশীভূতা, সাথী ও স্বয়ম্বর ।
 এরা ঘনঘোর নিশীথ প্রহরী প্রবল প্রহার হাতে
 দুর্বল মানুষের বল হয়ে লড়ে অমানুষ-সাথে !
 সংঘবদ্ধ হয়ে আজ এরা এসেছে রঙ্গ-নটে,
 আঁকিবে নতুন ছবি এরা পৃথিবীর প্রচ্ছদপটে !
 যারা দুর্বল, যারা অসহায়, এরা তাহাদেরি প্রেমে
 পেয়ে আল্লার সহায়-শক্তি ধরায় এসেছে নেমে ।
 বলহীনে এরা রক্ষা করিবে, বলীরে দানিবে বলি,
 এক হাতে ভীম প্রহরণ, আর হাতে প্রেম-অঞ্জলি
 লয়ে এরা জনগণের আলয়ে এসেছে চৌকিদার,
 যার যা প্রাপ্য পাইবে এবার, প্রেম অথবা প্রহার !
 প্রেম ও প্রহার-চমৎকার কি নয় আমার এ নীতি ?
 প্রহারে করিব সংহার, প্রেমে ঘুচাব সর্বভীতি ।

Love And Lashes

‘Loving’ and ‘lashing’,
these are my two guiding principles! Two grants bestowed by
Allah,
I ardently sing their song.
For those subjugated day and night
I roam around and play the Vina of Love. For them I ever ask
for alms, wandering steadily from door to door;
For their liberation I ever offer my strength.
To those possessing life’s vibration
I ask they grant energy to the oppressed; Whoever can should
sacrifice for their sake. This liberation will not come via
disputations, by use of rational thought.
With love and affection I make my appeal. Stepping down from
my golden chariot, I besmear myself with the road’s dust.
Those who’ve kept their souls confined, refusing to make any
self-sacrifice; Whose eagerness to indulge and enjoy has caused
untold sufferings;
Those who don’t give alms
to the proletariat when they’re asked for; Who let the people
stay famished while piling up wealth in their homes; Whose
hearts are hardened,
even as their own bellies are bulging:
They don’t deserve to receive love, for they’ll never mellow
by being bestowed with affection; Only if they are beaten up,
thrashed,
will they shower us with their feelings of love!
The very day they’ll be thoroughly beaten they will
demonstrate, miraculously they possess a core of wisdom and
love.
Brother, through lots of austere practices I’ve come to realize:
lashing is an unfailing medicine.
It helps arouse love as no other drug does!
Once the monkeys and tigers of the forest have been tamed,
they start caressing with their paws. Provided the strokes of
merciless beating really result in a wound!

Human and devilish braggards all boss it over. Perhaps they'll
even make us drink blood while seated on our breasts, pressing
us down! So we want a true army
Imbued with heroism, ready to strike. We want people who slay
like Durga, who die or rescue like brave navy men.
There are plenty of males, but in India we lack manliness.
It is painful to see cowardice all around. Well behaved men
wearing civilized dresses. The moment they hear the word 'war'
their breathing stops!
With trembling legs and benumbed
they want to usher into fighting, but gently!
Suddenly all your debates are struck dumb, Hey, all your high
knowledge and wise words will fly off to Kurdistan;
All the ponderous views and plans burdening you are suddenly
dropped.
But people are bound to shed tears, discarding all thoughts
of divides between caste and creed. They hug and embrace each
other,
at public places, while riding the carriage.
We'll burst into laughter,
seeing these heaps of smelling corpses. Flames of fire will
consume their bodies, Their corpses oiled by the butter of love.
Those who in inner amusement
daily celebrate their spring-time Phalgun youth They are the
fighters we recognize;
their fire, their strength is our own.
He who revels in celebrating the festival of fire, he's ecstatic in
battle, at Falgun's feast.
Like the young charmer dallying in the forest* he'll never die, in
no epoch, no era to come.
For he ever again turns up
at the forest-feast of this world's youth, -
at the battlefield Krishna is dancing unrestrained.
On the beat of their war dance, trampled down under their feet,
the coronets and thrones
of the luxury-seekers are pulverized,
all the free sporting and enjoyments are crushed.

They, the young have come as loving beings carrying lethal arms
in their hands.

They bring jubilation, victory's cries to the courtyard of the
world.

They are daring, they're fearless, they are Allah's courageous
soldiers.

In the forest of the hopeless, of despair

they make the sweet scented Hasnahena flower bloom. By
killing whatever is ugly, the Beauteous is upheld.

The sword they wield is enchanting,

like a chosen companion and partner in love.

They are awake in the dense darkness of the night, sentries with
fierce hitting power stand guard.

As the powerful on behalf of the vulnerable, they wage battle
with the brutes.

Today they have come as a troop of dancers;

Tomorrow they'll paint a fresh picture on the cover of the world.

Out of love for the weak and the helpless, they have descended
into war

with God's support and strength.

They'll protect the defenseless,

while offering the powerful as sacrifice. In one hand they hold a
terrible weapon, in the other hand the palm of love.

Even as they go on destroying,

they are guardians, chowkidar, at people's abodes. Each person
this one time will get his due.

It's either love or lashes.

Isn't this a great principle, - either lashes or love? With my lashes
I will slaughter;

With my love I'll remove all fear.

Translated by Peter Custers

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্ [আবির্ভাব]

নাই তা-জ

তাই লা-জ ?

ওরে মুসলিম, খর্জুর-শীষে তোরা সাজ !
করে তসলিম হর কুর্নিশে শোর্ আ-ওয়াজ
শোন্ কোন্ মুজ্‌দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা-মাঝ !

উরজ্‌ য়্যামেন্‌ নজ্‌দ হেজাজ্‌ তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান্‌ তিহারান-স্মরি কাহার বিরাত নাম,
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম্‌ ।'

চলে আন্‌জাম

দোলে তান্‌জাম

খোলে হুর-পরি মরি ফিরদৌসের হাম্মাম !

টলে কাঁথের কলসে কওসর ভর, হাতে 'আব্‌-জম-জম্‌-জাম্‌' ।

শোন্ দামাম কামান্‌ তামাম্‌ সামান্‌
নির্ঘোষি কার নাম

পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম্‌ ।'

২

মস্‌ তান !

ব্যস্‌ থাম্‌ !

দেখ্‌ মশ্‌গুল্‌ আজি শিস্তান্‌ বোস্তান্‌,
তেগ্‌ গর্দানে ধরি দারোয়ান্‌ রোস্তাম ।

বাজে কাহারবা বাজা, গুল্‌জার গুলশান্‌
গুল্‌ফাম !

দক্ষিণে দোলে আররি দরিয়া খুশিতে সে বাগে-বাগ,
পশ্চিমে নীলা 'লোহিতে'র খুন-জোশীতে রে লাগে আগ,
মরু সাহারা গোবিতে সব্‌জার জাগে দাগ !

নুরে কুর্শির
পুরে 'তুর'-শির,

দূরে ঘূর্ণির তালে সুর বুনে হুরি ফুর্তির,
বুরে সুখীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরানি দুরানি তুর্কির !

আজ বেদুইন তার ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া
ছুড়ে ফেলে বল্লম
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম' ।

৩

'সাবে ঈন্'
তাবে ঈন্
হয়ে চিল্লায় জোর 'ওই ওই নাবে দীন !'
ভয়ে ভূমি চুমে 'লাত্ মানত'-এর ওয়ারেশিন ।
রোয়ে "ওয্যা-হোবল্" ইবলিস্ খারেজিন,-
কাঁপে জিন্ !
জেদার পুবে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্বত,
তারি মাঝে 'কাবা' আল্লার ঘর দুলে আজ হর ওজ্,
ঘন উথলে অদূরে 'জম্-জম্' শরবৎ !
পানি কওসর,
মণি জওহর
আনি 'জিবরাইল' আজ হরদম দানে গওহর,
টানি, মালিক-উল্-মৌত্ জিজির-বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লৌহর ।
হানি বরষা সহসা 'মিকাইল' করে
উষর আরবে ভিক্ষা,
বাজে নব সৃষ্টির উল্লাসে ঘন 'ইসরাফিল'-এর শিঙ্গা !

৪

জএং জাল্
কঙ্ কাল
ভেদি,-ঘন জাল মেকি গণ্ডির পঞ্জার
ছেদি,-মরুভূতে একি শক্তির সঞ্চার !
বেদি,-পঞ্জরে রণে সত্যের উষ্কার
ওষ্কার !
শঙ্কারে করি লঙ্কার পার কার ধনু-টঙ্কার
হুঙ্কারে ওরে সাচ্চা-সরোদে শাশ্বত বঙ্কার ?
ভূমা-নন্দে রে সব টুটেছে অহংকার !

মর- মর্মরে
নব- ধর্ম রে
বড় কর্মরে দিল ঈমানের জোর বর্ম রে,
ভর্ দিল জ্ঞান-পেয়ে শান্তি নিখিল ফিরদৌসের হর্ম্য রে !
রণে তাই তো বিশ্ব-বয়তুল্লাতে
মন্ত্র ও জয়নাদ-
‘ওয়ে মারহাবা ওয়ে মারহাবা এয় সর্ওয়ারে কায়েনাত !’

৫

শর্- ওয়ান
দর্- ওয়ান
আজি বান্দা যে ফের্উন শাদ্দাদ্ নম্‌রুদ মারোয়ান ;
তাজি বোররাক্ হাঁকে আস্মানে পরওয়ান,-
ও যে বিশ্বের চির সাচ্চারই বোরহান-
‘কোর্-আন’ !
‘কোন্ জাদুমণি এলি ওরে’-বলি রোয়ে মাতা আমিনায়,
খোদার হাবিবে বুকে চাপি’, আহা, বেঁচে আজ স্বামী নাই !
দূরে আব্দুল্লার রুহ্ কাঁদে ‘ওরে আমিনারে ‘গমি’ নাই-
দেখ সতী তব কোলে কোন্ চাঁদ সব ভর-পুর ‘কমি নাই ।’
‘এয় ফর্ জন্দ’-
হায় হরদম্
ধায় দাদা মোত্লেব্ কাঁদি’,-গায়ে ধুলা কর্দম !
‘ভাই । কোথা তুই?’ বলি’ বাচ্চারে কোলে কাঁদিছে
হাম্‌জা দুর্দম !
ওই দিক্‌হারা দিক্‌পার হ’তে জোর-শোর আসে,
ভাসে ‘কালাম’-
‘এয় শাম্‌সোজ্জোহা বদরোদ্দোজা কামারোজ্জম্মা সালাম !’

কুঞ্জিকা : তাজ - মুকুট । তসলিম্ - সালাম, প্রণাম । শোর্-আওয়াজ - বিরাট বিপুল ধ্বনি । মুজ্‌দা - খোশ্‌ খবর, সুসংবাদ । হেরা - আরবের হেরা নামক পর্বত । এই গিরি-গুহায় হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন । উরজ্‌, য্যামেন, নজ্‌দ, হেযাজ্‌, তাহামা - আরবের পাঁচটি প্রদেশের নাম । ইরাম - মেসোপটেমিয়া প্রদেশ । শাম - সিরিয়া প্রদেশ । মেসের - মিশর দেশ । ওমান - আরবের এক ছোট রাজ্য । সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম্ - আরবি ভাষায় উচ্চারিত ‘দরুদ’ বা

শান্তিবাণী। মুসলমান মাগেরই হজরতের নামের শেষে এই ‘দরুদ’ পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। ইহার অর্থ – ‘তঁাহার উপর খোদার শান্তি ও করুণাধারা বর্ষিত হউক।’ আজ্জাম – আয়োজন। তাজ্জাম – সওয়ারি। ফিরদৌস – স্বর্গ। হাম্মাম – স্নানাগার। কওসর – অমৃত। ভর – ভরা, পূর্ণ। হুর-পরী – অল্লরী-কিন্নরী। আব্-জম্ জম্ – মক্কার ‘জমজম’ নামক কূপের পবিত্র পানি। জাম – পেয়লা। দামাম – দামামা। তামাম – সমস্ত। সামান – সাজ-সরজ্জাম। মস্-তান – মন্তানা, পাগলা। ব্যস্ থাম – ব্যস্, থামো ! শিস্তান-বোস্তান – শিস্তানের ফুল-বাগিচা। তেগ – তলোয়ার। গর্দানে – ক্ষুদ্রে। রোস্তাম – পারস্যের জগদ্বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর। কাহারবা – তালের নাম। গুল্জার – মাত। গুলশান – পুষ্প-বাটিকা। গুল্ফাম – গোলাবি রঙিন। আরবি দরিয়া – আরব সাগর। খুশিতে বাগে বাগ্ – আহ্লাদে আটখানা। নীলা – নীলবর্ণ জলবিশিষ্ট। লোহিতের – লোহিত সমুদ্রের। খুন-জোশিতে – রক্ত-উত্তেজনায়। আগ – আগুন। সাহারা, গোবি – দুই বিশাল মরুভূমির নাম। সব্জার – হরিতের। নূরে – জ্যোতিতে। কুর্শি – খোদার সিংহাসনের আসন। তুর – আরবের তুর নামক পর্বত। সুখীর-লালিমার। লালী – অরুণিমা। ইরানি – পারস্যের অধিবাসী। দুরানি – কাবুলি। তুর্কি – তুরস্কের অধিবাসী। ‘সাবেঈন’-আরবের মূর্তিপূজকগণ। ‘তাবেঈন’-আজ্জাবহ। চিল্লায়-চিৎকার করে। ‘দীন’-সত্যধর্ম। ‘লাত্ মানাত’ – আরবের মূর্তিপূজকগণের ঠাকুরদের নাম। ওয়ারেশিন-উত্তরাধিকারিগণ, (এখানে) ঐ মূর্তিসমূহের দলবল। ‘ওয্যা হোবল’ – আরব মূর্তি-পূজারীদের দুই প্রধান প্রতিমা। ইব্লিস – শয়তান। খারেরজিন – এক বদমায়েশ সম্প্রদায়। জীন – দৈত্য ; genii. জেদ্দা – জেদ্দা বন্দর। মদিনা – শহর (‘মদিনা’ নামক শহর নয়)। ‘কাবা’ – মক্কার বিশ্ববিখ্যাত মস্জিদ। হরু ওত্ত – সর্বদা। হরদম – সদাসর্বদা। গওহর – মতি। মালিক-উল-মৌত – ফেরেশতার (স্বর্গীয় দূত) নাম ; জীবের জীবন-সংহার এই যমরাজের হাতে। জিজির – শৃঙ্খল। ‘মিকাইল’ – ফেরেশতা। ভিজা – সরসা। ইসরাফিল – প্রলয়-বিষাণ-মুখে এক ফেরেশতা : জঞ্জাল – জঞ্জাল। কঙ্কাল – কঙ্কাল। সরোদ – এক তারের যন্ত্রের নাম। ঈমান – বিশ্বাস। বিশ্ব-বয়তুল্লাহ – বিশ্বরূপ ‘কাবা’ বা আল্লার ঘর। ওয়ে – ওগো, বাছা। মারহাবা – সাবাস। ‘সরওয়ারে কায়েনাত’ – সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। “শরওয়ান” – নওশেরওয়ান নামক পারস্যের বিখ্যাত দানশীল বাদশাহ। বান্দা – ছজুরে-হাজির গোলাম, বন্দনাকারী। ফেরাউন, শাদ্দাদ, নমরুদ, মারওয়ান – বিখ্যাত ঈশ্বরদ্রোহী সব। তাজি – দ্রুতগামী অশ্ব। বোররাক – উচ্চৈশ্বর্যের মতো স্বর্গের শ্রেষ্ঠ অশ্ব। আসমান – আকাশ। পরওয়ান – পরোয়ানা। সাচ্চাই – সত্যেরই। বোরহান – প্রমাণ। রোয়ে – কাঁদে। আমিনা – হজরত মোহাম্মদ (দ.) জননীর নাম। খোদার হাবিব – আল্লার বন্ধু (হজরতের খেতাব)। আবদুল্লাহ – হজরতের স্বর্গগত পিতা। রুহ্ – আত্মা। ‘গমি’ – দুঃখ। ‘গমি নাই’ – দুঃখ ক’রো না। ভরপুর – পূর্ণ। ‘কমি’ – অপূর্ণ। ‘কমি’ নাই – আজ কিছু অপূর্ণ নাই।

Fateha-i-Doazdaham [Appearance]

the glowing throne of God,
and in the distance one hears the houris
singing in wild abandon
as they dance like whirlwind!
Today the Bedouin, giving up his horse,
throws away his spear and recites;
"Sallal Allahu-Salam!"

The idol worshippers of Arabia loudly shout today,
"The true religion has come!"
The successors of Lat-Manat bow low
and kiss the dust,
and in fear tremble Ojja, Hobol, Kharejin
and all the genii and Satan!
On the east of Jedda, surrounded on
all four sides by hillocks, are Mecca and Medina,
and in their midst kaaba, the house of God,
constantly hums,
while close by bubble the heavenly
waters of jamjam!
Today Gabriel showers on all precious pearls,
the Angel of Death hars
the gateway to Death!
And Mikail suddenly brings in the rains
making parched Arabia wet!

And with the joy of a new creation
the bugle of Israfil sounds again and again!

Piercing the veil of all falsehood, all debris
and dry skeletons,
what a mighty force has dawned in this desert land!
Today the voice of truth rings out
from the holy altar!
And, look, who has taken up a glorious
bow and arrow,
from whose taut string issues forth

a loud reverberating sound,
driving away all fear across the distant seas,
making the sarod sing
a tune that will live for all eternity?
At the advent of a heavenly joy
all pride has disappeared,
and man's religion has armed man's noble task
with the armour of faith.
Today the heart is full of peace
and heavenly bliss
That is why the house of God is resonant
With the victorious chant;
"Welcome, Welcome,
welcome, O the finest fruit
of all creation!"

Naoshervan is a mere doorman today;
Firaoun, Shaddad, Nimrod and Marwan
are like so many humble slaves.

The fleet footed Borrak neighs aloud
in the sky
and testifies to the truth of Quran
for all the world
and for all time.

Alas, mother Amina's husband is no longer alive;
she presses the friend of God unto her breast
and murmurs, "My darling,
O my darling,"
while from the distance Abdullah's soul
cries out,

"O Amina, weep not,
Look at the moon in your arms;
you do not lack anything any more,
everything is full to the brim!"
Grandpa Motaleb, his body coated with dust,
breathlessly rushes forward and calls out

with tears in his eyes;
 “Welcome, our family’s progeny!”
And intrepid Hamza, with the baby in his arms,
 cries, “Where have you gone,
 O my brother dear?”
 Listen! From all directions
 from every corner
 from far and near
comes the sound of a resounding chorus;
“O Shamsuzzoha Badruddoja
Qamruzzama Salam!”

Translated by Kabir Chowdhury

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্ [তিরোভাব]

এ কি বিস্ময় ! আজরাইলেরও জলে ভর-ভর চোখ !

বে-দরদ দিল্ কাঁপে থর-থর যেন জ্বর-জ্বর-শোক ।

জান-মরা তার পাষাণ-পাঞ্জা বিল্কুল টিলা আজ,

কব্জা নিসাড়, কলিজা সুরাখ, খাক চুমে নীলা তাজ ।

জিব্রাইলের আতশি পাখা সে ভেঙ্গে যেন খানখান,

দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ তবু জান অনচান !

মিকাইল অবিরল

লোনা দরিয়ার সব জল

ঢালে কুল মুল্লুকে, ভীম বাতে খায় অবিরল ঝাউ দোল ।

একি দ্বাদশীর চাঁদ আজ সেই? সেই রবিউল আউওল?

২

ঈশানে কাঁপিছে কৃষ্ণ নিশান, ইসরাফিলেরও প্রলয়-বিষাণ আজ

কাত্রায় শুধু ! গুমরিয়া কাঁদে কলিজা-পিষানো বাজ !

রসুলের দ্বারে দাঁড়ায়ে কেন রে আজাজিল শয়তান?

তারও বুক বেয়ে আঁসু ঝরে, ভাসে মদিনার ময়দান !

জমিন-আসমান জোড়া শির পাঁও তুলি তাজি বোররাক্,

চিখ মেরে কাঁদে 'আরশে'র পানে চেয়ে, মারে জোর হাঁক !

হর-পরী শোকে হায়

জল- ছল ছল চোখে চায় ।

আজ জাহান্নামের বহ্নি-সিন্ধু নিবে গেছে ক্ষরি জল,

যত ফিরদৌসের নার্গিস্-লালা ফেলে আঁসু-পরিমল ।

৩

মৃত্তিকা-মাতা কেঁদে মাটি হলো বুকে চেপে মরা লাশ,

বেটার জানাজা কাঁদে যেন-তাই বহে ঘন নাভিশ্বাস !

পাতাল-গহরে কাঁদে জিন, পুন মলো কি রে সোলেমান?

বাচ্চারে মৃগী দুধ নাহি দেয়, বিহগীরা ভোলে গান !

ফুল পাতা যত খসে পড়ে, বহে উত্তর-চিরা বায়ু,

ধরণির আজ শেষ যেন আয়ু, ছিঁড়ে গেছে শিরা-স্নায়ু !

মক্কা ও মদিনায়

আজ শোকের অবধি নাই ।

যেন রোজ-হাশরের ময়দান, সব উন্মাদ সম ছুটে ।
কাঁপে ঘন ঘন কাবা, গেল গেল বুঝি সৃষ্টির দম টুটে ।

৪

নকীবের তুরী ফুৎকারি' আজ বারোয়ার সুরে কাঁদে,
কার তরবারি খান খান করে চোট মারে দূরে চাঁদে?
আবুবকরের দর দর আঁসু দরিয়ার পারা ঝরে,
মাতা আয়েশার কাঁদনে মূরছে আসমানে তারা ডরে !
শোকে উন্মাদ ঘুরায় উমর ঘূর্ণির বেগে ছোরা,
বলে 'আল্লাহ আজ ছাল তুলে নেবো মেরে তেগ, দেগে কোঁড়া ।'
 হাঁকে ঘন ঘন বীর—
 'হবে জুদা তার তন শির,
আজ যে বলিবে নাই বেঁচে হজরত—যে নেবে রে তাঁরে গোরে ।'
আর দারাজ দস্তে তেজ হাতিয়ার বোঁও বোঁও ক'রে ঘোরে !

৫

গুম্বজে কে রে গুমরিয়া কাঁদে মসজিদে মসজিদে?
মুয়াজ্জিনের হোঁশ নাই, নাই জোশ চিতে, শোষ হুদে !
বেলালেরও আজ কণ্ঠে আজান ভেঙে যায় কেঁপে কেঁপে,
নাড়ি-হেঁড়া এ কি জানাজার ডাক হেঁকে চলে ব্যোপে ব্যোপে !
উসমানের আর হুঁশ নাই কেঁদে কেঁদে ফেনা উঠে মুখে,
আলী হাইদর ঘায়েল আজি রে বেদনার চোটে ধুঁকে !
আজ ভোঁতা সে দু'ধারী ধার
ঐ আলীর জুলফিকার !
আহা রসুল-দুলালী আদরিণী মেয়ে মা ফাতেমা ঐ কাঁদে,
'কোথা বাবাজান!' বলি' মাথা কুটে কুটে এলো-কেশ নাহি বাঁধে !

৬

হাসান-হুসেন তড়পায় যেন জবে-করা কবুতর,
'নানাজান কই !' বলি' খুঁজে ফেরে কভু বা'র কভু ঘর ।
নিবে গেছে আজ দিনের দীপালি, খসেছে চন্দ্র-তারা,
আঁধিয়ারা হয়ে গেছে দশ দিশি, বারে মুখে খুন-বারা !
সাগর-সলিল ফোঁপায়ে উঠে সে আকাশ ডুবাতে চায়,

শুধু লোনা জলে তার আঁসু ছাড়া কিছু রাখিবে না দুনিয়ায় !
 খোদ খোদা সে নির্বিকার,
 আজ টুটেছে আসনও তাঁর !
 আজ সখা মহবুবে বকে পেতে দুখে কেন যেন কাঁটা বেঁধে,
 তারে ছিনিবে কেমনে যার তরে মরে নিখিল সৃষ্টি কেঁদে !

9

বেহেশত সব আরান্তা আজ, সেথা মহা ধূম-ধাম,
গাহে ছুর পরি যত, 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।'
কাতারে কাতারে করজোড়ে সবে দাঁড়ায়ে গাহিছে জয়,-
ধরিতে না পেরে ধরা-মার চোখে দর দর ধারা বয়।
এসেছে আমিনা আবদুল্লা কি, এসেছে খদিজা সতী?
আজ জননীর মুখে হারামগি-পাওয়া-হাসা হাসে জগপতি !
 'খোদা, একি তব অবিচার !'
 বলে কাঁদে সুত ধরা-মার।
আজ অমরার আলো আরো বলমল, সেথা ফোটে আরও হাসি,
শুধু মাটির মায়ের দীপ নিভে গেল, নেমে এলো অমা-রাশি !
 * * * *

আজ স্বরগের হাসি ধরার অশ্রু ছাপায়ে অবিশ্রাম
ওঠে এ কী ঘন রোল-'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।'

ঈমান - বিশ্বাস। বিশ্ব-বয়তুল্লাহ্ - বিশ্বরূপ ‘কাবা’ বা আল্লামার ঘর। ওয়ে - ওগো, বাছা। মারহাবা - সাব্বাস। ‘সরওয়ায়ে কায়েনাত’ - সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। “শরওয়ান” - নওশেরওয়ান নামক পারস্যের বিখ্যাত দানশীল বাদশাহ্। বান্দা - হুজুরে-হাজির গোলাম, বন্দনাকারী। ফেরাউন, শাদ্দাদ, নমরুদ, মারুওয়ান - বিখ্যাত ঈশ্বরদ্রোহী সব। তাজি - দ্রুতগামী অশ্ব। বোর্রাক - উচ্চৈঃশ্রবাস মত স্বর্গের শ্রেষ্ঠ অশ্ব। আসমান - আকাশ। পরওয়ান - পরোয়ানা। সাচ্চাই - সত্যেরই। বোরহান - প্রমাণ। রোয়ে - কাঁদে। আমিনা - হজরত মোহম্মদ (দঃ) জননীর নাম। খোদার হাবিব - আল্লামার বন্ধু (হজরতের খেতাব)। আবদুল্লাহ্ - হজরতের স্বর্গগত পিতা। রুহ্ - আত্মা। ‘গমি’ - দুঃখ। ‘গমি নাই’ - দুঃখ ক’রো না। ভর-পর - পূর্ণ। ‘কমি’ - অপূর্ণ। ‘কমি’ নাই - আজ কিছু অপূর্ণ নাই।

আজরইল - যমদূত। বে-দরদ - নির্মম। সুরাখ - বাঁঝরা। খাক্ - মাটি। নীলা তাজ - আজরাইলের মাথার তাজ নীলবর্ণ। জিবরাইল - প্রধান ফেরেশতা ও স্বর্গীয় বার্তাবহ। আতশি - অগ্নিময়। মিকাইল - একজন ফেরেশতার নাম। কুল মুলুকে - সর্বদেশে। ইসরাফিল - প্রলয়বিষাণধারী ফেরেশতা। রসুল - প্রেরিত পুরুষ। আজাজিল - শয়তানের নাম। তাজি বোররাক - বোররাক নামক স্বর্গীয় ঘোড়া। আরশ - খোদার সিংহাসন। ফিরদৌস - বেহেশত, স্বর্গবিশেষের নাম। নারগিস্ লালা - ফুলের নাম। তন্ - দেহ। দরাজ দস্তে - বিশাল হাতে। জুল্ফিকার - হজরত আলীর তলোয়ার। মহবুব - প্রিয়।

Fateha-i-Doazdaham [The Passing Away]

What an amazing sight is this!
Tears well up even in Azrail's eyes!
His stont heart lies in a sea of grief
 trembling like a leaf.
His iron fist, ever alert to make the kill,
 is weak and palsied,
his mind dull and inert, his heart lacerated,
his blue headgear kissing the dust in despair!
Even Gabrilel's fiery wings appear to be pieces.
The debt of the world is all but paid,
and yet the heart is full of pain.
Mikail ceaselessly pours all the waters
of the salty seas on the bosom of the earth.
In the dark still night pine branches swing
 endlessly in the stormy wind.
Is this the same moon of the twelfth night?
Is this the same Rabiul Awwal?
In the northeastern sky a dark flag flies.
Even Israfil's bugle of annihilation cries weakly.
The heartcrushing thunder, too, weeps
 in inconsolable grief.
O Azrail Satan, why do you stand at the
 prophet's door?
But even in his eyes tears well up
and they flood the plains of Medina!
The mighty Borrak raises his head
and with his prancing feet spans the earth
 and the sky;
he looks at God's throne and neighs angrily
 and yet with pity!
All the angels and fairies weep today,
Even the flames of Hell die
leaving only a sea of weary waters.
Today even all the nargis lala of Firdous
 break down in a flood of tears.

Mother earth clasps to her bosom
the corpse of her son,
her whole body shakes with deep sighs,
and in the caves of hell mourn the genii.
Well, did Solomon die a second death?
The doe does not care today for her young ones,
they go without their mother's milk,
The birds, too, have forgotten to sing.
All the leaves and flowers fall off from the trees
and a chilly north wind blows heavily.
The world seems to have reached the end of her days,
all her veins and arteries appear to have snapped.
Mecea and Medina, overwhelmed with grief,
look desolate and dead.
It seems all have assembled in the plain
of Roz-Hashr
and are now crazily running about everywhere.
Even the Kaaba trembles violently every now and then.
The whole creation seems to be suffocating!

All happy tunes sound weak and subdued;
a sad strain pervades the whole atmosphere.
Whose sharp edged sword strikes at the distant moon?
Tears roll down Abu Bakr's cheeks in an endless stream,
and mother Ayesha's cry frightens even the stars
in the sky.
Maddened with grief, Omar brandishes his sword
and cries,
"I shall not spare even God,
Him I shall Kill!"
Bereft of his senses the mighty hero rants,
"Who says that prophet is dead?
Who wants to take his body to the grave?
Let him come near, and I'll sever
his head from his neck!"
Wildly swinging his sword he rants
in this fashion.

Who cry with such broken hearts
in the mosques and over the domes and minarets?
The muazzin, too, is upset.
Deep is his grief, his heart dull and heavy.
Even Bela's voice breaks in uncontrollable anguish
as he recites the azan!
The call for janaza, as it tearfully trembles
in the air,
seems to pluck one's heart out!
grief-stricken Usman lies in a swoon,
and the heroic Ali sobs like a child,
sorrow and pain have blunted his
double edged Zulfiquar!
And, look, there the prophet's darling daughter

Fatima sobs in heart-breaking grief.
"Where has father gone?", she cries,
and wildly runs about with her uncombed hair,
all disheveled and awry.

Hassan and Hossain writhe on the ground
like two stricken doves,
"Where has grandpa gone?", they wail,
and look for him everywhere.
The day has lost its sun,
the night its moon and stars.
The world looks somber and dark
and all eyes shed tears of blood.
The seven seas churn and foam
and appear to drown the heavens above,
they seem to be sweeping away the whole universe,
leaving nothing behind but a vast ocean
of salty tears.
Even God looks sad and restless,
He longs to clasp His friend to His breast,
and yet a strange pain sears His heart;
how can He snatch one away from the

bosom of the earth
for whom the whole creation laments
in this fashion!
There is a great rejoicing in Heaven today.
A mood of festivity prevails there.
All the angels and fairies heartily sing;
 "Salla Allahu-Allaihe-Salam!"
They stand row after row with folded hands
 and sing the prophet's praise.
Tears well up only in mother earth's eyes!
Have Amina, Abdullah and the everdevoted
 Khadija come?
Look! A gracious smile lights up the face
 of even the Lord of the universe!
Only the children of mother earth lament;
 "What is this injustice of yours, O God?"
Today the bright lights of Heaven grow brighter still,
 and a happier laughter rings out there,
while mother earth's light dies
and an inky blackness engulfs her!

Today over the tears of the earth
Heaven's laughter rings out endlessly,
and like the roaring of the ocean
from every corner resound the words:
 "Salla Allahu-Alaihe-Salam!"

Translated by Kabir Chowdhury

বড় দিন

বড়লোকদের 'বড়দিন' গেল, আমাদের দিন ছোটো,
আমাদের রাত কাটিতে চায় না, ক্ষিদে বলে, 'নিধে! ওঠো!'
খেটে খুটে শুতে খাটিয়া পাই না, ঘরে নাই ছেঁড়া কাঁথা,
বড়দের ঘরে কত আসবাব, বালিশ বিছানা পাতা!
অর্ধনগ্ন-নৃত্য করিয়া বড়দের রাত কাটে,
মোদের রক্ত খেয়ে মশা বাড়ে, গায়ে আরঙলা হাঁটে।
আঁচিলের মতো ছারপোকা লয়ে পাঁচিল ধরিয়া নাচি,
মাল খেয়ে ওরা বেসামাল হয়, মোরা কাশি আর হাঁচি!
নানা রূপ খানা খেতেছে, ষণ্ড অণ্ড ভেড়ার টোস্ট,
কুলুকুলু করে আমাদের পেট, যেন 'হনলুলু কোস্ট'।
চৌরঙ্গিতে বড়দিন হইয়াছে কী চমৎকার,
গৌরজাতির ক্ষৌরকর্ম করেছে! অমৎ কার?
মদ খেয়ে বদহজম হইয়া বাঙালির মেয়ে ধরে,
শিক্ষাও পায় শিখ-বাঙালির থাপপড় লাথি চড়ে!
এ কি সৈনিক-ধর্ম, এরাই রক্ষী কি এদেশের?
সর্বলোকের ঘৃণ্য ইহারা কলঙ্ক ব্রিটিশের।
যে সৈনিকের হাত চাহে অসহায় নারী পরশিতে,
চাহে নারীর ধর্ম নিতে,

বীর ব্রিটিশের কামান যে নাই সেই হাত উড়াইতে।
হায় রে বাঙালি, হায় রে বাঙলা ভাত-কাঙালের দেশ,
মারের বদলে মার দেয় না কো, তারা বলদ ও মেষ!
মান বাঁচাইতে প্রাণ দিতে নারে, পলাইয়া যায় ঘরে,
উর্ধ্বের মার আগুন আসিছে সেই ভীরদের তরে!
পলাইয়া এরা বাঁচিবে না কেউ! হাড় খাবে, মাস খাবে,
শেষে ইহাদের চামড়ায় দেখো ডুগডুগিও বাজাবে!
পথের মাতাল মাতা-ভগ্নীর সম্মান নেয় কেড়ে,
শান্তি না দিয়ে মাতালের, এরা পলায় সে পথ ছেড়ে।

কোন ফিল্মের দর্শক ওরা, ঝোপের হুঁদুর বেজি,
ইহাদের চেয়ে ঘরের কুকুর, সেও কত বেশি তেজি!
মানব-জাতির ঘৃণ্য ভীষণরা কাঁপে মৃত্যুর ডরে,
প্রাণ লয়ে ঢুকে খোপের ভিতর, দিনে দশবার মরে!
বড়দিন দেখে ছোট মন হয় হতে চাহে না কো বড়,
হ্যাট কেটে দেখে পথ ছেড়ে দেয় ভয়ে হয়ে জড়সড়!
পচে মরে হয় মানুষ, হয় রে পাঁচিশে ডিসেম্বর!
কত সম্মান দিতেছে খ্রেমিক খ্রিস্টে ধরার নর!
ধরে ছিলে কোলে ভীষণ মানুষের প্রতীক কি মেমশিশু ?
আজ মানুষের দুর্গতি দেখে কোথায় কাঁদিছ যীশু !

The day of the Lord

The rich man's 'Big Day' came and went —
For us, no cheer, no merriment.
Night lingers on, with hunger's cry:
"Get up, O wretched ones!"
We work all day but own no bed,
Not even a rag to warm our head.
The rich have rooms with grand décor,
Soft beds and pillows on the floor.
Their nights pass in half-naked spree,
While mosquitoes and cockroaches dine
on you and me.
With bedbugs like warts, on the walls we prance,
They booze and wobble — while we sneeze and cough by chance.
They feast on testicles and lamb toast
Our bellies rumble like Honolulu coast!
Oh, what a Christmas at Chowringhee!
The whites all shaved — so clean to see!
But who paid the cost of all this grace?
Our girls, once grabbed in a drunken embrace!
And what lesson do they learn at last?
A slap from a Sikh, a Bengali's blast!
Is this the soldier's sacred role?
Are these the sentries of our soul?
Despised by all, they bear the stain —
The British crown's eternal bane!
That soldier's hand that dares to grope,
To steal a woman's sacred hope —

Let it be blown to pieces bold
By Britain's guns, proud and cold!
Alas, O Bengali! Alas, your land — of rice-begging fame!
You take each blow but strike back none — so docile, dumb, and
tame!
You won't give life to guard your pride — just flee and shut the
door,

But Heaven's wrath is on its way – for cowards to endure!
None shall flee and none be spared –
They'll feast on flesh, on bones laid bare.
And in the end, with skins once proud,
They'll beat their drums and cheer aloud!
The street drunkards snatch mother's and sister's pride,
Yet none will stand or turn the tide –
They flee the path, they walk away,
And let the drunk go free that day.
They're film watchers – ferret-rats,
While house dogs show more guts than that!
These cowards shame the human race,
They shake in fear, their death they face –
Ten times a day they die inside,
And scurry off somewhere to hide!
They saw that 'Christmas' (Big Day) shivered small,
Too scared to grow their hearts at all.
A hat goes by – they flinch and flee,
Shrinking in fear and misery.
O wretched fate! O man decays –
What rot this Twenty-fifth displays!
How much honor lovers of this earth
Bestow on Christ, declaring His worth!
He held the lamb, the meek, the mild –
The sacred symbol – the fearful child.
Once you wept for human pain –
Where are your tears for us again?

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. 'Big Day' (বড়দিন), referring to Christmas, is used ironically by Kazi Nazrul Islam in his poetry—most notably in the poem titled "বড়দিন". Here, Nazrul critiques the colonial British rulers and Christian missionaries, highlighting the hypocrisy and exploitation carried out under the guise of religion and festivity. While Christmas is traditionally a day of peace and goodwill, Nazrul reclaims it as a symbol of imperial oppression, drawing attention to the poverty, inequality, and racial injustice faced by the colonized. His tone oscillates between biting sarcasm and revolutionary fervor, using the sacredness of the day to expose moral contradictions.

বর্ষা-বিদায়

ওগো বাদলের পরী !

যাবে কোন্ দূরে, ঘাটে বাঁধা তব কেতকী পাতার তরি !
ওগো ও ক্ষণিকা, পূব-অভিসার ফুরাল কি আজি তব?
পহিল্ ভাদরে পড়িয়াছে মনে কোন্ দেশ অভিনব?

তোমার কপোল-পরশ না পেয়ে পাণ্ডুর কেয়া-রেণু,
তোমাতে স্মরিয়া ভাদরের ভরা নদীতটে কাঁদে বেণু ।
কুমারীর ভীৰু বেদনা-বিধুর প্রণয়-অশ্রু সম
ঝরিছে শিশির-সিক্ত শেফালি নিশি-ভোরে অনুপম ।

ওগো ও কাজল-মেয়ে,
উদাস আকাশ ছলছল চোখে তব মুখে আছে চেয়ে ।
কাশফুল সম শুভ্র ধবল রাশ রাশ শ্বেত মেঘে
তোমার তরীর উড়িতেছে পাল উদাস বাতাস লেগে ।

ওগো ও জলের দেশের কন্যা ! তব ও বিদায়-পথে
কাননে কাননে কদম-কেশর ঝরিছে প্রভাত হতে ।
তোমার আদরে মুকুলিতা হয়ে উঠিল যে বল্লরী
তরুণ কণ্ঠ জড়াইয়া তারা কাঁদে দিবানিশি ভরি ।

‘বৌ-কথা-কও’ পাখি

উড়ে গেছে কোথা, বাতায়নে বৃথা বউ করে ডাকাডাকি ।
চাঁপার গেলাস গিয়াছে ভাঙিয়া, পিয়াসী মধুপ এসে
কাঁদিয়া কখন গিয়াছে উড়িয়া কমল-কুমুদী-দেশে ।

তুমি চলে যাবে দূরে,
ভাদরের নদী দুকূল ছাপায়ে কাঁদে ছলছল সুরে !

যাবে যবে দূর হিম-গিরি-শিরে, ওগো বাদলের পরি,
ব্যথা করে বুক উঠিবে না কভু সেথা কাহারেও স্মরি?
সেথা নাই জল, কঠিন তুষার, নির্মম শুভ্রতা,-
কে জানে কী ভাল বিধুর ব্যথা -না মধুর পবিত্রতা !

সেথা মহিমার উর্ধ্ব শিখরে নাই তরলতা হাসি,
সেথা রজনীর রজনীগন্ধা প্রভাতে হয় না বাসি।
সেথা যাও তব মুখর পায়ের বরষা-নূপুর খুলি,
চলিতে চকিতে চমকি উঠ না, কবরী উঠে না দুলি।

সেথা রবে তুমি ধেয়ান-মগ্না তাপসিনী অচপল,
তোমার আশায় কাঁদিবে ধরায় তেমনি 'স্ফটিক-জল'!

Farewell To Rainy Season

Oh fairy of the rainy season How far will you go?
Your boat of ketoki leaves Is tied to the banks so!
You are a short lived fairy
Have you finished your rendezvous? On first of the month of
Bhado
Have you remembered some other beau?
The pollen of the keya flowers faded away
They wished for your touch on the forehead anyway
The flute cries for you on the banks of the river, filled to the brim
The Shefali flowers bathed in nightly dew drops
Fall like the sad tears of the young maiden, trim
Oh my dear lasses with charcoal eyes The mournful sky looks
at you With tears in his eyes
The pearly white clouds fly in the sky Just like the kash flowers
The mast of your boat also flies With the mournful kiss of the
winds Oh dear girl from the waters
To wish you goodbye
All the gardens are laid with kodom/keshor flowers from dawn
Your love had turned the innocent buds into flowering young
lasses Hugging the plants they cry away, not knowing passes
Bou kotha kou bird has flown away Even then the bride awaits
her stay
The glass of nectar has already been broken By the bee who flew
away to another haven
You will go far away The rivers of Bhado will Spill over both the
banks And will cry away
When you will leave for the cool high peaks Will you not be
reminded of someone you love?
There is no water, only snow And merciless whiteness Who
knows which is better Is it the pain of the parted heart Or the
sweet sacredness?
Above the greatness

There is no liquidity, no mirth The tuberoses bloom at
night Do not fade away its plight
Go there, take off your rainy anklets off
Do not be startled, do not let your bun drop off There you will
be like a hermit
Lost in deep meditation
And for you, this world will cry in desperation!

Translated by Nashid Kamal

বাতায়ন পাশে গুবাক-তরুর সারি

বিদায়, হে মোর বাতায়ন-পাশে নিশীথ জাগার সাথী !
ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হয়ে এল বিদায়ের রাতি !
আজ হতে হল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হতে হল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি ।...

অস্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি
কাঁদিতেছে চাঁদ, 'মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকি !
নিশীথিনী যায় দূর বন-ছায়, তন্দ্রায় ঢুলুঢুলু,
ফিরে ফিরে চায়, দু'হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল ।—
চমকিয়া জাগি, ললাটে আমার কাহার নিশাস লাগে?
কে করে বীজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে?
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছ স্বপনচারী
নিশীথ রাতের বন্ধ আমার গুবাক-তরুর সারি !

তোমাদের আর আমার আঁখির পল্লব-কম্পনে
সারা রাত মোরা কয়েছি যে কথা, বন্ধু, পড়িছে মনে !—
জাগিয়া একাকী জ্বালা করে আঁখি আসিত যখন জল,
তোমাদের পাতা মনে হত যেন সুশীতল করতল
আমার প্রিয়র !—তোমার শাখার পল্লবমর্মর
মনে হত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতির ।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা ।
তব বির্ বির্ মির্ মির্ যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলোনো তারির শাড়ির আঁচলখানি ।
—তোমার পাখার হাওয়া
তারি অঙ্গুলি-পরশের মতো নিবিড় আদর-ছাওয়া !

ভাবিতে ভাবিতে ঢুলিয়া পড়েছি ঘুমের শ্রান্ত কোলে,
ঘুমায়ে স্বপন দেখেছি, — তোমারি সুনীল ঝালর দোলে
তেমনি আমার শিখানের পাশে । দেখেছি স্বপনে, তুমি

গোপনে আসিয়া গিয়াছ আমার তপ্ত ললাটে চুমি।
হয়ত স্বপনে বাড়ায়েছি হাত লইতে পরশখানি,
বাতায়নে ঠেকি ফিরিয়া এসেছে, লইয়াছি লাজে টানি।
বন্ধু, এখন রুদ্ধ করিতে হইবে সে বাতায়ন!
ডাকে পথ, হাঁকে যাত্রীরা, 'কর বিদায়ের আয়োজন!'

—আজি বিদায়ের আগে
আমারে জানাতে তোমারে জানিতে কত কি যে সাধ জাগে!
মর্মের বাণী শুনি তব, শুধু মুখের ভাষায় কেন
জানিতে চায় ও বুকের ভাষারে লোভাতুর মন হেন?
জানি — মুখে মুখে হবে না মোদের কোনোদিন জানাজানি,
বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বাণী বেদনার বীণাপাণি!
হয়তো তোমারে দেখিয়াছি, তুমি যাহা নও তাই করে,
ক্ষতি কি তোমার, যদি গো আমার তাতেই হৃদয় ভরে?
সুন্দর যদি করে গো তোমারে আমার আঁখির জল,
হারা-মোমতাজে লয়ে কারো প্রেম রচে যদি তাজ-ম'ল
—বল তাহে কার ক্ষতি?

তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর, সৃজিব অমরাবতী!...
হয়তো তোমার শাখায় কখনো বসেনি আসিয়া পাখি,
তোমার কুঞ্জে পত্রপুঞ্জে কোকিল ওঠেনি ডাকি।
শূন্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া পল্লব-আবেদন
জেগেছে নিশীথে জাগেনিকো সাথে খুলি কেহ বাতায়ন।

—সব আগে আমি আসি
তোমারে চাহিয়া জেগেছি নিশীথ, গিয়াছি গো ভালোবাসি!
তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা
এইটুকু হোক সান্ত্বনা মোর, হোক বা না হোক দেখা।...

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না।
কোলাহল করি সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।

—নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ।—
শুধাইতে নাই, তবুও শুধাই আজিকে যাবার আগে—
ঐ পল্লব-জাফরি খুলিয়া তুমিও কি অনুরাগে

দেখেছ আমারে-দেখিয়াছি যবে আমি বাতায়নে খুলি?
হাওয়ায় না মোর অনুরাগে তব পাতা উঠিয়াছে দুলি?
তোমার পাতার হরিৎ আঁচলে চাঁদনী ঘুমাবে যবে,
মূর্ছিতা হবে সুখের আবেশে,-সে আলোর উৎসবে
মনে কি পড়িবে এই ক্ষণিকের অতিথির কথা আর?
তোমার নিশাস শূন্য এ ঘরে করিবে কি হাহাকার?
চাঁদের আলোক বিশ্বদ কি গো লাগিবে সেদিন চোখে?
খড়ুখড়ি খুলি চেয়ে রবে দূর অন্ত অলখ-লোকে?—

—অথবা এমনি করি

দাঁড়ায়ে রহিবে আপন ধ্যানে সারা দিনমান ভরি?
মলিন মাটির বন্ধনে বাঁধা হয় অসহায় তরু,
পদতলে ধূলি, উর্ধ্বে তোমার শূন্য গগন-মরু ।
দিবসে পুড়িছ রৌদ্রের দাহে, নিশীথে ভিজিছ হিমে,
কাঁদিবারও নাই শক্তি, মৃত্যু-আফিমে পড়িছ ঝিমে!
তোমার দুঃখ তোমারেই যদি, বন্ধু, ব্যথা না হানে,
কি হবে রিক্ত চিত্ত ভরিয়া আমার ব্যথার দানে!...

*

*

*

ভুল করে কভু আসিলে স্মরণে অমনি তা যেয়ো ভুলি ।
যদি ভুল করে কখনো এ মোর বাতায়ন যায় খুলি,
বন্ধ করিয়া দিও পুন তায়!...তোমার জাফ্রি-ফাঁকে
খুঁজো না তাহারে গগন-আধারে-মাটিতে পেলো না যাকে!

The Betlenut Trees Next To My Porch

Goodbye, my friend who's been my mate In the porch, while at night, I wait

The night of departure is losing its crimson glow From today, I close the blinds of the window From today, ends our intimate exchanges

The fading sky rests its tired forehead on the porch
The moon cries 'Oh traveler, wake up the night ends thus' The nightness goes to the shades of the distant woods,
still in deep languour Turns back often, holding the hair of darkness over

I awaken in a shiver, whose breath is it on my head? Who is it that caresses my heated forehead, who lie awake?

I wake up to see, near my porch lies awake in dreamy spree
Friend, of the dead night, a series of beetle tree

I remember spending nights, talking to each other With a nod of your eyelids and mine

When my eyes burned, staying awake all night
Your hands, like someone's endearing hands was the coolest in sight The murmur of your branches seemed like

The deep longing of the voice of my beloved In your leaves I have spotted the dark kohl Of her eyes, and her body is
Just as tall as you stand in the park The hissing sound of your leaves are like Her hesitant utterances

Her sari is hanging on your branches
The breeze from your leaves are like the intimate strokes from her fingers

I fell asleep in the arms of sleep, while thinking all these I dreamt, that your blue scarf sways

Just next to my head, I dream that you
Came stealthily and kissed my hot forehead in ease Maybe in my dream, I extended my hands

To receive your caress
The hand stuck the porch and came back In return,
embarrassing, no less!

Friend, now I need to shut the door to the porch The traveler
says, 'Get ready to march' Before I leave, there is so much
I wish to let you know and also find out
I hear your internal thoughts, but yearn to know further
Not only the words from the mouth but also those from under I
know we shall never be able to exchange our views
Only through the thudding of the hearts the sad souls will fuse
How does it hurt others?
I shall not make you my wife, I shall befriend you only in heaven
Maybe, no bird has ever sat on your branch
No quail has ever sung on your leaves or ranch
Maybe one has looked at eternity with the leaves towards the
sky None has stayed awake with you, in the porch, why?

I have dwelled everywhere
I have wanted you and stayed up all night I write my first love
letter in your leaves
Let this be my consolation, whether we meet or split I will never
again look at you my friend
Nor will I stay awake
I shall make no din, nor disturb anyone's deep trance I will be
quiet, placid
I shall burn within myself like the perfumed incense

I shouldn't ask, but still do before I leave Did you also shed your
skirt-like leaves
And watch over me, when I saw you from the porch? And when
your leaves swayed, was it from the breeze Or from my love and
gorge?
In the yellow of your leaves, the moon shall sleep She will
swoon in happiness in the festival of lights

Will you remember this temporary guest that night? Will your
breath despair in this empty room
Will the moonlight seem awful to your eyes?
Will you open the blinds and look into the distant horizon? Or
will you stand there in your own world and reason?

Oh helpless tree, you are tied to this fading earth There is only
dust at your feet and emptiness above! In the morning you burn
in the sun

At night wet by dew

You have no strength to cry The deadly opium made you wry
If your pain does not sting you with grief
What shall I do with a broken heart, how do I bring relief?

If ever you remember me by mistake Do forget instantly
If ever, by my mistake, my porch opens truly Do shut it again,
from your burnt orange shades One you did not get on this earth
Do not look for it in the darkness

Translated by Nashid Kamal

বারাঙ্গনা

কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে ?
হয়তো তোমার স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে ।
নাই হলে সতী তবু তো তোমরা মাতা-ভগিনীরই জাতি;
তোমাদের ছেলে আমাদেরই মত, তারা আমাদের জ্ঞাতি;
আমাদেরই মত খ্যাতি-যশ-মান তারাও লভিতে পারে,
তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ-দ্বারে ।—
স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী-পুত্র হল মহাবীর দ্রোণ,
কুমারীর ছেলে বিশ্ব-পূজ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন,
কানীন-পুত্র কর্ণ হইল দানবীর মহারথী,
স্বর্গ হইতে পতিতা গঙ্গা শিবেরে পেলেন পতি,
শান্তনু রাজা নিবেদিল প্রেম পুনঃ সেই গঙ্গায়—
তাদেরি পুত্র অমর ভীষ্ম, কৃষ্ণ প্রণমে যায় !
মুনি হলো শুনি সত্যকাম সে জারজ জবালা-শিশু,
বিস্ময়কর জন্ম যাঁহার-মহাপ্রেমিক সে যিশু !—
কেহ নহে হেথা পাপ-পঙ্কিল, কেহ সে ঘৃণ্য নহে,
ফুটিছে অযুত বিমল কমল কামনা-কালিয়-দহে ।

শোনো মানুষের বাণী,
জনমের পর মানব জাতির থাকে না কো কোনো গ্লানি !
পাপ করিয়াছ বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার ?
শত পাপ করি হয়নি ক্ষুণ্ণ দেবত্ব দেবতার ।
অহল্যা যদি মুক্তি লভে মা, মেরী হতে পারে দেবী,
তোমরাও কেন হবে না পূজ্য বিমল সত্য সেবি ?
তব সন্তানে জারজ বলিয়া কোন গোঁড়া পাড়ে গালি ?
তাহাদেরে আমি এই দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি খালি—
দেবতা গো জিজ্ঞাসি—

দেড়শত কোটি সন্তান এই বিশ্বের অধিবাসী—
কয়জন পিতামাতা ইহাদের হয়ে নিষ্কাম ব্রতী
পুত্রকন্যা কামনা করিল ? কয়জন সৎ-সতী ?

ক'জন করিল তপস্যা ভাই সন্তান-লাভ তরে ?
কার পাপে কোটি দুধের বাচ্চা আঁতুড়ে জন্মে মরে ?
সেরেফ পশুর ক্ষুধা নিয়া হেথা মিলে নরনারী যত,
সেই কামনার সন্তান মোরা ! তবুও গর্ব কত !
শুন ধর্মের চাঁই—
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই !
অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ-পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয় !

Prostitute

Who calls you a prostitute, Mother?
Who spits at you?
Perhaps you were suckled by someone
as chaste as Sita.
You may not be chaste,
yet you are one of the family
of all our mothers and sisters.
Your sons are like any of us sons,
as capable of achieving fame and honor
as any of us,
as capable of entering heaven.

The great hero Drona
was the son of Ghritachi,
a prostitute in heaven.
Krishna-Daipayana,
who was universally respected,
was the son of an unmarried girl.
Karna the Benevolent was born
of a maiden.
Ganga, expelled from heaven,
was married to Shiva.
King Shantanu, too,
offered her his love.
Their son was the immortal Bheeshma,
to whom Krishna paid homage!
The Sage Satyakama
was the illegitimate son of Jabala.
The conception of the great lover of humanity, Jesus,
remains a mystery.

None is stained with sin here,
none is an object of hatred.
Millions of beautiful lilies
blossom in the lake of lust!
Listen to this message of humanity:

After birth, all human beings
are free of all impurities.
Because I have once committed a sin,
have I no right to return to virtue?
Hundreds of sinful acts
did not take away the divineness of the gods.
If Ahalya was freed of sin,
if Mary was canonized,
truthfully, why shouldn't you, too,
be worthy of worship?

Who are the bigots
who condescendingly label your son
as an "illegitimate" child?
To them I simply ask these questions.
How many of the 1,500 million children
of this world were born
purely out of the purpose of procreation,
and not out of lust?
How many are pure and chaste?
For whose sin do millions of sucking
die in the cradle?

Purely from carnal urge
do men and women unite.
We are children born of that lust.
Yet how proud we are!

So, listen, religious leaders:
There's no difference between "illegitimate"
and "legitimate" children!
And if the son of an unchaste mother is "illegitimate,"
so is the son of an unchaste father.

Translated by Sajed Kamal

বিজয়িনী

আমার	হে মোর রানি ! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে । বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে ।
আমার	সমর-জয়ী অমর তরবারি দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হয়ে ওঠে ভারী ,
এখন	এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি ,
এই	হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে ॥
	ওগো জীবন-দেবী ! আমায় দেখে কখন তুমি ফেললে চোখের জল ,
আজ	বিশ্ব-জয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল !
আজ	বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে বিজয়িনী ! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে ,
যত	তৃণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে ,
আমি	বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে ॥

Victoress

O my queen
Today at last I accept defeat
My battle-flag lies at your feet
My immortal sword of victory
Is tired now and heavy.
I cosign to you the weight of it now,
I make my surrender a wreath round your eyes,
O goddess of my life,
When you look at with tears in your eyes,
Great world-conquering waves seem to roll and rise.
Today in my rebel's chariot of blood,
you are the rider;
Your fluttering Saree has become Heaven's border;
All my arrows are yours, your garland their quiver
Only by floating in your tears
can I now be a conquerer.

Translated by William Radice

বিদ্রোহী

বল বীর—
বল উন্নত মম শির !
শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির !
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভুলোক দুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর !
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর !
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির !
আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর
আমি দুর্বীর,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার !
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল !
আমি মানি নাকো কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টপ্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন ।
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর !
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর !
বল বীর—
চির-উন্নত মম শির !
আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি ।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ !

আমি হাঙ্গীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি ছমকি
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি
ফিং দিয়া দিই তিন দোল!
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা,
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা !
আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর;
আমি শাসন-দ্রাসন, সংহার আমি উষ্ম চির-অধীর।
বল বীর-
আমি চির-উন্নত শির !

আমি চির-দুরন্ত দুর্দম,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম্ হ্যায় হর্দম্ ভরপূর্ মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি!
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শাসন,
আমি অবসান, নিশাবসান !
আমি ইন্দ্রাণি-সুত হাতে-চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণ-তুর্য !
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মম্বন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির !
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর-
চির-উন্নত মম শির !

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক !
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস্,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-ভুঙ্কার,

আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
 আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড !
 আমি খ্যাপা দুর্বাসা-বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
 আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব !
 আমি প্রাণ-খোলা হাসি-উল্লাস,-আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্মাস,
 আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস !
 আমি কভু প্রশান্ত,-কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
 আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্প-হারী !
 আমি প্রভঞ্নের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
 আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
 আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-উর্মির হিন্দোল-দোল !-

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তব্বী-নয়নে বহি,
 আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেমউদ্দাম, আমি ধন্যি ।
 আমি উন্মাদ মন উদাসীন,
 আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশির ।
 আমি বধিত ব্যাথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
 আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের !
 আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
 চিত-চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর !
 আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-করে-দেখা অনুখন,
 আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন-চুড়ির কন-কন্ ।
 আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
 আমি যৌবন-ভীত পল্লীবালায় আঁচর কাঁচলি নিচোর !
 আমি উত্তরী-বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস পূরবী হাওয়া,
 আমি পথিক-কবির গভীর রাগিনী, বেণু-বীণে গান গাওয়া ।
 আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্ধ রবি,
 আমি মরু-নির্বর বার-বার, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি !-
 আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি, এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !
 আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিত্তে চেতন,
 আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন ।

ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
 স্বর্গ-মর্ত্য করতলে,
তাজি বোররাক্ আর উচ্ছেশ্রবা বাহন আমার
 হিম্মত-হেমা হেঁকে চলে !
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াগ্নি, বাড়ব-বহি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল !
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লক্ষ,
আমি ত্রাস সঞ্চগরি ভুবনে সহসা সঞ্চগরি ভূমি-কম্প ।
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি,
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি !
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল !

 আমি অর্ফিয়ারের বাঁশরি,
 মহা- সিদ্ধ উতলা ঘুম-ঘুম
ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিব্বাঝুম
 মম বাঁশরির তানে পাশরি !
 আমি শ্যামের হাতের বাঁশরি ।
আমি রুষে উঠে যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া !
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া ।

 আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা-
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা !
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণি !
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডি, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি !

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয় !

আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
 বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
 জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত !
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !!
 আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
 নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার !
 আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব-সৃষ্টির মহানন্দে ।
 মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
 আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
 অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না-
 বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
 আমি সেই দিন হব শান্ত ।

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে ঐকে দিই পদ-চিহ্ন;
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে ঐকে দেবো পদ-চিহ্ন !
আমি খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !

আমি চির-বিদ্রোহী বীর-
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির !

The Rebel

Proclaim, Hero,
proclaim : I raise my head high!
Before me bows the Himalayan peaks!

Proclaim, Hero,
proclaim : rending through the sky,
surpassing the moon, the sun,
the planets, the stars,
piercing through the earth,
the heavens, the cosmos
and the Almighty's throne,
have I risen-I, the eternal wonder
of the Creator of the universe.
The furious Shiva shines on my forehead
like a royal medallion of victory!

Proclaim, Hero,
proclaim : My head is ever held high!

I'm ever indomitable, arrogant and cruel,
I'm the Dance-king of the Day of the Doom,
I'm the cyclone, the destruction!
I'm the great terror, I'm the curse of the world.
I'm unstoppable,
I smash everything into pieces!
I'm unruly and lawless.
I crush under my feet
all the bonds, rules and disciplines!
I don't obey any laws.
I sink cargo-laden boats-I'm the torprdo,
I'm the dreadful floating mine.
I'm the destructive Dhurjati,
the sudden tempest of the summer.
I'm the Rebel, the Rebel son
of the Creator of the universe!

Proclaim, Hero,

proclaim : My head is ever held high!

I'm the tempest, I'm the cyclone,

I destroy everything I find in my path.

I'm the dance-loving rhythm,

I dance to my own beats.

I'm the delight of a life of freedom.

I'm Hambeer, Chhayanat, Hindol.

I move like a flash of lightning

with turns and twists.

I swing, I leap and frolic!

I do whatever my heart desires.

I embrace my enemy and wrestle with death.

I'm untamed, I'm the tempest!

I'm pestilence, dread to the earth,

I'm the terminator of all reigns of terror,

I'm ever full of burning restlessness.

Proclaim, Hero,

proclaim : My head is ever held high!

I'm ever uncontrollable, irrepressible.

My cup of elixir is always full.

I'm the sacrificial fire,

I'm Yamadagni, the keeper

of the sacrificial fire.

I'm the sacrifice, I'm the priest,

I'm the fire itself.

I'm creation, I'm destruction,

I'm habitation, I'm the cremation ground.

I'm the end, the end of night.

I'm the son of Indrani,

with the moon in my hand and the sun on my forehead.

In one hand I hold the bamboo flute,

in the other, a trumpet of war.

I'm Shiva's blue-hued throat

from drinking poison from the ocean of pain.

I'm Byomkesh, the Ganges flows flows freely through
my matted locks.
Proclaim, Hero,
proclaim : My head is ever held high!

I'm the ascetic, the minstrel,
I'm the prince, my royal gaeb embarrasses
even the most ostentatious.
I'm Bedouin, I'm Chenghis,
I salute none but myself!
I'm thunder,
I'm the OM sound of Ishan's horn.
I'm the mighty call of Israfil's trumpet.
I'm Pinakapani's hourglass drum, trident,
the scepter of the Lord of Justice.
I'm the Chakra and the Great Conch,
I'm the primordial sound of the Gong!
I'm the furious Durbasa, the disciple of Vishwamitra.
I'm the fury of fier, to burn this earth to ashes.
I'm the ecstatic laughter, terrifying the creation.
I'm the eclipse of the twelve suns
on the Day of the Doom.
Sometimes calm, sometimes wild,
I'm the youth of new blood-
I humble even the fate's pride!
I'm the violent gust of a wind storm,
the roar of the ocean.
I'm bright, effulgent.
I'm the murmur of over-flowing water,
Hindol dance of rolling waves!

I'm the unbridled hair of a maiden,
the fire in her eyes.
I'm the budding romance of a girl of sixteen-
I'm the state of bliss!
I'm the madness of the recluse,
I'm the sigh of grief of a widow,

I'm the anguish of the dejected,
I'm the suffering of the homeless,
I'm the pain of the humiliated,
I'm the afflicted heart of the lovesick.
I'm the trembling passion of the first kiss,
the fleeting glance of the secret lover.
I'm the love of a restless girl,
the jingling music of her bangles!
I'm the eternal child, the eternal adolescent,
I'm the bashfulness of a village girl's budding youth.
I'm the northern breeze, the southern breeze,
the callous eastwind.
I'm the minstrel's song,
the music of his flute and lyre.
I'm the unquenched summer thirst,
the scorching rays of the sun.
I'm the softly flowing desert spring
and the green oasis!
In ecstatic joy, in madness,
I've suddenly realized myself—
all the barriers have crumbled away!
I'm the rise, I'm the fall,
I'm the consciousness in the unconscious mind.
I'm the flag of triumph at the gate of the universe—
the triumph of humanity!
Like a tempest
I traverse the heaven and earth
riding Uchchaishrava and the mighty Borrak.
I'm the burning volcano in the bosom of the earth,
the wildest commotion of the subterranean ocean of fire.
I ride on lightning
and panic the world with earthquakes!
I clasp the hood of the Snake-king
and the fiery wing of the angel Gabriel.
I'm the child-divine—restless and defiant.
With my teeth I tear apart
the skirt of Mother Earth!

I'm Orpheus' flute.
I calm the restless ocean
and bring lethean sleep to the fevered world
with a kiss of my melody.
I'm the flute in the hands of Shyam.
When I fly into a rage and traverse the vast sky,
the fires of Seven Hells and the hell of hells, *Habia*,
tremble in fear and die.
I'm the messenger of revolt
across the earth and the sky.
I'm the mighty flood.
Sometimes I bring blessings to the earth,
at other times, cause colossal damage.
I wrestle away the maidens two
from Vishnu's bosom!
I'm injustice, I'm a meteor, I'm Saturn,
I'm a blazing comet, a venomous cobra!
I'm the headless Chandi,
I'm the warlord Ranada.
Sitting amidst the fire of hell
I smile like an innocent flower!

I'm made of clay, I'm the embodiment of the Soul.
I'm imperishable, inexhaustible, immortal.
I intimidate the humans, demons and gods.
I'm ever-unconquerable.
I'm the God of gods, the supreme humanity,
traversing the heaven and earth!

I'm mad, I'm mad!
all have realized myself,
all the barriers have crumbled away!!

I'm Parashuram's merciless axe.
I'll rid the world of all the war mongers
and bring peace.
I'm the plough on Balaram's shoulders.

I'll uproot this subjugated world
in the joy of recreating it.
Weary of battles, I, the Great Rebel,
shall rest in peace only when
the anguished cry of the oppressed
shall no longer reverberate in the sky and the air,
and the tyrant's bloody sword
will no longer rattle in battlefields.
Only then shall I, the Rebel,
rest in peace.

I'm the Rebel Bhrigu,
I'll stamp my footprints on the chest of god
sleeping away indifferently, whimsically,
while the creation is suffering.
I'm the Rebel Bhrigu,
I'll stamp my footprints—
I'll tear apart the chest of the whimsical god!

I'm the eternal Rebel,
I have risen beyond this world, alone,
with my head ever held high!

Translated by Sajed Kamal

বিরহ-বিধুরা

কার তরে ? ছাই এ-পোড়ামুখ আয়নাতে আর দেখব না;
সুর্মা-রেখার কাজল-হরফ নয়নাতে আর লেখবো না ।
লাল-রঙিলা করব না কর মেহদি-হেনার ছাপ ঘষে,
গল্ফ চুমি কাঁদবে গো কেশ চিরুণ-চুমার আফসোসে !

কপোল-শয়ান অলক-শিশুর উদাস ঘুম আর ভাঙবে না;
চুম-হারা ঠোঁট পানের পিকের হিঙুল রঙে রাঙবে না !
কার তরে ফুল-শয্যা বাসর, সজ্জা নিজেই লজ্জা পায়;
পিতম্ আমার দূর প্রবাসে, দেখবে কে সাজ-সজ্জা, হায় !

চাঁচর চুলে ধূম্র ওড়ে, অঙ্গ রাঙায় আগুন-রাগ,
যেমনি ফোটে মন-নিকষে পিয়ার ফাগুন-স্মৃতির দাগ ।
সবাই বলে, চিনির চেয়েও শিরিন জীবন,-হায় কপাল !
পিতম্-হারা নিম-তেতো প্রাণ কেঁদেই কাটায় সাঁঝ-সকাল ।

যেথায় থাকো খোশ্‌হালে রও, বন্ধু আমার-শোকের বল !
তুমি তোমার সুখ নিয়ে রও,-থাকুক আমার চোখের জল !

The Sorrowful One

For whom now? This burnt-face ash, I'll gaze no more in
mirrors;
The kohl-dark script of love, I shall no further write on my eyes.
No longer shall I redden my hands, rubbing on the marks of
henna's dye;
Touching the feet, the hair will weep again, nor weep for the
comb's caressing sigh.

Sleeping on the cheek, the careless slumber of the child of tresses
will never be broken.
Lips bereft of kisses shall never glow with betel's crimson token!
For whom is the bridal bed adorned? Even its own beauty
blushes;
My beloved is far away in exile — Ah, who shall see my bridal
dress?

Smoke curls through tangled hair, my limbs burn crimson flair,
Blooming within my heart's black stone, the mark of lovers'
springtime memory lane.
They say life's sweeter than sugar, Ah! cursed fate's decree!
My love-lorn soul, like bitter neem, weeps dusk to dawn for
thee.

Wherever you are, remain in joy, O friend, my strength in grief!
Keep your happiness with you. Let my eyes keep their tears.

[Puber Hawa]
[Sindhu-Hindol]

Translated by Debashis Das

বিশ্বাস ও আশা

বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেয়ো না তাহার কাছে
নড়াচড়া করে, তবুও সে মড়া, জ্যাক্ত সে মরিয়াছে!
শয়তান তারে শেষ করিয়াছে, ঈমান লয়েছে কেড়ে,
পরান গিয়াছে মৃত্যুপুরীতে ভয়ে তার দেহ ছেড়ে!
থাকুক অভাব দারিদ্র্য স্বর্ণ রোগ শোক লাঞ্ছনা,
যুদ্ধ না করে তাহাদের সাথে নিরাশায় মরিও না।
ভিতরে শত্রু ভয়ের ভ্রান্তি, মিথ্যা ও অহেতুক
নিরাশায় হয় পরাজয় যার, তাহার নিত্য দুখ।

‘হয়তো কী হবে’ এই ভেবে যারা ঘরে বসে কাঁপে ভয়ে,
জীবনের রণে নিত্য তারাই আছে পরাজিত হয়ে।
তারাই বন্দী হয়ে আছে গ্লানি অধীনতা কারাগারে;
তারাই নিত্য জ্বালায় পিত্ত অসহায় অবিচারে!

এরা অকারণ ভয়ে ভীত, এরা দুর্বল নির্বোধ,
ইহাদের দেখে দুঃখের চেয়ে জাগে মনে বেশি ক্রোধ।
এরা নির্বোধ, না করে কিছুই জিভ মেলে পড়ে আছে,
গোরস্থানেও ফুল ফোটে, ফুল ফোটে না এ মরা গাছে!

এদের যুক্তি অদৃষ্টবাদ, বসে বসে ভাবে একা,
‘এ মোর নিয়তি, বদলানো নাহি যায় কপালের লেখা!’
পৌরুষ এরা মানে না, নিজেরে দেয় শুধু ধিক্কার,
দুর্ভাগ্যের সাথে নাহি লড়ে মেনেছে ইহারা হার!

এরা জড়, এরা ব্যাধিগ্রস্ত, মিশো না এদের সাথে,
মৃত্যুর উচ্ছিষ্ট আবর্জনা এরা দুনিয়াতে।
এদের ভিতরে ব্যাধি, ইহাদের দর্শনিক তমোময়,
চোখ বুঁজে থাকে, আলো দেখিয়াও বলে, ইহা আলো নয়।

প্রবল অটল বিশ্বাস যার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে,
যৌবন আর জীবনের ঢেউ কল-তরঙ্গে আসে,
মরা মৃত্তিকা করে প্রাণায়িত শস্যে কুসুমে ফলে,
কোনো বাধা তার রুদ্ধে নাক পথ, কেবল সুমুখে চলে।

চির-নির্ভয়, পরাজয় তার জয়ের স্বর্গ-সিঁড়ি,
আশার আলোক দেখে তত, যত আসে দুর্দিন ঘিরি।
সেই পাইয়াছে পরম আশার আলো, যেয়ো তারি কাছে,
তাহারি নিকটে মৃত্যুঞ্জয়ী অভয়-কবচ আছে।

যারা বৃহত্তর কল্পনা করে, মহৎ স্বপ্ন দেখে,
তরাই মহৎ কল্যাণ এই ধরায় এনেছে ডেকে।
অসম্ভবের অভিযান-পথ তরাই দেখায় নরে,
সর্বসৃষ্টি ফেরেশতারেও তারা বশীভূত করে।

আত্মা থাকিতে দেহে যারা সহে আত্মনির্যাতন,
নির্যাতকেরে বধিতে যাহারা করে না পরান-পণ,
তাহারা বদ্ধ জীব' পশু সম, তাহারা মানুষ নয়,
তাদেরই নিরাশা মানুষের আশা ভরসা করিছে লয়।

হাত-পা পাইয়া কর্ম করে না কুর্ম-ধর্মী হয়ে,
রহে কাদা-জলে মুখ লুকাইয়া আঁধার বিবরে ভয়ে,
তাহারা মানব-ধর্ম ত্যাজিয়া জড়ের ধর্ম লয়,
তাহারা গোরস্থান, শ্মশানের, আমাদের কেহ নয়।

আমি বলি, শোনো মানুষ! পূর্ণ হওয়ার সাধনা করো,
দেখিবে তাহারি প্রতাপে বিশ্ব কাঁপিতেছে থরথর।
ইহা আল্লার বাণী যে, মানুষ যাহা চায় তাহা পায়,
এই মানুষের হাত পা চক্ষু আল্লার হয়ে যায়!

চাওয়া যদি হয় বৃহৎ, বৃহৎ সাধনাও তার হয়,
তাহারি দুয়ারে প্রতীক্ষা করে নিত্য সর্বজয়।
অধৈর্য নাহি আসে কোনো মহাবিপদে সে সেনানির,
অটল শান্ত সমাহিত সেই অগ্রনায়ক বীর।

নিরানন্দের মাঝে আল্লার আনন্দ সেই আনে,
চাঁদের মতন তার প্রেম জনগণ সমুদ্রে টানে!
অসম সাহস আসে বুকে তার অভয় সঞ্চার করে,
নিত্য জয়ের পথে চলো সেই পথিকের হাত ধরে।

পূর্ণ পরম বিশ্বাসী হও, যাহা চাও পাবে তাই;
তাহারে ছুঁয়ো না, সেই মরিয়াছে, বিশ্বাস যার নাই!

Faith and Hope

Don't look up to them-those
who have lost faith and hope.
They move-yet they're dead-the living dead,
the devil has finished them, robbed them
of their integrity.
Out of fear, their souls have escaped
to the land of Death.

If there are wants, poverty, debt, disease,
suffering, humiliation-don't just succumb
to hopelessness--fight them!
The real enemy is within-fear; and
only the ones who will accept defeat out of confusion,
lies and unnecessary fear will go on suffering every day.

"Oh, what is going to happen?"-those who just sit at home
trembling in fear, are the ones already defeated
in the battle of life.

They are the captives in the prison
of humiliation and subjugation.
They are repulsive-allowing the helpless
to be treated with injustice.
They are afraid for no reason, weak and ignorant.
More than pity, I feel infuriated by them.
They lie dead with their tongues stuck out.
Flowers blossom in burial grounds, but
in these dead trees, blossoms nothing.
They are fatalists-sitting alone they think,
"This is my fate, you can't change that!"
They deny their own power,
accepting defeat without a fight.
They are senile, morbid-don't mix with them.
They are the death's leftover garbage in this world.
They are diseased from the inside,
they see only darkness around them.

With eyes closed, even when they see light,
they say, "This is not light."
For those with intense, unshakable confidence,
waves of youth and life flow melodiously.
They enliven the dead earth-bountiful
with crops, flowers and fruits.
Nothing can block their way.
Fearless-any defeat is their ladder to heaven.
The darker the days, the more they see
the light of hope.
Go to them-they wear the amulets
of fearlessness and victory over death.
Those who can imagine loftily, dream nobly,
they are the ones who bring welfare to the earth.
They show the paths of exploring the impossible,
even angels abide by them.
Selected Works

Those who, though possessing a soul,
still allow themselves to succumb
to bodily pain,
not vowing their lives against the oppressor-
they are like caged animals, not human beings,
their hopelessness leads all human hopes and faith
to dissolution.
Possessing hands and feet, yet sitting inert
hiding faces in a dark muddy hole out of fear-
they have disavowed their humanity.
They belong to burial and cremation grounds
not amongst us.
I say, listen people, lead a life of fulfillment.
You'll see, the earth is shaken by its power!
This is the message of God: "Human beings get
what they wish for."
Their hands, feet, eyes become God's own.
If hopes are lofty, and so are the efforts to achieve them,
then victory awaits at the door.

Impatience never overtakes that soldier
even at times of great difficulties.
Determined, calm, engrossed is the pioneer hero.
He replaces gloom with divine joy.
Like the moon, his love moves the sea of humanity.
His heart is filled with courage.
March along with him on that path of victory!
Have faith-you will get what you hope for!
And don't touch him-he's dead-one
who has lost faith.

Translation by Sajed Kamal

বোধন

১

দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শূঙ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিষ্ঠা হাসিবে ধীরে ॥
কেঁদো না, দমো না, বেদনা-দীর্ঘ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি,
দুলিবে শূঙ্ক শীর্ষে তোমারো সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি।
জীবন-ফাণ্ডন যদি মালঞ্চ-ময়ূর তখতে আবার বিরাজে,
শোভিবেই ভাই, ঐ তো সেদিন, শোভিবে এ শিরও পুষ্প-তাজে ॥

২

হয়ো না নিরাশ, অজানা যখন ভবিষ্যতের সব রহস্য,
যবনিকা-আড়ে প্রহেলিকা-মধু-বীজেই সুগু স্বর্ণ শস্য !
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদন্ত,
ভয় নাই ভাই ! ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত !
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শূঙ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিষ্ঠা হাসিবে ধীরে ॥

৩

দুদিনের তরে গ্রহ-ফেরে ভাই সব আশা যদি না হয় পূর্ণ,
নিকট সেদিন, রবে না এদিন, হবে জালিমের গর্ব চূর্ণ !
পুণ্য-পিয়াসী যাবে যারা ভাই মক্কার পূত তীর্থ লভ্যে;
কষ্টক-ভয়ে ফিরবে না তারা বরং পথেই জীবন সঁপবে।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শূঙ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিষ্ঠা হাসিবে ধীরে ॥

৪

অস্তিত্বের ভিত্তি মোদের বিনাশেও যদি ধ্বংস-বন্যা,
সত্য মোদের কাণ্ডারি ভাই, তুফানে আমরা পৰ্ণয়া করি না।
যদিও এ পথ ভীতি-সঙ্কুল, লক্ষ্যস্থলও কোথায় দূরে,
বুকে বাঁধো বল, প্রব-অলক্ষ্য আসিবে নামিয়া অভয় তূরে।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শূঙ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিষ্ঠা হাসিবে ধীরে ॥

৫

অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদন্ত,
ভয় নাই ভাই ! রয়েছে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত !
কি ভয় বন্দি, নিঃস্ব যদিও, আমার আঁধারে পরিত্যক্ত,
যদি রয় তব সত্য-সাধনা স্বাধীন জীবন হবেই ব্যক্ত !
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত গুচ্ছ এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিষ্টা হাসিবে ধীরে ॥

* হাফিজের 'যুসোফে গুম্ গশতা বাজ্ আয়েদ্ ব-কিন্‌আন গম্ মখোর' শীর্ষক গজলের ভাব-ছায়া ।

Awakening

Why grieve, O brother? Lost golden days shall return to this
land once again,

This trampled, barren desert shall bloom as a garden, soft as
before.

Weep not, falter not — though pain-scorched, strength shall
revive in thy soul,

And thy parched, weary brow shall be crowned with Life's
green, vibrant scroll.

When spring tide of youth decks the orchard in peacock-plumed
splendor anew,

Then thou too, my brother, shalt bloom with blossoms of radiant
hue.

Despair not, though veiled are the mysteries of futures untold,
unseen,

Behind riddles' curtains lie golden harvests in seeds yet unseen.
Crushed we may be by oppression's cruel weight, by tyranny's
hand,

Fear not! For Allah's mercy is vast — His blessings shall steady
our stand.

Why grieve, O brother? Lost golden days shall return to this
land once more,

This trampled, barren desert shall bloom as a garden, soft as
before.

If stars heed us not, and our dreams lie unfulfilled for a fleeting
day,

Fear not — the hour nears when the tyrant's pride shall be swept
away!

Those pure-hearted souls bound for Mecca's sanctified shrine so
bright,

Shall not turn for thorns — nay, they'll lay down their lives for
the path of right.

Why grieve, O brother? Lost golden days shall return to this
land once more,

This trampled, barren desert shall bloom as a garden, soft as before.

Though ruinous floods may devour the roots of our being entire,
Truth is our helm – we fear not the storm, nor the tempest's
wrathful fire.

Though dark be the road, and the goal lies afar through terror
and trial,

Hold faith! The Unseen shall descend with peace on wings of
denial.

Why grieve, O brother? Lost golden days shall return to this
land once more,

This trampled, barren desert shall bloom as a garden, soft as
before.

Crushed we may be by oppression's cruel moves by tyranny's
hand,

Fear not! For Allah's mercy is vast – His blessings shall steady
our stand.

Why fear, O captive? Though stripped and abandoned in night's
despair,

If Truth be thy quest, thou shalt rise – free, sovereign, alive, and
fair!

Why grieve, O brother? Lost golden days shall return to this
land once again,

This trampled, barren desert shall bloom as a garden, soft as
before.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

মহাসমর

তৌহিদ আর বহুত্ববাদে বেঁধেছে আজিকে মহা-সমর,
লা-শারিক 'এক' হবে জয়ী... কহিছে 'আল্লাহ-আকবর'।
জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে অন্ধকারের এ ভেদ-জ্ঞান,
অভেদ 'আহাদ'-মস্ত্রে টুটিবে, সকলে হইবে এক সমান।
এক সূর্যের মাঝে রহে দেখ অনন্ত রঙ-তবু তারা
পরম শুভ্র এক রঙে হয় একাকার, হয় রঙ-হারা।
ক্ষুদ্র মহৎ ছোট বড় জ্ঞান যতদিন রবে এই ধরার,
ততদিন রবে এই হানাহানি, এ মহা-সমর অবিদ্যার।
যতদিন রবে এই অবিদ্যা-ততদিন রবে লোভ-অসুর,
কামনা বাসনা অতৃপ্তি রবে, এ মহা-সমর হবে না দূর।
লোভ-বাসনার অসুরে অসুরে নিত্য হইবে হানাহানি,
কেহ পরাজিত হবে না ইহারা, সন্ধি করিবে-তাঁর বাণী।

সারা ভুবনের সকল অসুরে করিয়া দিব্য জ্যোতির্ময়
পরম শান্তি আনিবেন যিনি, হতেছে তাঁহার অভ্যুদয়!
এই অজ্ঞান-রাতের আঁধারে হানাহানি আজ করে যারা,
সূর্য উঠিলে চিনিতে পারিবে, জানিতে পারিবে দিনে তারা।
অজ্ঞানবশে লোভে ও মায়ায় পরমাত্মীয়ে হেনেছে মার,
যে হাতে মেরেছে, সেই হাত দিয়ে ধরিবে আহত চরণে তার!

সকল রঙের খেলার উর্ধ্বে পরম-জ্যোতি আল্লারে
দেখেনি যে জন, বুঝিবে না এই আল্লার খেলা সংসারে।
তিনি আদি কবি, সৃষ্টি জুড়িয়া কবিতা লেখেন দিবস-রাত,
লিখিতে লিখিতে হন আনন্ডনা, সৃষ্টিতে হয় ছন্দ-পাত।
এই অসুরের দল দেখ যত, ছন্দ-পতন সংসারের,
সুন্দর এই সৃষ্টিতে তাঁর এরাই দৈত্য এরা কাফের।

ছন্দ-পতন হয় যে কাব্যে-কবিরে যেমন নির্বিকার
সে পঙ্ক্তি কেটে অন্য পঙ্ক্তি আনন্দে মাতি লেখে আবার;

তেমনি পরম আদি কবি তিনি-নিরাসক্ত ও 'আল্-আহাদ'
'মনসুখ' করি দেন অসুরেরে, আনেন জগতে সাম্যবাদ !
সুন্দর হয় সৃষ্টি তখন 'পরমাত্মী'তে পূর্ণ হয়,
কে বুঝিবে সেই 'আহাদে'র খেলা, যে চির পরম অমৃতময়।

যুগে যুগে হয় সৃষ্টিতে তাঁর ছন্দ-পতন, তিনি আবার
সৃষ্টি ভরিয়া স্বচ্ছন্দতা আনেন; তারেই বলি বিচার।
এই 'তৌহিদ'-একত্ববাদ বারে বারে ভুলে এই মানব
হানাহানি করে, ইহারাই হয় পাতাল-তলের ঘোর দানব।
ইহারাই 'জিন্', এরাই অসুর এরাই শত্রু জন্মান্তের,
যুগে যুগে আসি পয়গাম্বর সংহার করে এই কাফের।
সারা বিশ্বের সম্পদ ঐশ্বর্য লুটিয়া এই অসুর
নির্মাণ করে স্বর্ণ-লঙ্কা, ঘৃণ্য লোকের পাতালপুর।

এদেরই সংস্কারের লাগিয়া ঐশী শক্তি আসে নেমে,
কখনো করেন সংহার তিনি, কখনো গলান মহা-প্রেমে।
আগেও এসেছে, আজিও আসিবে তাঁরই ইচ্ছায় 'মুজাদ্দাদ'
সংহার করি এই ভেদ-জ্ঞানে-শেখাবেন তিনি এক 'আহাদ' !।
কার মাঝে তাঁর সেই চিন্ময় শক্তির হবে মহাপ্রকাশ,
কে বলিবে, ভাই? সূর্য কখন উঠিবে জানে সে মহা-আকাশ।

এই জানিয়াছি, এই দেখিয়াছি, এই শুনিতেছি রাত্রিদিন-
আসিছেন তিনি তৌহিদের মহা-জ্যোতি লয়ে 'আল্-আমিন'।
পীড়িত মানব-আত্মা এমনি মুনাজাত করি তাঁর কাছে-
তাঁর শক্তিতে শক্তিমানের চিরদিন দুনিয়ায় যাচে !

বিশ্বাস করো অবিশ্বাসীরা, রহমত তাঁর আসিছে ঐ-
ভয় করিবে না মানুষ কারেও, অদ্বৈত সে আল্লা বৈ।
তাঁরই শক্তিতে শক্তি লভিয়া, হইয়া তাঁহারই ইচ্ছাধীন
মানুষ লভিবে পরম মুক্তি, হইবে আজাদ, চির-স্বাধীন !
অসুরে অসুরে বাঁধায়ে সমর উর্ধ্বে আল্লা নির্বিকার
দেখিছেন খেলা;-তিমির-অন্ধ ! দেখ রে তাঁহার দেখ বিচার !

আপনা আপনি হানাহানি করি মরিবে অসুর সৈন্যদল,
বাঁচিয়া যাহারা রহিবে, দেখিবে-বিষ-বৃক্ষে কি ফলেছে ফল ।
তখন তাহারা চাহিবে শান্তি-অসুর-শক্তি চাবে না আর,
চাহিবে দিব্য শক্তি তাঁহার-পরমাশ্রয় যাচিবে তাঁর !
সেইদিন এই মহা-সমরের অবসান হবে, শোন্ মানব,
সেইদিন এই ধূলির ধরায় আসিবে পরম মহোৎসব !

‘সওগাত’

যুদ্ধ-সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

The Great War

Today Tawhid and idols clash in a terrible war,
The One without partner prevails – proclaims ‘Allahu Akbar.’
This dark delusion of division among nations and men,
Shall break by the mantra of the One-”Ahad – then all shall be
equal again.”
See, within one sun remain endless colors,
yet they merge in purest white, losing all hues.
As long as the concept of small and noble remain on earth,
So long shall rage this strife, this mighty war of dearth.
As long as ignorance abides, greed’s demon will endure,
Desire and craving stay – this terrible war shall not be cured.
The demons of greed and desire will clash without release;
None shall be defeated, none shall declare the peace.”
All demons of the world He’ll turn to radiant light,
The Bringer of supreme peace – His dawn is now in sight!
Those who fight in this dark night of ignorance,
Shall see the sun and know the truth at day’s first glance.
Blinded by greed and desire, they struck the Divine Being,
And with that same hand, shall touch His wounded feet.
Above all hues shines Allah’s supreme light,
Unseen by some, His grand play escapes their sight.
“He, the primal poet, crafts verse day and night,
Lost in His writing, creation finds its rhyme and light.
Behold the demon throng, the world’s own rhythm breakers,
In this fair creation, they are the giants, the unbelievers.
The lines where poets break rhythm without a care,
They cut the verse and joyfully write another there.
Likewise, the primal Supreme Poet, detached and ‘Al-Ahad’,
Brings joy to the demons and establishes equality in the world!”

Creation shines when filled with the Supreme Light,
Who can grasp the play of the 'Ahad,' eternally bright?"
Through ages His creation breaks its rhyme,
Yet He restores it, filling all with the divine.
Time and again, men forget the Oneness, Tawhid's call,
And become the demons wage war at the underworld's hall."
These are the Jinn, the demons, the foes of Paradise
In every age they slew the prophets, defying truth with lies.
Plundering the wealth and treasure of the world, these fiends of
yore,
They build their golden Lanka, a vile underworld of the impure.
For their corruption descends divine power from above
At times to strike with wrath, at times to melt with boundless
love.
He has come before, and He shall come again by His will – a
'Mujaddid';
To destroy this divisive concept, He will teach the truth of the
One – 'Ahad'!
In whom will His conscious power have its great manifestation?
Who will say, brother? When the sun will rise is known to the
great heaven,
This I have declared, this I have seen, this I hear day and night:
He is coming, Al-Amin, bearing the great light of Tawhid.
The oppressed human soul thus offer their prayer;
By His power, the powerful remain in this world forever!"
Believe, O disbelievers, His mercy is coming forth;
Man shall fear none else, for Allah alone is One, of infinite
worth.
By His power, gaining strength and subject to His will,
Man attains true liberation, free forever, standing still.
Above the war tied with demons, Allah remains impervious;

He has seen the play – O blind of darkness! Behold His justice!
Fighting their own, the demon armies shall perish;
And those who survive will see the fruit the poisoned tree did
cherish.
Then they will seek peace, the demon powers crave no more,
And turn to His divine strength, finding refuge evermore.
That day the great battle shall come to an end, O mankind,
That day upon this earth shall descend the festival divine.

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Tawhid:** The Islamic concept of absolute Oneness of God.
2. **Ahad:** One of the attributes of Allah, meaning "The One" or "Unique."
3. **Al-Ahad:** Emphasizes the singular, indivisible nature of God.
4. **Allahu Akbar:** Arabic for "God is Greatest," a proclamation of divine supremacy
5. **Jinn:** Supernatural beings in Islamic theology; some are benevolent, others malevolent.
6. **Mujaddid:** A reformer sent by God to renew faith and guide humanity in each century.
7. **Al-Amin:** "The Trustworthy," an epithet of Prophet Muhammad (PBUH).
8. **Lanka:** the kingdom of the demon king Ravana in Hindu epic Ramayana

মা

যেখানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনখানে কেহ পাইবে না ভাই।

হেরিলে মায়ের মুখ
দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কত না সোহাগে মাতা বুকে ভরান।

কত করি উৎপাত
আব্দার দিন রাত,
সব সন হাসি মুখে, ওরে সে যে মা !
আমাদের মুখ চেয়ে
নিজে র'ন নাহি খেয়ে,
শত দোষে দোষী তবু মা তো ত্যজে না।

ছিনু খোকা এতটুকু,
এতটুতে ছোট বুক
যখন ভাঙিয়া যেতো, মা-ই সে তখন
বুকে করে নিশিদিন
আরাম-বিরাম-হীন
দোলা দিয়ে শুধাতেন, 'কি হোলো খোকন' ?
আহা সে কতই রাতি
শিয়রে জ্বালায়ে বাতি
একটু অসুখ হলে জাগেন মাতা,
সব-কিছু ভুলে গিয়ে
কেবল আমারে নিয়ে
কত আকুলতা যেন জগন্মাতা।

যখন জনম নিলু
কত অসহায় ছিনু,
কাঁদা ছাড়া নাহি জানিতাম কোন কিছু,
ওঁঠা বসা দূরে যাক—
মুখে নাহি ছিল বাক,
চাহনি ফিরিত শুধু মা'র পিছু পিছু !

তখন সে মা আমার
চুমু খেয়ে বারবার
চাপিতেন বুকে, শুধু একটি চাওয়ায়
বুঝিয়া নিতেন যত
আমার কি ব্যথা হোতো,
বল কে এমন স্নেহে বুকটি ছাওয়ায় !

তারপর কত দুখে
আমারে ধরিয়া বুকে
করিয়া তুলেছে মাতা দেখ কত বড়,
কত না সে সুন্দর
এ দেহ এ অন্তর
সব মোরা ভাইবোন্ হেথা যত পড়ো ।
পাঠশালা হতে যবে
ঘরে ফিরি যাব সবে,
কত না আদরে কোলে তুলি নেবে মাতা,
খাবার ধরিয়া মুখে
শুধাবেন কত সুখে
'কত আজ লেখা হোলো, পড়া কত পাতা ?'

পড়া লেখা ভাল হলে
দেখেছ সে কত ছলে
ঘরে ঘরে মা আমার কত নাম করে !
বলে, 'মোর খোকামণি ।
হীরা-মাণিকের খনি,
এমনটি নাই কারো !' শুনে বুক ভরে !

গাঁটি গরম হলে

মা সে চোখের জলে
ভেসে বলে, 'ওরে যাদু কি হয়েছে বল্ !'
কত দেবতার 'থানে'
পীরে মা মানত মানে—
মাতা ছাড়া নাই কারো চোখে এত জল ।

যখন ঘুমায়ে থাকি
জাগে রে কাহার আঁখি
আমার শিয়রে, আহা কিসে হবে ঘুম !
তাই কত ছড়া গানে
ঘুম-পাড়ানিরে আনে,
বলে, 'ঘুম ! দিয়ে যা রে খুকু-চোখে চুম্ !'

দিবানিশি ভাবনা
কিসে ক্লেশ পাব না,
কিসে সে মানুষ হব, বড় হবে কিসে;
বুক ভরে ওঠে মা'র
ছেলেরি গরবে তাঁর,
সব দুখ সুখ হয় মায়ের আশিসে ।
আয় তবে ভাই বোন,
আয় সবে আয় শোন্
গাই গান, পদধূলি শিরে লয়ে মার;
মা'র বড় কেউ নাই—
কেউ নাই কেউ নাই !

নত করি বল্ সবে 'মা আমার ! মা আমার !

Mother

Wherever I cast, I see —
No sweeter word
than 'Ma', with nectar laced in every part.
No love, no fond embrace
In any time or place
Can match the warmth a mother can impart?

Her face — oh what a sight!
It makes the darkness light,
Her lap alone can soothe the aching soul.
With hands so soft and mild,
She cradles every child,
And pours her love to heal, to make us whole.

How much we cry and plead —
She tends to every need,
With smiling face, she bears our every flaw.
She fasts when food is few,
Goes hungry, thinking you —
Yet never turns away — because she's mother.

When I was just a tot,
So tiny was my lot,
My slightest cry would tear her heart in two.
She held me through each night,
No rest, no pause in sight,
And asked, "Oh darling, what's been troubling you?"

Ah! Countless were the nights
She stayed up with the lights,
If fever struck, she'd pace beside my bed.
She gave up sleep and ease,
Her only prayer — my peace,
Such motherly devotion none has said.

At birth, so frail was I,
No strength to laugh or cry —
I only knew to weep and squirm around.
No words, no steps to take,
Just gurgles I could make,
Yet Mother could read my soul without a sound.

She'd kiss my eyes and brow,
And softly whisper, "Now..."
Then hold me close with joy beyond compare.
She knew each tiny ache,
Each little sob I'd make —
Tell me — who else could ever love so fair?

Through hardship, pain and care,
She raised me with such flair —
She gave me all and made me strong and wise.
This body, mind and soul,
Each inch is Mothers's console,
Each sibling too reflects her sacrifice.

When school would end each day,
She'd rush and clear the way,
Then lift me up with joy that filled her eyes.
With food, she'd greet me home,
And gently she would comb,
And ask, "How much did my darling memorize?"

If I did well, she'd beam —
And dream the brightest dream —
With every home she'd share my tiny feat.
"My gem! My pride!" she'd cry,
"My star up in the sky!"
Her joy would wrap me in a love so sweet.

If fever touched my brow,
She'd cry, "What's wrong now?"

And tears would flood her eyes without control.
She'd vow and give in grace
To saints and holy place —
No god receives such prayer from the soul.

While I in sleep would lie,
Who'd stay with waking eye
To guard me from the fears the night might send?
She'd hum a lullaby,
With voice so soft and high,
"Come sleep! Kiss baby's eyes and be her friend!"

By day and night she'd dream —
"What future waits for him?"
"How will my boy grow up and walk this land?"
Her heart would swell with pride,
As if the world she'd guide —
And bless me with her ever-loving hand.

Come now, O sister, brother,
Let's sing the praise of Mother —
With hands at her feet in love and respect.
There's none so great as she —
None, none — eternally!
So say in utmost love and respect: "Ma! Ma — our Ma!"

Translated by Mohammad Zahir Uddin

মাঙ্গলিক

ভোরের বেলায় পূব-গগনে সূর্য ঠাকুর দেন উঁকি-
বলেন, ‘অলস, জড়ের মতন বসে বসে করছ কি?
আমার আকাশ-মায়ের কোলে জাগি আমি ভোর বেলায়,
আমার হাসির উচ্ছলতা বনে বনে ফুল ফোটায়।
ক্রমেই যত উর্ধ্বে উঠি, ততই আমি হই প্রখর,
শক্তি-তেজের উজল দু্যতি ছড়াই বিশ্ব-ভুবন পর।
রঙে রঙে রাঙাই আকাশ, যখন সাঁঝে অন্ত যাই,
ত্রিলোক মলিন মোর বিদায়ে, যাবার বেলা দেখতে পাই।
তোমার জীবন এমনি হবে শৈশবে আনন্দময়;
যেথায় যাবে, সেথায় যে নূতন প্রাণের লহর বয়!

তোমার শক্তি-তপস্যাতে আসবে কাছে উর্ধ্বলোক,
তোমার আলোক ঘুচিয়ে দিবে ত্রিজগতের দুঃখ-শোক।
এই পৃথিবীর আঁধার যত, এই মানুষের সকল ভয়
করবে মোচন শক্তি দিয়ে শৌর্য দিয়ে, হে দুর্জয়!
দেশের জাতির লজ্জা গ্লানি কলঙ্ক ও অসম্মান
তোমার তেজে দন্ধ হবে, জাগবে বুকে নূতন প্রাণ!
যে-সব আত্ম-অবিশ্বাসী ভয়ের গুহায় লুকিয়ে রয়,
তোমার ডাকে আসবে ছুটে, হে তেজোবীর, হে দুর্জয়!
যে আদর্শ মানুষ আজও জন্মেনি কো এই ধরায়,
তুমিই হবে সেই সে মানুষ অধ্যবসায়, তপস্যায়।
সূর্য-সম শেষ জীবনে রাঙিয়ে যাবে দিগ্বিদিক,
যুক্ত-করে বিশ্ব-নিখিল গাইবে তোমার মাঙ্গলিক।
অন্ত গেলে রবি যেমন জগৎ দেখে অন্ধকার,
হারিয়ে তোমায় কাঁদবে শোকে তেমনি মানুষ এই ধরার।

The Auspicious

At dawn, Lord Sun peeks in the eastern sky,
Saying, "Lazy one, sitting idle like a stone, what do you try?"
In my sky-mother's lap, I awake at dawn,
My laughter's exuberance makes flowers bloom on every lawn.
The higher I rise, the brighter I become,
Spreading radiant energy across the world's dome.
I color the sky with shades when evening falls,
The three worlds dim at my departure, and I hear their calls.
Your life will be blissful in the days of your childhood.
Wherever you go, new streams of life will flow.
Through your strength and penance, the heavens will come
close,
Your light will dispel the sorrows and grief of the three worlds.
All the darkness of this earth, all the fears of humankind,
You will dispel with power and courage, O unconquerable
mind!
The shame, disgrace, and dishonor of the country and nation
Will be burned by your vigor;
A new spirit will awaken in the heart.
Those who, full of self-doubt, hide in the caves of fear
Will rush to your call, O valiant hero, O unconquered one!
The ideal human who has not yet been born on this earth
You shall be that person, through persistence and spiritual
worth.
Like the sun, in your final life, you will color all directions,
Uniting the entire world, it will sing your auspicious song.
When the sun sets and the world grows dim,
Losing you, the people of this world will weep in grief.

Translated by Debashis Das

মানিনী

মূক করে ঐ মুখর মুখে লুকিয়ে রেখো না,
ওগো কুঁড়ি, ফোটার আগেই শুকিয়ে থেকো না !
নলিন নয়ান ফুলের বয়ান্ মলিন এ-দিনে
রাখতে পারে কোন সে কাফের্ আশেক্ বেদীনে ?
রুচির চারু পারুল বনে কাঁদছ একা যুঁই,
বনের মনের এ-বেদনা কোথায় বল থুই ?
হাসির-রাশির একটি ফোঁটা অশ্রু অকরণ,
হাজার তারা মাঝে যেন একটি কেঁদে খুন !
বেহেশ্তে কে আনলে এমন আবছা ব্যথার রেশ,
হিমের শিশির ছুঁয়ে গেছে হ্র-পরীদের দেশ !
বরষ পরের দরশনের কই সে হরষণ,
মিলবে না কি শিথিল তোমার বাহুর পরশন ?
শরম টুটে ফুটুক কলি শিশির-পরশে,
ঘোমটা ঠেলে কণ্ঠা ফেলে সলাজ হরষে ।

O Sulky Maiden

Do not mute the words behind that sweet silence,
Oh budding flower, do not dry up in defiance!
Eyes like lotus, lips like a flower, stained today,
Which lover, infidel, or disbeliever would let them decay?
In the forest's silence, the jasmine cries alone,
Where can the sorrow of the woods be shown?
A tear falls from a smile, a sorrow so cruel,
In the midst of stars, one cry seems to rule.
Who brought such grief to the joy of the blessed?
Touched by frost, where the houris rest.
Where is the joy in the waiting embrace?
Shall your touch, though faint, still find its place?
Let shame fall away, let the bud bloom bright,
Lift your veil and let your voice take flight.

Translated by Debashis Das

মানুষ

গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান !
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি ।—
‘পূজারী, দুয়ার খোলো,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হলো !’
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয় !—
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ
ডাকিল পাহু, ‘দ্বার খোল বাবা, খাইনি কো সাত দিন ।’
সহসা বন্ধ হল মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে !
ভুখারি ফুকারি কয়,
ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয় !

মসজিদে কাল শির্নি আছিল, অটেল গোস্তু-রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটিকুটি !
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন,
বলে, ‘বাবা, আমি ভুখা-ফাঁকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন !’
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা-‘ভালা হল দেখি লেঠা,
ভুখা আছো মরো গো-ভাগাড়ে গিয়ে ! নামাজ পড়িস বেটা ?’
ভুখারি কহিল, ‘না বাবা !’ মোল্লা হাঁকিল,—‘তা হলে শালা,
সোজা পথ দেখ !’ গোস্তু-রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা !

ভুখারি ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে—
‘আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা বলে বন্ধ করোনি প্রভু !
তব মসজিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি,
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি !’
কোথা চেঙ্গিস, গজনি-মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙে ফেল্ ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া-দ্বার !

খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি-শাবল চালা!

হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়!

মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি
ও মুখ হইতে কেতাব-গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে।
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল!-মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ; -গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো!
আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক করীর,-বিশ্বের সম্পদ,
আমাদেরি ঐরা পিতা পিতামহ, এই আমাদের মাঝে
তাদেরি রক্ত কম-বেশি ক'রে প্রতি ধমনিতে রাজে।
আমরা তাদেরি সন্তান, জাতি, তাদেরি মতন দেহ,
কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ।
হেসো না বন্ধু! আমার আমি সে কত অতল অসীম,
আমিই কি জানি কে জানে কে আছে আমাতে মহামহিম।
হয়ত আমাতে আসিছে কঙ্কি, তোমাতে মেহেদি ঈসা,
কে জানে কাহার অন্ত ও আদি, কে পায় কাহার দিশা?
কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি?
হয়ত উহারই বুকে ভগবান জাগিছেন দিবারাতি!
অথবা হয়ত কিছুই নহে সে, মহান্ উচ্চ নহে,
আছে ক্লেদাক্ত ক্ষত-বিক্ষত পড়িয়া দুঃখ-দহে,
তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়!
হয়ত ইহারই ঔরসে ভাই ইহারই কুটির-বাসে
জন্মিছে কেহ-জোড়া নাই যার জগতের ইতিহাসে!
যে বাণী আজিও শোনেনি জগৎ, যে মহাশক্তিধরে
আজিও বিশ্ব দেখেনি,-হয়ত আসিছে সে এরই ঘরে!
ও কে? চণ্ডাল? চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব!
ওই হতে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।
আজ চণ্ডাল কাল হতে পারে মহাযোগী-সম্রাট,

তুমি কাল তারে অর্ঘ্য দানিবে, করিবে নান্দী পাঠ।
রাখাল বলিয়া কারে কর হেলা, ও-হেলা কাহারে বাজে!
হয়ত গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল-সাজে!

চাষা বলে কর ঘৃণা!

দেখো চাষা-রূপে লুকায়ে জনক বলরাম এলো কি না!
যত নবি ছিল মেঘের রাখাল, তারাও ধরিল হাল,
তরাই আনিল অমর বাণী-যা আছে রবে চিরকাল।
দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারি ও ভিখারিণী,
তারি মাঝে কবে এলো ভোলা-নাথ গিরিজায়া, তা কি চিনি!
তোমার ভোগের হাস হয় পাছে ভিক্ষা-মুষ্টি দিলে,
দ্বারী দিয়ে তাই মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে।

সে মার রহিল জমা-

কে জানে তোমায় লাঞ্ছিতা দেবী করিয়াছে কি না ক্ষমা!
বন্ধু, তোমার বুক-ভরা লোভ দু'চোখে স্বার্থ-ঠুলি,
নতুবা দেখিতে, তোমারে সেবিতো দেবতা হয়েছে কুলি।
মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা-মথিত-সুধা,
তাই লুটে তুমি খাবে পশু? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা?
তোমার ক্ষুধার আহার তোমার মন্দোদরীই জানে
তোমার মৃত্যু-বাণ আছে তব প্রাসাদের কোনোখানে!

তোমার কামনা-রানি

যুগে যুগে, পশু, ফেলেছে তোমায় মৃত্যু-বিবরে টানি।

Human

I sing of equality.
There's nothing greater than a human being,
nothing nobler!
Caste, creed, religion—there's no difference.
Throughout all ages, all places,
we're all a manifestation
of our common humanity.
“O Priest, please open the door!
A hungry god is at your doorstep—
it's time for worship.”
Awakened by this dream
the priest rushes to open the temple door
with eager anticipation: His day might have
finally arrived to get rich as a king
from the blessings that god may bestow upon him.
Instead, there's this traveller—clad in rags, thin,
with a feeble voice, saying: “Please,
open the door, Father—I haven't eaten anything
for seven days!”
The priest slams the door on his face!
Turning around to continue on his journey
through the dark night
the hungry traveller says: “This temple
belongs to the priest, O God, not to you!”
At the mosque, the mollah is overjoyed
by the huge amount of leftovers of meat and bread
from yesterday's offerings.
Just then a sickly traveller arrives at the door,
saying: “Father, I have been hungry
for the last seven days!”
The mollah reacts: “What a botheration!
You're starving?—Just go and drop dead
in some cattle graveyard!
Besides—do you say your prayers?”
“No, Father,” replied the hungry man.

“That does it-out!” shouts the mollah
shutting the door on his face,
holding on to the meat and bread.
The hungry man continues on his journey,
saying: “I have lived for eighty years
without saying a prayer, yet you’ve never
deprived me of my food. But the mosques
and temples, O Lord-human beings have
no claim on them. Mollahs and priests
have locked all their doors!”

Where are you Chengis, Ghazni Mahmood, Kalapahar?
Smash the locked doors of these of worship!
Who dares shutting the doors of the house of God,
who dares to put locks on them?
Open those doors-strike with your hammers & crowbars!
Oh, the house of worship-selfish, hypocrites
occupy their towers!
Who are they-hating human beings
yet kissing the Quran, the Vedas, the Bible?
Snatch away those books from them.
The hypocrites pretend worshipping those books
by killing the human beings who have, in fact,
brought those books into existence.
Listen, you ignorants: Human beings
have brought the books,
the books never brought human beings!
Adam, David Isiah, Moses, Abraham, Mohammad,
Krishna, Buddha, Nanak, Kabir-the treasures
of the world-they are our ancestors.
It’s their blood that runs through our veins.
We’re their children, kin-we’re of the same body.
Who can tell?-Someone among us
may turn out to be like one of them.
Don’t laugh, my friend-the self within us
is fathomless and infinite.
Do I-does anyone-know what greatness

may lie within that self?
Perhaps in me lies the *Kalki*,
and in you, Mehdi or Isiah.
Who knows what is one's limit or the origin?
Who finds what path to follow?
Whom do you hate, brother, whom do you kick?
Perhaps within his heart
resides the ever-awakened God!
Or perhaps he's nobody that important,
great, or of high esteem—but just someone
who's covered with filth, badly wounded and battered.
and burning with sorrow.
Yet, all the holy scriptures and houses of worship
are not as sacred as that one tiny human body!
Perhaps he'll father—in his house will be born—
someone yet unmatched in the history of the world,
who'll deliver a message never heard before,
whose great power the world has yet to witness!

Who's he? An untouchable?
Why do you startle? He's not to be despised!
He may turn out to be Harishchandra or Lord Shiva.
Today an untouchable—tomorrow he may become
a supremely revered yogi-emperor.
You'll come to him with offerings, sing his eulogy.
Why do you look down upon a shepherd?
Perhaps he's Krishna in shepherd's disguise!
Don't hate him for being a peasant—
he may be Lord Balaram!
They're all bearers of eternal messages.
Everyday begging men and women
are turned away from the door.
How would O recognize
if Lord Bholanath and Girijaya were among them?

Just to avoid sharing a little of your sumptuous meal
with a beggar, you resort to your doorman—beating up

and chasing away a god!
But all that gers recorded—who knows if you're
ever forgiven by the humiliated goddess.
Friend, you're full of greed
with a blinder of selfishness over your eyes.
Otherwise you'd recognize the god
serving you as a coolie.
You, beast! To appease your hunger, do you want
to go on plundering the god within the human heart,
the nectar churned out of human pain?
Your evil gorge knows what appeases your hunger,
where in your palace is concealed your death-arrow.
Through the ages, your own desires
have dragged you into your death-holes.

Translated by Sajed Kamal

মিথ্যাবাদী

মিথ্যা বলেছ বলিয়া তোমায় কে দিল মনস্তাপ ?
সত্যের তরে মিথ্যা যে বলে স্পর্শে না তারে পাপ ।
গোটা সত্যটা শুধু তো সত্য কথা বলাতেই নাই,
মিথ্যা কয়েও সত্যনিষ্ঠ হতে পারি আমরাই !
সত্যবাক্ সে বড় কিছু নয়, ক'জন সত্যবান্ ?
সত্যবাদীরা ক'জন দিয়াছে সত্যের তরে প্রাণ ?
অন্তরে যারা যত বেশি ভীৰু যত বেশি দুর্বল,
নীতিবিদ, তারা তত বেশি করে সত্য-কথন ছল ।
সত্যকামেরও নমস্য যারা সত্যনিষ্ঠ বীর—
সত্যের তরে হাসিতে হাসিতে যারা দিল নিজ শির !
হয়তো তাহারা অনেক মিথ্যা বলেছে জীবন ভরে,
তবু তারা বীর—তারা দিল প্রাণ সত্য-রক্ষা তরে ।
সত্য লইয়া করিছে ওজন কে উনি মুদির মতো ?
মনে মনে ভাবে কি কাজই করিনু আমি সে বিজ্ঞ কত !
বলি ওহে বাপু সত্য-ব্যাপারি, সত্য কি চাল ডাল ?
কোথা কয় রতি সত্য কমিল, তাই নিয়ে দেবে গাল !
সত্য মুদির তথ্য —
অমুক বীরের জীবনে কমেছে হুঁ হুঁ এতটুকু সত্য !
ও কে আসে বাবা ? সত্যেরে তবু এরা মাপে, ও যে গণে ।
দশটি কথায় বাঁধিল সত্য, হেসে মরি মনে মনে !
বাটখারা আর রশি নিয়ে এল সত্যের পিসি-মাসি,
মাপিয়া মাপিয়া ভরিল বস্তা, গুনে গুনে বাঁধে খাসি ।
বন্ধু, শুনো না কূট-তর্কের যত হাতি ঘোড়া উট,
সত্যনিষ্ঠা থাকে যদি প্রাণ, বেপরোয়া বলো বুট !

The Liar

Who gave you the blame for speaking untrue?
A lie told for the sake of truth brings no sin to you.
The whole of truth is not just what we say,
Through a lie as well, we can walk truth's way.

To speak the truth is nothing great, but how many live it on?
How many truth-tellers have given their life for truth alone?
The more cowardly and weak within the heart they be,
The more the moralists twist truth with trickery.

Honored are the brave who love the truth sincere
Who smilingly gave their head for truth without fear!
Perhaps they told many lies all through their life's span,
Yet they were heroes; they died to guard truth's stand.

Who weighs truth like a grocer with his scale?
He thinks, 'What a deed I've done! How wisely I prevail!

I say, Hey bro, trader of truth, is truth like rice and grain?
If even a bit of truth is less, you scold in vain!

Truth, the grocer's gospels
In so-and-so hero's life, so little truth prevails.
Oh God, who is coming?
Still, they measure Truth, they count it outright—
In ten mere words, they bind it; I laugh at that sight.
With scales and ropes came Truth's aunts and kin,
Weighing the sacks, tying the goats in.
Friend, ignore the elephants, horses, and camels of crooked
debate
If truth lives within, dare to call falsehood straight!

Translated by Nadira Bhabna

মুকুলের উদ্বোধন

বীণাপাণির সুর-মহলের কোন্ দুয়ার আজ খুললো রে,
কোন্ সুখে আজ মন আমাদের দোদুল-দোলায় দুললো রে!
সবুজ শাড়ির ধানি আঁচল জারুল ফুলের বেগনি পাড়-
উড়িয়ে কে ঐ আসল রে ভাই আকাশ-বীণায় বাজিয়ে তার!
সোনার ফুলে লুটালো তার হৃদি-রাঙা উত্তরী,
খাপছাড়া এ মেঘগুলি যায় ভেসে তারি দূর তরী।

* * দোয়েল কোয়েল গাছে তারি বন্দনা,
কাঁঠাল-পাকা আমের সুবাস তারি দেহের গন্ধ না!
কও দেখি বোন্ কোন্ মেয়ে এই আসলো মোদের আঙিনায়-
এত স্নেহ উছলে পড়ে কাহার তনুর ভঙ্গিমায়?
এ যে মোদের ভারতী মা, টলেছে আজ আসন তাঁর-
আমরা যদি ডাক দি রে বোন্ রইতে কি মা পারেন আর?
গগন-জোড়া তাঁরি চাওয়া বুক-জুড়ানো মাটির কোল,
দখিন হাওয়ায় বাতাস করেন দুলিয়ে পাতার নীল আঁচল।
আয় বোন্ সব আয় মোরা আজ সালাম করি সে মাতায়,
দুলাল তার আজ আসল যারা সাজাই তাদের ফুল-পাতায়।
ছোট ছোট বোনগুলি সব আহ্বাদে আজ আটখানা,
কচি হাসির বাঁশি কাঁপায় পুলক দিয়ে মাঠখানা।
আজ কি বাণীর সোহাগটুকু লুটলি তোরা লুটলি, হায়,
গরবিনী বোনগুলি মোর তোদের দেখে চোখ জুড়ায়!
কিসের এত আনন্দ আজ জানো কি তা জানো বোন্।
লক্ষ্মী যত মেয়েদের আজ জ্ঞান-মুকুলের উদ্বোধন।
যা পাও আজ হাত পেতে নাও, আবার যেন ফের বছর
এমনি মেলে গুণের আদর পুরস্কার সে তর-বেতর।
রাখবো মনে আমরা সবাই সব ঠাই যদি লক্ষ্মী হই,
দুখের ধরা সুখের হবে, নারী যে বোন দুঃখ-জয়ী।
মেয়েই ঘরের লক্ষ্মী-মোরা * * ফুল ফুটায়,
মঙ্গল আর কল্যাণ সব নারীর পায়েই মুখ লুটায়।

তোমরা এখন কচি মেয়ে এসব হয়তো বুঝবে না,
ভালো যদি না হই রে বোন্, কেউ তা হলে পূজবে না।
পড়ালেখার সকল কাজে হব মোরা লক্ষ্মী সব,
দেখবে তখন কুটির মাঝেই ফুটেবে এসে রাজ-বিভব।

সভায় মোদের স্নেহের বলে এলে যে সব মহান-প্রাণ,
তাদের পায়ে প্রণাম করে গাও গো তাঁদের বোধন-গান।
আয় বোন্ সব আয় তবে আজ গাঁথব স্নেহের পুষ্পহার,
আনবো কেড়ে লক্ষ্মী-মায়ের পদ্ম-বাণীর সুর-বাহার।

দৌলতপুর

১৩২৮

* মনে হয়, কোনো বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী অনুষ্ঠানে কবিতাটি পঠিত হয়েছিল। তারকা চিহ্নিত শব্দগুলির পাঠ উদ্ধার করা গেল না। - সম্পাদক

The Buds Awaken

Which golden door of melody has opened wide today?
What joy has stirred our hearts to sway and dance this way?
With green-gold hems and violet veils, who floats from skies
above,
Strumming on a sky-born lute, a song of light and love?

Golden blooms lie scattered wide, her saffron scarf has flown,
The vagrant clouds fly drifting by, as if her ship they've known.

The koel calls, the doel sings, in praise of her they cry,
The scent of mangoes, jackfruit ripe-her breath is drifting by.
Say, dear sister, who is she that graced our gathering so-
Whose gentle grace and tender gaze make all our hearts
o'erflow?

It's our own Bharati Maa! Her seat today she stirs-
If we but call, can Mother not come rushing back to hers?
Her eyes span sky, her bosom Earth, her touch the southern
breeze,
She stirs the leaves with azure hem and whispers through the
trees.

Come, sisters, come-let's bow to her, our Mother bright and
wise,
We, her children, deck her path with petals, songs, and ties.
Little sisters, full of glee, are laughing everywhere,
Their giggles bloom like flutes of joy that float upon the air.

O Bani's touch of grace today-did you not take your share?
Ah, proud and noble girls of mine, you charm the very air!
What is this joy that fills the day? Do you, sweet sisters, know?
Today the buds of wisdom bloom, and knowledge starts to
grow.
So stretch your hands and take what's yours-this gift of love, so
dear,

May every year bring back such days with blessings bright and clear.

Let's hold it in our hearts, and if we're truly Lakshmi's kin,
This world of pain will bloom with peace-'tis women who shall win.

For woman is the home's own light-
She brings forth flowers, joy, and right;
All good and grace lie at her feet, the world kneels down to greet.

Though now you're young and may not grasp the depth of what is true,

If we are not our best, dear ones, the world won't honor you.
In every craft, in every field, let Lakshmi's strength be shown-
And then, within our humble huts, will royal grace be grown.

Now raise your voice in reverence to those great souls who've come-

With hearts of love and hands of peace to make our spirits one.
Come, sisters, come-today we weave a garland soft and fair,
To steal the strings of Lakshmi's lyre and braid them in her noble hair.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

Translator's Notes :

1. **Koel:** Koel is a **sweet-singing bird** (Asian koel), often mentioned in Indian poetry, songs, and scriptures.
2. **doel:** Doel refers to the Oriental Magpie-Robin, a small bird known for its sweet singing.
3. **Bharati Maa:** Bharat Mata (Bharati Maa) is the **personified goddess of India** - often shown draped in a saffron saree, holding a flag, standing on a map of India.
4. **Lakshmi:** Hindu goddess of **wealth, prosperity** (both material and spiritual), **fortune**, and **beauty**.
5. **Bani:** "Bani" may represent **divine wisdom or sacred knowledge** such as the teachings of saints, gurus, or scriptures.

মৃত তারা

কাব্যের নীল স্বচ্ছ গগনে অকল্যাণের হেতু
একদা শারদ নিশীথে সহসা উঠেছিল ধূমকেতু ।
যে উদার নভ-অঙ্গনে লীলার আলো দানিবার সাধ !
কেহ হেসেছিল উদ্ধত মোর বিপুল স্পর্ধা হেরি,
কেহ এসেছিল পতঙ্গ-সম অগ্নি-করে শত রবি চাঁদ ,
কেন জেগেছিল সে সভায় মেকতন ঘেরি ।
কেহ বেসেছিল ভালও আমারে, কেহ বা কৌতূহলী
নিবেদন মোরে করেছিল যেন পুলক-পূজাঞ্জালি ।
আজো সে-স্মৃতির দু'একটি কণা প্রাণে ঝিকিমিকি করে,
রেশমি চুড়ির আধেক খণ্ড ভেঙে-যাওয়া খেলা-ঘরে ।

কোটি জ্যোতিষ্ক গ্রহ-তারকার যেথা অনন্ত ভিড়
ছুটে এনু সেথা উৎপাত-শনি ধনুর্মুক্ত তীর ।
বিস্ময়ে ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠিল দিগঙ্গনা,
হংসসারির মালিকা ফেলিয়া পলাইল উন্মনা ।
হুজুগের ধূলি-অন্ধ আকাশ-ললাটে তিলক-রেখা
আঁকিল আমার অশুভ ধূম-মলিন অগ্নি-লেখা ।
ত্রিপুঞ্জধারী রুদ্রের রোষ-বহিতে জনমিয়া
ভয়াল জ্যোতির্জাগশিশু-সম আসিলাম বাহিরিয়া ।
আমার ফণার মণি করিলাম উদ্ধাপিণ্ড তুলি
মহাকাল-করে জ্বালাময় বিশ্ব-কেতন উঠিনু দুলি ।
সেদিন আমারে প্রণতি জানাতে এল কত নর-নারী,
বন্দিয়াছিল আমারে ভাবিয়া সাগ্নিক নভোচারি ।
তাহাদের পানে লজ্জায় আমি চাহিতে পারি না আজ-
রবি ও শরৎ-চন্দ্র বিরাজে যে মহাগগন মাঝ,
আলোক দানে স্পর্ধা লইয়া এসেছিলু সেই নভে;
জানি না সে মহা অপরাধের যে ক্ষমা পাব আমি কবে ।

রবি ও চন্দ্র তেমনি জ্বলিছে, দানিছে তেমনি আলো,
স্নিগ্ধ শান্ত জ্যোতিতে হরিছে বিশ্বের তমঃ কালো ।

আজ মনে নাই সে গগনে কবে উঠেছিল ধূমকেতু,
ক্ষণিক আতসবাজি সম এসেছিল কৌতুক হেতু।
যদি ভুলে থাকে, তবে সে পরম ভাগ্য বলিয়া মানি,
যদি ভুলে থাকে বীণাপাণি মম জ্বালাময় বিষ-বাণী।
সে বাণীতে মোর কাহারো প্রাসাদ জানি না জ্বলেছে কি না;
আমি জানি শুধু জ্বলিয়াছি আমি, জ্বালেনি বাণী ও বীণা।
জ্যোতিহীন বিষহীন ধূমকেতু আজো হয় বেঁচে আছে;
বিরিট-পুরীতে অজ্ঞাতবাসে ফাল্গুনী ফেরে নাচি'!
যাহারা আমারে ভোলেনি আজিও ভালোবাসে করুণায়
বাহিরে আলোর উৎসবে তারা ডাকে যবে-‘ফিরে আয়’,
দুই চোখে মোর জল ভরে আসে, চাহিতে পারি না লাজে;
কবরের পাশে বন্ধুর ক্রন্দন শেল-সম বাজে।
নিজের আগুনে জ্বালাইয়া চিতা যার প্রাণ জ্বলিয়াছে,
কাঁদি তাহাদের তরে, যারা এসে কাঁদে সে চিতার কাছে।

প্রদীপ জ্বলিয়া নিভিয়া গিয়াছে, আছে সলিতার ছাই;
তার কাছে যবে আসে পতঙ্গ, এসে দেখে আলো নাই।
ফিরে যায় তারা, অন্তর কাঁদে চেয়ে তাহাদের পানে,
লজ্জায় মরে সক্ররুণ স্বরে কহি আমি ভগবানে—
যে প্রদীপ আলো দানিতে পারে না, কেন তারে আর রাখা,
হে প্রভু, এবার মাটির প্রদীপ মাটিতে পড়ুক ঢাকা!
সহে না সহে না এ বিড়ম্বনা, মরিয়া গেছে যে তারা,
জ্যোতির্বিহীন সে ক্ষুদ্র তারা হউক এবার হারা
তাহার তিমির-মাতৃঅঙ্কে, ভুলে যাক তারে সবে;
প্রয়োজন তার নাই আলোকের উৎসবে মহানভে।

সাপ্তাহিক ‘ছন্দা’

দ্বিতীয় বার্ষিক শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৪

Dead Star

It is my misfortune
that once upon a time, in the blue transparent sky of poetry,
on an autumnal night, I suddenly appeared as a comet.
In the courtyard of the open sky, where hundreds of suns and
moons played,
why did I desire to contribute something to that company?
Some smirked, having seen my impudence, my enormous
audacity;
some came like insects, circling my flag of fire.
Some really loved me, and some, just curious,
offered me their thrills of delight.
Like a broken piece of glass bangle,
still today one or two fragments of that memory
make the broken doll's house of my heart sparkle.

Like a calamity of Saturn,¹ an arrow released from the bow,
I came running there
to the endless multitude of flaming planets and stars.
The celestial nymphs in the ten directions were astonished,
fearful, restless;
in their mental agitation they dropped the garlands
the rows of geese²
they were stringing.
My inauspicious smoke-clouded letters of fire
drew a mark on the forehead of the sky,
blinded by the dust of a passing fad.
Because I was born from the fiery anger of Rudra,³
who wears the trident-shaped mark on his forehead,

¹ Saturn is said to be inauspicious.

² Nazrul is comparing the straight lines of geese in flight to the garlands of white flowers that the nymphs are stringing.

³ Rudra is a form of Siva.

I came out like a frightening child of light.
Picking up a burning lump, I fixed it as a jewel into my snake's
hood;⁴
I rose up fluttering like a flag of scorching poison
in the hand of Mahakal.⁵
That day so many men and women came to salute me;
they praised me for shooting across the sky in flames.

Today I do not wish to look in their direction, out of shame.
I had come into the sky where Robi and Saratcandra exist,
arrogantly daring to give light.
I do not know when I shall receive pardon for that great offense.
Robi and Candra glow; they're lustrous.
The world's darkness is lost in their soothing, peaceful light.
I do not remember today when that comet appeared in the sky;
it came for fun, like brief fireworks.
If people forget it,
if the Vina-bearing Goddess⁶ forgets my burning poison-words,
I will consider it the greatest fortune.

Because of my words I do not know whether anyone's palace
was burned down or not.
I only know that I burned out; my words and melodies did not
burn with inspiration.
I keep living today as a comet, but without, alas, light or poison.
In a large mansion, living incognito, Phalguni dances around.⁷
Those who did not forget me still love me out of pity.
When they call me outside in a festival of light – "come back!" –
my two eyes fill with tears; I cannot see out of shame.

⁴ It is believed in Indian mythology that snakes have jewels in their hoods.

⁵ Mahakal, or Great Time, is an epithet for Siva.

⁶ Sarasvati.

⁷ He still has a domain of creativity, but lives incognito because people no longer acknowledge him. Phalgun is the eleventh month, a season for spring-time dances.

By my grave, the weeping of friends feels like the strike of an iron rod.

I lit my funeral pyre by my own fire, and now my heart has burned out.⁸

I cry for them who come and weep near that pyre.

The burning⁹ is now extinguished; only the ashes of the wicks remain.

When insects go near, they see there is no light and turn back.

Seeing them, my heart weeps.

In my embarrassment I say to Bhagavan in a pathetic voice – that lamp which cannot give light, why keep it any longer?

Hey Prabhu, I am an earthen lamp; let me fall to the earth.

It's unbearable; this mockery is unbearable. That star is already dead.

That insignificant star without light, let him be lost

in the lap of his mother of darkness. Let everyone forget him.

There is no need for him in the festival of light in the great sky.

Translated by Rachel Fell McDermott

⁸ The very fact of burning something from within causes the fire within to go out (like a match).

⁹ He acknowledges that he used to write good poetry.

যুগের আলো

নিদ্রা-দেবীর মিনার-চূড়ে মুয়াজ্জিনের শুনছি আরাব,-
পান করে নে প্রাণ-পেয়ালায় যুগের আলোর রৌদ্র-শারাব!
উষায় যারা চমকে গেল তরুণ রবির রক্ত-রাগে,
যুগের আলো ! তাদের বল, প্রথম উদয় এমনি লাগে!

সাতরঙা ঐ ইন্দ্রধনুর লাল রংটাই দেখল যারা,
তাদের গাঁয়ে মেঘ নামায়ে ভুল করেছে বর্ষা-ধারা।
যুগের আলোর রাঙা উদয়, ফাগুন-ফুলের আগুন-শিখা,
সীমন্তে লাল সিঁদুর পরে আসছে হেসে জয়ন্তিকা!

ঢাকা,
১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৩

The Light of the Ages

From the minaret of the goddess of sleep, I hear the *muezzin's* call,

Drink from the cup of life, the sunlit wine of the age's thrall!
Those who startle at dawn in the young sun's blood-red rage,
O Light of the Ages! Tell them—the first rising always appears
this way.

Those who saw the red of that seven-colored rainbow,
Clouds descended on their village, and the rain fell awry.
The red dawn of the Light of Ages, the flame of spring flowers,
Wearing red vermilion, the victorious goddess comes laughing!

Dhaka,
Falgun 17, 1333 Bengali Year

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Muezzin:** The muezzin is the person who calls Muslims to prayer five times a day from the minaret of the mosque. nowruz

রক্তাম্বরধারিণী মা

রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন ।
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি বান-বান ।
সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মা গো
জ্বাল সেথা জ্বাল কাল-চিতা ।
তোমার খড়্গ-রক্ত হউক
স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা ।
এলোকেশে তব দুলুক ঝঞ্ঝা
কাল-বৈশাখী ভীম তুফান,
চরণ-আঘাতে উদগারে যেন
আহত বিশ্ব রক্ত-বান ।
নিশ্বাসে তব পেঁজা-তুলো সম
উড়ে যাক মা গো এই ভুবন,
অ-সুরে নাশিতে হউক বিষু
চক্র মা তোর হেম-কাঁকন ।
টুটি টিপে মারো অত্যাচারে মা,
গল-হার হোক নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি ।
হাসো খলখল, দাও করতালি,
বল হর হর শঙ্কর !
আজ হতে মা গো অসহায় সম
ক্ষীণ ক্রন্দন সম্বর ।
মেখলা ছিড়িয়া চাবুক করো মা,
সে চাবুক কর নভ-তড়িৎ,
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে
লালে-লাল হোক শ্বেত হরিৎ ।
নিদ্রিত শিবে লাথি মার আজ,
ভাঙো মা ভোলার ভাঙ-নেশা,

পিয়াও এবার অ-শিব গরল
নীলের সঙ্গে লাল মেশা ।
দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
অশিব-নাশিনী চণ্ডি-রূপ;
দেখাও মা ঐ কল্যাণ-করই
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ ।
শ্বেত শতদল-বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বরধারিণী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা ।

The Mother Clad in Red Apparel

Clothe yourself in red apparel, O mother,
Let your white sober attire be burnt in the blazing fire!
Let's see how the sword jingles while you're
Clad in a new attire!
Rub off the vermillion from the parting of your hair,
O mother!
Kindle, kindle the fire on the swarthy pyre!
Let your sword be bloody like a red ribbon on
The chest of the creator! With her unkempt hair
Let the terrible *Kal-Baishaki* swing,
Let the wounded world gush out
The deluge of blood with your stamping foot,
By your breath let the world scatter
Like carded cotton, to kill the *Ashur*
Let the *Vishnu*-wheel be your
Golden bangle! O mother, exterminate all oppressions,
Let the blue-hanging rope be your garland,
Let the blazing comet be exposed
Violently in your eyes! Shout the name of god,
Giggle and clap, O mother, you're no more
A helpless chamois cries feebly! Tearing off your
Ornamented girdle, mother,
Make it a sky-whip! Let the whip there
Be a lightning of the sky,
Let the blood that drops down
From the chest of tyrants
Make all the whites and greens red,
Kick the sleeping *Shiva*,
Break the narcotic spell of *Bhola*,
This time offer him the drink,
Not that poisonous drink of shiva - the drink
Of blue and red!
Show again, mother, *Dunoja-duloni* could
Turn into *Chandi*-the killer of non-shivas;
O mother show us much destruction that

A beneficial hand could bring! Clad you're not
In white lotus today, apparel red you wear!
Mother,
Let your first full moon of the creation
Smile amid destruction!

Translated by Prof. Mustofa Munir

Translator's Comments

The mother, whom the poet addressed here in this poem, bears the image of the mother land-India. He is asking her to be clad in red apparel, the symbol of revolution, the symbol of rebellion-in lieu of white apparel. This is not the time to wear any more lotus white apparel. It is the time to stand against oppression and sacrifice lives. He encourages her to be more revolutionary and courageous. She is no more a helpless chamois that cries feebly. She should tear off her girdle and use it as a whip to strike the oppressors. She should be the Chandi, not the goddess Durga to kill all the demons in the crematorium. And let her first full moon of the creation smile amid destruction!

Translator's Note :

1. *Ashur*: A Titan who was hostile to Hindu gods (Hindu myth).
2. *Bhola*: Another name of god Shiva (Hindu myth).
3. *Chandi*: A manifestation of goddess Durga (Hindu myth).
4. *Dumojaduloni*: Destroyer of demons; the goddess Durga (Hindu myth).
5. *Kal-Baishaki*: A strong nor'wester wind accompanied by thunder storm and rain in the afternoon of Bhaishak (April-May) the first month of Bangla calendar year.
6. *Sari*: Sari is worn by the women of Indian subcontinent. It is a long unstitched cloth wrapped around the body in various styles. It is usually designed and beautified with prints and colors. Its length ranges from five to six yards.
7. *Shiva*: The Hindu god, who is considered as destroyer of all evils of the creation.
8. *Vishnu*: The Hindu god, who is considered as preserver of creation.

রবিহারা

দুপুরের রবি পড়িয়াছে চলে অস্ত-পথের কোলে
শ্রাবণের মেঘ ছুটে এল দলে দলে
উদাস গগন-তলে,
বিশ্বের রবি, ভারতের কবি,
শ্যাম বাঙলার হৃদয়ের ছবি
তুমি চলে যাবে বলে!

তব ধরিত্রী মাতার রোদন তুমি শুনেছিলে নাকি,
তাই কি রোগের ছলনা করিয়া মেলিলে না আর আঁখি?
আজ বাংলার নাড়িতে নাড়িতে বেদনা উঠেছে জাগি;
কাঁদছে সাগর নদী অরণ্য, হে কবি, তোমার লাগি।

তব রসায়িত রসনায় ছিল নিত্য যে বেদ-বতী,
তোমার লেখনী ধরিয়াছিলেন যে মহা-সরস্বতী,
তোমার ধ্যানের আসনে ছিলেন যে শিব-সুন্দর,
তোমার হৃদয়-কুঞ্জে খেলিত যে মদন-মনোহর,
যেই আনন্দময়ী তব সাথে নিত্য কহিত কথা,
তাহাদের কেহ বুঝিল না এই বঞ্চিতদের ব্যথা?

কেমন করিয়া দিয়া কেড়ে নিল তাঁদের কৃপার দান,
তুমি যে ছিলে এ বাঙলার আশা প্রদীপ অনির্বাণ।

তোমার গরবে গরব করেছে, ধরারে ভেবেছি সরা;
ভুলিয়া গিয়াছি ক্লৈব্য দীনতা উপবাস ক্ষুধা জরা।
মাথার উপরে নিত্য জ্বলিতে তুমি সূর্যের মত,
তোমারি গরবে ভাবিতে পারিনি: আমরা ভাগ্যহত।

এত ভালোবাসিতে যে তুমি এ ভারতে ও বাঙলায়,
কোন অভিমানে তাঁদের আঁধারে ফেলে রেখে গেলে, হয়!
বলদর্পীর মাথার উপরে চরণ রাখিয়া আর

রক্ষা করিবে কে এই দুর্বলের সে অহঙ্কার?
হেরো, অরণ্য-কুন্তল এলাইয়া বাংলা যে কাঁদে,
কৃষ্ণ-তিথির অঞ্চলে মুখ লুকায়েছে আজ চাঁদে!
শ্রাবণ মেঘের আড়াল টানিয়া গগনে কাঁদিছে রবি,
ঘরে ঘরে কাঁদে নরনারী, “ফিরে এস আমাদের কবি!”
ভারত-ভাগ্য জ্বলিছে শ্মশানে, তব দেহ নয়, হয়!
আজ বাঙলার লক্ষ্মীশ্রীর সিঁদুর মুছিয়া যায়!
আজ প্রাচ্যের কাব্যছন্দ সুরের সরস্বতী
তোমার শ্মশান-শিখায় দগ্ধ করিল চাঁদের জ্যোতি!

এত আত্মীয় ছিলে তুমি বুঝি আগে বুঝে নাই কেহ;
পথে পথে আজ লুটাইছে কোটি অশ্রু-সিক্ত দেহ।
যেই রস-লোক হতে এসেছিলে খেলিতে এ পৃথিবীতে,
সেথা গিয়া তুমি মোদেরে স্মরিয়া কাঁদিবে না কি নিভুতে?
তোমার বাণীর সুরের অধিক প্রিয়তম ছিলে তুমি,
বাংলার শ্রীর চেয়ে ভালোবেসেছিলে এ বঙ্গভূমি।

আশ্বাস দাও, হে পরম প্রিয় কবি, আমাদের প্রাণে,
ফিরিয়া আসিবে নব রূপ লয়ে আবার মোদের টানে।
এত রস পেয়ে নীরস শীর্ণ ক্ষুধিত মানুষ তরে
কেন কেঁদেছিলে, কেন কাঁদাইলে আজীবন শ্রম ভরে।
শুনেছি, সূর্য নিভে গেলে হয় সৌরলোকের লয়;
বাংলার রবি নিভে গেল আজ, আর কাহারও নয়।
বাঙালি ছাড়া কি হারালো বাঙালি কেহ বুঝিবে না আর,
বাঙলা ছাড়া এ পৃথিবীতে এত উঠিবে না হাহাকার।
মোদের আশার রবি চলে গেলে নিরাশা-আঁধারে ফেলে,
বাঙলার বুকে নিত্য তোমার শ্মশানের চিতা জ্বলে!
ভূ-ভারত জুড়ে হিংসা করেছে এই বাংলার তরে—
আকাশের রবি কেমনে আসিল বাংলার কুঁড়ে-ঘরে!

এত বড়, এত মহৎ বিশ্ববিজয়ী মহা-মানব
বাংলার দীন হীন আঙিনায় এত পরমোৎসব

স্বপ্নেও আর পাইব কি মোরা? তাই আজি অসহায়
বাংলার নর-নারী, কবি-গুরু, সাধুনা নাহি পায়।
আমরা তোমারে ভেবেছি শ্রীভগবানের আশীর্বাদ,
সে-আশিস যেন লয় নাহি করে মৃত্যুর অবসাদ।
বিদায়ের বেলা চুম্বন লয়ে যাও তব শ্রীচরণে,
যে লোকেই থাক হতভাগ্য এ জাতিরে রাখিও মনে!*

‘সওগাত’

ভাদ্র, ১৩৪৮

[* কলিকাতা রেডিও-যোগে প্রচারিত।]

We Have Lost Our Bright Sun

Our noon-time Sun is setting, descending down to the bosom of the sky. Clusters of clouds of the month srabon suddenly appear in the free blue air.

The heavens greet you,
the globe's Sun God, India's poet, Bengal's incarnation of the Cowherd divine. You whose image we cherish,
our Shaem, you're passing away!

Haven't you heard Mother Earth is crying? Have you perhaps feigned you're ill,
just failed to open your eyes?

Today Bengal feels its veins and nerves are paining, Our bay,
our rivers, our jungles, -

hey my Poet, they're all shedding tears for you.

Your tongue was ever wet with holy sayings,
for the great Goddess Swaraswati nurtured your pen. The beautiful Shiva sat in your seat of meditation, while the Love God enchanted your heart,

and Goddess Anandamoyee daily chatted you up.

Did none of them then understand

that the wretched and deprived would be sorrowed? How could their grand gift rudely be snatched away? You who are the Light, Bengal's beacon of hope, which forever is inextinguishable.

Yes, in your pride I myself feel proud,

When you retire to the earth, I too find my demise. I have forgotten all about my misery,

my hunger, my fasting and inertness.

Every day was sun-like, you showered us with rays.

Sharing your pride, we did not think we could be deprived of good fortune.

Your intensely loved Bengal and India.

Yet what insult, what offense to leave us in the dark! Who will now protect the self-esteem of the weak, placing his feet on the crest of the powerful, the arrogant?

See how Bengal weeps, her hair disheveled;

in Krishna's lunar space the moon has hid her face! Taking the
cover of srabon's clouds,
the Sun weeps above in the sky's arch.
At home men women all cry, 'Come back, our Poet!'
The embodiment of India's Fate is gone.
My god, it is burning at the cremation ground! Today the
vermilion of Lakkhi,
Bengal's Goddess of Wealth, has been wiped off! Gone is
Swaraswati, Goddess of the arts, who's the voice and poetic
rhythm of the East.
At the pyre of your cremation the moon's glow burns!
As close as kin, deeply intimate you were to us. I know, but none
of us realized in time!
Tearful and dumbfounded,
millions of lost souls are roaming the streets. Having ascended
back to heaven's paradise from where you climbed down
to play your tune in the world's realm, won't you quietly recall
us and cry?
Far dearer to us you were than voice and message. Your love for
Bengal's soil was greater than Sri's.
Give us your assurance,
hey supremely sweet, beloved Poet, that drawn by our feelings,
our fondness,
you'll return in new shape to re-energize our lives. Those
wretched, the hungry deprived of pleasure, were serviced the
juice of life by you.
For did not you all along weep and make us weep, bestowing us
with love from your bosom of love?
I've heard that when the Sun sets,
the world of solar rays too faces demise. Today the Sun of
Bengal has left, nobody else's. What we the Bengalis have lost,
none else only we understand.
Nowhere but here there's an outburst of wailing. The Sun, our
hope has departed,
he has thrown us in darkness and despair.
The flame of your funeral pyre forever will light up the sky of
Bengal. Envy reigns all over in India,

for of all places, the Sun God chose to visit the thatched huts in
our Bengal!

He was great and large-hearted,
beacon of humanness he's world-victorious.

To the courtyard of Bengal's poor he brought feasting. Will we
ever again see him in our dreams?

So today, Kobi Guru, we're steer-less, Bengal's men and women
are in-consolable. We thought Bhagwan bequeathed us,
you were his holy benediction to us. Let not the fatigue caused
by your death destroy this sacred blessing.

May your auspicious feet at this parting receive our warm kisses
of farewell.

Pray, do not forget this nation,

We, people in misery who are left behind.

Translated by Peter Custers

রাজ-ভিখারি

কোন ঘর-ছাড়া বিবাগীর বাঁশি শুনে উঠেছিলে জাগি
ওগো চির-বৈরাগী !
দাঁড়ালে ধূলায় তবে কাঞ্চন-কমল-কানন ত্যাগি-
ওগো চির-বৈরাগী !

তুমি
ছিলে ঘুম-ঘোরে রাজার দুলাল,
জানিতে না কে সে পথের কাঙাল
ফেরে পথে ক্ষুধাতুর-সাথে ক্ষুধার অন্ন মাগি,
সুধার দেবতা 'ক্ষুধা' 'ক্ষুধা' বলে কাঁদিয়া উঠিলে জাগি-
ওগো চির-বৈরাগী !

আঙিয়া তোমার নিলে বেদনার গৈরিক-রঙে রেঙে',
মোহ-ঘুমপুরী উঠিল শিহরি চমকিয়া ঘুম ভেঙে !
জাগিয়া প্রভাতে হেরে পুরবাসী
রাজা দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী,
সোনার অঙ্গ পথের ধূলায় বেদনার দাগে দাগী !
কে গো নারায়ণ, নবরূপে এলে নিখিল-বেদনা-ভাগী-
ওগো চির-বৈরাগী !

দেহি ভবতি ভিক্ষাম্ বলি দাঁড়ালে রাজ-ভিখারি,
খুলিল না দ্বার, পেলে না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী !
বলিল, 'দেবে না ? লহ তবে দান
ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ :-
দিল না ভিক্ষা, নিল নাকো দান, ফিরিয়া চলিলে যোগী !
যে-জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি ॥

ভুগলি

১৭ আষাঢ়, ১৩৩২

The Royal Beggar

What exiled wanderer's flute did wake
You from dreams magnetic,
O eternal ascetic!
You stood in dust, a golden throne forsaking—
O eternal ascetic!

You were in slumber, the king's dear child,
Knew not of the beggar on the roadside,
Wandering the path with the hungry, seeking bread for hunger.
You, the Lord of Nectar
Cried and woke from slumber, "Hunger! Hunger"
O eternal ascetic!

You adorned your robe with saffron flame,
Dyed deep in sorrow's bitter name.
The palace of illusion shook with fright—
And woke beneath the dawn's clear light.
Then townsfolk came with eyes to see:
The king now begs in poverty.

His golden limbs now bear the mark
Of road-side dust and sorrow stark.
Who are you, Narayan, in this new disguise,
Bearing the world's sorrow in your eyes
O eternal ascetic?

"Mother, give me alms!" the royal beggar stood—
No doors opened, no alms came, fear gripped each gatekeeper.
You cried, "Won't you give? Then take this gift—
My alms-brimmed heart!
Denied alms, refused a gift, the yogi turned away.
The life no one would take, death begged to take.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Note :

1. "Narayan" (The Divine Preserver) is a Sanskrit name and epithet of the Hindu god Vishnu, often representing the Supreme Being or Preserver in the Hindu trinity. It carries connotations of divinity, cosmic sustenance, and mercy.

রাজা-প্রজা

সাম্যের গান গাই
যেখানে আসিয়া সম-বেদনায় সকলে হয়েছি ভাই ।
এ প্রশ্ন অতি সোজা,
এক ধরণীর সন্তান, কেন কেউ রাজা, কেউ প্রজা ?
অদ্ভুত দর্শন-
এই সোজা কথা বলি যদি ভাই, হবে তাহা সিডিশন ।
প্রজা হয় শুধু রাজ-বিদ্রোহী, কিন্তু কাহারে কহি,
অন্যায় করে কেন হয় নাকো রাজাও প্রজাদ্রোহী !
প্রজারা সৃজন করেছে রাজায়, রাজা ত সৃজেনি প্রজা,
কৃতজ্ঞ রাজা তাই কি প্রজায় ধরে করে দিল খোজা ?
বন্ধু হাসিছ চুটে,
আপনার ঘরে হয়ে আছি সব গোলাম নফর মুটে !

আপনার পুরুষত্ব অন্যে সঁপিয়া কি পেনু দাম?
আগলাতে রাজা-রাজ্য-হেরেম হয়েছি খোজা গোলাম !
এ ব্যথা কাহারে কই,
যার ঘর তার ঘর নয় আর নেপো মারে এসে দই !
যাদের লইয়া রাজ্য, রাজ্যে নাই তাহাদেরই দাবি,
রাজা-দেবতার অনন্ত ভোগ, আমরা খেতেছি খাবি !
এ নিয়ে নালিশ কার কাছে করি, জয় রাজাজি কি জয় !
আমাদের হয় সুবিচার, নাই রাজারই বিচারালয় !
গুরু গুরু বাজে যুদ্ধ-ডঙ্কা, দলে দলে ছুটে ছেলে,
হেসে বুক চিরে কল্‌সি কল্‌সি তাজা খুন দিল ঢেলে ।
কলিজা-ছিদ্রে দীর্ঘশ্বাস ফুঁ দিয়া বাজায় শাঁখ,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন-উলু, চালে চালে ওড়ে কাক;
প্রস্তুত হলো পথ-
বাজা, শাঁখ বাজা, ওই দেখা যায় জয়-লক্ষ্মীর রথ !
মাগো কাঁদ তোরা, আদুরি বোনেরা ধুলায় লুটায় পড়,
সিঁথায় সিঁদুর নাই দিলি বধু, চল্‌ থেমে গেছে ঝড় ।
ফেরেনি ছেলেরা, ফেরেনি ভাইরা ? ফেরেনিকো পতি ? ওরে,

দুঃখ কি ? ওরা স্থান পেয়েছে যে জয়-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে !
আজিকে রাজ্যময়
শোকের তুফান ছাপাইয়া ওঠে-জয় রাজাজি কি জয় !
বাজা রে ডঙ্কা বাজা !
এতদিন পরে কেব্লা ছাড়িয়া বাহির হয়েছে রাজা !
নিহত আহত বীরেরে মাড়ায়ে ছুটেছে রাজার রথ,
যুদ্ধ-ফেরত খঞ্জ পশু পালা পালা ছাড় পথ !
বন্ধু, এমনি হয়-
জনগণ হলো যুদ্ধে বিজয়ী, রাজার গাহিল জয় ।
প্রজারা যোগায় খোরাক-পোশাক, কি বিচার বলিহারি,
প্রজার কর্মচারী নন তাঁরা রাজার কর্মচারী !
মোদেরি বেতন-ভোগী চাকরেরে সালাম করিব মোরা,
ওরে 'পাব্লিক সারভেন্ট'দেরে আয় দেখে যাবি তোরা !
কালের চরকা ঘোর,
দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে-চড়ে দেড়শত চোর ।
এ আশা মোদের দুরাশাও নয়, সেদিন সুদূরও নয়-
সমবেত রাজ-কণ্ঠে যেদিন শুনিব প্রজার জয় !

Kings and Subjects

I sing of equality
where through our common suffering
we're united as one family.

It's a simple question:
We're all children of the same Earth-
yet why is it that some of us are kings
while some others, subjects?
A strange philosophy indeed-
if I speak this simple truth, my friend, I'll be charged with
sedition.
Subjects can be considered rebels against the State;
then, to whom do I ask-why can't kings be considered rebels
against subjects for doing injustices?
It's the subjects who institute the kings-
not the kings the subjects;
is that why-out of gratitude-the king castrate the subjects?
You laugh, my friend-
but in our own home we've become slaves, servants, coolies!

At what price have we surrendered our masculinity to others?
Eunuchs-we guard the kings-kingsdoms-harems!
To whom do I express this pain-the house no longer
belongs to its owner-a rogue exploits it!
Those who make up the kingdom have no claim over it,
the ruler-gods float in luxury, while we gasp drowning!
To whom do I complain? "Glory to the King!"
There are courts to judge us, but none to judge the kings.
When the war-drums rumble, the youth move expediently in
bands
with the offering of blood pouring out
of their shredded chests-yet with a smile,
Homes are grief stricken, ravens fly from roof to roof;
yet roads are paved-

blow your conch, the chariot of the Victory-goddess is in sight!

Cry O mothers, dear sisters, widows—but the storm is over.

Your sons haven't returned? Your brothers, husbands too?

Why feel sad?—They have found a place in the lap of the Victory-goddess!

The whole kingdom mourns for them today—

“Victory to the King! Roll the drums!!”

After all these days finally the king has stepped out of his fort!
Trampling over the dead and the wounded heroes runs his chariot;

“Get out of the way—all you lamed and disabled returnees from the battlefield!”

My friend, that's exactly what happens—

people win the battle, but the king gets the praise!

The subjects feed and clothe the kings—

they serve the kings, not themselves—

what dumbfounding justice!

We bow to those whom we pay to serve us;

just look at how much the 'Public Servants' are paid!

Turn, O Wheel of Time—

on the shoulders of one hundred and fifty crore people

ride a hundred and fifty thieves!

It isn't an unrealistic hope, nor the day far away,

when all the kings of the world will sing in chorus

to their subjects' victory!

Translated by Sajed Kamal

রৌদ্র-দন্ধের গান

এবার আমার জ্যোতির্গেহে তিমির-প্রদীপ জ্বালো ।
আনো অগ্নি-বিহীন দীপ্তি-শিখার তৃপ্তি অতল কালো ।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো ॥
নয়ন আমার তামস-তন্দ্রালসে
তুলে পড়ুক ঘুমের সবুজ রসে,
রৌদ্র-কুহর দীপক-পাখা পড়ুক, টুটুক খসে,
আমার নিদাঘ-দাহে অমা-মেঘের নীল অমিয়া ঢালো !
তিমির-প্রদীপ জ্বালো ॥
মেঘে ডুবো সহস্রদল রবি-কমল-দীপ,
ফুটাও আঁধার-কদম-ঘুম-শাখে মোর স্বপন মণি-নীপ ।
নিখিল-গহন-তিমির-তমাল-গাছে
কালো কালার উজর নয়ন নাচে,
আলো-রাধা যে-কালোতে নিত্য মরণ যাচে—
ওগো আনো আমার সেই যমুনার জল-বিজুলির আলো ।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো ॥
দিনের আলো কাঁদে আমার রাতের তিমির লাগি
সেথায় আঁধার-বাসর-ঘরে তোমার সোহাগ আছে জাগি ।
ম্লান করে দেয় আলোর দহন-জ্বালা
তোমার হাতের চাঁদ-প্রদীপের থালা,
শুকিয়ে ওঠে তোমার তারা-ফুলের গগন ডালা ।
ওগো অসিত আমার নিশীথ-নিতল শীতল কালোই ভালো ।
তিমির-প্রদীপ জ্বালো ॥

সমস্তিপুরের ট্রেন-পথে
ফাল্গুন ১৩৩০

Song of the Sun-Scorched

Now light for me the lamp of night, where celestial dark flames
softly glow,
Bring me bliss from a flame-less fire, where shadowed pleasures
flow-
O light the lamp of woe!

Let my eyes in drowsy gloom
Drown within the green of dream,
Let sun-winged birds of light fall doomed,
Quenched beneath moon's silver stream.
Pour the nectar of night-cloud's grace on my fevered brow
aglow-
O light the lamp of woe!

Sink a thousand-petaled sun in clouds of dusky sweep,
Bloom my dream with night-kadam on branches steeped in
sleep.
In the dense, unfathomable shade of trees,
Dances the dark with gleaming eyes-
That dark where *Radha* seeks release,
In death's embrace, her silent cries.
Bring me that *Yamuna*'s light where lightning's shadows grow-
O light the lamp of woe!

Daylight urges for my night's deep shade,
Where your love in hush is laid.
Scorching flares of fire and sun
Fade before your moonlit hands undone,
Your stars like flowers, one by one.
Wither in my sky's shadow.
O my dark, serene, nocturnal flow-
Come, light the lamp of woe..

Translated by Mohammad Zahir Uddin

Translator's Notes :

1. **Radha:** Radha is one of the most revered and beloved figures in Hinduism, especially in Vaishnava and Bhakti traditions. She is celebrated as the eternal consort of Lord Krishna and the symbol of divine love and devotion (bhakti).
2. **Yamuna:** Yamuna is both a sacred river and a goddess in Hindu tradition. She plays a vital role in Indian spiritual, cultural, and ecological life, especially in connection with Lord Krishna.

লীগ-অব-নেশন্

সিংহ = ইং রাজ	হস্তী = ভারতবর্ষ ॥	বাঘ = ফ্রান্স ॥
ফ্লুক = রুশিয়া ॥	হাঙর = ইটালি ॥	নেকড়ে = অস্ট্রীয়া ॥
Wশবা = গ্রীস ॥	হায়েনা = আমেরিকা ॥	ঈগল = জার্মানী ॥

কোরাস :

বসেছে শান্তি-বৈঠকে বাঘ,
সিংহ, হাঙর, নেকড়ে !
বৈষ্ণব গরু, ছাগ, মেষ এসে,
হরিবোল বলে দেখরে ॥

শিবা, সারমেয়, খটাস, শকুনি-
দু'নয়ন লবণাক্ত
কেঁদে কয়, “দাদা, নামাবলী নেবো
আর রবো নাকো শান্ত !

কেন রেয়ারেযি দেখায়েযি বৃথা,
দিব ফেলে নখ দন্ত,
তপস্বী হয়ে বনে যাব সবে,
পশুর হউক অন্ত ॥

ছাগ মেষ সব কে কোথা' আছি,সু,
নিয়ে আয় সব ঢাক ঢোল,
এসেছেন গোরা, প্রেম-আনন্দে
ন্যাজ ত'লে সবে হরিবোল !

শিশু-হাসি হেসে নব যীশুবেশে
এসেছেন আহা বনমাঝ,
অজিন-আসন এনে দে হরিণ
বসিবেন গোরা, পশুরাজ ॥”

পশুরাজ ক'ন, “পশুদল, শোনো
শোনো মোর বাণী স্বস্তির !”
বাঘা কয়, “প্রভু! দন্ত বেজায়
বাড়িয়া উঠিছে হস্তীর ।”

প্রভু কয় “বাবা, শান্তির এই
বৈঠক তারি জন্যে ।”
নেকড়ে অমনি কহে, “চুপ! চুপ!
শুনিয়া ফেলিবে অন্যে ।”

হাবা'তে হাঙর খেজুড়-গুঁড়ির
লেজুড় করিয়া উচ্চ,
বলে, “প্রভু তুমি ধুমকেতু-তারা,
এ ভক্ত তা'র পুচ্ছ !”

প্রভু ক'ন, “আহা এতদিন পরে
মিলিল ভক্ত হনুমান !”
হাঙরের চোখে সাঁতার-সলিল,
বলে, “প্রভুর কি অনুমান !”

খেকড়ে-কণ্ঠ নেকড়ে কহিল,
“হায়েনা ত প্রভু আয়েনা !
আমরা করিব হরিনাম, আর
সে নেবে আফ্রিকা চায়েনা !”

ব্যাম্র কহিল, “সে স্যাঙাৎ যে
আছে রগ ঘেষে আমারই ।”
প্রভু ক'ন, “ঐ নোড়া দিয়ে দাঁত
ভাঙিব ভালুক মামারই ।”

হাঙর কহিল, “ভালুক মামা যে
ক্রমেই আসিছে রুষিয়া !”
বাঁচিবে আমড়া চুষিয়া ?”

লড়ালড়ি ক'রে হয়েনা ভালুক
দুটোরি ধরিবে হাঁপানি,
ছিনেজোক র'বে লাগিয়া পিছনে,
পাশে চিতে বাঘ জাপানী !

হাড়গোড়-ভাঙা ঈগল পক্ষী
কহিল পক্ষ ঝাপটি
“প্রভু, তব পিছে চাপকান-ঢাকা
আফগান মারে ঘাটি।”

প্রভু ক'ন, “ওরি ভাবনায় বাবা
ধরেছে রক্ত-আমেশা !
গোস্ত খাওয়ায়ে দোস্ত করিতে
তাই ত চেষ্টা হামেশা।”

শিবা কয়, “প্রভু, সুর্কি-রাঙানো,
প্রভু ক'ন, “মজি' সংসার-মোহে
টুপী ছাড়িয়াছে তুর্কী !”
ছাড়িল খোদার নূর কি?

কপাল মন্দ ! কি করিবে বল !
অদৃষ্টে নাই ভেস্ত !”
শিবা কয়, “যাব আমিই ভেস্তে
তা'হ'লে, বিচার বেশ ত!”

সাত হাত দাঁত বের করে এল
এমন সময় হস্তী,
শুণ্ড বুলায়ে মুণ্ডে কহিল,
“কর মোরও সাথে দোস্তী !”

“রে গজমূর্খ !” বলি' প্রভুপাদ পশুরাজ ওঠে গর্জি'
“কার মর্জিতে তুই এলি হেথা চিড়িয়াখানারে বর্জি !”
“গজরাজ আমি, অজ নই,” কহে অঙ্গ দোলায়ে হস্তী,

“চিড়িয়াখানার পিঞ্জর ভেঙে
এসেছি বনের বস্তু !”

শকুনি, খটাস, শিবা, সারমেয়
তুলিল ভীষণ কলরোল,
তক্ত প্রভুর তুলি' পশুদল
বলে, “বল হরি হরিবোল !”

League of Nations

[This is a highly allegorical and sarcastic poem written with a view to criticizing the idea of forming the League of Nations. The poet does this out of his insight in a world order which is primarily dominated by a few superpowers which from the poet's viewpoint, would never allow the League of Nations operate independently.]

Note: Lion-England, Elephant-India, Tiger-France, Bear-Russia, Shark-Italy, Wolf-Austria, Jackal-Greece, Hyena-America, Eagle-Germany.

Chorus:

The peace summit is in a session,
With the tiger, lion, shark, and wolf!
Look, the Vaishnavite cow, goat, and sheep have come,
Chanting, "Hari Bol, Hari Bol!"

Jackals, dogs, civets, vultures—
With tears of salt-water in their eyes—
Weep and say, "Brother, we will wear the holy shawl,
And be militant no more!

Why this needless rivalry and hatred?
Let's cast off our claws and fangs,
And go to the forest as ascetics.
Let the beast within us die out.

Goats and sheep, where are you all?
Bring all the drums and kettledrums!
The fair-skinned lord has arrived in joyful love,
All of you, raise your tails and chant, "Hari Bol!"

With a child's laugh, in a new Jesus-like form,
He has arrived, ah, in the heart of the forest.
Bring him a deer-skin seat, O deer,
For the fair-skinned lord, the king of beasts, will sit there."

The king of beasts says, "O animal tribe, listen,
Listen to my words of peace."

The tiger says, "My Lord! The elephant's fangs
Are growing excessively long."

The Lord says, "My child, this peace summit
Is for exactly that purpose!"
The wolf immediately whispers, "Quiet, quiet!
Lest others overhear!"

The greedy shark, with its date-palm-leaf tail
Held high, says, "My Lord, you are the comet star;
This devotee is its tail!"

The Lord says, "Ah, after all this time,
I have found my devotee Hanuman!"
Tears stream from the shark's eyes,
He says, "What a vision my Lord has!"

The wolf, with a snarling voice, says,
"My Lord, the hyena is no mirror!
We will chant the name of Hari, but
He wants Africa and China!"

The tiger says, "That friend of his
Is lurking right beside me!"
The Lord says, "I will use this stone roller
To break the teeth of our Uncle Bear."
The shark says, "Uncle Bear is
Getting progressively angrier!"

The Lord says, "How many more days will that fellow
Live by sucking on plums?"
As the hyena and bear fight,
Both will catch a fit of asthma,
A leech will hang on behind them,
And a Japanese leopard will be on their side!
The bone-broken eagle bird
Flaps its wings and says,
"My Lord, a cloak-covered Afghan
Is striking from behind you!"

The Lord says, "Worrying about him, my child,
Has given me bloody dysentery!
That's why I'm always trying
To make a friend by feeding him meat!"

The jackal says, "My Lord, the Turk
Has cast off his red-brick-colored cap!"
The Lord says, "Entangled in worldly illusion,
Did he abandon the light of God?"

How unfortunate! What can be done?
Heaven is not in his destiny!"
The jackal says, "So, I'll be destined for hell then,
That's a fair judgment!"

Just then, the elephant, with fangs seven cubits long,
Comes forward,
Waving his trunk over his head, and says,
"Make friends with me too!"

"You elephant-moron!" the Lord's foot,
The king of beasts, roars,
"By whose will have you come here,
Breaking out of the zoo?"

"I am the King of Elephants, not a sheep!" says the elephant,
Swaying his body,
"I've broken the cage of the zoo
And come to the wild!"

The vultures, civets, jackals, and dogs
Raise a terrible commotion;
The animal tribe lifts their Lord's throne and
Chant, "Say *Hari, Hari Bol!*"

Translated by Alamgir Mohammad

শাত-ইল-আরব

শাতিল্-আরব ! শাতিল্-আরব !! পূত যুগে যুগে তোমার তীর ।

শহীদেদে লোহ, দিলিরের খুন চেলেছে যেখানে আরব-বীর ।

যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী,

যুনানি, মিস্রি, আরবি, কেনানি-

লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ্ বেদুঈন্দেদে চাঙ্গা-শির !

নাঙ্গা-শির্-

শম্শের হাতে, আঁসু-আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর-নারীর !

শাতিল্-আরব ! শাতিল্-আরব !! পূত যুগে যুগে তোমার তীর ।

‘কুত-আমার’র রক্তে ভরিয়া

দজলা এনেছে লোহর দরিয়া ;

উগারি সে খুন তোমাতে দজলা নাচে ভৈরব ‘মস্তানি’র

দ্রস্তা-নীর

গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাতে, -‘শান্তি দিয়েছি গোস্তাখির !’

দজলা-ফোরাতে-বাহিনী শাতিল ! পূত যুগে যুগে তোমার তীর ।

বহায়ে তোমার লোহিত বন্যা

ইরাক আজমে করেছ ধন্যা;-

বীর-প্রসূ দেশ হলো বরণ্যা মরিয়া মরণ মর্দমীর !

মর্দ বীর

সাহারায় এরা ধুঁকে মরে তবু পরে না শিকল পদ্ধতির ।

শাতিল্-আরব ! শাতিল্-আরব ! পূত যুগে যুগে তোমার তীর !

দুশ্মন্-লোহ ঈর্ষায়-নীল

তব তরঙ্গে করে ঝিল-ঝিল,

বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে পিয়ে নীল খুন পিণ্ডারীর !

জিন্দা বীর

‘জুলফিকার’ আর ‘হায়দরি’ হাঁক হেথা আজো হজরত্ আলীর-

শাতিল্-আরব ! শাতিল্-আরব !! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর ।

ললাটে তোমার ভাস্কর টিকা

বস্রা-গুলের বহিতে লিখা,-

এ যে বসোরার খুন-খারাবি গো রক্ত-গোলাপ-মঞ্জরীর
খঞ্জরীর
খঞ্জরে ঝরে খজুর-সম হেথা লাখো দেশ-ভক্ত-শির !
শাতিল্-আরব ! শাতিল্-আরব !! পূত যুগে তোমার তীর ।

ইরাক-বাহিনী ! এ যে গো কাহিনী,
কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী
তোমারও দুঃখে 'জননী আমার !' বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর !
রক্ত-ক্ষীর-
পরাদীনা ! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দুফোঁটা ভক্ত-বীর ।
শহীদেদের দেশ ! বিদায় ! বিদায় !! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির ।

শাতিল্ আরব - আরব দেশের এক নদীর নাম । দিলির - অসম সাহসী । য়ুনানী - য়ুনান দেশের
অধিবাসী । মিস্রি - মিশরের অধিবাসী । কেনানি - কেনানের অধিবাসী । চাপ্পা - টাটকা । কুত্ আমরা
- কূতল-আমরা নামক স্থান, যেখানে জেনারেল টাউনসেন্ড বন্দী হন । দজ্জা - টাইগ্রীস নদী ।
ফোরাত - ইউফ্রেটিস । মর্দম্মী - পৌরুষ । ইরাক আজম - মেসোপটেমিয়া । জিন্দা - জীবন্ত ।

Shat-El-Arab

For ever glorious. for ever holy,
Your sacred beaches, Shat-el-Arab,
Are bathed in gore, the blood of fighters
Of many races, and diverse colours.

Strewn on these sands lie the bones of Arab,
Egyptian and Turk and Greek and Bedouin,
Also of women, bold and daring,
Who sobbed as they battled, reckless of danger.

The surging waters of the roaring Tigris
Bring you the blood they shed at Amara;
And the Euphrates thunders daily
Warnings to those whose hearts are evil.

You the unese of the brave and the fearless
Who'd rather die than bow to a master.
These beaches ring with the voice of Ali
From a distant past, now dim and shrouded.

The crimson flame-like roses of Basra
Are radiant emblems of war and glory;
They flourish on soil where heads have tumbled
Like fruit from the date-palm in arid deserts.

We meet by chance, but here are my greetings—
Homage sincere from a fellow bondsman—
To the sacred beaches of Shat-el-Arab,
For ever glorious, for ever holy.

Translated by Syed Sajjad Husain

শিশু সওগাত

ওরে শিশু, ঘরে তোর এল সওগাত,
আলো পানে তুলে ধর ননী-মাথা হাত!
নিয়ে আয় কচি মুখে আধো আধো বোল,
তুলতুলে গাল-ভরা টুলটুলে টোল।
চক্চকে চোখে আন আলো ঝিকমিক,
খুলে দেরে তুলে দেরে আঁধারের চিক।

বাঁধ ভেঙে ছুটে যায় দস্যুর দল,
মরা গাঙে নিয়ে আয় জোয়ারের জল!
ধরাতল টলমল পদভরে তোর,
লুঠ কর্, গুল্‌বাগ নওল কিশোর।
তোরে চেয়ে নিতি রবি ওঠে পুরবে,
তোর ঘুম ভাঙিলে যে প্রভাত হবে।
ডালে ডালে ঘুম-জাগা পাখিরা নীরব,
তোর গান শুনে তবে ওরা গাবে সব।
পরাতে না পেয়ে তোর নয়নে কাজল
আকাশের নীল চোখ করে ছলছল।

তোর দিন অনাগত, শিশু তুই আয়,
জীবন-মরণ দোলে তোর রাঙা পায়।
তোর চোখে দেখিয়াছি নবীন প্রভাত,
তোর তরে আজিকার নব সওগাত।

‘শিশু-সওগাত’

প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

মাঘ, ১৩৪৪

Gift-Child

O little one, a gift has come to your door,
Lift your buttered hands to the light once more!
Murmur your babble with lips soft and round,
Dimples like dew in your cheeks softly found.
Let your eyes shimmer with starlit delight,
Draw back the veil of the sorrowful night.

As the dam breaks, the robbers flee—
Bring back the tides to the withering sea!
Your tottering steps make the earth go sway—
Go, loot the Rose-Garden, Child of the day!
The sun looks at you to rise in the east each day,
Your waking alone brings morning rays.
On every branch the drowsy birds are still;
Hearing your song, they all will sing.
Unable to adorn your eyes with kohl,
The blue eyes of the sky with tears roll.

Your day is unborn, O child, come near,
Life and death sway at your rosy feet here.
In your eyes I have seen the new dawn's light,
For you today – here lies a new gift.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. “গুলবাগ” (Rose-garden) : A Persian-influenced poetic image: the rose-garden symbolizes beauty, innocence, joy, and paradise. “Looting the rose-garden” is a playful way to say: claim your delight from life.
2. “নওল কিশোর” (New youth/ newborn boy) : A compound phrase meaning “fresh young boy”—used here as a loving, perhaps divine or princely, way to address the child.
3. **Kohl or kajal** is traditionally applied around a baby's eyes. Since the child has none, the sky's blue becomes a substitute, suggesting nature's adornment of the divine child.

শিশু জাদুকর

পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর
এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর !
কোন রূপ-লোকে ছিলি রূপকথা তুই,
রূপ ধরে এলি এই মমতার ভুঁই ।
নবনীত সুকোমল লাভণি লয়ে
এলি কে রে অবনীতে দিগবিজয়ে ।
কত সে তিমির-নদী পারায়ে এলি-
নির্মল নভে তুই চাঁদ পহেলি ।
অমরার প্রজাপতি অন্যমনে
উড়ে এলি দূর কান্তার-কাননে !
পাখা ভরা মাখা তোর ফুল-ধরা ফাঁদ ,
ঠোটে আলো চোখে কালো-কলঙ্কী চাঁদ !
কালো দিয়ে করি তোর আলো উজ্জ্বল-
কপালেতে টিপ দিয়ে নয়নে কাজল ।

তারা-যুঁই এই ভুঁই আসিলি যবে
একটি তারা কি কম পড়িল নভে?
বনে কি পড়িল কম একটি কুসুম?
ধরণীর কোলে এলি একরাশ চুম ।

স্বরগের সব-কিছু চুরি করে চোর,
পলাইয়া এলি এই পৃথিবীর ক্রোড় !

নিয়ে এলি হরীদের তুলতুলে গাল ,
পরীদের রাঙা ঠোট টুকটুকে লাল ,
কিনড়বরী-কণ্ঠ ও নাগিস চোখ ,
ললাটেতে প্রভাতের উষার আলোক ,
চিবুকের টোল ভরে সুধা অমিয়া ,
মনাথ-ফুলধনু ভুরুতে , নিয়া

The Child Magician

Across how many rivers, how many seas,
You have come to this shore, O child magician!
In what world of forms were you a fairy tale,
Taking shape, you have arrived in this land of affection.

With butter-smooth, delicate charm,
To whom have you come on earth, conquering all directions?
Across so many rivers of darkness, you have arrived,
In the pure sky, you are the first moon.

Heaven's butterfly, wandering without thought,
You flew to this distant, impassable forest,
Wings full, covered with your flower-laden trap,
On your lips the light, in your eyes the dark-spotted moon!

With black, I make your light shine bright,
A mark on your forehead, kohl in your eyes.
When stars and jasmine arrived on the earth,
Did one star fall short from the sky?

Did a flower fall short in the wildwood's dome?
You've come with kisses, from heaven's own home!
Stealing all of heaven's wonders galore,
You fled and entered this world to adore!

Did a flower fall short in the forest?
In the lap of the earth, you have come with a handful of kisses.
Stealing everything from heaven, thief,
You fled and entered Mother Earth's womb.

You brought with you the soft cheeks of the maidens,
The red lips of fairies, bright and tender,
A nightingale-like voice and narcissus-like eyes,
On your forehead, the light of dawn,

On the chin, drops of ambrosial nectar,
On the eyebrows, a Cupid's flower-bow you carry.

In your eyes, the red ruby of paradise!
O thief, heavenly messengers search for you!
Seeing you, *Yusuf* weeps in heaven;
Hearing your laughter, the nightingales fall silent in the grove.

You brought a handful of jewels in your small fist,
A golden staff of life, the mother of affection.
With you, the house is filled with the joy of *Falgun*;
Everything laughs and revels—do you know their worth?

Here comes the nest of flowers, with the songs of birds,
Light gathers, filling the heart with life.
Here I found lips full of honeyed kisses;
In my hand, I placed a bracelet bearing your name.
In your name, a little memory of mine remained,
And within you, I stayed awake, fully aware.

Having crossed so many rivers, so many seas,
You have come to this shore, O child magician!
In what world of forms were you a fairy tale,
Taking shape, you have arrived in this land of affection.

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Yusuf:** In the Holy Qur'an, Yusuf (Joseph) is a Prophet, known for his beauty, patience, and wisdom.
2. **Falgun:** Falgun is the eleventh month of the Bengali calendar. It is often called the season of color, flowers, and love.

শেষ বাণী

ভাল আমি ছিলাম এবং ভালই আমি আছি;
হৃদয়-পদ্মে মধু পেল মনের মৌমাছি।

Last Words

I lived in grace, and in grace I remain,
The soul's bee found nectar in heart's sweet domain.

Translated by Debashis Das

সত্য আগুন দেখনি

সত্য আগুন দেখনি তোমরা, দেখিয়াছ তার ধোঁয়া,
জ্বলিয়া উঠিতে জ্যোতির্শিখায় পাইলে তাহার ছোঁয়া ।
দেখেছ সূর্য গ্রীষ্মে প্রখর, শান্ত কিরণ শীতে,
শীত শেষে পুন আসেনি নিদাঘ দেখেছ কি ধরণীতে?
সূর্য তেমনি জ্বলিছে, বন্ধু, তোমরা বন্ধ ঘরে,
সূর্য নিভেছে বলিয়া আঁধারে কাঁপিছ শঙ্কা-ভরে ।

যে মহাজ্যোতি আগুন হইয়া সংহার রূপে আসে,
সংহার-শেষে শান্ত হয় সে লয় হয় মহাকাশে ।
মেঘ কি কেবলি অশনিই হানে ? ফোটায় না সে কি ফুল?
অশনি হেনেছি, ফুল ফোটাতেছি, তোমরা দেখিছ ভুল ।
কে জানে কখন শান্ত এ মেঘ জ্বলিবে বজ্র বয়ে ।
সংসার নহে বিলাস আমার, আসি সংহার হয়ে ।
ছন্দ পেয়েছ, পাইয়াছ ভাষা, ছন্দে হয়ো না অন্ধ,
ভাষায় ভাসিয়া থেকো না, গভীরে ডুবিলে পাবে আনন্দ ।
সংহার-শেষে দেখা দেন যিনি, তিনিই শান্ত শিব,
(তার) ত্রিনয়নে জ্বলে সৃষ্টি-স্থিতি সংহার এ ত্রিদিব ।

খণ্ড করিয়া দেখিলে পূর্ণে দেখিবে নিয়ত ভুল,
সূর্য কেবলি দন্ধ করে না, ফোটায় কমল ফুল ।

‘বেতার-বাংলা’

নজরুল-স্মরণী সংখ্যা, ১৯৭৬

You Haven't Seen the Fire of Truth

You haven't seen the fire of truth.
You've only glimpsed its smoke.
When it flared up into a tongue of flame.
Only then do you feel its stroke.
You've seen the summer sun –
Its fury in burning skies,
And in winter, it's gentle light –
Have you not seen the scorching heat return to the earth after
winter?
The Sun still shines, my friend – but you've locked yourselves
inside.
In the dark, you shiver in fear, thinking the sun has died.

Supreme light that comes as fire to destroy,
After the destruction, it calms down and dissolves into the
cosmos.
Does the cloud only bring thunderbolts? Does it not bloom
flowers?
I've hurled the thunderbolt, and I am making the flowers bloom
–
You're seeing it wrong.
Who knows when this calm cloud will burst with thunder again?
This world is not a delight to me – I come as destruction
You've found the rhythm, you've found the tongue
Don't be dazzled by the rhythm
Don't just toy with the tongue,
If you dive deep – you will find the truest joy.
He who comes after destruction
Is Shiva, serene,
In (his) three eyes burns the triad of creation, preservation, and
destruction of three worlds.
If you see in fragments, you'll always missee the whole.
The sun doesn't only scorch – it also blooms lotus flowers.

Translated by Nadira Bhabna

সন্ধ্যাতারা

ঘোমটা-পরা কাদের ঘরের বৌ তুমি ভাই সন্ধ্যাতারা ?
তোমার চোখের দৃষ্টি জাগে হারানো কোন মুখের পারা ॥

সাঁঝের প্রদীপ আঁচল ঝেঁপে
বঁধুর পথে চাইতে বেঁকে
চাউনিটি কার উঠছে কেঁপে
রোজ সাঁঝে ভাই এমনি ধারা ॥

কার হারানো বধু তুমি অন্তপথে মৌন মুখে
ঘনাও সাঁঝে ঘরের মায়া গৃহহীনের শূন্য বুকে ।
এই যে নিতুই আসা-যাওয়া
এমন করুণ মলিন চাওয়া ,
কার তরে হয় আকাশ-বধু
তুমিও কি প্রিয়-হারা ॥

Evening star

Oh, dear evening star
Whose bride art thou with veils,
In the glances of your eyes,
Whose forgotten face dwells?

Evening lamp, with a veil to hide,
And casting glances at this bride,
Though often her looks quiver,
This goes on for ever.

Whose lost bride is she?
At dusk, mute and beside me,
To arouse the yearning for a home,
In the heart of a homeless wanderer.

Perpetually you rise and sink,
With a tender pallid wink,
For whom, you heavenly bride?
Where does your beloved abide?

Translated by Syed Mujibul Huq

সমর্পণ

প্রিয়!

এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ-তলে।

তুমি শুধু মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা বলে॥

তোমার আঁখি কাজল-কালো

অকারণে লাগল ভালো লাগল ভালো,

পথিক আমার পথ ভুলাল

সেই নয়নের জলে।

আজকে বনের পথ হারালেম ঘরের পথের ছলে।

তুমি শুধু মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা বলে॥

আজ দিখালিকার আঁখি-পাতা অনেক দূরের কানন-ছায়ে

কাঁপচে অভিমানে,

একলা-আমার পথ দেখাত ঐ বালিকাই চপল পায়ে

দিক হতে দিক-পানে!

মুঠার মানিক ঠেলে পায়ে

এলেম তোমার কুটির ছায়ে

চরণ-ছায়ে,

ক্লান্তি আমার দাও মুছায়ে

দীপ-ঢাকা অঞ্চলে।

আপন মালা পরাও বালা পরাও আমার গলে!

এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ-তলে॥

The Submission

Beloved! Here at thy feet I submit my soul,
Lift but thy face to me, heed not what tongues may say!

Thine eyes, dark-hued with kohl, I find
Unbidden, steal my soul away, my soul away;

This wanderer lost his destined track
Where fell thy glance, a tear's dark stain,
Thy glance, a tear's dark stain.
Today, the forest path I vainly sought,
Lured from my homeward way by guileful thought.
Lift but thy face to me, heed not what tongues may say!

The Dew-Maiden now, in distant grove's embrace,
Flutters her lashes, wounded by disdain;

She who, along with a swift and playful pace,
Once showed me paths from plain to plain!

Pushing aside the gems beneath my tread,
I reached thy cottage shade instead,
Thy foot-shade's grace.
Wipe off my weariness, I plead,
Within thy veiled garment's fold!
Adorn my neck with thine own garland,
Place thy bracelet on my hand to hold!
Here at thy feet I submit my Love.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

সংকল্প

থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে,-
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে ।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে,
কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে ॥
কেমন করে বীর ডুবুরি সিঁদু সৈঁচে মুক্তা আনে,
কেমন করে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে ।
জাপটে ধরে ঢেউয়ের ঝাঁটি
যুদ্ধ-জাহাজ চলছে ছুটি,
কেমন করে আনছে মানিক বোঝাই করে সিঁদু-যানে,
কেমন জোরে টানলে সাগর উথলে ওঠে জোয়ার-বানে ॥
কেমন করে মথ্লে পাথার লক্ষ্মী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কিসের অভিযানে মানুষ চলছে হিমালয়ের চূড়ে ।
তুহিন মেরু পার হয়ে যায়
সন্ধানীরা কিসের আশায়;
হাউই চড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিন্ পুরে;
শুনবো আমি, ইঙ্গিত কোন্ 'মঙ্গল' হতে আসছে উড়ে ॥
কোন্ বেদনায় টিকি কেটে চণ্ড-খোর এ চীনের জাতি
এমন করে উদয়-বেলায় মরণ-খেলায় ওঠল মাতি !
আয়র্লন্ড আজ কেমন করে
স্বাধীন হতে চলছে ওরে;
তুরস্ক ভাই কেমন করে কাটল শিকল রাতারাতি !
কেমন করে মাঝ-গগনে নিবল গ্রীসের সূর্য-বাতি ॥
রইব না কো বদ্ধ খাঁচায়, দেখব এ-সব ভুবন ঘুরে-
আকাশ-বাতাস চন্দ্র-তারায় সাগর-জলে পাহাড়-চূড়ে ।
আমার সীমার বাঁধন টুটে
দশ দিকেতে পড়ব লুটে;
পাতাল ফেড়ে নামব নীচে, ওঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্ব-জগৎ দেখবো আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে ॥

Resolution

No more will I stay shut indoors—
This time I'll see the world outdoors—
How humankind spins in time's great tide,
Through whirlwinds of ages, far and wide.

How man keeps whirling in the whirlpools of the ages, unfurled.
From land to land, across lands beyond,
How they speed along, by fate's command.
In what intoxication countless heroes die by the hundred
thousand,
In what hope they embrace the anguish, unsoftened,
unloosened.

How the brave divers draw pearls from the sea,
How the daring rise toward heaven's decree.
Clutching the mane of the waves,
The warships rush where the tempest raves;
How they bring home rubies, in ocean-faring ships so grand,
How their strength makes the tide surge, the sea obeying their
hand.
How, when the mines are churned, Lakshmi springs from below,
On what venture man climbs Himalayan heights through frost
and snow.

Past the frozen poles they go,
The seekers, in what hope they know;
Riding fire-crackers toward the moon's unseen, enchanted land,
I will hear from which auspicious star flies omen's flaming
brand.

In what grief the opium-slivered race of China
At dawn rose drunken in death's arena;
How Ireland today moves toward freedom's light,
How Turkey, brother, snapped his chains in the night,
How in mid-sky the sun-lamp of Greece went out.

I will not stay caged within bars; I will see these worlds in their
turning—

In sky and air, in moon and star, in sea and water, in mountain
yearning.

Breaking my chains

I will fall upon all ten directions

I'll pierce the netherworld, descend below,
Then tear through the sky in a surging flow;
I'll see the whole world, vast and grand,
Enclosed in the grip of my own hand

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. **Lakshmi** – The Hindu goddess of wealth and fortune, often imagined as rising from the churning ocean. Here she symbolizes beauty and treasure brought up by daring effort.

সাত ভাই চম্পা

—প্রথম ভাই—

—আমি হব সকাল বেলার পাখি।

সবার আগে কুসুম-বাগে উঠব আমি ডাকি'।
সূর্য মা মা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,
“হয়নি সকাল, ঘুমো এখন” —মা বলবেন রেগে !
বলব আমি “আলসে মেয়ে! ঘুমিয়ে তুমি থাক,
হয়নি সকাল—তাই বলে কি সকাল হবে না ক’ !
আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে,
তোমার ছেলে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে!”
উষা দিদির ওঠার আগে উঠব পাহাড়-চূড়ে,
দেখব নিচে ঘুমায় শহর শীতের কাঁথা মুড়ে,
ঘুমায় সাগর বালুচরে নদীর মোহনায়,
বলব আমি, “ভোর হ’ল যে, সাগর ছুটে আয়!”
ঝরনা-মাসি বলবে হাসি, “খোকন এলি নাকি ?”
বলব আমি, “নই কো খোকন, ঘুম-জাগানো পাখি!”
ফুলের বনে ফুল ফোটাব, অন্ধকারে, আলো,
সূর্য মা মা বলবে উঠে, “খোকন, ছিলি ভালো ?”
বলব “মামা, কথা কওয়ার নাই ক’ সময় আর,
তোমার আলোর রথ চালিয়ে ভাঙ ঘুমের দ্বার!”
রবির আগে চলব আমি ঘুম-ভাঙা গান গেয়ে,
জাগবে সাগর, পাহাড়, নদী, ঘুমের ছেলে মেয়ে!

—দ্বিতীয় ভাই—

—আমি হব গাঁয়ের রাখাল ছেলে।

বলব “দাদা প্রণাম তোমায়, ঘুম ভাঙিয়ে গেলে!”
আঁচল ভরে মুড়ি নেব, হাতে নেব বেণু,
নদীর পারে মাঠের ধারে নিয়ে যাব ধেনু।

বাছুরটিরে কোলে করে পার হব ভাই খাল,
বটের ছায়ায় জুটবে এসে রাখাল ছেলের পাল।
আমি হব রাখাল-রাজা মাঠের তেপান্তরে,

ছাতিম তরু ধরবে ছাতা আমার মাথার 'পরে !
শালের পাতার মুকুট গড়ে পরিয়ে দেবে তারা,
সিংহাসনে পাত্বে এনে নবীন ধানের চারা ।
গলায় বন-ফুলের মালা; দুর্লবে ছাতিম-শাখে
কাঁচা রোদের সোনার ঝালর পাতার ফাঁকে ফাঁকে ।
দণ্ড তুলে বলব্ আমি, “ওগো করদ নদী,
করব্ শাসন এই মাঠে কর না দিয়ে যাও যদি ।
এদেশে না ফল্লে ফসল, না পেলে ঘাস গরু,
না হাসিলে ফুলে-ফলে আমার দেশের তরু,
পাহাড় কেটে পাথর এনে রাখব্ তোমায় বেঁধে,
তোমায় খুঁজে সাগর-মাতা মরবে তোমার কেঁদে !”
বলব্ মেঘে, “জল দিয়ে যাও, আমি রাখাল-রাজা !
নৈলে বন্ধু থামিয়ে দেবো তোমার মাদল-বাজা !
বজ্র তোমার নেব কেড়ে নিবিয়ে বিজ্জলি-বাতি,
রাখব্ বেঁধে তোমার রাজার ঐরাবতী হাতি !”
বনকে ডেকে বলব্, “কানন, শোনো আমার কথা,
ভীড় করে সব নীড় বাঁধিবে সকল পাখি হোথা ।
ঝড়কে বলো, আমার আদেশ-একটি পাখির নীড়
উড়ায় যদি, ধরে তারে পরাব জিঞ্জীর !”
সন্ধ্যা হলে বাজিয়ে বেণু গোঠের ধেনু লয়ে
ফিরব্ ঘরে মাঠের রাখাল মায়ের দুলাল হয়ে ।

-তৃতীয় ভাই-

-আমি হব দিনের সহচর ।

বলব্, “ওরে রোদ উঠেছে লাঙল কাঁধে কর !
তোদের ছেলে উঠল্ জেগে, ঐ বাজে তার বাঁশি,
জাগল দুলাল বনের রাখাল, ওঁ রে মাঠের চাষী !”
“শ্যাওলা” “হাঁসা” দুই না বলদ দুই ধারেতে জুড়ে
লাঙলের ঐ কলম দিয়ে মাটির কাগজ ফুঁড়ে

লিখব সবুজ কাব্য আমি, আমি মাঠের কবি,
উপর হতে করবে আশিস দীপ্ত রাঙা রবি ।
ধরায় ডেকে বলব্, “ওগো শ্যামল বসুন্ধরা,

শস্য দিয়ে আমাদেরে এবার আঁচল ভরা ।
জংলী মেয়ে ছিলে তুমি, ছিল না ক' 'ছিরি',
মরুর বুকে থাকতে শুয়ে, ফিরতে কানন গিরি ।
আমরা তোমায় ধরে এনে দিয়েছি ঘর-বাড়ি,
গা ভরা তোর গয়না মা গো ময়নামতীর শাড়ি ।
জংলা কেটে ক্ষেত করেছে, ফসল সেথা ফলে;
পাহাড়ে তোর “বাংলো” তুলে দীপ রচেছি জলে ।
বন্ধ্য সম যে সুধা তোর একলা নিয়ে ছিলি,
আমরা নিয়ে সে সুধা তোর বিশ্বে করি বিলি !
বন্য মেয়ে ! আমরা তোরে করেছি রাজরানী,
ধূলাতে তোর পেতেছি মা সোনার আসন আনি' ।”

খামার ভরে রাখব ফসল গোলায় ভরে ধান,
ক্ষুধায় কাতর ভাইগুলিরে আমি দেবো প্রাণ !
এই পুরানো পৃথিবীকে রাখব চির তাজা,
আমি হব ক্ষুধার মালিক, আমি মাটির রাজা !

—চতুর্থ ভাই—

আমি সাগর পাড়ি দেবো, আমি সওদাগর ।
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর ।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চলবে আমার বেচাকেনা বিশ্বজোড়া হাটে ।
ময়ূরপঙ্খী বজ্রা আমার “লাল বাওটা” তুলে
ঢেউ-এর দোলায় মরাল সম চলবে দুলে দুলে ।
সিন্ধু আমার বন্ধু হয়ে রতন মানিক তার
আমার তরী বোঝাই করে দেবে উপহার ।
দ্বীপে দ্বীপে আমার আশায় রাখবে পেতে থানা,
শুক্তি দেবে মুক্তমালা আমারে নজরানা ।
চারপাশে মোর গাংচিলেরা করবে এসে ভিড়
হাতছানিতে ডাকবে আমায় নতুন দেশের তীর ।
আসবে হাঙর কুমির তিমি—কে করে তায় ভয়;
বল্বে “ওরে, ভয় পায় যে—এ সে ছেলেই নয় ।”
সপ্ত সাগর রাজ্যে আমার, আমি বণিক বীর,

খাজনা জোগায় রাজ্যে আমার হাজার নদীর নীর ।
ভয় করি না তোদের দুটো দন্ত নখর দেখে,
জল-দস্যু, তোদের তরে পাহারা গেলাম রেখে
সিন্ধু-গাজী মোল্লামাঝি, নৌ-সেনা ঐ জেলে,
বর্শা দিয়ে বিধবে তারা, রাজ্যে আমার এলে ।
দেশে দেশে দেয়াল গাঁথা রাখবো না ক' আর,
বন্যা এনে ভাঙব বিভেদ করব একাকার ।
আমার দেশে থাকলে সুধা তাদের দেশে নেবো,
তাদের দেশের সুধা এনে আমার দেশে দেবো ।
বল্ব মাকে, “ভয় কি গো মা, বাণিজ্যেতে যাই!
সেই মণি মা দেবো এনে তোর ঘরে যা নাই ।
দুঃখিনী তুই, তাই ত মা এ দুখ ঘুচাব আজ,
জগৎ জুড়ে সুখ কুড়াব-ঢাকব মা এ লাজ ।”

লাল জহরত পান্নাচূণী মুক্তামালা আনি
আমি হব রাজার কুমার, মা হবে রাজরানী ।

Champa, and Seven Brothers' Tale

-The First Brother-

I will be the bird of dawn.
The first to sing in the flower garden.
I'll wake even before Mr. Sun
'Not morning yet-sleep on!'
Mother will scorn!
I'll say, "Lazy lady, sleep on
Just because it's still dark
Doesn't mean the morning won't lurk
If we don't wake, Mother, how will morning appear?
Only when your son rises will the night be over!"

Before Sister Dawn awakes, I'll climb the mountain peak,
And watch below-the town sleeps wrapped in winter's sheet,
The sea sleeps on sandy shores where rivers meet,
I'll say, "Dawn is here, oh sea, rise quick and leap!"

"Miss Waterfall will laugh and say, 'Child, is that you here?'
I'll reply, 'No more a child, but the bird who makes sleep
disappear!
I will make flower bloom, bring light in dark
"Hey little one, how are you"
Mr Sun will rise and ask
I'll say, "Mister, no time to talk, don't delay,
Drive your light-chariot, break sleep's doorway!"
Before the Sun, I'll wander, singing wake-up songs with cheer,
Before the sun, I'll march, singing dawn's wake-up tune,
And rouse the sea, the hills, the rivers, sleepy girls and boys
soon!

-The Second Brother-

"I'll be the village shepherd boy.
Say, 'Big Brother, salute to thee for waking me with joy!'

Fill my scarf with puffed rice, a flute held in my hand,
By riverbanks and field-edges I'll lead my cattle band.
Cradling the calf, I'll cross the stream, my friend,
Under the banyan's shade, shepherd boys will blend.
shall be the shepherd-king in the boundless fields,
The satinwood tree will hold its umbrella above my head!
they will crown me with weaving *sal* leaves
And seat me on a throne adorned with tender paddy sprigs
Forest-flower garlands round my neck will gleam,
Sunlight's golden fringe through leaves will stream.
Staff raised, I'll say, "O tribute-giving stream,
Obey my rule-or face a harsher scheme!
If crops won't grow, if grass for cows runs low,
If trees stay bare, no fruits or blooms to show,
I'll cut the mountain, bring the stone, and bind you there-
The ocean-mother will search for you, and die weeping in
despair!
To the clouds I'll say, 'Pour rain, for I'm the shepherd-king!
Or else, my friend, I'll silence your thunder's drumming ring!

I'll snatch your thunder, douse your lightning's flame,
And chain your king's Airavat elephant-tamed!"
I'll call the forest-'Woodland, listen to me,
Let every bird flock there and build its nest in thee.'
Tell the storm-if it blows a single nest,
I'll seize it, chain it down, and put it to the test!
At dusk I'll play my flute, herd the cattle home,
A shepherd boy of the fields, yet mother's darling son.

-The Third Brother-

I'll be the day's companion dear,
And say, 'The sun is up-take your plough upon your shoulder!
Your son has woken, hear his flute resound,
The shepherd boy is up-O farmer, rise from the ground!"
With 'Shyawala' and 'Hansa' yoked, two oxen side by side,
The plough's sharp pen will pierce the paper earth so wide.

I'll write green verses, the field's own poet I'll be,
While radiant red Sun showers light on me..
I'll call to Earth and say, 'O verdant Mother Earth,
This time, fill our lap with grain of bounteous worth
Wild girl you were, rough, unadorned, unkempt
Dozing in deserts, through woods you dreamt.
We have seized you and given you house and home
Clothed you with Maynamati's sari and adorned with gem
We cleared the jungle into fields where crops now grow,
Raised your 'bungalow' on hills, with islands in waters below.
Like a barren woman, you kept that nectar alone;
We have taken that nectar for everyone to own.
Wild maiden! We have made you queen;
Upon the dust, we laid your golden throne.
We will fill the barns with crops, the granaries with rice;
To hungry, starving brothers, I will give life!
This ancient world I'll keep forever green and royal
I'll be the master of hunger and king of the soil

-The Fourth Brother

I will cross the seas, I am a merchant.
Across seven oceans my seven honeybees shall float.
I'll take the goods from my quay to every shore
My trade will flourish in whole world's bazar
My Mayurpankhi barge will lift its crimson sail,
And glide like a swan, swaying on the wave's trail.
The ocean will open up and become my friend
Loading my boat with gems and jewels as precious present
On island after island, in my hope, stations will be set,
Oysters will give pearl garlands to me as tribute.
All around, my seagulls will gather in a crowd,
Beckoning me onward to the shores of new lands.
Sharks, crocodiles and whales, may come—who cares?
But I'll say, 'I'm not that boy who fears.
In the realm of seven seas, I am the valiant merchant;
The waters of a thousand rivers pay tribute to my domain.

I do not fear seeing your fangs and claws,
Pirates of the sea, I have left guards for you
Sindhu-Gazi, Mollah-Majhi, the sailors, and the fishermen
They will pierce with spears whoever enters my domain.
I will no longer build walls from land to land,
I'll bring floods to break them, and make all one.
If my country has nectar, I'll take it to theirs,
And bring their country's nectar back to mine.
I'll tell you, mother, 'Why fear? Let us trade!
I'll bring that precious gem that you don't have.
You, ever-sorrowful, mother, I'll chase your grief away,
Across the world I'll gather joy, and hide all dismay.

Red corals, emeralds, pearls I'll bring,
I'll be the prince, and mother, you the queen.

Translated by Debashis Das

সান্ত্বনা

চিত্ত-কুঁড়ি-হাস্মা-হেনা মৃত্যু-সাঁঝে ফুটল গো !
জীবন-বেড়ার আড়াল ছাপি বুকের সুবাস টুটলো গো !
এই তো কারার প্রাকার টুটে
বন্দি এল বাইরে ছুটে,
তাই ত নিখিল আকুল-হৃদয় শাশান-মাঝে জুটল গো ।
ভবন-ভাঙা আলোর শিখায় ভুবন রেঙে উঠল গো ।

স্ব-রাজ দলের চিত্ত-কমল লুটল বিশ্বরাজের পায়,
দলের চিত্ত উঠল ফুটে শতদলের শ্বেত আভায় ।
রূপের কুমার আজকে দোলে
অরূপের ঐ শীশ-মহলে,
মৃত্যু-বাসুদেবের কোলে কারার কেশব ঐ গো যায়,
অনাগত বৃন্দাবনে মা যশোদা শাঁখ বাজায় ।
আজকে রাতে যে ঘুমুল, কাল্কে প্রাতে জাগবে সে ।
এই বিদায়ের অন্ত-আঁধার উদয়-উষার রাঙবে রে !
শোকের নিশির শিশির ঝরে,
ফলবে ফসল ঘরে-ঘরে,
আবার শীতের রিক্ত শাখায় লাগবে ফুলেল রাগ এসে ।
যে মা সাঁঝে ঘুম পাড়াল, চুম দিয়ে ঘুম ভাঙবে সে ।

না ঝরলে তাঁর প্রাণ-সাগরে মৃত্যু-রাতের হিম-কণা
জীবন-শুভি ব্যর্থ হত, মুক্তি-মুক্তা ফলত না ।
নিখিল-আঁখির ঝিনুক-মাঝে
অশ্রু-মানিক ঝলত না যে !
রোদের উনুন না নিবিলে চাঁদের সুধা গলত না ।
গগন-লোকে আকাশ-বধূর সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলত না ।

মরা বাঁশে বাজবে বাঁশি, কাটুক না আজ কুঠার তায়,
এই বেণুতেই ব্রজের বাঁশি হয়ত বাজবে এই হেথায় ।

হয়তো এবার মিলন-রাসে
বংশীধারী আসবে পাশে,
চিত্ত-চিতার ছাই মেখে শিব সৃষ্টি-বিষাণ ঐ বাজায়।
জন্ম নেবে মেহেদি-ঈশা ধরার বিপুল এই ব্যথায়।

কর্মে যদি বিরাম না রয়, শান্তি তবে আসত না;
ফলবে ফসল-নইলে নিখিল নয়ন-নীরে ভাসত না !
নেই কো দেহের খোসার মায়া,
বীজ আনে তাই তরুর ছায়া;
আবার যদি না জন্মাত, মৃত্যুতে সে হাসত না।
আসবে আবার-নৈলে ধরায় এমন ভালো বাসত না।

ভূগলি
১৬ই আষাঢ়, ১৩৩২

The Consolation

A bloom of hope, a soul's perfume,
Has burst through death's encircling gloom!
From life's barred cell, beyond the wall,
The scent has slipped – a silent call.
The prison gates are broken wide,
The captive heart now flows with tide;
In graveyard's hush, the stars align –
The world is lit with light divine!

The lotus of the soul, once chained,
At freedom's feet is now unstrained.
It blooms anew with colors rare,
Its petals pure, beyond compare.
The Prince of Grace with beauty sways
Through Heaven's halls in mystic blaze.
In Death's own arms, the godchild lies –
And distant flutes in Vrindā rise!

Who sleeps tonight in silent grace
Shall wake up dawn's embrace.
The setting sun, though bathed in shade,
Will light a brighter day remade.
This night of sorrow's silent tears
Will sprout a harvest through the years;
Though now a mother lulls with sigh –
She'll wake her child with kiss and cry.

If death's cold breath had not been shed,
Life's oyster would yield no pearl instead.
The sea of soul, in storm and tide,
Would miss the gems that tears provide.
Without the sun's consuming heat,
The moon would lose its nectar sweet.
No evening lamp on sky's high dome
Would glow to call the stars back home.

Let not the axe fell lifeless reeds –
From dead bamboos may rise new seeds.
This very flute, though silent now,
Might stir with Krishna's lips somehow.
In love's divine, ecstatic trance,
He'll lead again the midnight dance;
From ashes of the heart, shall rise
Creation's conch through Shiva's cries.
New prophets born in pain's embrace
Shall walk once more the paths of grace.

If rest were found in toil's decay,
Then peace would bloom another way.
No crops would grow, no hearts would weep,
If tears did not the silence keep.
The shell of flesh is not our chain –
From seed, the tree must rise again.
If birth returned not evermore,
Would death be smiled at, as before?
They'll come again – else love so deep
Would never in this world still sleep.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

Translator's Notes :

1. **Vrindā** is a Sanskrit-origin name meaning “cluster,” “group,” or “sacred basil (Tulsi)”. It has deep spiritual and mythological significance in Hinduism
2. **Krishna**: Krishna is a major deity in Hinduism, worshipped as the eighth avatar (incarnation) of Vishnu

সাম্য

গাহি সাম্যের গান—

বুকে বুকে হেথা তাজা সুখ ফোটে, মুখে মুখে তাজা প্রাণ !
বন্ধু, এখানে রাজা-প্রজা নাই, নাই দরিদ্র-ধনী,
হেথা পায় নাকো কেহ ক্ষুদ্র-ঘাটা, কেহ দুধ-সর-ননী ।
অশ্ব-চরণে মোটর-চাকায় প্রণমে না হেথা কেহ,
ঘৃণা জাগে নাকো সাদাদের মনে দেখে হেথা কালা-দেহ ।

সাম্যবাদী-স্থান—

নাইকো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গোরস্থান ।
নাইকো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গীর্জা-ঘর,
নাইকো পাইক-বরকন্দাজ নাই পুলিশের ডর ।
এই সে স্বর্গ, এই সে বেহেশত্, এখানে বিভেদ নাই,
যত হাতাহাতি হাতে হাত রেখে মিলিয়াছে ভাই ভাই !
নেই কো এখানে ধর্মের ভেদ শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদরি-পুরুত-মোল্লা-ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল ।
হেথা স্রষ্টার ভজনা-আলয় এই দেহ এই মন,
হেথা মানুষের বেদনায় তাঁর দুখের সিংহাসন !
সাড়া দেন তিনি এখানে তাঁহারে যে নামে যে কেহ ডাকে,
যেমন ডাকিয়া সাড়া পায় শিশু যে নামে ডাকে সে মা'কে !
পায়জামা প্যান্ট ধুতি নিয়া হেথা হয় নাকো ঘুষাঘুষি,
ধুলায় মলিন দুখের পোশাকে এখানে সকলে খুশি ।

Equality

I sing the song of equality.
I sing of the country
Where fresh joys blossom forth in the hearts of men
And budding life shimmers in their faces.
Comrade, nobody is king in this land and none a subject.
There is no man here poor and abject
Nor is there any, full of riches and money.
Here some do not eat cast off rice-sweepings
And some all the cream and honey.
No one bows down here before the horses feet,
Or in front of the motor-cars wheels.
Hatred does not spring up here
In whitemen's breasts
Whenever they see blackmen close and near.
Comrade, this is a place where all are equal,
Where the black and the white have no separate
graveyards,
Where they have no separate rooms for offering
their prayers.
There are no sentries or peons here,
Nor is there any police-troops fear.

This is the Heaven where are no distinctions,
Where leaving aside all quarrels
Men have clasped other's hands as brothers dear.
Religion does not create differences in this place
Nor do scriptures raise any futile clamour.
The priests and padres the mollahs and the moulvis
Drink water here from the same container.
Here the house of prayer for the Creator
Lies in the body and the mind.
Here His throne of sorrows
Is amidst the miseries of mankind.

Here He responds to men's calls
By whatever name they may choose to appeal
Like the loving and fond mother
Ever ready and alert to respond
To the call of her child,
Whatever name he may call her by.

Here in this abode of equality
Different ways of apparel
Do not give rise to vicious quarrel.
Here clothed in dusty costume
Men are satisfied and happy,
Here in this land peace and equality.

Translated by Kabir Chowdhury

সাম্যবাদী

গাহি সাম্যের গান—

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রীশ্চান।

গাহি সাম্যের গান !

কে তুমি?—পার্সি ? জৈন? ইহুদি ? সাঁওতাল, ভিল, গারো ?
কন্ফুসিয়াস? চার্বাক-চেলা ? বলে যাও, বল আরো !

বন্ধু, যা খুশি হও,

পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক—
জেন্দাবেষ্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও যত শখ,—
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল ?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি ?—পথে ফোটে তাজা ফুল !
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ !
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে ?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে !

বন্ধু, বলিনি বুট,

এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।

এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হল মেঘের রাখাল নবির খোদার মিতা।

এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যাজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি ।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান !
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই ।

I Sing of Equality

I sing of equality
in which dissolves
all the barriers and estrangements,
in which are united
Hindus, Buddhists, Muslims, Christians.
I sing of equality.

Who are you?—A Parsee? A Jain? A Jew?
A Santal, a Bheel or a Garo?
A Confucian? A disciple of Charbak?
Go on—tell me what else!
Whoever you are, my friend,
whatever holy books or scriptures
you stomach or carry on your shoulder
or stuff your brains with—the Quran, the Puranas,
the Vedas, the Bible, the Tripitaka, the Zend-Avesta,
the Grantha Saheb—why do you waste your labor?
Why inject all this into your brain?
Why all this—like petty bargaining in a shop
when the roads are adorned with blossoming flowers?
Open your heart—within you lie
all the scriptures,
all the wisdom of all ages.
Within you lie all the religions,
all the prophets—your heart
is the universal temple
of all the gods and goddesses.
Why do you search for God in vain
within the skeletons of dead scriptures
when he smilingly resides in the privacy
of your immortal heart?
I'm not lying to you, my friend.
Before this heart
all the crowns and royalties surrender.
This heart is Neelachal, Kashi, Mathura,

Brindaban, Budh-Gaya, Jerusalem, Medina, Ka'aba.
This heart is the mosque, the temple, the church.
This is where Jesus and Moses found the truth.

In this battle field
the young flute player sang the divine Geeta.
In this pasture
the shepherds became prophets.
In this meditation chamber
Shakya Muni heard the call of the suffering humanity
and decried his throne.
In this voice
the Darling of Arabia heard his call,
from here he sang the Quran's message of equality.
What I've heard, my friend, is not a lie:
there's no temple or Ka'aba
greater than this heart!

Translated by Sajed Kamal

সিন্ধু (প্রথম তরঙ্গ)

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চির-বিরহী !
হে অতৃপ্ত ! রহি রহি
কোন বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠো তুমি কানায় কানায় ?
কি কথা শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি ?
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে উর্ধ্বে নীলা নিম্নে বেলা-ভূমি !
কথা কও, হে দুরন্ত, বলো
তব বুকে কেন এত ঢেউ জাগে, এত কলকল ?
কিসের এ অশান্ত গর্জন ?
দিবা নাই রাত্রি নাই, অনন্ত ত্রন্দন
থামিল না, বন্ধু, তব !
কোথা তব ব্যথা বাজে ! মোরে কও, কারে নাহি ক'ব !
কারে তুমি হারালে কখন ?
কোন মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন ?
কে সে বালা ? কোথা তার ঘর ?
কবে দেখেছিলে তারে ? কেন হলো পর
যারে এত বাসিয়াছ ভালো !
কেন সে আসিল, এসে কেন সে লুকালো ?
অভিমান করেছে সে ?
মানিনী ঝোঁপেছে মুখ নিশীথিনী-কেশে ?
ঘুমায়েছে একাকিনী জোছনা-বিছানে ?
চাঁদের চাঁদিনী বুঝি তাই এত টানে
তোমার সাগর-প্রাণ, জাগায় জোয়ার ?
কী রহস্য আছে চাঁদে লুকানো তোমার ?
বল, বন্ধু বল,
ও কি গান ? ও কি কাঁদা ? ঐ মত্ত জল-ছলছল-
ও কি হুহুকার ?
ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেয়সী তোমার ?
টানিয়া সে মেঘের আড়াল
সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল ?

চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ও কি তব ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ ?
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ও কি রাগ ? ও কি অনুরাগ ?

জান না কি, তাই

তরঙ্গে আছাড়ি মর আক্রোশে বৃথাই ?...

মনে লাগে তুমি যেন অনন্ত পুরুষ
আপনার স্বপ্নে ছিলে আপনি বেহুঁশ !

অশান্ত ! প্রশান্ত ছিলে ।

এ-নিখিলে

জানিতে না আপনারে ছাড়া ।

তরঙ্গ ছিল না বুকে, তখনো দোলানি এসে দেয়নিকো নাড়া ।

বিপুল আরসি সম ছিলে স্বচ্ছ, ছিলে স্থির,

তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইত তীর ।—

তপস্বী ! ধৈর্য্যিনী !

তারপর চাঁদ এলো—কবে, নাহি জানি

তুমি যেন উঠিলে শিহরি ।

হে মৌনী, কহিলে কথা—‘মরি মরি,

সুন্দর সুন্দর !’

‘সুন্দর সুন্দর’ গাহি জাগিয়া উঠিল চরাচর !

সেই সে আদিম শব্দ, সেই আদি কথা,

সেই বুঝি নির্জনের সৃজনের ব্যথা ।

সেই বুঝি বুঝিলে রাজন্

একা সে সুন্দর হয় হইল দু’জন !...

কোথা সে উঠিল চাঁদ হৃদয়ে না নভে

সে-কথা জানে না কেউ জানিবে না, চিরকাল নাহি-জানা রবে ।

এতদিনে ভার হলো আপনারে নিয়া একা থাকা,

কেন যেন মনে হয়—ফাঁকা সব ফাঁকা !

কে যেন চাহিছে মোরে, কে যেন কী নাই,

যারে পাই তারে যেন আরো পেতে চাই !...

জাগিল আনন্দ-ব্যথা জাগিল জোয়ার,

লাগিল তরঙ্গে দোলা, ভাঙিল দুয়ার,

মাতিয়া উঠিলে তুমি !

কাঁপিয়া উঠিল কেঁদে নিদ্রাতুরা ভূমি !

বাতাসে উঠিল ব্যেপে তব হতাস্বাস,
জাগিল অনন্ত শূন্যে নীলিমা-উঁহাস !
বিস্ময়ে বাহিরি এলো নব নব নক্ষত্রের দল,
রোমাঞ্চিত হলো ধরা,
বুক চিরে এল তার তৃণ-ফুল-ফল ।
এলো আলো, এলো বায়ু, এলো তেজ প্রাণ,
জানা ও অজানা ব্যেপে ওঠে সে কি অভিনব গান !
এ কি মাতামাতি ওগো এ কি উতরোল !
এত বুক ছিল হেথা, ছিল এত কোল !
শাখা ও শাখীতে যেন কত জানা-শোনা,
হাওয়া এসে দোলা দেয়, সেও যেন ছিল জানা
কত সে আপনা !
জলে জলে ঢলাঢলি চলমান বেগে,
ফুলে-হুলে চুমোচুমি-চরাচরে বেলা ওঠে জেগে !
আনন্দ-বিস্ময়
সব আজ কথা কহে, গাহে গান, করে কোলাহল !

বন্ধু ওগো সিন্ধুরাজ ! স্বপ্নে চাঁদ-মুখ
হেরিয়া উঠিলে জাগি, ব্যথা করে উঠিল ও-বুক ।
কী যেন সে ক্ষুধা জাগে, কী যেন সে পীড়া,
গলে যায় সারা হিয়া, ছিঁড়ে যায় যত স্নায়ু শিরা !
নিয়া নেশা, নিয়া ব্যথা-সুখ
দুলিয়া উঠিল সিন্ধু উৎসুক উন্মুখ !
কোন প্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া
তোমাতে পড়িল যেন, নীল হলো তব স্বচ্ছ কায়া ।

সিন্ধু, ওগো বন্ধু মোর !
গর্জিয়া উঠিলে ঘোর
আর্ত হুঙ্কারে !
বারে বারে
বাসনা-তরঙ্গে তব পড়ে ছায়া তব প্রেয়সীর,
ছায়া সে তরঙ্গে ভাঙে, হানে মায়া, উর্ধ্বে প্রিয়া স্থির !
ঘুচিল না অনন্ত আড়াল,

তুমি কাঁদো, আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কাল !
কাঁদে গ্রীষ্ম, কাঁদে বর্ষা বসন্ত ও শীত,
নিশিদিন শূনি বন্ধু, ঐ এক ত্রন্দনের গীত !
নিখিল বিরহী কাঁদে সিন্ধু তব সাথে,
তুমি কাঁদো, আমি কাঁদি, প্রিয়া রাতে !
সেই অশ্রু-সেই লোনা জল
তব চক্ষে-হে বিরহী বন্ধু মোর-করে টলমল !

এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদো, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া !

চট্টগ্রাম

২৯-৭-২৬

The Sea [Shindu] [The First Wave]

O the sea, my friend,
The insatiable, the ever-estranged!
Which pain had sparked thee to swell up
To the brim? Something wantest thou to say?
But to whom O my friend?
Blue sky above, shore below longed for thee!
Speak out, O the restless breaker, tell me
In thy heart why so much murmurings
Of the waves? Why's this unending rumbling?
Thine endless crying stopeth not
For even a day or a night,
O my friend! Tell me what ails thee in thy heart?
I won't tell anyone! When and whom thou hast lost?
Dreamest thou which illusory auspicious girl? Where
Doth she live? When didst thou behold her?
Why is she dissociated from thee
Whom thou lovest so much? Why was she
Here? Why did she hide? Her feelings are hurt?
Her face doth she hide in the hair of dark night?
Alone has she slept in a moon-lit bed? Hence
The moon light attracts thy liveliness so much?
Arouses tidal waves? What is thine mystery that
Hidden in the moon? Tell me, tell me my friend, is it
The song-thy wailing?
That furious water-rippling? Thy growling?
That moon, is she thine beloved darling?
Hiding behind clouds far away forever she lives?
That spot in the moon—a spot of passionate kiss?
That's why far off she stays from thee!
Is it her anger, her affection?
Knowest thou that?
And so grudgingly on the waves in vain
Thyself thou smackest? As if an eternal man
Thou art, absorbed deeply in thy own
Dream! Unruly but quiet, knowest thou no one

But thyself! No waves there; even
A ripple is yet to begin!
Like a big mirror thou art translucent
And calm, resting her face
On thy face the shore sleeps!

O the meditator!
There appeared the moon-when, thou knowest not,
As if bewildered art thou! O the reticent,
In profound admiration thou hadst
Spoken out-
'Oh! What a graceful, graceful!'
The universe woke up, echoed thy words-
'What a graceful, graceful!'
It's that archaic word,
That primordial message!
It's the creation's pain of seclusion.

Thou hast realized O the king! A lone man
Becomes more elegant when
He's coupled! In the heart or in the sky moon
Shines-knows no one,
Not a soul will know, remain unknown
For ever. After so long a time laden
With loneliness feelest thou as if
Everything's empty!
Someone wants me, something is not there,
Whomever I find-more deeply I want her!

Happiness and sorrows have arisen,
The tidal waves have arisen too,
The swinging began, broken was the shore,
Rampant thou wert,
The trembling sleepy land cried out!
In despondence drifts along thy breaths in the air!
In the endless sky emerged there
The joyful outburst of blue! Came out all created

Stars In astonishment, thrilled
Was the earth; grass, flowers, fruits sprouted out
From within her bosom! Light and air
Emanated with invigorat'd life, all over
The places of the known and unknown
Drifted across an amazing song!
What an excitement!
O dear, what a tumult!
So many hearts, so much of love! The breeze
Sweeps over branches of trees,
How intimate they are!
On their way the waves entwine each other,
In passionate kiss-the flowers and bees!
On the earth the light of day slowly descends,
Delighted is everyone-talking,
Making hue and cry-singing!

O my friend, my sea-king!
In thy dream appeared a face charming,
From the sleep thou hast emerged, pain
Thou hast felt in thy heart! With passion
And pain heart melts down,
Nerves tear apart!
O the sea, the curious, the eager-thou swellest
Up with the euphoria of sorrows and happiness!
As if a deep disgruntled shadow fell upon thee,
Blue was thine transparent body!

The sea, my friend!
With anguish excruciating
Thou art grumbling!
On thy waves of desire the shadow of thine
Beloved dropeth again and again!
Her shadow breaks up on the waves-brings
An attachment! The clandestinely approach
Endless is yet to over.
The monsoon, the time, the summer,

The spring, and the winter bemoan there
With thee and me! All night long
I hear that song of wailing!
With thee cries the estrang'd universe,
O the sea! Thou cryest, I cry, cries my beloved!
O my lonely friend!
Tears in thine eyes tumble down,
With the same pain thou cryest,
I cry, cries my beloved!

*A rain-drenched morning.
Chittagong, July 29, 1926*

Translated by Mustofa Munir

সিন্ধু (দ্বিতীয় তরঙ্গ)

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর,
হে মোর বিদ্রোহী !
রহি রহি
কোন বেদনায়
তরঙ্গ-বিভঙ্গে মাতো উদ্দাম লীলায় !
হে উন্মত্ত, কেন এ নর্তন ?
নিষ্ফল আক্রোশে কেন কর আক্ষালন
বেলাভূমে পড় আছাড়িয়া !
সর্বগ্রাসী ! গ্রাসিতেছে মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়া
ধরণিরে তিলে-তিলে !
হে অস্থির ! স্থির নাহি হতে দিলে
পৃথিবীরে ! ওগো নৃত্য-ভোলা,
ধরারে দোলায় শূন্যে তোমার হিন্দোলা !
হে চঞ্চল,
বারে বারে টানিতেছ দিগন্তিকা-বধূর অঞ্চল !
কৌতুকী গো ! তোমার এ কৌতুকের অন্ত যেন নাই !—
কী যেন বৃথাই
খুঁজিতেছ কূলে কূলে
কার যেন পদরেখা !—কে নিশীথে এসেছিল ভুলে
তব তীরে, গর্বিতা সে নারী,
যত বারি আছে চোখে তব
সব দিলে পদে তার ডারি,
সে শুধু হাসিল উপেক্ষায় !
তুমি গেলে করিতে চুম্বন, সে ফিরালো কঙ্কণের ঘায় !
—গেল চলে নারী !
সন্ধান করিয়া ফের, হে সন্ধানী, তারি
দিকে দিকে তরণীর দুরাশা লইয়া,

গর্জনে গর্জনে কাঁদো—‘পিয়া, মোরি পিয়া !’
বলো বন্ধু, বুকে তব কেন এত বেগ, এত জ্বালা ?
কে দিল না প্রতিদান ? কে ছিঁড়িল মালা ?
কে সে গরবিনী বালা ? কার এত রূপ এত প্রাণ,
হে সাগর, করিল তোমার অপমান !
হে ‘মজনুন’, কোন সে ‘লায়লী’র
প্রণয়ে উন্মাদ তুমি ?—বিরহ-অথির
করিয়াছ বিদ্রোহ ঘোষণা, সিন্ধুরাজ,
কোন রাজকুমারীর লাগি? করে আজ
পরাজিত করি রণে, তব প্রিয়া রাজ-দুহিতারে
আনিবে হরণ করি?—সারে সারে
দলে দলে চলে তব তরঙ্গের সেনা,
উষ্ণীষ তাদের শিরে শোভে শুভ্র ফেনা !
ঝটিকা তোমার সেনাপতি
আদেশ হানিয়া চলে উর্ধ্বে অগ্রগতি ।
উড়ে চলে মেঘের বেলুন,
‘মাইন’ তোমার চোরা পর্বত নিপুণ !
হাঙ্গর কুস্তীর তিমি চলে ‘সাব্‌মেরিন’,
নৌ-সেনা চলিছে নিচে মীন !
সিন্ধু-ঘোটকেতে চড়ি চলিয়াছ বীর
উদ্দাম অস্থির !
কখন আনিবে জয় করি-কবে সে আসিবে তব প্রিয়া,
সেই আশা নিয়া
মুক্তা-বুকে মালা রচি নিচে
তোমার হেরেম-বাঁদি শত শুক্তি-বধূ অপেক্ষিছে ।
প্রবাল গাঁথিছে রক্ত-হার—
হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর-তোমার প্রিয়ার !
বধূ তব দীপাঙ্ঘিতা আসিবে কখন
রচিতেছে নব নব দ্বীপ তারি প্রমোদ-কানন ।

বক্ষে তব চলে সিন্ধু-পোত
ওরা যেন তব পোষা কপোতী-কপোত !
নাচায়ে আদর করে পাখিরে তোমার
ঢেউ-এর দোলায়, ওগো কোমল দুর্বার !
উচ্ছ্বাসে তোমার জল উলসিয়া উঠে,
ও বুঝি চুম্বন তব তার চঞ্চুপুটে ?
আশা তব ওড়ে লুক্ক সাগর-শকুন,
তটভূমি টেনে চলে তব আশা-তিরিকার গুণ !
উড়ে যায় নাম-নাহি-জানা কত পাখি,
ও যেন স্বপন তব !-কী তুমি একাকী
ভাবো কভু আনমনে যেন,
সহসা লুকাতে চাও আপনারে কেন !
ফিরে চলো ভাঁটি-টানে কোন্ অন্তরালে,
যেন তুমি বেঁচে যাও নিজেরে লুকালে !-
শ্রান্ত মাঝি গাহে গান ভাটিয়ালি সুরে,
ভেসে যেতে চায় প্রাণ দূরে-আরো দূরে
সীমাহীন নিরুদ্দেশ পথে,
মাঝি ভাসে, তুমি ভাস, আমি ভাসি স্রোতে ।

নিরুদ্দেশ ! শুনে কোন আড়ালীর ডাক
ভাটিয়ালী পথে চলো একাকী নির্বাক ?
অন্তরের তলা হতে শোন কি আহ্বান ?
কোন্ অন্তরিকা কাঁদে অন্তরালে থাকি যেন,
চাহে তব প্রাণ !

বাহিরে না পেয়ে তারে ফের তুমি অন্তরের পানে
লজ্জায়-ব্যথায়-অপমানে !

তারপর, বিরাট পুরুষ ! বোঝো নিজ ভুল,
জোয়ারে উচ্ছ্বসি ওঠো, ভেঙে চল কূল
দিকে দিকে প্লাবনের বাজায়ে বিষণ্ণ,
বল, 'প্রেম করে না দুর্বল ওরে করে মহীয়ান্ ।'

বারুণী সাকিরে কহ, 'আনো সখি সুবার পেয়ালা !'
আনন্দে নাচিয়া ওঠো দুখের নেশায় বীর, ভোল সব জ্বালা !
অন্তরের নিষ্পেষিত ব্যথার ক্রন্দন
ফেনা হয়ে ওঠে মুখে বিষের মতন,
হে শিব, পাগল!
তব কণ্ঠে ধরি রাখ সেই জ্বালা-সেই হলাহল !
হে বন্ধু হে সখা,
এতদিনে দেখা হল, মোরা দুই বন্ধু পলাতকা ।

কত কথা আছে-কত গান আছে শোনার,
কত ব্যথা জানাবার আছে-সিদ্ধ, বন্ধু গো আমার !

এসো বন্ধু, মুখোমুখি বসি !
অথবা টানিয়া লহ তরঙ্গের আলিঙ্গন দিয়া, দুঁহু পশি
চেউ নাই যেথা-শুধু নিতল সুনীল !-
তিমিরে কহিয়া দাও-সে যেন খোলে না খিল
থাকে দ্বারে বসি ।
সেইখানে ক'ব কথা । যেন রবি-শশী
নাহি পশে সেথা ।
তুমি রবে আমি রবো-আর রবে ব্যথা !
সেথা শুধু ডুবে রবো কথা নাহি কহি-
যদি কই,-
নাই সেথা দু'টি কথা বই,
'আমিও বিরহী, বন্ধু, তুমিও বিরহী !'

The Sea [Shindu] [The Second Wave]

O the sea, my friend, the rebel!
Which pain made thee frenzied in this indomitable
Amorous sport in each wave pattern, off and on?
O the frantic, why is this dancing?
Why flauntest thou in futile grudge?
Throwest thou thyself on the edge
Of the shore? O the all-devouring! The earth
Thou grabest bit by bit with
Extreme hunger! O the restless! Wantest
Thou not the earth takes some rest,
O the dance-oblivious!
The earth swings high above thy waves!
O the fickle, perturbed! Again and again
Thou pullest the *anchal* of the horizon-girl.
Herem-concubines, the pearl girls are awaiting
Her arrival, O the amusing!
Seems endless thy amusement! In vain something
Thou lookest for in the shore! Whose footprints!
Mistakenly on thy shore walked someone at night!
Ingenuously conceited she is! At her feet
Tears thou droppest, reluctantly she smiled
At thee! Thy kiss she ignor'd, resisted
Thee with her conch bangles!-She left!
Searching for her with the boat
Of desperation in the growling waves, thou cryest-
'My beloved, O dear beloved!'

Tell me, why so much virulence,
So much burning in thy chest?
Who requited not thy love? Tore thy garland?
Oh! That boastful girl with such beauty,
With that much life! O the sea, she insulted thee!

O *Maznu*, who's that *Laili* so madden'd
Art thou for her love? O the sea-king, the bewildered,
The estranged! For that princess thou becomest
So adamant? Today abducting that King's daughter
Whom thou wantest to defeat in the battle, thy lover?
Adorned with the turbans of sea-foam in groups
Thy army of waves marched forward in rows,
With hasty command moves thy general in the front,
Fly there the balloons of clouds,
Stealthy under-sea-mountains-
Thy sophisticated 'mine'!
Sharks, crocodiles, whales are thine 'submarines'!
Fishes are thine naval force! Riding walrus
Thou shovest like a hero, O the frantic, the restless!
Soon thy beloved will come,-pearl-garlands they make
For her at the sea bottom! There they wait-
Thy harem-slaves, the oyster-wives-the corals
String the red garlands, O the sea! My friend,
When will be thy night of illumination?
When those gardens of pleasure
The newly created islands will build for her!

Like thine pet-pigeons floats the sea-vessels
On thy bosom! Thy dangling waves caress the birds,
Make them to dance, O the turbulent! O the tender!
Water gushes up there
With thy passionate outburst! On her
Beak dost thou kiss? Like greedy vulture
Thy hope flies, the rope of thy hope the shore
Pulleth! Fly so many nameless birds, as if thou art
In dream! Listless sometimes thou becomest,
Wantest to hide! To which remote
Land thou driftest away with low-tide?
As if hiding thyself feelest thou safe! The wearied

Boatman sings *Bhatiali*, mind drifts along-
Far away towards an endless, goalless destination,
Thou floatest, the boatman doth float,
In the waves I float!

Lost thou art with no destination!
Harkening to someone's call alone
Silently walkest thou towards downstream,
Dost thou hear the call from thy heart?
Who cries there in seclusion, begs for thy heart?
Finding her nowhere lookest thou into thine own
Soul with shame-with pain-in humiliation!

Then, realizing mistake O the mighty man!
Swelllest thou up in high tide, breakest all the banks
Around, blowest the horn-bugle and sayest:
'Love maketh no one weaker, maketh someone
glorified!'
To a bar-girl thou dost urge, 'A cup of wine, please!'
In deep sorrow it makes thee happy, makes thee to
forget
All torments! Like poison the pain of heart
Becometh froth in the mouth! O Shiva, the mad!
In thy throat holdest thou the pain,
That deadly poison!
O confidante, O friend!
After a long time we met - the two fugitives!
So many words, so many songs, so much pain
To let thee know-O the sea, my friend!

My friend, together we sit face to face,
Together we go down, with thy waves
Thou holdest me, but no waves, only endless
Blue there! Let the whale sit by the door,

So that the sun and moon enter not there,
We'll talk, only thou and I and our
Pain will be there!
Beneath the water we will not talk, if we
Talk, very brief it would be,
'I'm estranged,
Thou art too, O my friend!'

Chittagong, July 31st, 1926

Translated by Mustofa Munir

সিন্ধু (তৃতীয় তরঙ্গ)

হে ক্ষুধিত বন্ধু মোর, তৃষিত জলধি,
এত জল বুকে তব, তবু নাহি তৃষার অবধি !
এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান,
বুভুক্ষু ! তবু কি তব ভরিল না প্রাণ ?
দুরন্ত গো, মহাবাহু,
ওগো রাহু,
তিন ভাগ গ্রাসিয়াছ-এক ভাগ বাকি !
সুরা নাই-পাত্র-হাতে কাঁপিতেছে সাকি !
হে দুর্দম ! খোলো খোলো খোলো দ্বার ।
সারি সারি গিরি-দরী দাঁড়িয়ে দুয়ারে করে প্রতীক্ষা তোমার ।
শস্য-শ্যামা বসুমতী ফুলে-ফলে ভরিয়া অঞ্জলি
করিছে বন্দনা তব, বলী !
তুমি আছ নিয়া নিজ দুরন্ত কল্লোল
আপনাতে আপনি বিভোল !
পশে না শ্রবণে তব ধরণির শত দুঃখ-গীত ;
দেখিতেছ বর্তমান, দেখেছ অতীত,
দেখিবে সুদূর ভবিষ্যৎ-
মৃত্যুজয়ী দ্রষ্টা, ঋষি, উদাসীনবৎ !
ওঠে ভাঙে তব বুকে তরঙ্গের মতো
জন্ম-মৃত্যু দুঃখ-সুখ, ভূমানন্দে হেরিছ সতত !
হে পবিত্র ! আজিও সুন্দর ধরা, আজিও অম্লান
সদ্য-ফোটা পুষ্প-সম তোমাতে করিয়া নিতি স্নান !
জগতের যত পাপ গ্লানি
হে দরদী, নিঃশেষে মুছিয়া লয় তব স্নেহ-পাণি !
ধরা তব আদরিণী মেয়ে
তাহারে দেখিতে তুমি আস মেঘ বেয়ে !
হেসে ওঠে ভূণে-শস্যে দুলালী তোমার,
কালো চোখ বেয়ে বারে হিম-কণা আনন্দাশ্রু-ভার !
জলধারা হয়ে নামো, দাও কত রঙিন যৌতুক,
ভাঙ গড় দোলা দাও,-

কন্যারে লইয়া তব অনন্ত কৌতুক !
হে বিরাট, নাহি তব ক্ষয়
নিত্য নব নব দানে ক্ষয়েরে করেছ তুমি জয় !
হে সুন্দর ! জল-বাহু দিয়া
ধরণীর কটিতট আছ আঁকড়িয়া
ইন্দ্রনীলকান্তমণি মেখলার সম,
মেদিনীর নিতম্ব-দোলার সাথে দোল অনুপম !

বন্ধু, তব অনন্ত যৌবন
তরঙ্গে ফেনায়ে ওঠে সুরার মতন !
কত মৎস্য-কুমারীরা নিত্য তোমা যাচে,
কত জল-দেবীদের গুচ্ছ মালা পড়ে তব চরণের কাছে,
চেয়ে নাহি দেখ, উদাসীন !
কার যেন স্বপ্নে তুমি মত্ত নিশিদিন !

মছন-মন্দার দিয়া দস্যু সুরাসুর
মথিয়া লুপ্তিয়া গেছে তব রত্ন-পুর,
হরিয়াছে উচ্ছেদ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব শশী-প্রিয়া,
তারা সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া !
করেছে লুপ্তন
তোমার অমৃত-সুধা-তোমার জীবন !
সব গেছে, আছে শুধু ক্রন্দন-কল্লোল,
আছে জ্বালা, আছে স্মৃতি, ব্যথা-উতরোল !
উর্ধ্বে শূন্য, -নিম্নে শূন্য-শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার !

হে মহান ! হে চির-বিরহী !
হে সিদ্ধ, হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী !
সুন্দর আমার !

নমস্কার !
নমস্কার লহ !
তুমি কাঁদো, -আমি কাঁদি, -কাঁদে মোর প্রিয়া অহরহ ।
হে দুস্তর, আছে তব পার, আছে কূল,
এ অনন্ত বিরহের নাহি পার, -নাহি কূল, -শুধু স্বপ্ন, ভুল ।

মাগিব বিদায় যবে, নাহি রবো আর,
তব কল্লোলের মাঝে বাজে যেন দ্রুন্দন আমার !
বৃথাই খুঁজিবে যবে প্রিয়া,
উত্তরিও বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়া !

তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার,-সীমাহীন রিক্ত হাহাকার !

চট্টগ্রাম

২-৮-২৬

The Sea [The Third Wave]

O my thirsty friend, so much water holdest
Thou in thy bosom, yet thou hast the endless thirst!
At thy feet tumbled down many rivers-big and small,
O the hungry! Still *thou art insatiable!*
O the eclipse, the turbulent, thou hadst
Devoured three-fourth of the earth!
No wine-with an empty glass
In hand the bar-girl trembles!

O the impassable! Open, open, open the door!
There at the doorway stand the mountains and gorges
In rows. The earth with her palm-full of offerings of fruits,
Flowers and crops is worshipping thee! O the valorous!
In thine own-self, in thine own waves,
Deeply absorbed thou art!
Many painful songs of the earth thou hearest not,
Seest thou the present and past, thou wilt
See the distant future-
O the saint, the stoic, the immortal observer!
Birth, death, sorrows and happiness
Rise and break on thy bosom like waves,
Delightfully thou dost watch them always!

Earth bathes in thee every day O the sanctified,
Still beautiful, still unfaded thou art
Like a flower just bloomed!
O the sympathizer! Sins and agonies of the world
Thou wipest out with thine affection! With the clouds
Thou comest down to the earth-thy loving daughter!
Smiles she with the grasses and crops,
From her black eyes tears of happiness dropeth down
As cold mist! By being the streams thou cruisest along,

Offerest so many colorful benefactions!
In amusement endless
Thou dost break, build and swing!

O the vast,
No waning, no decay thou hast,
Waning thou hast conquered with thine endless gifts!
O the graceful! Around the waist thou holdest
The earth like girdle of sapphires and emerald!
Incomparable swaying thou dost exhibit along with
Hip-swinging of the earth!

Friend! Like wine thine eternal youth froths up in waves!
Many mermaids entice thee, many garlands
Are dried up, dropped at thy feet, O the stoical!
But turnest thou a blind eye to them, as if all
The time thou art engrossed in thy dream! In someone!

With sedating herbs the demons robbed
Thy city of gems, the horse of *Indra*
They grabbed-thy sweet girl, thy dear moon,
Happy they are all now in the heaven,
The amrita they pilfered-thy life! Everything's gone,
Left there only the crying of waves, agonies and
Memories of excruciating pain!
Emptiness is up above, down below, emptiness all around,
In the middle the stream bewails with endless moan of despair!

O the great, O the ever-estranged!
O the sea, my rebellious friend!
O my graceful! I salute thee!
Take my salute!
Thou cryest, I cry, cry my beloved!
O the impenetrable! Thou hast the shore,

But exists there no shore
In this separation endless,
Exist there only dream and mistakes!

When I'll be no more there and
From thee I'll part my cry will be emblazoned
In thine massive waves I wish,
In vain thou wilt look for me,
O my friend, my rumbling friend, my sea!

Surrounded us an emptiness and
Emptiness all around,
In the middle the stream bewails
With moan of despair endless!

Chittagong, 2nd August 1926

Translated by Mustofa Munir

Translator's Comments :

The poet wrote the epic 'The Sea' in three different parts-the First Wave, Second Wave and Third Wave while he was in Chittagong (a port city of Bangladesh) in the year 1926. Those First, Second and Third waves were written on 27th July, 31st July, and on 2nd August 1926 respectively.

The Poet portrayed the Sea as a lover and divulged its emotions of love and pain in a classic poetic way. Poet is sympathetic to the Sea for its sadness and despair. The Sea is bereft and heartbroken as his lover left him forever alone; his rumbling pain swells up, crush on the shore with growling grudge and concealed anger. He is hungry and thirsty for love. He is indomitable and graceful but at the same time a lonesome lover.

Translator's Notes :

1. **Anchal:** The marginal part or the end part of a sari; usually it hangs at the back when it is draped over the shoulder. Sari is a long graceful unstitched cloth worn by Bangladeshi and Indian women.
2. **Bhatiali:** A Bangladeshi musical mode sung by the boatmen of the downstream region of Bangladesh.
3. **Harem:** The Moghul emperors used to keep their wives or other female slaves in a group in an isolated enclosed quarter or house.
4. **Indra:** The king of all gods, the lord of thunder and lightning (Hindu myth).

5. **Laili:** A character of an Arabian true love story that took place in the 7th century Arabia. She is famous for her sacrifice and deep love for her lover.
6. **Mandar:** A celestial tree or its flower; the extract of the plant's leaves and flowers is used as a poison (in Hindu mythology).
7. **Maznu:** He was the lover of *Laili* depicted in a famous Arabian true love story that took place in the 7th century Arabia.
8. **Shurashur:** Gods and demons (Hindu myth).
9. **Uchchoysrava :** The name of the horse owned by Indra, the king of gods (Hindu myth).

সেবক

সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নেই কি রে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায় ?-
শিকলগুলো বিকল করে পায়ের তলায় মাড়ায়,-
বজ্র-হাতে জিন্দানের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায়?
নাজাত-পথের আজাদ মানব নেই কি রে কেউ বাঁচা,
ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেঘের খাঁচা?
ঝুট্টার পায়ে শির লুটাবে, এতই ভীরা সাঁচা?-

ফন্দি-কারায় কাঁদছিল হায় বন্দি যত ছেলে,
এমন দিনে ব্যথায় করুণ অরুণ আঁখি মেলে,
পাবক-শিখা হস্তে ধরি কে তুমি ভাই এলে?
‘সেবক আমি’-হাঁকলো তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে ।

দিন-দুনিয়ায় আজ খুনিয়ার রোজ-হাশরের মেলা,
করছে অসুর হক-কে না-হক, হক-তায়ালায় হেলা !
রক্ষ-সেনার লক্ষ আঘাত বক্ষে বড়ই বেঁধে,
রক্ষা করো, রক্ষা করো, উঠতেছে দেশ কেঁদে ।
নেই কি রে কেউ মুক্তি-সেবক শহীদ হবে মরে,
চরণ-তলে দলবে মরণ ভয়কে হরণ করে,
ওরে জয়কে বরণ করে-
নেই কি এমন সত্য-পুরুষ মাতৃ-সেবক ওরে?
কাঁপলো সে স্বর মৃত্যু-কাতর আকাশ-বাতাস ছিঁড়ে,
বাজ পড়েছে বাজ পড়েছে ভারত-মাতার নীড়ে !

দানব দলে শান্তি আনে নাই কি এমন ছেলে?—
এ কি দেখি গান গেয়ে ঐ অরুণ আঁখি মেলে
পাবক-শিখা হস্তে ধরে কে বাছা মোর এলে?—
‘মাগো আমি সেবক তোমার ! জয় হোক মা’র ।’
হাঁকলো তরুণ কারার-দুয়ার ঠেলে !
বিশ্ব-গ্রাসীর দ্রাস নাশি আজ আসবে কে বীর এসো

বুট শাসনে করতে শাসন, শ্বাস যদি হয় শেষও ।

—কে আছ বীর এসো !

‘বন্দি থাকা হীন অপমান !’ হাঁকবে যে বীর তরুণ,—

শির-দাঁড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ,

সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,

খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের ।

দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের,

সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের ।

হঠাৎ দেখি আসছে বিশাল মশাল হাতে ও কে?

‘জয় সত্যম্’ মন্ত্র-শিখা জ্বল্ছে উজল চোখে ।

রাত্রি-শেষে এমন বেশে কে তুমি ভাই এলে?—

‘সেবক তোদের, ভাইরা আমার !—জয় হোক মা’র !’

হাঁকলো তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে !

The Servitor

Who'll rise for truth, though tyrants slay,
Where are the brave to stand today?
To break the chains and crush the gate,
To shake the dungeon's heavy weight?
Is none alive to fight and free,
To break this flock of slaves like sheep?
Are we so meek, so low, so weak—
That our lives will fall at tyrants' feet?

The jailed ones weep, their hopes run dry,
In such an hour, with blazing eye—
Who walks with fire held up high?
"I am the servant!" comes the cry.

Today the world is drunk with doom,
Injustice reigns in full costume!
The holy mocked, the false held high,
The sword strikes deep, the people cry!
Oh who will die to free this land,
To crush all fear with fearless hand,
To rise for truth, to boldly stand—
As mother's servant, proud and grand?
That piercing voice tore through the sky—
And thunder struck from heaven high!

Shall none bring wrath to demon's door?
Who's this I see, with heart so pure—
With fiery hand, eyes lit with lore?
"My mother's child! Her servant, sure!"
He shouts and breaks the prison door.

Who'll come, O brave, the beast to face,
Though death itself may interlace?
Who shouts today with fearless grace—
"No shame shall bind my rightful place!"

With upright spine and blood aglow,
Whose soul the truth alone does know-
Whose life is sworn to freedom's light,
To justice, love, and sacred fight!
For them, today, the trumpet calls-
To die if need be, as duty falls.

Behold! A torch-who comes so bright?
With "Victory Truth!" his blazing rite,
His eyes alight, his soul a flame-
Who walks the dark in freedom's name?
"I'm your servant, brothers mine!
Victory to the Mother divine!"
He shouts and breaks the prison line.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

Translator's Notes :

1. The term "The Servitor" means someone who serves selflessly. Here, it is symbolic of a youth who dedicates his life to truth, justice, and the motherland.

স্রোতের ফুল

সুন্দর করে অবহেলার শিথিল মুঠি হতে
পড়নু খসে লীলা-কমল, ভেসে বেড়াই সোঁতে ।
কেউ তুলে নেয় আদর করে, একটুখানি গুঁকে
দেয় ফেলে ফের স্রোতের জলে ! কেউ বা চাপে বুকে,
মলিন করে দেয় গো ফেলে ।—আবার ভেসে যাই,
খোঁপায় তুলে নেবে গো যে, তারির পানে চাই ।
এ অভিমান নাই গো, প্রিয়, খোঁপায় তোমার উঠি ।
আমায় দলে আলতা পরো—কিন্মা কুটি কুটি
কারো চারু দর্শন দিয়ে—না হয় নখে ছিঁড়ে ।
আর যেন না ভেসে বেড়াই চোখের জলের ভিড়ে ।

জাগরণ

বৈশাখ, ১৩৩৫

The Flower in the Stream

From careless tightly grasp, relaxed and slight,
I fell—a Lily fair; now drift I with the tide.
Who lifts me fond, breathes in, holds tight,
Then casts me back? Or stains my pride,
Then flings me down?—I float along,
And gaze for her who'll bear me in her hair.
This pique is not for you, Beloved, to belong
Up in your locks!—Crush me for dye to wear,
Or bite me daintily to shreds—nay, tear!
Only take me... no more let me no more drift in tear-floods'
snare.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

ছল ও ফুল

ওরা কয়, ‘আগে ফুল ফুটাইতে,
আমি কই যদি ছল না ফুটাই
বন্ধু, মিথ্যা অপত্য-স্নেহে
ধর্ম লয়েছে অধর্ম নামে,

এখন ফুটাও ছল।’
ফুটিবে কি তবে ফুল?’ (‘ফুল’-ইং)
আপত্তি নাহি করি
সত্য গিয়াছে মরি!

গায়ের বৌঝি জল নিতে যায়
গাল দেয় রেগে – ইহাদেরই দোষে
ভোগী বলে, ‘বাবা, কেন কাঁদ তুমি,
ধনীর দুগ্ধ দেখ না কো, এ কি
‘আল্লা বলান’ বলি! ওরা বলে—
টাকাওয়ালাদের কি করে চিনিলে,
ওরা বলে, ‘মোরা টাকার পুকুর
উহারাই তার দু-এক কলসি
আরো বলে, ‘দিই কলসিতে জল
আমরা কী জানি, কেন এ পুকুরে
ওরা বলে, ‘চাষা খাইতে পায় না—
পাওনা সুদের নালিশ করিলে
মোরা যত দিই উত্তর তার
বলে, ‘জমিদারী স্বত্ব আমার,
মোরা বলি, ‘কত ইম্পিরিয়াল
ওরা বলে, ‘কোনো কাজে তা লাগে না, (বাবা) ‘ফিক্সড ডিপোজিটে’ রাখা!
মোরা বলি, ‘মোরা যাব না, মোদের
ওরা বলে, ‘কেন জেলে যাবে, বাবা,
আমি বলি, ‘জাগ, দৈত্যরে মার,
ওরা বলে, ‘বাঘ হলে কেন বন—
আমি বলি, ‘কেন অসত্য বল,
ওরা বলে, ‘আহা, চুপ করো কবি,
আমি বলি, ‘চোর ঢুকিয়াছে ঘরে,
ওরা বলে, ‘বাঁশুরিয়া! বাঁশি কেন
ওরা বলে, ‘দাদা, এতদিন তুমি

মেছুড়ে বুঝিতে নারে,
মাছ বসে না কো চারে!
মামা নহে তব চাষা,
একঘেয়ে ভালোবাসা!’
‘দালানে তা আসে কেন?
তুমি তো আল্লা চেন!’
দুয়ারে খুঁড়িয়া রাখি,
জল ভরে নেয় নাকি?’
দিই না তো সাথে দড়ি,
ওরা ডুবে যায় মরি?’
আর জন্মের পাপ,
ওরা কেন দেয় শাপ?’
ওরা ‘দুগ্ধের’ কহে,
তোমার মামার নহে।’
ব্যাঙ্কে তোমার টাকা!’
প্রাপ্য যা তা না পেলে!’
ভদ্রলোকের ছেলে!’
দা’ নিয়ে দুয়ার খুল।’
বাগিচার বুলবুল?’
ভ্রান্ত পথ দেখাও?’
ফুল শৌকো, মধু খাও!’
মারো তারে পায়ে দলে!’
বংশ-দণ্ড হলে!’
বেশ তো ঘুমায়ে ছিলে!

কখন হইল 'ইন্সমনিয়া' ?
আমি বলি, 'দেশ জাগে যদি, কেন
ওরা বলে, 'আসে রাম-দা লইয়া ।
কে যে বলে ঠিক, কে বলে বেঠিক,
চাষা ও মজুর ঠকাইয়া খায়
'ওরা ত বলে না, তুমি কেন বল,
জিজ্ঞাসে সাধু ।- আমি বলি, 'কহে
হায় রে দুনিয়া দেখি মৌলানা
আমি একা হেথা কাফের রে দাদা
গুনাগারী দেয় বণিকেরা নাকি,
ধনী যেন সদা তৃষিত, এবং
শুনেছি সেদিন ধনিক-সভায়-
চাষাদের দা, দাঁত আর নখ
আমি বলি, 'হয়ে অভাবে স্বভাব
ওরা বলে, 'তাই বল্ তাই চুরি
আমি বলি, 'খেয়ো না এক কদল্ল,
ওরা বলে, 'তুমি এদেরী দালালী
'যার যত তলা দালান, সে তত
ওরা কয় । আমি বলি, 'বেশ করে
আমি ভিক্ষুক কাঙালের দলে-
ভোগীরা স্বর্গে যাবে, যদি খায়
ওরা হাসে, 'এ কি কবিতার ভাষা?
আমি কই, 'আজো পাইনি পুণ্য-
দোওয়া করো, যেন ঐ গরিবের
যেতে পারি এই এই ভোগ-বিলাসীর

সারা দেশ জাগাইলে !'
তোমাদের ডর লাগে ?'
রামদা বলিত আগে !'
ঠিকে ভুল হয় কার ?
দুনিয়ার ঠিকাদার !
কেন তব মাথাব্যথা ?'
ওদের আত্মকথা !'
মৌলবীতে একাকার,
আমি একা গুনাগার !
চাষারাই করে লাভ,
চাষা সদা কচি ডাব !
নতুন আইন হবে,
খঁটে লাঠি নাহি রবে ।
নষ্ট, হয়েছে চোর !'
হয় না বাড়িতে তোর !'
হালালী অন্ন খাও !'
করে বুঝি টাকা পাও !'
আল্লা-তালার প্রিয়-'
সে তালায় তালা দিও !'
কে বলে ওদের নীচ ?
ওদের পানের পিচ !
বস্তিতে থাক বুঝি ?'
বস্তির পথ খুঁজি !
কর্দমাক্ত পথে
পাপ-নর্দমা হতে !'

Sting and Flower

They say, "Before the flower blooms, let the sting appear."
I ask, "If the sting won't bloom, will the flower bloom here?"
Friend, I do not reject indulgent, false affection,
Yet religion wears sin's disguise, and truth meets extinction.

The village housewives and daughters go to fetch water, but the fisherman does not understand;
He swears and rants-blames all the fuss
On "them"-his nets don't catch enough!
The hedonist says, "My dear, why do you cry?
The farmer's no uncle of yours, so why?
See not the rich man's plight-
Is this not a tiresome love, so trite?
I say, "God knows!" -they mock and jeer:
"Then why's He showing up 'round here?
Since when could you spot the cash-fed men-
Thought you knew only God then!"
They boast: "We've dug a money-pond-
They scoop out jugs when they grow fond!"
They add, "We fill the pots, no doubt,
But not the rope to pull it out.
So if they die drowned in the pond-what's that to us?"
They say, "Peasants can't be fed-
Must be their sins from lives long dead!
And when we beg the debt we owe-
They curse us-why, we'll never know!"
No matter what we answer, they call it all wrong,
Saying, "Land belongs to us, not your uncle, all along!"
I say, "How much of your wealth lies in imperial banks?"
They say, "It serves no purpose; it's in fixed deposits, thanks."
We say, "We won't go until our due is met!"
They say, "Why jail, my dear? You're a gentleman's son yet!"

I cry, "Wake up, kill the demon-
Unsheath your blade and keep the door open!"

They chuckle, "If you're a tiger ,
Why croon like birds in the garden?"
I say, "Why do you tell a lie?
Why lead the world through lies?"
They coo, "Oh poet, hush your howl-
Smell the flowers, sip the nectar!"
I say, "A thief has entered-strike him down with your feet!"
They say, "Bansuri! Why wield the flute like a staff in the
street?"
They say, "Brother, you've slept all this while!
When came insomnia that wakes the whole country's isle?"
I say, "If all the country's awake,
Why do you tremble, shiver, shake?"
They cry and complain-
Those who once called us big brother with respect,
Now they come to chase us with big blade.
Who speaks truth, who lies-who knows right or wrong?
The landlord cheats the laborer; the world sings their song!
"They don't say, why speak, why the headache?"
I say, "It's their story, their own tale to stake!"
Alas, the world blends in pomp and religious guise,
I alone confess, unbowed, unwise.
They say the merchants steal no grain-
It's peasants who make crooked gain!
The rich, forever thirsting lie,
The farmer's just a tender guy!
I heard, at the rich man's assembly new laws will be made:
They will clip the farmer's sickle, teeth, and nails-no lathi, no
axe, no spade.
say, "In poverty, habits spoil, thieves appear!"
They say, "That's why no theft happens in your sphere!"
I say, "Eat not the meager grain, take halal fare!"
They say, "You broker for them, and pocket the share!"
They say, "The taller one's mansion grows," they claim,
"The closer he is to Allah's name."
I say, "Then lock those towers tight-
Don't let in your holy blight!"

I stand with beggars, destitute—who calls them low?
The hedonists may go to heaven if they lick their betel's spittle.
They sneer, "Is that your poet's tongue?
You live in slums, where drains are flung?"
I say, "I've earned no sacred worth—
I seek the muddy, holy earth!
Pray for me—so I may stray
From this hedonistic indulgent way—
Into that poor man's path of clay"

Translated by Nadira Bhabna

কাব্য-আমপারা

সুরা ফাতেহা

(শুরু করিলাম) লয়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া য়ার অশেষ অপার ।

সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা,
করুণা কৃপার য়ার নাই নাই সীমা ।
বিচার-দিনের বিভু ! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি ।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও,
যাদেরে বিলাও দয়া সে পথ দেখাও ।
অভিশপ্ত আর পথ-ভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাহাদের পথে যেন চালায়ো না কভু !

সুরা - শ্লোক

ফাতেহা - উদ্ঘাটিকা ।

যাবতীয় সুরার শানে-নজুল ও আবশ্যকীয় হাওয়ালা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য ।

Sura Fatiha

[Commencing in the name of Allah, whose compassion is boundless and infinite]

O, the Omnipotent master of the Day of Judgement!
We worship only you and seek fortitude from you
Do lead us on the straight and simple way
And show us the way trodden by the ones blessed by you
Please don't allow us to take the path of the accursed and
astray
It's only you that we worship and ask for help
Guide us along the straight path
The path of those you have blessed, and not of those you are
astray and cursed.

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

Translator's Notes :

1. sura - section
2. fatiha - revelation, opening

সুরা ইনফিতার

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা-পাথার যিনি দয়া-পারাবার।

আসমান সবে বিদীর্ণ হবে
খসিয়া পড়িবে তারকা সব,
সমাধি-পুঞ্জ হবে উন্মুক্ত
উচ্ছ্বসিত হবে অর্ণব,
তখন জানিবে প্রত্যেক লোকে
জীবনে করেছে কি সঞ্চয়,
রাখিয়া এসেছে পশ্চাতে কিবা !
হে মানব ! তবে সে কৃপাময়
প্রভু হতে রাখে বঞ্চিত করে
তোমার কিসে? যে প্রভু তোমায়
সৃজিয়া তা'পর সাজাল কেমন
কৌশলে যেথা যাহা মানায়।
যুক্ত তোমায় করেছেন তিনি
যে আকারে তাঁর ইচ্ছা হয়,
মিথ্যা বল যে কর্ম ফলে
নহে নহে তাহা কখনো নয়।
নিয়োজিত আছে রক্ষীবৃন্দ
নিশ্চয় তোমাদিগের পর,
যাহা কিছু মর, মহান হিসাব -
লেখকদের তা হয় গোচর।
রবে নিশ্চয় পরমাত্মাদে
পুণ্যবান সৎকর্মীরা,
নিশ্চয় যাবে দোজখে সে যত
দুঃশীল কু-ব্যক্তির।

করিবে প্রবেশ রোজ কিয়ামতে
সে দোজখে তারা । পশি সেথা
লুকাতে পলাতে পারিবে না আর,
তাহা কি জানাল তোমা কে - তা?
জিজ্ঞাসা করি আবার তোমারে
কিয়ামত কি তা জান কি সে?
ইহা সেই শেষ-বিচার দিবস,
যে দিন মানব মানবী সে
কেহই কারুর উপকারে কোন
আসিবে না, হবে নিঃসহায়,
একমাত্র সে আল্লাতালার
হুকুম সেদিন রবে সেথায় ।

ইনফিতার - বিস্ফোরণ, বিদারণ ।

Sura Infitar

[I begin with the auspicious name of Allah, the moana of benevolence and ocean of compassion]

When the sky splits apart
and when the stars fall away
and when the seas burst high
and when the graves cast out
then each soul will know what it has saved up, or left behind

O humanity! What deserts you from your Lord, the Most Generous
Who created you, fashioned you and perfectly balanced your design?
In whatever form he willed, he assembled you
No, but you denial of the recompense is never true
And indeed, appointed over you are keepers
Noble and recording
They know whatever you do
Indeed, the righteous will be in pleasure
And certainly
the wicked will be in hellfire
They will (enter to) burn therein on the judgement day
And they will have no escape from it, don't you know that?
What will make you realize what the day of judgement is?
Again, I ask what will make you realize what the day of judgement is
It is the day on which no human soul will be of any benefit to another whatsoever
Only the command of Allah shall reign supreme there

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

সুরা আস্‌র্

শুরু করি শুভ নামে সেই আল্লার
করুণা-আধার যিনি কৃপা-পারাবার ।

অনন্ত কালের শপথ, সংশয় নাই,
ক্ষতির মাঝারে রাজে মানব সবাই ।
(তারা ছাড়া) ধর্মে যারা বিশ্বাস সে রাখে,
আর যারা সৎকাজ করে থাকে,
আর যারা উপদেশ দেয় সত্য তরে,
ধৈর্যে সে উদ্বুদ্ধ যারা করে পরম্পরে ।

আস্‌র্ - কাল, অপরাহ্ন ।

Sura Asr

[Commencing with the auspicious name of Allah, the storehouse
of mercy and ocean of mercy]

By the passage of time
Surely humanity dwells in serious loss
Except those who have faith, and urge each other in
perseverance

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

সুরা ইখলাস

শুরু করিলাম পূত নামেতে আল্লার,
শেষ নাই সীমা নাই য়ার করুণার!

বল, আল্লাহ্ এক! প্রভু ইচ্ছাময়,
নিষ্কাম নিরপেক্ষ, অন্য কেহ নয়।
করেন না কাহারেও তিনি যে জনন,
কাহারও ঔরস-জাত তিনি নন।

সমতুল তাঁর

নাই কেহ আর।

ইখলাস - বিশুদ্ধ।

Sura Ikhlas

[Beginning with the holy name of Allah, whose grace knows no limits and termination]

Say, "He is Allah, who is the one with pure intent."

Allah, "The eternal refuge"

Nobody is above desires and neutral like him

Nor is there to Him any equivalent.

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

সুরা নাস

গুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া য়ার অশেষ অপার।

বল, আমি তাঁরি কাছে মাগি গো শরণ
সকল মানবে যিনি করেন পালন।
কেবল তাঁহারি কাছে, -ত্রিভুবন মাঝ
সবার উপাস্য যিনি রাজ-অধিরাজ।
কুমন্ত্রণাদানকারী 'খান্নাস' শয়তান
মানব দানব হতে চাহি পরিত্রাণ।

নাস - মানুষ। খান্নাস - কুমন্ত্রণাদাতা।

Sura Nas

[I initiate in the name of Allah, whose grace and compassion is unlimited, boundless]

"Say, I seek refuge in the sustainer of humankind
Who is the worshipped of all -
the Sovereign
We seek protection from the evil of the lurking whisperer devil
'khannas'
from among the jinn and mankind.

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

সুরা তীন

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা ও কৃপা য়ার অনন্ত অপার।

শপথ 'তীন' 'জায়তুন' 'সিনাই' পাহাড়
শপথ সে শান্তিপূর্ণ নগর মক্কার—
নিশ্চয় মানুষে আমি করেছি সৃজন
দিয়া যত কিছু শ্রেষ্ঠ মূরতি গঠন।
(যে জন সুবিধা এর লইল না তারে)
করিয়াছি নীচাদপি নীচ সে জনারে।
কিন্তু যে ঈমান আনে, সৎকাজ করে,
অনন্ত সে পুরস্কার আছে তার তরে।
'সুবিচার পাবে সবে' বলিলে তোমায়
মিথ্যার আরোপ করে কে সে তবে, হয়?
আল্লাহ্ কি নন
সব বিচারকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম জন?

তীন□হজরত ঈসার জন্মভূমি বয়তুল মোকাদ্দসে তীন জায়তুনের গাছ খুব বেশি বলিয়া
উহাকে এই নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।
সিনাই□এক পাহাড়ের নাম। এই পাহাড়ে হজরত মুসা তওরাত গ্রন্থ প্রাপ্ত হন
এবং খোদার জ্যোতি দর্শন করিয়া মুর্ছিত হইয়া পড়েন।

Sura Teen

[I hereby start with the name of Allah, whose compassion and mercy are truly boundless and infinite]

By the fig and the olive
and Mount Sinai
and this secure city of Makka
I have certainly created humans in the best of forms
But they (who fail to take advantage of this) will be reduced to
the lowest of the low soon
Except those who believe and do noble deeds - they will receive
a never-ending reward
Now, who is it that resort to falsehood when you say 'Everyone
will get Justice'?
Is Allah not the best of the judges?

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

সুরা কাওসার

গুরু করিলাম পূত নামেতে খোদার,
কৃপা করণার যিনি অসীম পাথার।

অনন্ত কল্যাণ তোমা' দিয়াছি নিশ্চয়
অতএব তব প্রতিপালক যে হয়
নামাজ পড় ও দাও কোরবানী তাঁরেই,
বিদ্বেষে তোমারে যে, অপুত্রক সে-ই।

কাওসার – বেহেশতের একটি নহরের নাম; অমৃত।

Sura Kausar

[I begin with with the sacred name of Khoda, who happens to
be an ocean of mercy and compassion]
Without any doubt, you have been granted Kausar - a river in
the Paradise
So, pray to your Lord and sacrifice (to Him alone)
Indeed your enemy is the one 'cut off'

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

সুরা নসর্

গুরু করিলাম শুভ নামে আল্লার,
নাই আদি অন্ত য়ার করুণা কৃপার।

আসিছে আল্লার শুভ সাহায্য বিজয়!
দেখিবে-আল্লার ধর্মে এ জগৎময়
যত লোক দলে দলে করিছে প্রবেশ,
এবে নিজ পালক সে প্রভুর অশেষ
প্রচার হে প্রশংসা কৃতজ্ঞ অন্তরে,
কর ক্ষমা-প্রার্থনা তাঁহার গোচরে।
করেন গ্রহণ তিনি সবার অধিক
ক্ষমা আর অনুতাপ-যাচঞা সঠিক।

নসর্ - সাহায্য।

Sura Nasr

[I begin with the auspicious name of Holy Allah, whose mercy and benevolence are truly boundless]

Eventually, when the help from Allah and the victory is achieved.

And you see the people come in crowds and embrace the creed
Then glorify the praises of your lord and seek his forgiveness,
for he is ever accepting about repentance.

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

সুরা মাউন

শুরু করি নামে সেই পবিত্র আল্লার
করুণা দয়ার যাঁর নাই শেষ পার।

তুমি কি দেখেছ, বলে ধর্ম মিথ্যা যেই?
পিতৃহীনে তাড়াইয়া দেয়, ব্যক্তি এই।
দরিদ্র কাঙালগণে অন্নদান তরে
এই লোক উৎসাহ দান নাহি করে।
যাবে ভণ্ড তপস্বীরা বিনাশ হইয়া,
ভ্রান্ত যারা নিজেদের নামাজ লইয়া;
সৎকাজ করে যারা দেখাইতে লোক,
বাধা দেয় দান ধ্যানে, ধ্বংস তারা হোক!

মাউন-ঘটি, বাটি, দা, কুঠার প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু যাহা লোকে
তাহাদের দরকারের সময় চাহিয়া লয়; ইহাতে জ্বাকাতও বুঝায়।

Sura Ma'un

[I begin with that sacred name of Allah, whose mercy and
compassion is boundless]

Have you come across such a person that denies religion?

That is the one that drives away the fatherless

He never encourages distributing food to the distressed

So, woe to the hypocrites who are deluded with their prayers

And does noble deeds out of exhibitionism

Stands in the way of charity and assistance

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

সুরা কদর

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
আদি অন্তহীন যিনি দয়া করুণার।

করিয়াছি অবতীর্ণ কোরান পুণ্য 'শবে কদরে';
জানবে কিসে শবে কদর কয় কারে? ধরা 'পরে
হাজার মাসের চেয়েও বেশি কদর এই যে নিশীথের,
এই সে রাতে ফেরেশতা আর জিবরাইল আলমের
করতে সরঞ্জাম সকলি নেমে আসে ধরণী,
উষার উদয় তক্ থাকে এই শান্ত পূত রজনী।

কদর-সম্মান। আলম-জগৎ। শবে-কদর-মহিমময়ী রজনী।

Sura Qadr

[To start with, I utter the holy name of Allah, who is without a beginning or the end]

Certainly, The Quran was revealed in this blessed night
And how will you know what this blessed night of Qadr is?
This night is worth more than a thousand months on Earth
In this very night, all the Angels and the Souls/Zibrael descend
on Earth to provide for the world
And the pacified, blessed night continues till the
till the day break.

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

তোমার ছবির ধ্যানে, প্রিয়

১

তোমার ছবির ধ্যানে, প্রিয়,
দৃষ্টি আমার পলক-হারা ।
তোমার ঘরে যাওয়ার যে-পথ
পা চলে না সে-পথ ছাড়া ।
হায়, দুনিয়ায় সবার চোখে
নিদ্রা নামে দিব্য সুখে,
আমার চোখেই নেই কি গো ঘুম,
দন্ধ হল নয়ন-তারা ॥

My Darling, in the thought of your visage

1

My Darling, in the thought of your visage
My gaze is blinkless.
The path that leads to your home,
My feet walk none but that alone.
Alas! in the world, all eyes find sleep,
But in my eyes no slumber lies,
The pupils of my eyes are burned.

Translated by Nadira Bhabna

করুল আড়াল তোমার থেকে

৩

করুল আড়াল তোমার থেকে
যে দিন আমার ভাগ্য-লেখা,
সে দিন হতে ফোটেনি আর
আমার ঠোঁটে হাসির রেখা ।
কী নিদারুণ সেই বিরহের
বাজল ব্যথা আমার হিয়ায়; -
আমি জানি, আর সে জানে
অন্তর-বিহারী একা ॥

The day my fate kept you away,

3

The day my fate kept you away,
Since then, no smile has graced my stay.
How cruel that pang of parting's fire,
It rang my heart with aching dire;
I know it well, and she has known,
The inner self is alone.

Translated by Nadira Bhabna

তোমার পথে মোর চেয়ে কেউ

১৫

তোমার পথে মোর চেয়ে কেউ
সর্বহারা নাইকো, প্রিয় !
আমার চেয়ে তোমার কাছে
নাই সখি, কেউ অনাত্মীয় ।
তোমার বেণীর শৃঙ্খলে গো
নিত্য আমি বন্দী কেন ? -
মোর চেয়ে কেউ হয়নি পাগল
পিয়ে তোমার প্রেম-অমিয় ॥

On your path, my dear,

15

On your path, my dear,
none more devoted than I,
To you, my darling, none a stranger more than I.
Why am I bound, day after day,
By the chains of your hair in every way?
No one has been more mad, it's true,
Drinking the nectar of your love like I do.

Translated by Nadira Bhabna

পরান ভরে পিয়ো শারাব

১৭

পরান ভরে পিয়ো শারাব,
জীবন যাহা চিরকালের ।
মৃত্যু-জরা-ভরা জগৎ,
ফিরে কেহ আস্বে না ফের ।
ফুলের বাহার, গোলাব-কপোল,
গেলাস-সাথী মস্ত ইয়ার,
এক লহমার খুশির তুফান,
এই ত জীবন ! -ভাবনা কিসের ॥

Fill your heart, and drink the wine

17

Fill your heart, and drink the wine
Of life, eternal, pure, divine.
A world of death, decay, and fleeting stay,
No one returns once gone away.
The bloom of flowers, roses on cheeks,
Friends and companions, joyous mates,
A moment's storm of happiness,
This is life! – Why think otherwise?

Translated by Nadira Bhabna

মদ-লোভীরে মৌলোভী কন

৩২

মদ-লোভীরে মৌলোভী কন, -
পান করে এই শারাব যারা,
যেমন মরে তেমনি করে
গোরের পারে উঠবে তারা।
তাই ত আমি সর্বদা রই
শারাব এবং প্রিয়ার সাথে,
কবর থেকে উঠব-নিয়ে
এই শারাব, এই দিল্-পিয়ারা ॥

Moluvi says, O wine-lover,

32

Moluvi says, "O wine-lover,
Those who drink this wine,
As they die,
So shall they rise at the grave's edge."
That is why I always stay
With wine and my beloved;
From the grave I shall arise,
With this wine and my beloved.

Translated by Nadira Bhabna

ৰুৱাইয়াৎ-ই-ওমৰ খৈয়াম

মস্জিদের অযোগ্য আমি, গির্জার আমি শত্রু-প্রায়

৫৬

মস্জিদের অযোগ্য আমি, গির্জার আমি শত্রু-প্রায়;
ওগো প্রভু, কোন্ মাটিতে করলে সৃজন এই আমায়?
সংশয়াত্মা সাধু কিংবা ঘৃণ্য নগর-নারীর তুল
নাই স্বর্গের আশা আমার, শান্তি নাহি এই ধরায়।

The mosque finds me unfit, the Church as a

56

The mosque finds me unfit, the Church as a nemesis sees;
O Lord! From what soil did you create me?
A skeptic saint, a woman held in shame, I am,
No hope for paradise, no peace on earth below.

Translated by Debashis Das

খৈয়াম! তুই কাঁদিস কেন পাপের ভয়ে অযথা?

১৯০

খৈয়াম! তুই কাঁদিস কেন পাপের ভয়ে অযথা?
দুঃখ করে কেঁদে কি তোর ভরবে প্রাণের শূন্যতা?
জীবনে যে করল না পাপ নাই দাবি তার তাঁর দয়ায়
পাপীর তরেই দয়ার সৃষ্টি, আনন্দ কর ভোল ব্যথা।

O Khayyam! Why do you unjustly weep in fear of sin?

190

O Khayyam! Why do you unjustly weep in fear of sin?

Can tears fill your soul's void and pain?

He who never sinned has no claim to His grace;

Mercy for sinners! Rejoice! Let your sorrows die!

Translated by Debashis Das

আত্মা আমার! খুলতে যদি পারতিস এই অস্তিমা

১৪

আত্মা আমার! খুলতে যদি পারতিস এই অস্তিমা
মুক্ত পাখার দেবতা সম পালিয়ে যেতিস দূর আকাশ।
লজ্জা কি তোর হল না রে, ছেড়ে তোর ঐ জ্যোতির্লোক
ভিন্-দেশী প্রায় বাস করতে এলি ধরার এই আবাস ?

My soul! If you could open this bone shell,

14

My soul! If you could open this bone shell,
Like a freed god, you'd glide into the vast sky!
Don't you feel shame, leaving your world so bright,
To live in this strange, earthly, mortal domain?

Translated by Debashis Das

প্রেমের চোখে সুন্দর সেই হোক কালো কি গৌর-বরণ,

৯৭

প্রেমের চোখে সুন্দর সেই হোক কালো কি গৌর-বরণ,
পরক ওড়না রেশমি কিংবা পরক জীর্ণ দীন বসন।
থাকুক শুয়ে ধুলোয় সে কি থাকুক সোনার পালঙ্কে,
নরকে সে গেলেও প্রেমিক করবে সেথায় অব্বেষণ।

**Beautiful she is, in love's sight, let her be
dark or fair**

97

Beautiful she is, in love's sight, let her be dark or fair
In a silken veil, or a garment torn and bare
Let her rest in the dust or on golden bed,
The lover will seek her, even in hell's despair.

Translated by Debashis Das

তোমার দয়ার পেয়ালা প্রভু উপচে পড়ুক আমার পর

১২৪

তোমার দয়ার পেয়ালা প্রভু উপচে পড়ুক আমার পর,
নিত্য ক্ষুধার অন্ন পেতে না যেন হয় পাততে কর।
তোমার মদে মত্ত করো আমার 'আমির' পাই সীমা,
দুঃখে যেন শির না দুখায় অতঃপর, হে দুঃখহর!

Let Your cup of mercy, Lord, overflow and fall on me

124

Let Your cup of mercy, Lord, overflow and fall on me,
So I may never stretch my hand for daily bread or plea.
Intoxicate my self in You, till pride no longer stays,
And grief may pass without a bruise, o Sorrowbane!

Translated by Debashis Das

গান

অনেক কথা বলার মাঝে

অনেক কথা বলার মাঝে লুকিয়ে আছে একটি কথা ।
বলতে নারি সেই কথাটি তাই এ মুখর ব্যাকুলতা ॥
সেই কথাটি ঢাকার ছলে
অনেক কথা যাই গো ব'লে
ভাসি আমি নয়ন-জলে বলতে গিয়ে সেই বারতা ॥
অবকাশ দেবে কবে কবে সাহস পাবে প্রাণে
লজ্জা ভুলে সেই কথাটি বলব তোমায় কানে কানে ।
মনের বনে অনুরাগে
কত কথার মুকুল জাগে
সেই মুকুলের বুকে জাগাও ফুটে ওঠার ব্যাকুলতা ॥

Amidst the many words spoken

Amidst the words I often say,
I whisper what hearts conceal,
A truth I've wrapped in silence deep,
I now begin to reveal.

Why do you stand so far away,
Yet gaze into my soul?
Speak, oh speak what stirs your heart,
Let the silence lose control.

Tonight, in this quiet tender hour,
Let me rest within your chest,
Take this soul I softly give—
Keep it safe, let it rest.

Look not back, nor seek my eyes,
For tears may rise anew;
I'll smile forever in your dreams,
Where I'll belong to you.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

অন্তরে তুমি আছ চিরদিন

অন্তরে তুমি আছ চিরদিন ওগো অন্তর্যামী
বাহিরে বৃথাই যত খুঁজি তা-ই পাই না তোমারে আমি ॥
প্রাণের মতন, আত্মার সম
আমাতে আছ হে অন্তরতম
মন্দির রচি' বিগ্রহ পূজি দেখে হাস তুমি স্বামী ॥
সমীরণ সম, আলোর মতন বিশ্বে রয়েছ ছড়িয়ে
গন্ধ-কুসুমে সৌরভ সম প্রাণে-প্রাণে আছ জড়িয়ে ।
তুমি বহুরূপী তুমি রূপহীন -
তব লীলা হেরি অন্তবিহীন ।
তব লুকোচুরি খেলা সহচরী আমি যে দিবসযামী ॥

আঁখি পাতা ঘুম জড়ায়ে

আঁখি-পাতা ঘুমে জড়ায়ে আসে
ওগো চাঁদ জাগিয়া থেকে সুদূর আকাশে ॥

জাগিয়া থেকে কবরীর মালা
পথ যেন পায় সে তোমার সুবাসে ॥

Eyelids are heavy as slumber is benumbing me

Eyelids are heavy as slumber is benumbing me
O dreamy moon, keep awake in the sky, far away there
O garland in my chignon, keep me awake
So that he might make his way over here

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

আঁধার মনের মিনারে মোর

আঁধার মনের মিনারে মোর হে মুয়াজ্জিন, দাও আজান
গাফেলতির ঘুম ভেঙে দাও হউক নিশি অবসান ॥
আল্লাহ নামের যে তক্বীরে
বর্ণা বহে পাষণ চিরে
শুনি' সে তক্বিরের আওয়াজ জাণুক আমার পাষণ প্রাণ ॥
জামাত ভারি জমবে এবার এই দুনিয়ার ঈদগাহে,
মেহেদী হবেন ইমাম সেথায় রাহ্ দেখাবেন গুমরাহে।
আমি যেন সেই জামাতে
সামিল হতে পারি প্রাতে
ডাকে আমায় শহীদ হতে সেথায় যতো নওজোয়ান ॥

In the Shrine of My Darkened Mind

In the shrine of my darkened mind,
Thou wert my lamp, enshrined.
Thou lit the flame, then left my side,
Alas! Not e'en a trace behind.
Towards distant skies, my gaze I cast,
Thy form I see no more, alas.

Through many lifetimes' yearning deep,
To know Thee was my soul's sole keep.
Yet whom I watched with constant eye,
For countless others passing by,
I knew not Him, for whom I weep
With tears my weary eyes do steep.

Thou wentest to the song's far shore,
Leaving but tears forevermore.
Thy spoken lamp now lights the blaze
Of my sorrow's thirsting haze.
Ruined is my soul in thy absence, pain,
Alas! None whispers low: "Draw near again.
Lay at Thy feet this life, made blessed and plain."

Translated by Mohammad Zahir Uddin

আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলাম

আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলাম প্রিয় ।
আমার কথার ফুল গো,
আমার গানের মালা গো –
কুড়িয়ে তুমি নিও ॥
আমার সুরের ইন্দ্রধনু
রচে আমার ক্ষণিক তনু,
জড়িয়ে আছে সেই রঙে মোর অনুরাগ অমিয় ॥
আমার আঁখি-পাতায় নাই দেখিলে
আমার আঁখি-জল,
আমার কণ্ঠের সুর অশ্রুভারে করে টলমল ।
আমার হৃদয়-পদ্ম ঘিরে
কথার ভ্রমর কেঁদে ফিরে,
সেই ভ্রমরের কাছে আমার মনের মধু পিও ॥

Strewn in the sky

Today, I've strewn the sky
With the flowers of my words
and the garland of my tune
Please do care to pick them up, dear

The rainbow of my melodies
Creates my fleeting being
You'll find the nectre of my love
Suffused with the hues of those strains

Let the tears on my eyelashes
not have your attention
The tone of the songs, dear
Tremble from the surging drop of tear

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

আজি মনে মনে লাগে হোরি

আজি মনে মনে লাগে হোরি
আজি বনে বনে জাগে হোরি ॥
ঝাঁঝর করতাল খরতালে বাজে
বাজে কঙ্কণ চুড়ি মৃদুল আওয়াজে
লচকিয়া আসে মুচকিয়া হাসে
শ্রেম-উল্লাসে শ্যামল গোরী ॥
কদম্ব তমাল রঙে লালে লাল
লাল হলো কৃষ্ণ ভ্রমর ভ্রমরী
রঙের উজান চলে কালো যমুনা-জলে
আবির রাঙা হলো ময়ূর-ময়ূরী ॥
মোর হৃদি-বৃন্দাবন যেন রাঙে
রাধা শ্যাম-যুগল চরণ-রাগে
ও চরণ-ধূলি যেন ফাগ হ'য়ে নিশিদিন
অন্তরে পড়ে মোর বারি' ॥

Today, within my heart, *Hori* plays,

Today, within my heart, *Hori* plays,
Today, through woods and groves, *Hori* sways.
Jhanjhar, *kartal*, clash in fiery chime,
Bangles, bracelets ring in tender rhyme.
With swaying grace, with smiles half-shown,
In love's wild joy comes Radha alone
Kadamba, tamal trees blush red, so bright,
Black bees and mates now glow crimson-light.
Waves of color surge through Yamuna's night
Her dark tides turn to *abir*'s vermilion flight.
Peacock, peahen-drenched in passion's hue,
My heart's Vrindavan drinks this radiant dew.
May Radha-Shyam's feet, in love's dust dyed,
As endless *phag*, in my soul abide.
Oh, let their sacred footprints' crimson rain
Upon my heart, in ceaseless refrain!

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Hori:** Within the Hindu tradition, among the Vaishnavas, the springtime festival grounded in the lila of Radha and Krishna is known as Hori.
2. **Jhanjhar:** The Jhanjhar, also called *cymbals*, is a traditional pair of large, concave metal plates struck together to produce a resonant, rhythmic sound.
3. **Kartal:** The Kartal literally meaning "hand-cymbals," is a small, idiophonic percussion instrument made of two brass or bronze plates tied together with a string or leather strap and struck rhythmically in the hands.
4. **Abir:** Abir, also called *gulal* in North India, refers to the fine, colored powder traditionally used during spring festivals such as *Holi* and *Dol Jatra*.
5. **Phaag:** The term "Phag" is derived from *Phalgun*, the Bengali month corresponding to February-March, when these festivities occur. Phag refers to the devotional songs, often composed in praise of Radha and Krishna, celebrate the divine lila and the seasonal joy of spring.

আধো আধো বোল্ লাজে

আধো আধো বোল্ লাজে-বোধো-বোধো বোল
ব'লো কানে কানে ।
যে কথাটি আধো রাতে মনে লাগায় দোল
ব'লো কানে কানে ॥

যে কথার কলি সখি আজও ফুটিল না, হায়
শরমে মরম-পাতে দোলে আন্মনা, হায়
যে কথাটি ঢেকে রাখে বুকের আঁচল
ব'লো কানে কানে ॥

যে কথা লুকায়ে থাকে লাজ-নত চোখে
না বলিতে যে কথাটি জানাজানি লোকে
যে কথাটি ধ'রে রাখে অধরের কোল
লুকিয়ে ব'লো নিরালায় থামিলে কলরোল ।

যে কথাটি বলিতে চাও বেশভূষার ছলে
যে কথা দেয় ব'লে তব তনু পলে পলে
যে কথাটি বলিতে সই গালে পড়ে টোল্ -
ব'লো কানে কানে ॥

Half-spoken words in shyness- stammered, stuck

Half-spoken words in shyness- stammered, stuck
Whisper it, from ear to ear.
That thought which swings in midnight mind
Whisper it, from ear to ear.
Whose bud, dear friend, still blooms not- Ah!
On shame's leaf, restless, it sways- Ah!
That secret veiled by heart's own fold
Whisper it, from ear to ear.
That word hid in downcast eyes
Unsaid, yet known to all somehow
That phrase lips' curves cradle tight
Speak it hidden when noise stills.
That word you'd voice through dress's pretense
Which word, that speaks through your body
Whose speaking dimples cheeks- O friend,
Whisper it, from ear to ear.

Translated by Nadira Bhabna

আধো ধরনী আলো আধো

আধো ধরনী আলো আধো আঁধার ।
কে জানে দুখ-নিশি পোহাল কার ॥
আধো কঠিন ধরা আধেক জল,
আধো মৃণাল-কাঁটা আধো কমল ।
আধো সুর, আধো সুরা – বিরহ, বিহার ॥
আধো ব্যথিত বুকের আধেক আশা,
আধেক গোপন আধেক ভাষা !
আধো ভালোবাসা আধেক হেলা
আধেক সাঁঝ আধো প্রভাত-বেলা
আধো রবির আলো – আধো নীহার ॥

Half the Earth in Light, Half in Gloom

Half the earth, half the light-
Half in trance, half wide awake.
Half in sorrow, half in delight-
My heart's ocean swells and breaks.

Half in glances, half in silence,
I hold her close in dreams alone.
Half the words we leave unspoken-
Let them never now be known.

Half familiar, half a stranger,
Half a thorn and half a rose,
Half in hope and half in longing,
Half a smile, half a throes.

Half she comes, half returning,
Half departs, half stays away.
Half a journey, dreaming, yearning,
Half a harsh heart wants to stay.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়

আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়, চাঁদ নেহারিয়া প্রিয়
মোরে যদি মনে পড়ে, বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিও ॥

সুরের ডুরিতে জপমালা সম

তব নাম গাঁথা ছিল প্রিয়তম,

দুয়ারে ভিখারি গাহিলে সে গান, তুমি ফিরে না চাহিও ॥

অভিশাপ দিও, বকুল-কুঞ্জে যদি কুহু গেয়ে ওঠে,

চরণে দলিও সেই যুঁই গাছে আর যদি ফুল ফোটে ।

মোর স্মৃতি আছে যা কিছু যেথায়

যেন তাহা চির-তরে মুছে যায়,

(মোর) যে ছবি ভাঙিয়া ফেলেছ ধূলায় (তারে) আর তুলে নাহি নিও ॥

If your sleep breaks in the middle of the night

If your sleep breaks in the middle of the night
And you gaze at the moon's soft light -
If thoughts of me come drifting near,
Then close the window, my dear.
Like beads on threads of tuneful prayer,
Your name was once entangled there.
If a beggar sings that song once more -
Please do not turn toward the door.
Curse me, if the cuckoo cries
From the bakul grove where silence lies.
Crush the jasmine at your feet,
If it dares again to bloom or greet.
Wherever my memory dares to stay,
Let it be wiped and blown away.
And the image of me you broke in the dust -
Leave it there, forget it must.

Translated by Nadira Bhabna

আমায় নহে গো – ভালবাস শুধু ভালবাস মোর গান

আমায় নহে গো – ভালবাস শুধু ভালবাস মোর গান ।
বনের পাখিরে কে চিনে রাখে গান হ'লে অবসান ॥

চাঁদেরে কে চায় – জোছনা সবাই যাচে,
গীত শেষে বীণা প'ড়ে থাকে ধূলি মাঝে;
তুমি বুঝবে না বুঝবে না –
আলো দিতে পোড়ে কত প্রদীপের প্রাণ ॥

যে কাঁটা-লতার আঁখি-জল, হয়, ফুল হ'য়ে ওঠে ফুটে –
ফুল নিয়ে তায় দিয়েছ কি কিছু শূন্য পত্র-পুটে!
সবাই তৃষ্ণা মিটায় নদীর জলে,
কী তৃষা জাগে সে নদীর হিয়া-তলে –
বেদনার মহাসাগরের কাছে কর সন্ধান ॥

O my dear, you do not have to love me

O my dear, you do not have to love me, just love my songs
Who remembers the bird of the forest after it stops singing?

No one wants the moon
Everyone desires to have its mystical light

As the song ends
The harp is laid on the ground
You will never know how many candles burn out
Just to make the lantern glow

Flowers bloom
As the tears are shed by the vines bearing the thorns
As you pick the flowers
Do you give anything to heal the wounded vines?

You quench thirst by drinking water from the river
Do you know how much pain is hidden in its own heart?
Only the deep ocean of sorrow has the answer

Translated by Gulshan Ara Kazi

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি তারে আমি আপনায় ॥

আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াসী বাসনায় ॥

আমারি মনের তৃষিত আকাশে
কাঁদে সে চাতক আকুল পিয়াসে,
কভু সে চকোর সুধা-চোর আসে
নিশীথে স্বপনে জোছনায় ॥

আমার মনের পিয়াল তমালে হেরি তারে সেড়বহ-মেঘ-শ্যাম,
অশনি-আলোকে হেরি তারে থির-বিজুলী-উজল অভিরাম।
আমারি রচিত কাননে বসিয়া
পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া
সে-মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া
আপনারি গলে দোলে হয় ॥

That One more intimate than my own self

That One more intimate than my own self,
I seek within my very being.
I hear, as if, His footsteps' sound
Through my soul's ardent yearning.
In my mind's thirsting sky,
The *chatak* bird cries desperate
Sometimes the moonbird-thief arrives
At night, in moonlit dreams.
In my heart's *piyal-tamal* grove,
I see Him, tender cloud-dark Shyam,
In lightning-glow, steady, radiant.
Sitting in my crafted garden,
Stringing garlands for my Beloved
I wake to see that very wreath
Around my own neck hanging!

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Chatak:** The Chatak is a mythological bird in Bengali and Indian literature, believed to drink only rainwater and symbolizing intense longing and devotion.
2. **Piyal-tamal:** They stand for sacred or culturally significant trees in Bengali and Vaishnava contexts.

আমার কথা লুকিয়ে থাকে আমার গানের আড়ালে

আমার কথা লুকিয়ে থাকে আমার গানের আড়ালে ।
সেই কথাটি জানার লাগি' কে গো এসে দাঁড়ালে ॥

শূন্য মনের নাই কেহ মোর সাথি
গান গেয়ে তাই কাটাই দিবারাতি,
সেই হৃদয়ের গভীর বনে কে তুমি পথ হারালে ॥

হৃদয় নিয়ে নিদয় খেলার হয় যেখানে অভিনয়,
চেয়ো না সেই হাটের মাঝে আমার মনের পরিচয় ।
যে বেদনার আগুন বুকে ল'য়ে
জ্বলি আমি প্রদীপ-শিখা হ'য়ে,
সেই বেদনা জুড়াতে মোর কে তুমি হাত বাড়ালে ॥

My words hide behind the veil of my song,

My words hide behind the veil of my song,
Who comes standing to know that hidden langue?
Lonely heart has none as companion true,
Singing, thus, I pass my nights and days through—
Who are you, lost in my heart's forest deep, wandering along?
Cruel game with heart, where plays unfold,
Seek not my soul's tale in the market's hold.
Bearing pain's fire deep in my core,
I burn—a lamp's flame, nothing more—
Who are you, stretching hands to soothe my sorrow?

Translated by Debashis Das

আমার কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় কে দেবে তায় ধঁরে

আমার কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় কে দেবে তায় ধঁরে
তারে যেই ধরেছি মনে করি অমনি সে যায় সঁরে ॥
 বনের ফাঁকে দেখা দিয়ে
 চঞ্চলা মোর যায় পালিয়ে,
দেখি ফুল হয়ে মা'র নূপুরগুলি পথে আছে বাঁরে ॥
তার কণ্ঠহারের মুক্তাগুলি আকাশ-আঙিনাতে
 তারা হয়ে ছড়িয়ে আছে দেখি আধেক রাতে ।
 কোন মায়াতে মহামায়ায়
 রাখবো বেঁধে আমার হিয়ায়
 কাঁদলে যদি হয় দয়া তার তাই কাঁদি প্রাণ ভঁরে ॥

My dusky maiden, She Flees from Me

My dark daughter keeps fleeing away,
Who will catch her? Tell me, pray?
No sooner do I think I've clasped her tight,
Then she slips away from sight.

Glimmering through the forest deep,
She flits away with a restless leap;
I see her anklet-bells have turned to flowers
Strewn across the woodland bowers;

I see the pearls of her necklace turn to stars,
Scattered along midnight's heaven's bars;
By what enchantment, what mystic art,
Could I keep her bound in my heart?

If pity wakes in her heart when I weep alone,
Then let me weep till my tears are gone.

.

Translator's Notes :

1. Dusky maiden: A poetic reference to Mother Kali, the dark-skinned Hindu goddess of time, destruction, and transformation. "Dusky" here honors her iconic black complexion (shyama) which symbolizes the infinite void, beyond form and color.

Translated by Nadira Bhabna

আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে –

আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে (মাকে) কে দিয়েছে গালি –
রাগ ক'রে সে সারা গায়ে মেখেছে তাই কালি ॥
যখন রাগ করে মোর অভিমানী মেয়ে
আরো মধুর লাগে তাহার হাসি-মুখের চেয়ে –
কে কালো দেউল ক'রলে আলো অনুরাগের প্রদীপ জ্বালি' ॥
পরেরি সে বসন-ভূষণ, বাঁধেনি সে কেশ, –
তারি কাছে হার মানে যে ভুবন-মোহন বেশ ।
রাগিয়ে তারে কাঁদি যখন দুখে, (দয়াময়ী মা –)
দয়াময়ী মেয়ে আমার ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে ;
আমার রাগী মেয়ে, তাই তারে দিই জবা ফুলের ডালি ॥

My Dusky Maiden Is Cross Today

My dark daughter is furious.
Who dares to give her a curse?
In her angry mood,
She has smeared her whole body with soot.

When my sulky sweetheart is in a bad temper,
The sweetness of her face raises the bar.
Who illuminates the dark shrine,
Igniting the beacon of passion?

Her hair remains unbound,
And she wears no ornaments, no dress of splendor—
Yet the most enchanting beauties of the world
Must bow before her grandeur.

When anger brings me tears of pain,
My tender girl leaps to my arms again;
My fiery one, yet gentle in part—
I gift her hibiscus, a garland of art.

Translated by Nadira Bhabna

আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন

আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন ।

(তার) রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব যার হাতে মরণ বাঁচন ॥

কালো মেয়ের আঁধার কোলে

শিশু রবি শশী দোলে

(মায়ের) একটুখানি রূপের ঝলক স্নিগ্ধ বিরাট নীল-গগন ॥

পাগলী মেয়ে এলোকেশী নিশীথিনীর দুলিয়ে কেশ

নেচে বেড়ায় দিনের চিতায় লীলার রে তার নাই কো শেষ ।

সিন্ধুতে মা'র বিন্দুখানিক

ঠিক্‌রে পড়ে রূপের মানিক

বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না মা আমার তাই দিগ্‌-বসন ॥

Beneath the Feet of Mother Kali

Beneath the feet of Mother Kali,
Behold how light begins to rally.
At her beauty, Shiva lays his chest bare-
The lord who holds life and death in his snare.

In the shadowed lap of the dark Mother,
The infant sun and moon sway.
A single spark of her radiant allure
Gentles the endless blue sky.

Berserk goddess she, with loosened hair,
Whirls it through the midnight air;
She dances on the pyres of day-
No end is there to her mystic play.

A few bright drops of Mother's grace
Make oceans sparkle like a gem.
No world could hold her boundless light-
That's why she wears the sky's wide hem.

Translated by Nadira Bhabna

আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী

আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী
 এ কোন্ সোনার গাঁয়
আমার ভাটির তরী আবার কেন
 উজান যেতে চায়
 তরী উজান যেতে চায়
 কোন কূলে মোর ভিড়লো তরী
 এ কোন্ সোনার গাঁয় ॥

আমার দুঃখে কণ্ঠারি করি’
আমি ভাসিয়েছিলাম ভাঙা তরী
তুমি ডাক দিলে কে স্বপন-পরী
 নয়ন ইশারায় ॥^১

 নিভিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
 ডেকেছিল ঝড়ের রাতি
তুমি কে এলে মোর সুরের সাথী গানের কিনারায় ।
 তুমি কে এলে? ওগো কে এলে মোর সুরের সাথী
 গানের কিনারায়?

 সোনার দেশের সোনার মেয়ে,
ওগো তুমি হবে কি মোর তরীর নেয়ে,
 ভাঙা তরী চলো বেয়ে রাঙা অলকায় ॥

In Which Shore

In which shore has my boat moored today?
What golden village lies ahead?
Why does my boat, on a downstream-drift,
Yearn to move upstream again?

Making Sorrow my helmsman
I had set adrift my broken boat.
Who are you, nymph of my dreams,
Beckoning me on with your eyes?

Snuffing out my room's lamp
You called me out that stormy night.
Who could you be, my tune's companion,
Waiting at the gateway of my song?

Oh golden girl of a golden land
Will you be my boat's pilot?
Row my broken boat onwards
To the Promised Land!

Translated by Fakrul Alam

আমার গানের মালা আমি করব করে দান

আমার গানের মালা আমি করব করে দান
মালার ফুলে জড়িয়ে আছে করুণ অভিমান ।
মালা করব করে দান ॥

চোখে মলিন কাজল লেখা
কণ্ঠে কাঁদে কুছ কেকা,
কপোলে যার অশ্রু-রেখা একা যাহার প্রাণ
মালা করব করে দান ॥

কথায় আমার কাঁটার বেদন মালায় সূচির জ্বালা,
কণ্ঠে দিতে সাহস না পাই অভিশাপের মালা (ঐ) ।
বিরহে যার প্রেম-আরতি
আঁধার লোকের অরুন্ধতী
নাম না জানা সেই তপতী তারি তরে গান
মালা করব তারে দান ॥

To Whom Shall I Offer My Garland of Song

To whom shall I offer
My garland of song?
Its flowers are entwined
With deep forlorn.

In her eyes, the kohl is faded with sorrow,
In her voice, the cuckoo's cry of woe;
Tear-stains rest upon her cheek,
Her soul stands lone and meek.

The branch bears the thorn's sharp pain,
The garland is riddled with the needle's sting;
I dare not place upon my neck
That garland woven with curse and ache.

Whose longing has made me so love-struck—
A sun-kissed maiden in a world of dark,
That nameless daughter of the sun—
For her alone, this song is sung.

Translated by Nadira Bhabna

আমার যাবার সময় হলো, দাও বিদায়

আমার যাবার সময় হলো, দাও বিদায় ।
মোছ আঁখি, দুয়ার খোলো, দাও বিদায় ॥
ফোটে যে ফুল আঁধার রাতে
ঝরে ধূলায় ভোর বেলাতে
আমায় তারা ডাকে সাথে – আয় রে আয় ।
সজল করুণ নয়ন তোলো, দাও বিদায় ॥
অন্ধকারে এসেছিলাম থাকতে আঁধার যাই চ'লে;
ক্ষণিক ভালোবেসেছিলাম চিরকালের না-ই হ'লে ।
হ'লো চেনা হ'লো দেখা
নয়ন-জলে রইলো লেখা
দূর বিরহের ডাকে কেকা বরষায়
ফাগুন স্বপন ভালো ভালো, দাও বিদায় ॥

Now is the time for me to leave

Don't cry, open the door, say bye to me

The flower that blooms in the middle of the night
And withers away in the morning
It calls me, saying O, my friend, come with me
O my love, look at me with your glassy eyes
Filled with pain and say bye

I came in the middle of the night
Will leave before dawn

Although it was not for ever
I did love you only for a little while
The story of our love will be written with tears
Love seek peacock cries out in the middle of rain

Don't dream of the spring, my love
Say bye to me

Translated by Gulshan Ara Kazi

আমার হাতে কালি মুখে কালি, মা

আমার হাতে কালি মুখে কালি, মা
আমার কালি মাখা মুখ দেখে মা পাড়ার লোকে হাসে খালি ॥

মোর লেখা পড়া হ'ল না মা,
আমি 'ম' দেখতেই দেখি শ্যামা,
আমি 'ক' দেখতেই কালী ব'লে নাচি দিয়ে করতালি ॥

কালো আঁক্ দেখে মা ধারাপাতের ধারা নামে আঁখি পাতে,
আমার বর্ণ পরিচয় হ'লো না মা
তোর বর্ণ বিনা কালী ।

যা লিখিস মা বনের পাতায়
সাগর জলে আকাশ খাতায়,
আমি সে লেখা তো পড়তে পারি
মূর্খ বলে দিক্ না গালি মা,
লোকে মূর্খ ব'লে দিক্ না গালি ॥

Ink on my hands, ink on my face, Ma,

Ink on my hands, ink on my face, Ma,
Seeing my ink-smeared face, the neighbors laugh empty laughs.
My reading-writing never happened, Ma,
But in 'Ma' I see Shyama straight,
In 'Ka' I see Kali dancing, clapping wild.
Black scribbles make rain pour from my eyes, Ma,
I never learned letters, Ma,
Without your words, Kali!
What You write on forest leaves,
On ocean-scrolls and sky-pages,
I can read that writing clear
Let them call me fool, Ma,
Let the people call me fool.

Translated by Dehashis Das

আমি চিরতরে দূরে চলে যাব

আমি চিরতরে দূরে চলে যাব তবু আমারে দেব না ভুলিতে
আমি বাতাস হইয়া জড়াইব কেশ বেণী যাবে যবে খুলিতে ॥
তোমার সুরের নেশায় যখন
ঝিমাবে আকাশ কাঁদিবে পবন
রোদন হইয়া আসিব তখন তোমার বক্ষে দুলিতে ॥
আসিবে তোমার পরমোৎসব – কত প্রিয়জন কে জানে,
মনে পড়ে যাবে কোন্ সে ভিখারি পায়নি ভিক্ষা এখানে।
তোমার কুঞ্জ-পথে যেতে হয়
চমকি' থামিয়া যাবে বেদনায়
দেখিবে কে যেন ম'রে মিশে আছে তোমার পথের ধুলিতে ॥

I'll Go Away Forever

I'll go away forever, but I won't let me be forgotten
I'll be the wind, tying up the tresses for you to loosen it
Whenever you can. When intoxicated by your tune
The sky will doze on and the breeze moan
I'll become tears and shed on your bosom then.
Who knows how many of your dear ones will show up
When it's time for your foremost festival to begin?
Perhaps you'll think of a beggar who got no alms then.
On your way back to your bower, you'll stop, alas,
Pained at the sight of a stranger's body, smeared in dust!

Translated by Fakrul Alam

আমি যেদিন রইব না গো লইব চির-বিদায়

আমি যেদিন রইব না গো লইব চির-বিদায় ।
চিরতরে স্মৃতি আমার জানি মুছে যাবে হয় ॥
এই ধরণীর খেলা-ঘরে, মনে রাখে কে পারে
দুলে সাগর চাঁদ-সোহাগে, মরু মরে পিপাসায় ॥
রবি যবে ওঠে নভে, চাঁদে কে মনে রাখে
এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে, মানুষের মন নদীর প্রায় ।
মোর সমাধির বুকে প্রিয়, উঠবে তোমার বাসর ঘর,
হায়, অসহায় ভিখারি মন, কাঁদে তবু সেই ব্যথায় ॥

When I'll be no more

When I'll be no more and say good bye,
I know my memory will get erased forever.
When he is in front the mirror reflects his shadow
The shadow disappears as soon as he goes away.
Who remembers whom in this world's play-house.
The sea heaves under the caressing moon, the desert is
desperate with thirst.
When the sun rises who remembers the moon,
The human mind like the river builds on the other shore
when this shore
destroys.
Your wedding-bower will be built o'er my grave, my
darling
Alas my craving mind can't get rid of its pain.

Translated by Abu Rushd

আমি সূর্যমুখী ফুলের মত দেখি তোমায় দূরে থেকে

আমি সূর্যমুখী ফুলের মত দেখি তোমায় দূরে থেকে
দলগুলি মোর রেঙে ওঠে তোমার হাসির কিরণ মেখে' ॥

নিত্য জানাই প্রেম-আরতি
যে পথে, নাথ, তোমার গতি
ওগো আমার ধ্রুব-জ্যোতি সাধ মেটে না তোমায় দেখে' ॥

জানি, তুমি আমার পাওয়ার বহু দূরে, হে দেবতা !
আমি মাটির পূজারিণী, কেমন ক'রে জানাই ব্যথা ।
সারা জীবন তবু, স্বামী,
তোমার ধ্যানেই কাঁদি আমি
সন্ধ্যাবেলায় ঝরি যেন তোমার পানে নয়ন রেখে' ॥

Like a Sunflower, I Gaze at You from Afar

Like a sunflower, I gaze at you from afar,
Your reflection in my eyes—my only star.
Though distant, you flood my heart with your light,
In dreams of you, I lose myself at night.
Through sorrows deep, your hope keeps me awake,
Without you, my soul's rhythm starts to break.

I love you tenderly, though far you remain,
Yet in my heart, you're bound by an golden chain.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

আয় মরু পারের হাওয়া নিয়ে যা রে মদিনায়

আয় মরু পারের হাওয়া নিয়ে যা রে মদিনায়
জাত-পাক মুস্তাফার রওজা মুবারক যেথায় ॥

মরিয়া আছি দুখে মাশরেকী এই মুলুকে,
পড়ব মাগরিবের নামাজ কবে খানা-এ কাবায় ॥

হজরতের নাম তসবি করে যাব রে মিস্কিন বেশে
ইসলামের ঐ দ্বীনী ডঙ্কা বাজল প্রথম যে দেশে ।
কাঁদব ধরে মাজার শরীফ শুনব সেথায় কান পাতি, -
নবীর মুখে তেমনি কি রে রব ওঠে এ্যায় উন্মতি ।
পাক কোরানের কালাম হয়ত সেথা শোনা যায় ॥

O Thou Nighingale Of Madina

O thou nightingale of Madina!
What's that ghazal from the lips of thine
Which has made the rose of love
Bloom in the bower of desert wild?

The song-birds started singing
In regions far and wide!
Thro the heights of the ethereal sky.
Rang the Muazzine's melodious cry!

In the Sahara desert, parched and dry.
Thou had created a garden of flowers
Where the Companions came like bees
And hummed the hymn of "La Shareek"!

The myriads of song-birds came apace
And sang the song of Allah the Prophet!
Under the leaves of Al-Quran
Swelled the flood of Love Divine!

Translated by Mizanur Rahman

আল্লাতে য়ার পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান

আল্লাতে য়ার পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান
কোথা সে আরিফ অভেদ য়াহার জীবন মৃত্যু জ্ঞান ॥

(য়়ার) মুখে শুনি তৌহিদের কালাম -
ভয়ে মৃত্যুও করিত সালাম ।
য়়ার দীন দীন রবে কাঁপিত দুনিয়া জীন পরী ইনসান্ ॥

স্ত্রী পুত্রে আল্লারে সঁপি জেহাদে যে নিভীক ।
হেসে কোরবানি দিত প্রাণ হয় আজ তারা মাগে ভিক্ষ ।
কোথা সে শিক্ষা আল্লাহ্ ছাড়া,
ত্রিভুবনে ভয় করিত না য়ারা ।
আজাদ করিতে এসেছিল য়ারা সাথে লয়ে কোর্আন্ ॥

Where is that Muslim with faith complete in Allah?

Where is that Muslim with faith complete in Allah?
Where that wise for whom life-death are one?
From whose lips *Tawhid's* words rang-
Death itself would tremble and bowed!
At whose "*Deen! Deen!*" would shake worlds, jinn, mankind
awake.
Who entrusted wife and child to Allah, fearless in jihad.
Once gave lives with smiling grace, now beg alms, fallen from
grace.
Where that teaching, without Allah
Fear none, in three worlds.
Who came with Qur'an to liberate.

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Tawhid:** In Islamic theology, Tawhīd denotes the absolute oneness and uniqueness of God, serving as the central tenet of faith that rejects all forms of polytheism and affirms divine unity in essence, attributes, and actions.
2. **Deen:** In Islam, deen signifies the comprehensive way of life ordained by God, encompassing faith, worship, morality, and social conduct, and is most often understood as the divinely guided path of submission to Allah's will.

আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়

আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয় ।
আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময় ॥

আমার কিসের শঙ্কা
কোরআন আমার ডঙ্কা,
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয় ॥

কলেমা আমার তাবিজ, তোহীদ আমার মুর্শিদ,
ঈমান আমার বর্ম, হেলাল আমার খুর্শিদ ।
‘আল্লাহ্ আকবর’ ধ্বনি
আমার জেহাদ-বাণী,
আখের মোকাম ফেরদৌস্ খোদার আরশ যথায় রয় ॥

Allah Is My Lord, I Fear No One

Allah is my Lord, I fear no one.
Muhammad is our prophet.
Throughout the world his praise is sung.

I have my Quran.
Why should I fear any one?
Islam is my religion.
The Kalma is my amulet.
The Tauhid my guide,
Imam is my sheild and the crescent my leading light.
Allah-u-Akbar is my battle cry,
And my final destination is Paradise
 where the Arsh of Allah lies.

The Muslims of the world, in China or in India,
in Egypt or in Arabia,
are my brothers dear.
Here all are equal,
There is no class distinction here.

Here we wake up and arise
 at the sound of the same takbir
Here we are one body one heart one soul
Here the prince and the pauper play the same
 noble role.

In this world of Islam
I know that the ultimate victory will be mine,
I know that through Islam alone
can I achieve my final goal.

Translated by Kabir Chowdhury

আসল যখন ফুলের ফাগুন, গুল-বাগে ফুল চায় বিদায়

আসল যখন ফুলের ফাগুন, গুল-বাগে ফুল চায় বিদায় ।
এমন দিনে বন্ধু কেন বন্ধুজনে ছেড়ে যায় ॥
মালঞ্চ আজ ভোর না হতে বিরহী বুলবুল কাঁদে,
না ফুটিতে দলগুলি তার ঝরল গোলাব হিম-হাওয়ায় ॥
পুরানো গুল-বাগ এ ধরা, মানুষ তাহে তাজা ফুল,
ছিঁড়ে নিঠুর ফুল-মালী আয়ুর শাখা হতে তায় ॥
এই ধুলিতে হল ধুলি সোনার অঙ্গ বে-শুমার,
বাদশা অনেক নূতন বধু ঝরল জীবন-ভোরবেলায় ॥
এ দুনিয়ার রাঙা কুসুম সাঁঝ না হতেই যায় ঝরে,
হাজার আফসোস, নূতন দেহের দেউল ছেড়ে প্রাণ পালায় ॥

While Arriving Spring with Blossoms Bright

When spring arrives with blossoms bright,
I ask the roses for their farewell light.
The birds sing songs, the breeze is sweet,
As life dons her colors at my feet.

But deep within, my heart feels torn,
The silent woods weep forlorn.
The pain of parting softly sighs,
Underneath the vast, unending skies.

For days I waited, longing, true,
Wondering when you'd come anew.
Now you depart – when will you hear
The flute of dawn I hold so near?

For days I waited, longing, true,
Wondering when you'd come anew.
Now you depart – when will you hear
The flute of dawn I hold so near?

Translated by Mohammad Zahir Uddin

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি !
ও চরণ ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি ॥
দখিনের হালকা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর বরাতি !
শবে'রাত আজ উজালা গো আঙিনায় জ্বলল দীপালি ॥
তালি-বন বুমকি বাজায় গায় 'মোবারক-বাদ' কোয়েলা ।
উলসি' উপচে প'ল পলাশ-অশোক-ডালের ঐ ডালি ॥
প্রাচীন ঐ বটের বুরির দোলনাতে হায় দুলিছে শিশু ।
ভাঙা ঐ দেউল-চূড়ে উঠল বুঝি নৌ-চাঁদের ফালি ॥
এলো কি অলখ-আকাশ বেয়ে তরুণ হারুণ-আল্-রশীদ ।
এলো কি আল্-বেরুণী, হাফিজ, খৈয়াম, কায়েস, গাজ্জালী ॥
সানাইয়াঁ ভয়রোঁ বাজায়, নিদমহলায় জাগল শাহজাদী ।
কারুনের রূপার পুরে নুপুর-পায়ে আসল রূপ-ওয়ালী ॥
খুশির এ বুলবুলিস্তানে মিলেছে ফরহাদ ও শিরি ।
লাল এ লায়লি-লোকে মজনুঁ হর্দম চালায় পেয়ালী ॥
বাসিফুল কুড়িয়ে মালা না-ই গাঁথিলি রে ফুল-মালি ।
নবীনের আসার পথে উজাড় করে দে ফুল-ডালি ॥

Who is the Guest Raising Flag

Who is this guest that raised the flag high?
Whose voice brought sorrow's cry?
Did someone come and softly tell,
A tale where shadows dwell?

Dark clouds gather in the sky,
Thunder roars, the winds reply.
Sorrow's song breaks the silent tree,
Shattering joy in agony.

When will the golden days appear?
Why is the sky so full of fear?
My heart can't grasp or understand,
The pain that falls like drifting sand.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

এ আঁখি জল মোছ প্রিয়া ভোলো ভোলো আমারে

এ আঁখি জল মোছ প্রিয়া ভোলো ভোলো আমারে ।
মনে কে গো রাখে তারে (ওগো) বারে যে ফুল আঁধারে ॥

ফোটা ফুলে ভরি' ডালা গাঁথ বালা মালিকা,
দলিত এ ফুল লয়ে, (ওগো) দেবে গো বল কারে ॥

স্বপনের স্মৃতি প্রিয় জাগরণে ভুলিও,
ভুলে যেয়ো দিবালোকে রাতের আলেয়ারে ।
ঘুমায়েছ সুখে তুমি সে কেঁদেছে জাগিয়া,
তুমি জাগিলে গো যবে সে ঘুমায়ে ওপারে ॥

Wipe These Tears, Beloved

Wipe these tears from my eyes, my dear,
Speak to me—let your voice draw near.
In silence I burn, in longing I cry,
Will you not answer, will love pass me by?

Your name I whisper with every breath,
In dreams I chase you, defying death.
Like a flame, your memory clings,
A broken heart still softly sings.

If you forget me, how shall I live?
What joy shall this lonely world give?
Come, return, don't let this parting be—
Call out to me, come set me free.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী

এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী ।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে বলমল করে লাবনি ॥

রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল,
আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল ।
বাঞ্ছার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল ল'য়ে অশনি ॥

কেতকী-কদম-যুথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথ মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেল চঞ্চলা বালিকা ।
তড়াগে পুকুরে থই থই করে শ্যামল শোভার নবনী ॥

শাপলা শালুক সাজাইয়া সাজি শরতে শিশির নাহিয়া,
শিউলি-ছোপানো শাড়ি পরে ফের আগামনী-গীত গাহিয়া ।
অস্রাণে মা গো আমন ধানের সুস্রাণে ভরে অবনি ॥

শীতের শূন্য মাঠে তুমি ফের উদাসী বাউল সাথে মা,
ভাটিয়ালি গাও মাঝিদের সাথে গো, কীর্তন শোনো রাতে মা ।
ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবিরে রাঙাও নিখিল ধরণী ॥

Beautiful you are!

O my rural Bengal, how beautiful you are!
Your vibrant flowers, opulent harvest
Ripping rivers and elegant meadow
Make you charming and dazzling

In scorching heat of summer
You ask for water with 'Chatak' as it cries out
In late summer, you fill up the wilderness with the
Fragrance of mango and jackfruit

At times, in open field
You play with the wild tornado
You make garlands with flowers of the rainy season
And like a little girl you play
By splashing rain water on the way

You bathe in autumn dews
And fill up your flower basket with 'Shapla' and 'Shaluk'
By decorating yourself with 'Shiuli' printed Sari
You sing the welcoming song of autumn

In late autumn you fill up the air
With fragrance of new harvest of rice

O mother, in winter you play around in the empty field
Singing songs with the 'Bauls'
And folk songs with the boat man
And listening to the spiritual songs at night

Translated by Gulshan Ara Kazi

এ কি এ মধু শ্যাম-বিরহে

এ কি এ মধু শ্যাম-বিরহে ।
হৃদি-বৃন্দাবনে নিতি রসধারা বহে ॥

গভীর বেদনা মাঝে
শ্যাম-নাম-বীণা বাজে
প্রেমে মন মোহে যত ব্যথায় প্রাণ দহে ॥

What is this sweetness in Shyam' sorrow?

What is this sweetness in Shyam's longing?
In the Vrindavan of my heart, the stream of nectar flows
unending.
Amidst the depths of aching pain,
The Shyam-named veena plays again;
When love bewitches the soul,
The heart burns in ache and pays its toll.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. Shyam (শ্যাম): A name of Lord Krishna, often representing divine love, longing, and separation (viraha). Here, "Shyam's sorrow" refers to the bittersweet pain of longing for union with the divine beloved – a central theme in Bhakti poetry.
2. "Vrindavan" is the sacred forest where Krishna is believed to have played his divine flute, symbolizing the heart as the seat of spiritual love.

এ কুঞ্জে পথ ভুলি কোন বুলবুলি আজ গাইতে এলে গান

এ কুঞ্জে পথ ভুলি কোন বুলবুলি আজ গাইতে এলে গান ।
বসন্ত গত মোর আজ পুষ্প-বিহীন লতিকা-বিতান ॥

এলে কি দলিতে আজ ধূলি ঢাকা ফুল-সমাধি মোর,
নাহি আর চৈতি হাওয়া, বহে আজি বৈশাখী তুফান ॥

সাজায়ে ফুলের বাসর ছিনু তব পথটি চেয়ে ।
সে বাসর বাসি হল কেঁদে নিশি হল অবসান ॥

বাজে মোর তোরণ দ্বারে খেলা শেষের বিদায়-বাঁশরি ।
ফিরে যাও শেষ-অতিথি দাও যেতে দাও লয়ে অভিমান ॥

O Wayward Songbird

What errant nightingale through my ruined bower strays,
Singing twilight's forbidden lays?
Spring's last blush has fled from my flowerless dome -
A skeleton draped in vines it displays.

Do you come to dance on these petal-strewn graves,
Where memory's fragrance still waves?
No Chaitra zephyr - only the scorn
Of Boishakh's furnace that raves.

I had woven a nuptial couch from moonlight and jasmine,
Now cobwebs its silvery lining.
The night wept her stars out, then silently passed -
Like love's unkept vows intertwining.

Hark! The archway echoes with departing bansuri sighs,
Each note a shimmering good-bye:
"Farewell, final pilgrim of my withering heart -
Take your wounded pride, let my shattered dawn die."

Translated by Mohammad Zahir Uddin

Translator's Notes :

1. *Boishakh*: Boishakh is the first month of the Bengali calendar, Symbolising renewal, new beginnings, and the harvest season

এ কোন্ মধুর শরাব দিলে আল আরাবি সাকি

এ কোন্ মধুর শরাব দিলে আল আরাবি সাকি,
নেশায় হলাম দিওয়ানা যে রঙিন হল আঁখি ॥

তৌহিদের শিরাজি নিয়ে
ডাকলে সবায় যারে পিয়ে,
নিখিল জগৎ ছুটে এলো রইল না কেউ বাকি ॥

বসলো তোমার মহ্‌ফিল দূর মক্কা মদিনাতে,
আল্-কোরানের গাইলে গজল শবে কদর রাতে ।
নরনারী বাদশা ফকির
তোমার রূপে হয়ে অধীর
যা ছিল নজ্‌রানা দিল রাঙা পায়ে রাখি' ।

What sweet wine is this

Oh Arabian wine-girl what sweet wine is this.
I am fully intoxicated and my eyes get red.
With the wine of faith everyone cries, "Go on drinking.
All the world rushed hither with no exception.
Your conference is held in remote Mecca and Medina
All the world rushes hither with no exception.
Your conference is held in remote Mecca and Medina
On the night of safa is qadr is sung the 'ghazal' of Koran

Men women kings and beggars behold your beauty and get
restless
Whatever they carried they lay at your holy feet.
Your messenger ran to all corners of the world.
Your triumphant message written everywhere.
So all came to join the meeting of the faithful,
A thousand 'Belals' gave the melodious call of 'Azan'

Translated by Abu Rushd

এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল

এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল
এ যে ব্যথা রাঙা হৃদয় আঁখি জলে টলমল ॥

কমল মৃণাল দেহ ভরেছে কণ্টক ঘায়
শরণ লয়েছি গো তাই শীতল দীঘির জল ॥

ডুবেছি আজ কালো জলে কত যে জ্বালা স'য়ে
শত ব্যথা ক্ষত লয়ে হইয়াছি শতদল ॥

কবি রে কোন্ ক্ষত মুখে ফোটে যে তোর গীত সুর
সে ক্ষত দেখিল না কেউ দেখিল তোরে কেবল
সে গীতি দেখিল না কেউ শুনিল গীতি কেবল ॥

No Mere Whim, My Friend

This is no whim, dear friend-
I bloom a lotus in troubled waters.
This heart, stained crimson with pain
Trembles like teardrops on petals.
My stem-body bears thorn-gashes
Seeking solace in the pond's cool breast.
This inky depth has scorched me long-
Each wound unfurled me, petal by petal.
Call not my weeping "flower-scent"-
O fickle southern breeze, turn away!
Why kiss this anguish with your breath?
The poet sings to your scarred face
Though none see the wounds beneath-
They only see you, never the dark
That birthed this luminous grace.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

এই আমাদের বাংলাদেশ এই আমাদের বাংলাদেশ

এই আমাদের বাংলাদেশ এই আমাদের বাংলাদেশ
যে দিকে চাই সিঁড়িবন্ধ শ্যামল চোখ জুড়ানো রূপ অশেষ ॥

চন্দনিত শীতল বাতাস বয় এ দেশে নিরন্তর
জোছনা সম কোমল হয়ে আসে হেথায় রবির কর
জীবন হেথায় সেঁড়বহ সরস সরল হৃদয় সহজ বেশ ॥

নিত্য হেথা বরছে মেঘে স্বর্গ হতে শান্তি জল
মাঠে ঘাটে লক্ষ্মী হেথায় ছড়িয়ে রাখে ফুল কমল ।
হাঙ্গোর কুমির শার্দুল সাপ খেলার সাথি এই জাতির
দিল্লীর যশ করল হরণ এই দেশেরি প্রতাপ বীর
একদা এই দেশের ছেলে জয় করেছে দেশ বিদেশ ॥

This is our Bangladesh

This is our Bangladesh, this is our Bangladesh,
Wherever you look – serene, verdant, endless beauty for the eyes
to cherish.

Fragrant, cool breezes flow here without cease,
Here, the sun's rays come softened, like moonlight's gentle
touch.
Life here is tender with affection, fresh with love,
And hearts are simple, in humble, honest dress.

Here, clouds each day pour the waters of peace from heaven,
In fields and yards, *Lakshmi* scatters lotus flowers in abundance.
Sharks, crocodiles, tigers, and snakes –
Even they are playmates of this nation's children.

The glory of Delhi was once taken by the valiant heroes of this
land,
Once, the sons of this soil conquered both their own land and
foreign lands.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. Lakshmi: Hindu goddess of wealth, prosperity, and abundance. In the poem, her scattering of lotus flowers across fields and courtyards symbolizes the natural fertility, prosperity, and blessings of the land of Bangladesh.

এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল

এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল ।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥

তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয় ।
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন-ভয়কে করব মোরা জয়,
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল ভাঙা কল ॥

তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করুছ বিশ্ব গ্রাস,
আর ভয় দেখিয়েই করবে ভাবছ বিধির শক্তি হ্রাস
সেই ভয়-দেখানো ভূতের মোরা করবো সর্বনাশ,
এবার আনবো মাইভেঃ বিজয়-মন্ত্র বল-হীনের বল ॥

তোমরা ভয় দেখিয়ে করুছ শাসন জয় দেখিয়ে নয় ;
সেই ভয়ের টুটি ধরব টিপে করব তারে লয় ।
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আন্ব বরাভয়,
প'রে ফাঁসি আন্ব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল ॥

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-বাঞ্ছনা,
এ যে মুক্তি-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা !
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অশ্রু দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল ॥

This Shackle We Wear

This shackle we wear is nothing but a ruse—
With these same bonds, we shall break yours and rise.
We have not come to your prison cell
To be captives beneath your spell;
The fear of bondage you employ on us,
With that very bondage, we shall break the case.
This shackle we wear is nothing but a ruse—

You are devouring the world in the prison of your closed room,
Thinking fear alone can make fate's power doom;
That ghost of fear you raise in vain,
We shall shatter it, break its chain—
We shall bring the victory cry of "Fear not!",
The strength of the weak, the courage they've sought.

You rule by fear, not by glory's show;
We shall grip that fear's throat and lay it low.
We shall give our lives to restore the boon
To this land of death, despair, and ruin.
Wearing the noose, we'll bring back a smile,
The fruit of conquering death's thrall.

O, these clanging chains are not our cry,
But hymns to the path where freedom lies;
The trampled now strike tyranny's pride,
With the very shame it would confide.

Our very tears will once more
Ignite the thunder-fire on our shore.

Translated by Nadira Bhabna

এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি

এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবানী ।
শস্য-শ্যামল ফসল-ভরা মাঠের ডালিখানি
খোদা তোমার মেহেরবানী ॥

তুমি কতই দিলে রতন
ভাই বেরাদর পুত্র স্বজন
ক্ষুধা পেলেই অনড়ব জোগাও মানি চাই না মানি ॥

খোদা তোমার হুকুম তরক করি আমি প্রতি পায়
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচাও এ বান্দায় ।
শ্রেষ্ঠ নবী দিলে মোরে
তরিয়ে নিতে রোজ-হাশরে
পথ না ভুলি তাইতো দিলে পাক কোরানের বাণী ॥

These lovely flowers, sweet fruits, river's sweet tide

These lovely flowers, sweet fruits, river's sweet tide,
O *Khuda*, Your kindness divine.
These crop-filled fields, green branch and plain,
O *Khuda*, Your kindness again.
How many gems You've given free-
Brothers, sons, and family,
When hunger comes, You feed us all, whether we beg or not
Your call.
Khuda! Though I disobey each rule,
Still with light and air, You keep this fool.
You gave the Finest messenger here,
To guide through Judgment Day's dark fear,
And Quran's pure words, so I'd steer clear.

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Khuda:** Khuda as a Persian term meaning "God", has been historically used in Persian, Urdu, and Bengali devotional and literary traditions.

একাদশীর চাঁদ রে ওই রাঙা মেঘের পাশে

একাদশীর চাঁদ রে ওই রাঙা মেঘের পাশে
যেন কাহার ভাঙা কলস আকাশ-গাঙে ভাসে ॥

সেই কলসি হতে ধরার 'পরে
অঝোর ধারায় মধু ঝরে রে
দলে দলে তাই কি তারার মৌমাছিরা আসে ॥

সেই মধু পিয়ে ঘুমের নেশায় বিমায় নিশীথ রাত
বন-বধু সেই মধু ধরে ফুলের পাত্র পাতি' ।
সেই মধু এক বিন্দু পিয়ে
সিদ্ধু ওঠে ঝিল্মিলিয়ে রে
সেই চাঁদেরই আধখানা কি তোমার মুখে হাসে ॥

Half moon of the eleventh lunar day

Half moon of the eleventh lunar day
Floating in the ocean of sky with the gleaming patch of cloud
As if someone's broken pitcher is gliding in the sky
As if the pitcher is pouring honey on the earth
Is that why the stars swarm all around like bees?

Dark night gets intoxicated by drinking the honey
Flower queens fill up their floral vase with the honey
"Sindhu" dazzles up by drinking just a drop of that honey
Do I see that half moon smile on your face?

Translated by Gulshan Ara Kazi

এত কথা কি গো কহিতে জানে

এত কথা কি গো কহিতে জানে
চঞ্চল ঐ আঁখি
নীরব ভাষায় কি যে ক'য়ে যায়
ও সে মনের বনের পাখি ॥

বুঝিতে পারি না ঐ আঁখির ভাষা
জলে ডুবে তরু মেটে না পিপাসা,
আদর সোহাগ প্রেম ভালোবাসা
অভিমান মাখামাখি ॥

মুদিত কমলে ভ্রমরেরি প্রায়
বন্দী হইয়া কাঁদিয়া বেড়ায়
চাহিয়া চাহিয়া মিনতি জানায়
সুনীল আকাশে ডাকি' ॥

So many words those restless eyes convey

So many words those restless eyes convey,
In silent tongue, what hidden tales they say—
O, that bird of the heart's groove.

Oh, I can't read the word of those eyes;
Though drowned in them, my thirst won't die.
Wrapped in pride, affection, romance, and love.

Like a bee trapped in a lotus bloom,
It roams in sorrow, bound in gloom.
With pleading glances, it lifts its cry—
Calling out to the deep blue sky.

Translated by Nadira Bhabna

এলো শোকের সেই মোহর্রম কারবালার স্মৃতি ল'য়ে

এলো শোকের সেই মোহর্রম কারবালার স্মৃতি ল'য়ে ।
কাঁদিছে বিশ্বের মুসলিম সেই ব্যথায় বেতাব হয়ে ॥

মনে পড়ে আসগরে আজি পিয়াসা দুধের বাচ্চায়
পানি চাহিয়া পেল শাহাদৎ হোসেনের বুকে র'য়ে ॥

একহাতে বিবাহের কাঙন একহাতে কাশেমের লাশ,
বেহৌশ্ থিমাতে সকিনা অসহ বেদনা স'য়ে ॥

পাশে শহীদ বীর জব্বার পানির মশক মুখে
হল শহীদ কাঁদে জয়নব কুলসুম আকুল হয়ে ॥

শূন্য পিঠে কাঁদে দুলদুল্ হজরত হোসেন শহীদ,
বারিতেছে শোকের বারিষ্ আসমান জমিন ছেয়ে ॥

Behold, Muharram Returns Again

Lo, comes Muharram wrapped in Karbala's grief
The Muslim world weeps, a willow of sorrow.
I see Asghar - that milk-fed babe so brief
Thirsting for water, but finding the arrow
Embedded deep in Hussain's noble chest.
One hand holds marriage bangles bright,
The other bears Qasim's corpse, cold and light,
While Sakina swoons 'neath pain's cruel crest.
Behold! Martyr Jabbar cries by the waterskin
Zaynab and Kulthum - their anguish runs twin.
Duldul weeps bare-backed where his master fell,
As heaven's tears drown both earth and hell.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

Translator's Notes :

1. Asghar: The infant son of Imam Husayn (R), the grandson of Prophet Muhammad (pbuh).
2. Qasim: The nephew of Imam Husayn, son of Hasan ibn Ali (R).
3. Zaynab: Sister of Imam Husayn, daughter of Hazrat Ali (R) and Fatimah (R), granddaughter of the Prophet.
4. Kulthum: Another daughter of Hazrat Ali (R) and sister of Zaynab
5. Duldul: The mule or horse of Hazrat Ali (R), given to him by the Prophet Muhammad (pbuh)

ও কে উদাসী বেণু বাজায়

ও কে উদাসী বেণু বাজায়
ডাকে করুণ সুরে আয় আয় ॥

ও সে বাঁধন-হারা বাহির-বিলাসী
গৃহীরে করে সে পরবাসী
রস-যমুনায় উজান বহায় ॥

মম মনের ব্রজে ওসে কিশোর রাখাল
যেন বাজায় বাঁশি শুনি অনাদিকাল
তার সরল বাঁশি তার তরল তাল
অন্তরে গরল-সুধা মেশায় ॥

Oh, who is playing that drifting flute

Oh, who is playing that drifting flute
In mournful tune—it's calling me out.
He, unbound—a wanderer of delight—
Makes the hearth feel far from right.
Rouses a roar in nectar—*Yamuna's* tide.

In the *Vrindavan* of my heart,
That young shepherd
Is playing the flute,
As if I've heard it since time began.
His simple flute, his flowing rhythm,
Blend my heart with nectar and poison.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. **Yamuna** – A sacred river in India closely associated with Krishna's childhood and romantic pastimes (*leela*) in **Vrindavan**.
2. **Vrindavan** – The forested region where Krishna is believed to have spent his youth. It is often portrayed in poetry as a symbol of the heart's spiritual longing and divine love.
3. **Young shepherd** – Another reference to **Krishna**, who was raised as a cowherd.

ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি

ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি ॥

এই দেশেরই মাটি জলে
এই দেশেরই ফুলে ফলে
তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা পিয়ে এরি দুধের বাটি ॥

এই মায়েরই প্রসাদ পেতে
মন্দিরে এর ঐটো খেতে
তীর্থ ক'রে ধন্য হতে আসে কত জাতি ।

ও ভাই এই দেশেরই ধূলায় পড়ি'
মানিক যায় রে গড়াগড়ি
ও ভাই বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙালো এই দেশেরই জিয়ন-কাঠি ॥

এই মাটি এই কাদা মেখে
এই দেশেরই আচার দেখে
সভ্য হ'লো নিখিল ভুবন দিব্য পরিপাটি ।

ও ভাই সনড়ব্যাসিনী সকল দেশে
জ্বাললো আলো ভালোবেসে
মা আঁধার রাতে একলা জাগে আগ্লে রে এই শ্মশান-ঘাঁটি ॥

Purer than pure gold

O brother, purer than pure gold
Is the soll of my land.

Her soil and water
Her fruits and flowers
Quench our thirst and hunger,
as we drink from her milk-pot.

To have the blessings of this Mother
Taking left-overs from her temples
Pilgrims are gratified, coming from various
castes.

O brother, prostrating on the dust of this land
Jewels fall down and welter,

O brother, slumber of all in the world
Is broken by the touch of her magic stick.

Coating this soil and this mud
Learning from this land's good conduct
the whole world became civilized all the
way.

O brother, this ascetic in every land
Put on the light out of love,

Mother wakes up alone through the dark night
Watching from the post of crematorium.

Translated by Mohammad Nurul Huda

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন্ আসমানি তাগিদ ॥

তোর সোনা-দানা বালাখানা সব রাহেলিল্লাহ্ ।
দে জাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙাইতে নিদ্ ॥

আজ পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সেই সে ঈদগাহে ।
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ ॥
আজ ভুলে যা তোর দোস্ত ও দুশমন হাত মিলাও হাতে ।
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরিদ ॥

ঢাল হৃদয়ের তোর তশতরিতে শির্‌নি তৌহিদের ।
তোর দাওয়াত কবুল করবে হজরত হয় মনে উম্মীদ ॥

O Heart, there comes the happy Eid

O heart, there comes the happy Eid
 at the end of the fast of Ramadan.
Come, listen to the divine call
and give yourself away to the last full measure.

Spend all your wealth today
 for the sake of the Lord,
give generous zakat to the dying Muslim,
 awaken him from his tragic sleep.

Come, O heart, say your Eid prayer
 in the sacred plain,
where valiant Muslims sacrificed their lives
and became deathless martyrs.

Forget today who is a friend and who a foe,
come, joyously embrace everyone.
Convert with your love the whole world
 to the noble creed of Islam.

Think today of the orphans, the poor and the destitutes,
think of those who fast all their lives.
Think of them and give generously
 all that you would desire for your dear own self.

Pour into the bowl of your heart the sherbet of tawheed.
I think the prophet will accept your invitation
 and gladly come to your feast.

O heart. with the very stones
 that people flung at you all your life
build a many splendored mosque of love.

Translated by Kabir Chowdhury

ওমা তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো

(মা) ওমা তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো
আমি কেন অন্ধ মাগো দেখি শুধু কালো ॥

মা সর্বলোকে শক্তি ফিরিস নাচি
ওমা আমি কেন পঙ্গু হয়ে আছি
ওমা ছেলে কেন মন্দ হল জননী যার ভালো ॥

তুই নিত্য মহা প্রসাদ বিলাস কৃপার দুয়ার খুলি
চির শূন্য রইল কেন আমার ভিক্ষা বুলি ।
বিন্দু বারি পেলাম না মা সিন্ধুজলে রয়ে
মা ও তোর চোখের কাছে পড়ে আছি চোখের বালি হয়ে
মোর জীবন্যুত এই দেহে মা চিতার আগুন জ্বালো ॥

O Mother, your world is bathed in radiant light

O Mother, your world is bathed in radiant light,
Yet why am I blind, lost in endless night?
You dance through all realms as boundless might,
But why, O Mother, am I crippled in fright?
How can a child be so lost and low—
When his mother is pure, with a heart aglow?

You, who open the gates of endless grace,
Feeding the world from a sacred place—
Yet my begging bowl stays empty and bare,
As if forgotten in your boundless care.
Not a drop from your ocean did I gain,
Though I float in your waves, in silent pain.

By your gaze, I lie as dust in your eye,
In this living corpse, let funeral flames fly.
Burn me, O Mother, set my spirit free,
In your divine fire, let me cease to be.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

ওরে ও দরিয়ার মাঝি ! মোরে নিয়ে যা রে মদিনা

ওরে ও দরিয়ার মাঝি ! মোরে নিয়ে যা রে মদিনা ।
তুমি মুর্শিদ হয়ে পথ দেখাও ভাই আমি যে পথ চিনি না ॥

আমার প্রিয় হজরত সেথায়
আছেন নাকি ঘুমিয়ে ভাই,
আমি প্রাণে যে আর বাঁচি না রে আমার হজরতের দরশ বিনা ॥

নদী নাকি নাই ও দেশে, নাও না চলে যদি –
আমি চোখের সাঁতার পানি দিয়ে বইয়ে দেব নদী ।
ঐ মদিনার ধূলি মেখে
কাঁদবো ইয়া মোহাম্মদ ডেকে ডেকে রে –
কেঁদেছিল কারবালাতে, (ওরে) যেমন বিবি সাকিনা ॥

Hearken the Boatman in the River

Take me to Madina
O the boatman in the river
Be my guide as I don't know
the way to that holy place

My dear Hazrat, I hear
Is in profound sleep there
I just cannot bear my life dim
Without a slight gaze of him

There is no river in that land, I hear
So if boats do not ply there
I'll make a river flow to take us there
with all the stock of my drops of tear
And I'll go on crying, "Ya Mohammad"
Exactly the way Sakina cried at Karbala yard

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

ওরে ও মদিনা বলতে পারিস কোন্ সে পথে তোর

ওরে ও মদিনা বলতে পারিস কোন্ সে পথে তোর
খেলত ধুলা মাটি নিয়ে মা ফাতেমা মোর ॥

হাসান হোসেন খেলত কোথায় কোন্ সে খেজুর-বনে
পাথর-কুচি কাঁকর লয়ে দুম্বা শিশুর সনে;
সেই মুখকে চাঁদ ভেবে রে উড়িত চকোর ॥

মা আয়েশা মোর নবীজীর পা ধোয়াতেন যথা,
দেখিয়ে দে সেই বেহেশত্ আমায় রাখ রে আমার কথা;
তোর প্রথম কোথায় আজান ধ্বনি ভাঙলো ঘুমের ঘোর ॥

কোন্ পাহাড়ের বার্না-তীরে মেঘ চরাতেন নবী,
কোন্ পথ দিয়ে রে যেতেন হেরায় আমার আল-আরবি’
তুই কাঁদিস কোথায় বুকে ধরে সেই নবীজীর গোর ॥

O Madina, Tell Me

O Madina, can you show me where
My Fatima played with dust and air?
Where Hasan-Hussein raced barefoot, free -
Through date-palm groves where stones still breathe
Their childish games? The moon would rise
To chase their faces through the skies.
Point me where Ayesha washed his feet -
That spot's my Paradise, so sweet!
Where first the Azan tore night's veil -
Show me where dawn began to wail.
By which spring's edge did he tend sheep?
Which path to Hira saw him weep?
Where does your earth now clutch his grave -
Your sobs locked deep in sandstone caves?"

Translated by Mohammad Zahir Uddin

Translator's Notes :

1. Azan: The Islamic call to prayer, traditionally called out by a muezzin from a mosque.
2. Hasan-Hussein: Hasan and Husayn were the beloved grandsons of the Prophet Muhammad (SM), and the sons of Ali ibn Abi Talib (R) and Fatimah al-Zahra (R).

ওরে নীল যমুনার জল ! বল্ রে মোরে বল্

ওরে নীল যমুনার জল ! বল্ রে মোরে বল্
কোথায় ঘনশ্যাম – আমার কৃষ্ণ ঘনশ্যাম ।
আমি বহু আশায় বুক বেঁধে যে এলাম – এলাম ব্রজধাম ॥

তোর কোন্ কূলে কোন্ বনের মাঝে
আমার কানুর বেণু বাজে ,
আমি কোথায় গেলে শুনতে পাব ‘রাধা রাধা’ নাম ॥

আমি শুধাই ব্রজের ঘরে ঘরে – কৃষ্ণ কোথায় বল্;
কেন কেউ কহে না কথা, হেরি সবার চোখে জল ।
বল্ রে আমার শ্যামল কোথায়
কোন্ মথুরায় কোন্ দ্বারকায় – বল্ যমুনা বল্ ।
বাজে বৃন্দাবনের কোন্ পথে তাঁর নূপুর অভিরাম ॥

O blue waters of Yamuna

O blue waters of Yamuna, speak-
Where is Krishna, my dark mystique?
With so many hopes in my heart, I have come-
I have come to Braj Dham.
On which bank, in which grove, do my dark beloved's flutes
hum?
Where must I go, which path should I take,
To hear my 'Radha Radha' name from my pitch-black mystique?
I ask from door to door in Braj-
"O tell me, where does my dark dearest stay?"
Why does no one speak a word?
Why do I see tears in every gaze?
O Yamuna, tell me-where is my dark one?
In which Mathura, in which Dwarka has he gone?
On which path of Vrindavan's blooming grace
Do his anklets chime in tender pace?

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. Krishna: Eighth avatar of Vishnu, one of the most revered deities in Hinduism, known for his divine play (*lila*), his enchanting flute, and his eternal love for Radha. The phrase "dark mystique" or "pitch-black mystique" refers to both Krishna's dark complexion and the spiritual mystery that surrounds him.
2. Yamuna: A sacred river in Hindu mythology, closely associated with Lord Krishna.
3. Braj Dham: The spiritual land associated with Krishna's early life. It includes Vrindavan, Mathura, Govardhan, and nearby forests. Pilgrims visit this region seeking closeness to Krishna.
4. 'Radha Radha': Radha is Krishna's eternal consort and the supreme symbol of devotion (*bhakti*). Calling her name is often considered an invocation of divine love and surrender.
5. Mathura and Dwarka: Two key cities in Krishna's mythology. Mathura is his birthplace, while Dwarka is the kingdom he later rules.
6. Vrindavan: A forested region where Krishna spent his youth. It is sacred to devotees as the site of his playful, loving pastimes with Radha and the gopis (milkmaids).

কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও

কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও (প্রিয়) মালা গাঁথ অকারণে
আমি চেয়েছিলাম একটি কুসুম (প্রিয়) সেই কথা পড়ে মনে ॥

তব ফুলবনে কত ছায়া দোলে
জুড়াইতে চেয়েছিলাম তারি তলে
চাহিলে না ফিরে চলে গেলে ধীরে ছায়া-ঢাকা অঙ্গনে ॥

অঞ্জলি পাতি' চেয়েছিলাম, তব ভরা ঘটে ছিল বারি
শুষ্ক-কণ্ঠে ফিরিয়া আসিনু পিপাসিত পথচারী ।
বহুদিন পরে দাঁড়াইনি এসে
তোমারি দুয়ারে উদাসীন বেশে
শুকানো মালিকা কেন দিলে তুমি তব ভিক্ষার সনে ॥

Petals You Scatter

Petals you scatter along every way
Weaving garlands in careless display.
I sought but one bloom—one alone—
This truth returns like a haunting tone.

Your flower-grove sways with shadows deep
Where I longed to rest in coolness sleep.
You never turned, but softly passed
Leaving me in shade at last.
This truth returns like a haunting tone.

With cupped hands I begged your spring,
Your urn was full—you gave no thing.
Parched of voice, I wandered on,
A thirsting traveler, tired and lone.

Years later at your door I stand
A stranger now, with empty hand.
Why offer wilted garlands, why
With alms that mock my cry?
I sit and wonder, wondering..

Translated by Mohammad Zahir Uddin

করণ কেন অরণ আঁখি দাও গো সাকি দাও শারাব

করণ কেন অরণ আঁখি দাও গো সাকি দাও শারাব
হায় সাকি এ আঙ্গুরী খুন নয় ও হিয়ার খুন-খারাব ॥

আর সহে না দিল্ নিয়ে এই দিল্-দরদির দিল্‌লাগী,
তাইতে চালাই নীল পিয়ালায় লাল শিরাজি বে-হিসাব ॥

হারাম কি এই রঙিন পানি আর হালাল এই জল চোখের?
নরক আমার হউক মঞ্জুর বিদায় বন্ধু! লও আদাব ॥

দেখ্ রে কবি, প্রিয়ার ছবি এই শারাবের আর্শিতে,
লাল গেলাসের কাঁচ-মহলার পার হ'তে তার শোন্ জবাব্ ॥

Why are your eyes so sorrowful?

Why are your eyes so sorrowful, O Saki? Pour me wine, I implore–

Ah, *Saki*, this grape is no mere fruit – it is my heart, bleeding at the core.

This wounded heart, this burning love – I can bear it no more,
So I drowned it all in crimson Shiraz, brimming in a sapphire pour.

Is this tinted wine truly forbidden?

While tears from the eyes are deemed pure and hidden?

If hell is my fate, I embrace it with grace –

Farewell, my friend, accept my salaam; I leave this place.

Behold, O poet – in this wine's reflection, my beloved's face appears,

And from beyond the red crystal's edge, her whisper reaches your ears.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. **Saki** : The cupbearer in Persian and Sufi poetry.
2. **Crimson Shiraz**: Shiraz is both a type of red wine and a city in Iran known for its poets and wine.
3. **Sapphire Pour**: Likely referencing a blue-colored glass, which traditionally held wine.
4. **Salaam**: A respectful Arabic/Persian salutation meaning “peace.”.

কল্মা শাহাদতে আছে খোদার জ্যোতি

কল্মা শাহাদতে আছে খোদার জ্যোতি
কিনুকের বুকে লুকিয়ে থাকে যেমন মোতি ॥

ঐ কল্মা জপে যে ঘুমের আগে
ঐ কল্মা জপিয়া যে প্রভাতে জাগে,
দুখের সংসার যার সুখময় হয়, তাঁর –
মুসিবত আসে নাকো, হয় না ক্ষতি ।
তার মুসিবত আসে নাকো, হয় না ক্ষতি ॥

হর্দম্ জপে মনে কল্মা যে জন
খোদায়ী তত্ত্ব তাঁর রহে না গোপন
দিলের আয়না তার হয়ে যায় পাক সাফ
আল্লার রাহে তার রহে মতি ।
সদা আল্লার রাহে তার রহে মতি ॥

এস্মে আজম হতে কদর ইহার
পায় ঘরে বসে খোদা রসুলের দিদার
তাহারি হৃদয়াকাশে সাত বেহেশ্ত নাচে
আল্লার আরশে হয় আখেরে গতি ।
তার আল্লার আরশে হয় আখেরে গতি ॥

The Radiance of Shahadat

In Kalma's light, Divine flames glow-
Like pearls in oyster-hearts lie low.
Who whispers it when night descends,
Who chants at dawn where daybreak bends-
Their sorrows turn to honeyed wine,
No grief may pierce that heart divine.

The ceaseless reciter's secret art
Makes Allah's truth blaze in mortal heart.
Their soul's mirror, polished bright,
Reflects but Allah's radiant light.

From earthly dust to heaven's height,
They see the Prophet's face at night.
Seven paradises in their breast,
At Allah's throne shall they finally rest-

Translated by Mohammad Zahir Uddin

Translator's Notes :

1. Kalma: The word 'Kalma' means 'word' in Arabic, but in Islamic context, it specifically refers to the declarations of faith-statements that express core beliefs of Islam.

কারার ঐ লৌহ-কপাট

কারার ঐ লৌহ-কপাট
ভেঙ্গে ফেল্ কর্ রে লোপাট রক্ত-জমাট
শিকল-পূজার পাষণ-বেদী !
ওরে ও তরুণ দিশান !
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ ! ধ্বংস-নিশান
উঠুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি' ॥

গাজনের বাজনা বাজা !
কে মালিক? কে সে রাজা? কে দেয় সাজা
মুক্ত-স্বাধীন সত্য কে রে?
হা হা হা পায় যে হাসি, ভগবান প'রবে ফাঁসি? সর্বনাশী -
শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?
ওরে ও পাগ্লা ভোলা, দেরে দে প্রলয়-দোলা গারদগুলা
জোরসে ধ'রে হ্যাঁচকা টানে ।
মার হাঁক হায়দরী হাঁক কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক ঢাক ওরে ঢাক
মৃত্যুকে ঢাক জীবন-পানে ॥

নাচে ঐ কাল-বোশেখী, কাটাবি কাল ব'সে কি?
দে রে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি' ।
লাথি মার, ভাঙ্রে তালা ! যত সব বন্দী-শালায় -
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি ॥

Break down the prison gate

Break down the iron gate of the prison
Destroy the captive altar stained with blood
O, the jubilant worrier
Play your trumpet of the dooms day
Let he flag of destruction hoist over the wall of 'Prachi'

Play the wild drum
Who are the king and the ruler?
Who decides the punishment? What is the truth? And who
should be free?
I feel like laughing out loud
Will God be in hanging altar?
Who teaches such evil?

O, the wild one
Play the rhythm of destruction
Pull out the iron cage with sudden jolt
Scream out loud and louder
Pick up the drums of war on your shoulder
Call out for life out of death

As the wild typhoon (Kalboshekhi) dances around
Will you be seating idle?
Shake up the foundation of the prison
Kick open the prison lock
Set fire to all the prisons and set them ablaze
And uproot them

Translated by Gulshan Ara Kazi

কুঁচবরণ কন্যা রে তার মেঘ-বরণ কেশ

কুঁচবরণ কন্যা রে তার মেঘ-বরণ কেশ ।
ওরে আমায় নিয়ে যাও রে নদী সেই সে কন্যার দেশ রে ॥

পরনে তার মেঘ-ডম্বর উদয়-তারার শাড়ি
ওরে রূপ নিয়ে তার চাঁদ-সুরুজে করে কাড়াকাড়ি রে
আমি তারি লাগি রে
আমি তারি লাগি বিবাগী ভাই আমার চির-পথিক বেশ ॥

পিছলে পড়ে চাঁদের কিরণ নিটোল তারি গায়ে
ওরে সন্ধ্যা-সকাল আসে তারি' আলতা হতে পায়ে রে ।
ও সে রয় না ঘরে রে
ও সে রয় না ঘরে ঘুরে' বেড়ায় ময়নামতীর চরে
তা'রে দেখলে মরা বেঁচে ওঠে জ্যান্ত মানুষ মরে রে
ও সে জল-তরঙ্গে বাজে রে তার সোনার চুড়ির রেশ ॥

A dusky-skinned maiden

A dusky-skinned maiden, with hair like stormy skies—
O river, carry me away to the land where she lies.
She wraps herself in a sari of thunder and morning stars,
And even the moon and sun compete for her grace from afar.

It's for her alone I roam—
A lifelong vagabond, with no path and no home.
Moonlight slips and falls upon her flawless skin,
Dawn and dusk rise, dyed in crimson on her feet within.

She never stays at home—
She wanders the banks of Moynamoti alone.
The dead rise at her sight, the living lose their breath,
Her golden bangles sing upon the trembling wave's breadth.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. **Moynamoti** : A historical and archaeological site in Comilla, Bangladesh, named after a legendary princess. In folklore, it evokes romantic and mystical associations.

কে তোরে কি বলেছে মা ঘুরে বেড়াস কালি মেখে

কে তোরে কি বলেছে মা ঘুরে বেড়াস কালি মেখে
ওমা বরাভয়া ভয়ঙ্করী সাজ পেলি তুই কোথা থেকে ॥

তোর এলোকেশে প্রলয় দোলে
আমি চিন্তে নারি গৌরী বলে ।
ওমা চাঁদ লুকাল মেঘের কোলে তোর মুখে না হাসি দেখে ॥

ওমা শঙ্কর কি গঙ্গা নিয়ে, কাঁদায় তোরে দুঃখ দিয়ে
ওমা শিবানী তোর চরণ তলে এনেছি তাই শিবকে ডেকে ॥

Who told you, Mother

Who told you, Mother, to wander around, your body smeared in black?

O Mother-Boon-giver and Terrible One-where did you get this wrathful look?

In your disheveled hair, destruction sways-

I can no longer call you Gauri these days.

The moon hid in the cloud's embrace,

Seeing no smile upon your face.

O Mother, does Shankar, bearing Ganga, make you weep?

O Shibani, that's why I've brought Shiva to your feet.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. **"Gauri"** - A gentle, radiant form of the goddess (literally meaning "the fair one"), often identified with **Parvati**, Shiva's consort.
2. **"Shankar, bearing Ganga"** - **Shankar** is another name for **Lord Shiva**, who bears the **Ganga (Ganges River goddess)** in his matted locks. This symbolizes his role as the bearer of divine flow, purification, and cosmic stability.
3. **"Shibani"** - A name for the goddess meaning *"consort of Shiva."* Using this name invokes her identity within divine partnership, emphasizing both devotion and cosmic duality.

কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল

কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল -
টগর যুথী, বেলা মালতী
চাঁপা, গোলাপ, বকুল, নার্কিস ইরানি-গুল ॥

আমার যৌবন-বাগানে
হাওয়া লেগেছে ফুল-জাগানে,
চলে যেতে চলে পড়ি, খুলে পড়ে এলো চুল ;
তনু-মন আকুল আঁখি ঢুলুঢুল্ ।

(ওগো) ফুটেছে এত ফুল, ফুলমালী কই?
গাঁথিবে মালা কবে? সেই আশে রই ;
এ মালা দেব কাঁরে ভেবে সারা হই,
সহিতে পারি না এ ফুল-বামেলা, চামেলি-পারুল ॥

Who'll Take My Flowers?

Who'll take my flowers, who'll take my flowers—

Tagar, Juhi, Bela, Malati,
Champa, Rose, Bakul, Nargis, and Persian Gul?

In the garden of my youth
The wind has stirred the blossoms awake—
As I walk, I sway and fall,
My unbound hair begins to sprawl;
Body and soul all restless,
Eyes heavy, yearning full.

O love! So many blossoms have bloomed
Where is the garland-maker?
When will he come to weave the garland?

I keep on wondering—
To whom shall I give this garland?
I can bear no more this riot of blossoms,
This jasmine-parul tangle.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. Tagar: Also known as crape jasmine—white, fragrant flower.
2. Juthi/Juhi: A variety of jasmine, small and intensely fragrant.
3. Bela: Another type of jasmine, beloved in Bengali poetry.
4. Malati: A delicate, white creeper flower with a sweet scent.
5. Champa: Either yellow or white, often symbolizing longing or beauty.
6. Bakul: Small, white blossoms with a lasting scent; often used in garlands.
7. Nargis: Narcissus or daffodil—used metaphorically to suggest beauty and melancholy.
8. Gul: Persian for “flower,” often implies the Persian rose, known for its layered fragrance and association with classical poetry.
9. Chameli: Another kind of jasmine, symbol of purity and romance.
10. Palash: Known as the “Flame of the Forest,” a bright red/orange flower that blooms in spring; often linked with passion, revolution, or the burning intensity of desire.

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি
কেউ দুঃখ ল'য়ে কাঁদে কেউ ভুলিতে গায় গীতি ॥

কেউ শীতল জলদে হেরে অশনির জ্বালা
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে তার শুষ্ক কুঞ্জ-বীথি ॥

হেরে কমল-মৃণালে কেউ কাঁটা কেহ কমল ।
কেউ ফুল দলি' চলে কেউ মালা গাঁথে নিতি ॥

কেউ জ্বালে না আর আলো তার চির-দুখের রাতে,
কেউ দ্বার খুলি' জাগে চায় নব চাঁদের তিথি ॥

Someone forgets the old memory, someone doesn't

Someone forgets the old memory, someone doesn't
Someone cries remembering them
Someone sings to forget them

Someone feels the pain of burning fire in ice cold rain
Someone makes the flowers blossom verdantly
In the dried barren garden of vines

In rose plants someone sees the thorns
And someone sees the flowers
Someone smashes the flowers
Someone makes garlands

Someone never lights a light
In the everlasting darkness
Someone opens the door
Looking to see the soft glare of the new moon

Translated by Gulshan Ara Kazi

কেন আসিলে ভালোবাসিলে দিলে না ধরা জীবনে যদি

কেন আসিলে ভালোবাসিলে দিলে না ধরা জীবনে যদি ।
বিশাল চোখে মিশায়ে মরু চাহিলে কেন গো বে-দরদি ॥

ছিনু অচেতন আপনা নিয়ে
কেন জাগালে আঘাত দিয়ে
তব আঁখিজল সে কি শুধু ছল একি মরু হয় নহে জলধি ॥

ওগো কত জনমের কত সে কাঁদন করে হাহাকার বুকেরি তলায়
ওগো কত নিরাশায় কত অভিমান ফেনায়ে ওঠে গভীর ব্যথায় ।
মিলন হবে কোথায় সে কবে কাঁদিছে সাগর স্মরিয়া নদী ॥

Haplessness

Why did you make your way into my life, dear
If you aren't gonna be mine in this lifetime here?
With something of a desert in your gazelle-eyes
Why did you look you into my thirsty eyes?

I was immersed in my own self
Why've you smitten me to wake up
What are those tears - just craft or guile?
Neither an ocean nor a bay!

Beloved! Laments of countless lifetimes
Wails and reverberates in my heart
Immense agony of boundless wail
Goes on wriggling in endless pain

"Where do we meet again, and when?
Goes on wailing the river for the ocean

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

কেন করুণ সুরে হৃদয়পুরে বাজিছে বাঁশরী

কেন করুণ সুরে হৃদয় পুরে বাজিছে বাঁশরি
ঘনায় গহন নীরদ সঘন নয়ন মন ভরি ॥

বিজলি চমকে পবন দমকে পরান কাঁপে রে
বুকের বঁধুরে বুকে বেঁধে বুকে বিধুরা কিশোরী ॥

Why is the Banshuri wailing in this profoundly melancholic tune?

Why is the Banshuri wailing in this profoundly melancholic
tune?

Deep, dense specks of cloud are all over the sky and in my mind
The lightning flashes, the wind huffs and the heart shivers
Hugging her partner in her bosom, the despondent maiden goes
on weeping

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

Translator's note:

Banshuri : Indian flute

কেন কাঁদে পরান কি বেদনায় কারে কহি

কেন কাঁদে পরান কি বেদনায় কারে কহি ।
সদা কাঁপে ভীৰু হিয়া রহি' রহি' ॥

সে থাকে নীল নভে আমি নয়ন-জল-সায়রে
সাতাশ তারার সতীন-সাথে সে যে ঘুরে মরে
কেমনে ধরি সে চাঁদে রাহু নহি ॥

কাজল করি' যারে রাখি গো আঁখি-পাতে
স্বপনে যায় সে ধুয়ে গোপনে অশ্রু-সাথে ।
বুকে তায় মালা করি' রাখিলে যায় সে চুরি
বাঁধিলে বলয়-সাথে মলয়ায় যায় সে উড়ি'
কি দিয়ে সে উদাসীর মন মোহি' ॥

What Makes My Heart Weep

What agony makes my heart weep, I never know
What makes my timid heart tremble off and on, I never know

He abodes in the blue sky overhead
While I'm immersed in the pool of tears I shed
He loiters about with twenty seven co-wife stars
How do I grab my moon, I'm not the Dagon's head

I wear him as kohl on my eyelids
But is washed away by the secret tears
If I wear him as a garland round my neck
He gets stolen away proving true my fears
If with my bangles I tie him and wind
He's blown away by the blowing wind
I really don't know how to captivate his mind

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে

কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে ।
ফুটিত না কি কমল ও কাঁটা না বিধিলে ॥

কেন এ আঁখি-কূলে
বিধুর অশ্রু দুলে
কেন দিলে এ হৃদি যদি না হৃদয় মিলে ॥

কেন কামনা-ফাঁদে
রূপ-পিপাসা কাঁদে
শোভিত না কি কপোল ও কালো তিল নহিলে ॥

কাঁটা-নিকুঞ্জে কবি
এঁকে যা সুখের ছবি
নিজে তুই গোপন রবি তোরি আঁখির সলিলে ॥

Why Provide Thorns

Why provide thorns as well as flowers?
Wouldn't lotuses bloom if thorns didn't prick?

Why must fluttering eyes become moist with tears?
Why provide hearts if hearts won't unite?

Why do cool wet clouds allure the swallow
Only to greet it with thunder and lightning?

Why allow buds to blossom if flowers wither?
Why stain the moon's brow with a frown?

Why must desire for beauty be mired in lust?
Won't faces look beautiful without the dark mole?

Poet, keep imaging bliss in this bower of thorns,
While restraining yourself within your moist eyes.

Translated by Fakrul Alam

কেন ফোটে কেন কুসুম ঝরে যায়

কেন ফোটে কেন কুসুম ঝরে যায় !
মুখের হাসি চোখের জলে মরে যায়, হয় ॥

নিশীথে যে কাঁদিল প্রিয় ব'লে
হায় নিশি-ভোরে সে কেন হায় স'রে যায় ॥

হায় আজ যাহার প্রেম করে গো রাজাধিরাজ
কাল কেন সে চির-কাঙাল ক'রে যায় ॥

মান-অভিমান খেলার ছলে
ফেরে না আর যে যায় চ'লে
মিলন-মালা মলিন ধূলায় ভ'রে যায় ॥

Why bloom, why fall, O flower's fleeting show?

Why bloom, why fall, O flower's fleeting show?

Smiles drown in tears.

Who wept "Beloved!" in night's deep keep,

Why slip away at dawn's first peep?

Today love-crowned as king he reigns,

Tomorrow beggared-love's cruel pain.

Pride and pain played in careless jest

Who leaves returns not, gone unblessed

Union's garlands turn to dust oppressed.

Translated by Debashis Das

কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া

কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া
প্রাতে কোকিল কাঁদে নিশীথে পাপিয়া ॥

এ ভরা ভাদরে আমার মরা নদী
উথলি' উথলি' উঠিছে নিরবধি
আমার এ ভাঙা ঘটে, আমার এ হৃদিতটে
চাপিতে গেলে ওঠে দু'কূল ছাপিয়া ॥

নিষেধ নাহি মানে আমার এ পোড়া আঁখি
জল লুকাবো কত কাজল মাখি' মাখি'
ছলনা ক'রে হাসি, অমনি জলে ভাসি
ছলিতে গিয়া আসি ভয়েতে কাঁপিয়া ॥

Relentless Tears

How can my tears I conceal
as the cuckoos weep at daylight
and the nightingale sobs all night?
Oh! How can my tears I conceal!

At the peak of the month of 'Bhadr'
The dying river is swelling higher and higher
deep in my heart in the shabby pitcher
In the banks of my heart, surging waves lull never

While I make a garland, he pricks me as thorns
And then turns up with flowers when I make a garland of thorns
O Poet! Is it an ocean that you've fallen for,
fated to draw pale after pale of water (trying to see its bottom)?

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

Translator's Notes :

1. Bhadr - name of a month in the Bangla calender. The month comes just after the Monsoon and is characterised by rivers, lakes and water bodies filled to the optimum level owing to profuse rainfall in the preceding couple of months.

কোন অতীতের আঁধার ভেদিয়া আসিলে আলোক-জননী

কোন অতীতের আঁধার ভেদিয়া আসিলে আলোক-জননী ।
প্রভায় তোমার উদিল প্রভাত হেম-প্রভ হ'ল ধরণী ॥

ভগড়ব দুর্গে ঘুমায়ে রক্ষী
এলে কি মা তাই বিজয়-লক্ষ্মী,
‘ম্যায় ভুখা হুঁর ক্রন্দন-রবে নাচায়ে তুলিলে ধমনী ॥

এসো বাংলার চাঁদ-সুলতানা বীর-মাতা বীর-জায়া গো ।
তোমাতে পড়েছে সকল কালের বীর-নারীদের ছায়া গো ।
শিব-সাথে সতী শিবানী সাজিয়া
ফিরিছ শ্মশানে জীবন মাগিয়া,
তব আগমনে নব-বাংলার কাটুক আঁধার রজনী ॥

Breaking through what darkness of the past

Breaking through what darkness of the past have you come,
O Enlightened Mother!
Your radiance dawned-golden, the earth turned shimmer.
In broken forts, asleep the guards
Did you come, Ma, as Victory-Lakshmi?
With “Māy bhūkhā hū!”’s weeping cry,
You made the veins drum, surge high.
Come, Bengal’s moon-Sultana,
Brave Mother, Brave wife.
Upon you falls all ages’ shade
Of hero-women, unafraid!

Translated by Debashis Das

খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী – বিশ্ব-দুলালী নবী নন্দিনী

খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী – বিশ্ব-দুলালী নবী নন্দিনী,
মদিনাবাসিনী পাপতাপ নাশিনী উম্মত-তারিগী আনন্দিনী ॥

সাহারার বুকে মাগো তুমি মেঘ-মায়া,
তপ্ত মরুর প্রাণে সেড়বহ-তরুছায়া ;
মুক্তি লভিল মাগো তব শুভ পরশে বিশ্বের যত নারী বন্দিনী ॥

হাসান হোসেনে তব উম্মত তরে, মাগো
কারবালা প্রান্তরে দিলে বলিদান,
বদলাতে তার রোজ হাশরের দিনে
চাহিবে মা মোর মত পাপীদের ত্রাণ ।

এলে পাষাণের বুকে চিরে নির্বার সম,
করণার ক্ষীরধারা আবে-জমজম ;
ফিরদৌস হ'তে রহমত বারি ঢালো সাধ্বী মুসলিম গরবিনী ॥

Fatima the Queen of Paradise

O Daughter of the Prophet, Heaven's Delight,
Medina's Light who cleanses sin's blight,
Savior of souls in darkest night-
Joy of worlds, radiant and bright!

You are the desert's mirage-mercy,
Cool shade to sand-scorched agony;
At your touch, every chained woman free-
Mother of all who strive to be!

For Ummah's sake, your sons so dear
Gave blood at Karbala's frontier;
On Judgment Day, like them appear-
Plead for sinners, Mother, hear!

From stony hearts you make streams flow-
Zamzam-like mercy's crystal glow;
Pour Firdaus' rain on us below,
O Pride of all the pure who know!

Translated by Mohammad Zahir Uddin

Translator's Notes :

1. *Ummah*: Ummah refers to the global community of Muslims, united by faith in Allah and His Messenger (Prophet Muhammad).
2. *Zamzam*: Zamzam Water is the miraculous well located within the Masjid al-Haram in Mecca, near the Kaaba
3. *Firdaus*: Jannat al-Firdaus is the highest level of Paradise in Islamic belief.

খেলা শেষ হল, শেষ হয় নাই বেলা

খেলা শেষ হল, শেষ হয় নাই বেলা ।
কাঁদিও না, কাঁদিও না – তব তরে রেখে গেনু প্রেম-আনন্দ মেলা ॥

খেলো খেলো তুমি আজো বেলা আছে
খেলা শেষ হলে এসো মোর কাছে,
প্রেম-যমুনার তীরে বসে রব লইয়া শূন্য ভেলা ॥

যাহারা আমার বিচার করেছে – ভুল করিয়াছে জানি,
তাহাদের তরে রেখে গেনু মোর বিদায়ের গানখানি ।
হই কলঙ্কী, হোক মোর ভুল
বালুকার বুকে ফুটায়েছি ফুল,
তুমিও ভুলিতে নারিবে সে-কথা – হানো যত অবহেলা ॥

It's all over with mundane pastime

But not yet over is life's appointed time
Don't weep, please don't weep
I'm leaving back love, joy and merriment to you

You just carry on with this game
Because for you still there is time
Come to me when it's all over with this game
On Jamuna banks in a desolate boat
Awaiting you in a blissful thowt

Those who have judged me wrong, I know,
Have made mistakes, though
There may be errors and scandals
I have made flowers bloom
In the desert as such
Even you can't forget
Though you ignore me so much

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে

খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে ।
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিরজনে প্রভু নিরজনে ॥

শূন্যে মহা আকাশে
মগড়ব লীলা বিলাসে,
ভাঙিছ গড়িছ নিতি ক্ষণে ক্ষণে ॥

তারকা রবি শশী খেলনা তব, হে উদাসী,
পড়িয়া আছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি ।

নিত্য তুমি, হে উদার
সুখে দুখে অবিকার;
হাসিছ খেলিছ তুমি আপন মনে ॥

You play with this cosmos, great Child, distractedly.

You play with this cosmos, great Child, distractedly.
Creation-destruction, Your doll-play in solitude, O Lord, in
solitude.

In void, in starry skies,
Absorbed in sportive ease,
Breaking, remaking, every instant anew.
Stars, sun, moon- Your toys, O Detached One,
Heaped at Your crimson feet, discarded piles.
Eternal You, O Unmoved,
Untouched by joy or pain
Laughing, playing- lost in Your own mind.

Translated by Debashis Das

খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই প'ড়ে

খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই প'ড়ে
ছেড়ে মসজিদ আমার মুর্শিদ এলো যে এই পথ ধরে (হায়) ॥

দুনিয়াদারির শেষে আমার নামাজ রোজার বদলাতে
চাইনে বেহেশত্ খোদার কাছে নিত্য মোনাজাত করে ॥

কায়েস যেমন লাইলী লাগি' লভিল মজনু খেতাব
যেমন ফরহাদ শিরির প্রেমে হ'ল দিওয়ানা বেতাব ।
বে-খুদীতে মশ্গুন্ আমি তেমনি মোর খোদার তরে ॥

The Wine Of God's Love

Drunk with the wine of divine love
I am oblivious of all.
Abandoning the mosque my leader comes this way
I hear him call.
At the end of worldliness,
For my prayers and fasting
I seek not of God
Heaven's blessings.
As Qais loved Laili
And the world forgot,
As Farhad loved Shirin
And the world remembered not,
So do I love my God
With whom I have merged my lot.
The moth is not afraid of being burnt to death
It rushes to the fire.
The sea cannot quench the skylark's thirst
The rain water does the bird desire.
The chakor pines for the moon
Though she is up in the sky.
The sunflower hungers for the sun
Though far far away does it lie.
In the same way do I seek my God,
No calculations make I.

Translated by Kabir Chowdhury

ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবি রে

ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবি রে জাগায়ো না জাগায়ো না,
সারা জীবন যে আলো দিল ডেকে তার ঘুম ভাঙায়ো না ॥

যে সহস্র করে রূপরস দিয়া
জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া
তাহারে শান্তি-চন্দন দাও মৃন্দনে রাঙায়ো না ॥

যে তেজ শৌর্য-শক্তি দিলেন, আপনারে করি ক্ষয়
তাই হাত পেতে নাও ।
বিদেহ রবি ও ইন্দ্র মোদের নিত্য দেবেন জয়
কবিরে ঘুমাতে দাও ।

অন্তরে হের হারানো রবির জ্যোতি
সেইখানে তারে নিত্য কর প্রণতি
আর কেঁদে তাঁরে কাঁদায়ো না ॥

Let The Spent Robi Sleep On

Let the spent Robi sleep on
Please, please don't try to wake him up
Let not the one who spread light all his life
Be awakened; don't disturb his sleep
Let the one who gave light and delighted thousands,
And has now collapsed at mother earth's bosom
Be ritually smeared with sandal paste on his forehead;
Don't redden his face by weeping incessantly!
Even at the risk of straining yourself, stretch out your palms
To accept the power and the strength he has given you
The departed sun and supreme one will enable us to succeed
Let the poet sleep on!
The departed sun's glow will still light up our interiors
So from within yourself pay him homage every day
Don't make him weep by shedding continuous tears!

Translated by Gulsan Ara Kazi

চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়

চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়
আজিকে যে রাজাধিরাজ কাঁল সে ভিক্ষা চায় ॥

অবতার শ্রীরামচন্দ্র যে জানকীর পতি
তারও হলো বনবাস রাবণ করে দুর্গতি ।
আগুনেও পুড়িল না ললাটের লেখা হয় ॥

স্বামী পঞ্চ পাণ্ডব, সখা কৃষ্ণ ভগবান
দুঃশাসন করে তবু দ্রৌপদীর অপমান
পুত্র তার হলো হত যদুপতি যার সহায় ॥

মহারাজ হরিশচন্দ্র, রাজ্য দান করে শেষ
শুশান-রক্ষী হয়ে লভিল চণ্ডাল-বেশ
বিষ্ণু-বুকে চরণ-চিহ্ন, ললাট-লেখা কে খণ্ডায় ॥

No One's Fortune Stays the Same

No one's fortune stays the same-
The king today, tomorrow begs in shame.
Ram himself, Sita's master, the Avatar divine,
Was exiled to the forest, where *Ravana* made him restless
Even fire could not burn the cruel design of fate

Pancha Pandavas were her men and lord *Krishna*, friend,
Yet *Dushasana* shamed *Draupadi*; no god could end.
Her sons lay slain; even *Krishna's* counsel went in vain

King *Harishchandra* gave his throne away,
Take the cremation-ground keeper's role
Clad in the garb of an untouchable-
Even *Vishnu* bears the mark of fate
Upon his chest;
Who can erase what is written on the brow?

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. Ram - Central figure of the Hindu epic Ramayana, considered an incarnation (Avatar) of Vishnu.
2. Sita - Wife of Lord Ram, revered as an embodiment of virtue and devotion.
Ravana - The demon king of Lanka who abducted Sita, leading to the central conflict of the Ramayana.
3. Pancha Pandavas - The five brothers who are the protagonists of the Hindu epic Mahabharata.
4. Dushasana - Brother of the Kaurava prince Duryodhana, infamous for attempting to publicly disrobe Draupadi.
5. Draupadi - Wife of the Pandavas, a central figure in the Mahabharata, whose humiliation became a pivotal cause of the Kurukshetra war.
6. Krishna - Deity revered as the eighth incarnation of Vishnu, known for his counsel in the Bhagavad Gita.
7. Harishchandra - Legendary king known for his unwavering commitment to truth, who gave up his kingdom and endured great suffering.
8. Vishnu - One of the principal deities of Hinduism, the preserver in the Hindu trinity. The "mark of fate" refers to the belief that even divine beings cannot escape destiny.

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিঁস্ মা, শ্যামা কি তুই জেলের মেয়ে

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিঁস্ মা, শ্যামা কি তুই জেলের মেয়ে ।
(তোর) মায়ার জালে মহামায়া, বিশ্বভুবন আছে ছেয়ে ॥

প'ড়ে মা তোর মায়ার ফাঁদে
কোটি নরনারী কাঁদে;
তোর মায়াজাল ততই বাঁধে পালাতে চায় যত ধৈয়ে ॥

চতুর যে-মীন সে জানে মা জাল থেকে যে মুক্তি আছে;
(তাই) জেলে যখন জাল ফেলে মা সে লুকায় জেলের পায়ের কাছে ।
জাল এড়িয়ে তাই সে বাঁচে ।
তাই মা আমি নিলাম শরণ
তোর ও দুটি রাঙা চরণ,
এড়িয়ে গেলাম মায়ার বাঁধন মা তোর অভয়-চরণ পেয়ে ॥

Across the world you've cast your net, Ma, *Shyama-*

Across the world you've cast your net, Ma, *Shyama-* are you a
fisher's daughter?
Your maya-net, O *Mahamaya*, covers all creation completely.
Caught in your maya-trap, Ma,
Millions of men and women weep;
The more they try to run away, the tighter binds your maya-net.
The clever fish knows, Ma, there is escape from nets;
So when the fisher casts his net, it hides right by his feet.
Avoiding nets, it stays alive.
So Ma, I've taken refuge
At your two crimson feet,
Escaped *maya's* bonds, Ma, having gained your fearless feet.

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. *Shyama*: *Shyama*, meaning "dark" or "dusky," is an epithet of Goddess Kali symbolizing divine power, mystery, and the all-encompassing nature of the deity.
2. *Mahamaya*: *Mahamaya* stands for the supreme cosmic power, as well as feminine aspect of divinity.
3. *Maya*: In Indian philosophy, *Maya* refers to the cosmic illusion or power that veils the true nature of reality.

জগতে আজিকে যারা

জগতে আজিকে যারা
আগে চলে ভয়-হারা
ডেকে যায় আজি তারা,
চল্ রে সুমুখে চল ।
পিছু পানে চেয়ে' মিছে
প'ড়ে আছি সব নীচে,
চাস্নে রে তোরা পিছে
অগ্র-পথিক দল ॥
চলার বেগে উঠবে জেগে বনে নূতন পথ
বর্তমানের পানে মোদের চল্বে অরুণ-রথ,
অতীত আজি পতিত রে ভাই, রচ্ব ভবিষ্যৎ ।
স্বর্গ মোরা আন্ব, না হয় যাব রসাতল ॥
রইব না পিছে প'ড়ে
অতীতের কঙ্কাল ধ'রে,
বইবে নব জীবন-স্রোত যৌবন-চঞ্চল ।
বিশ্ব-সভাঙ্গনে সকল জাতির সনে
বসিব সম-আসনে গৌরব-উজ্জ্বল ॥

They Who Lead the World Today

They who stride the world today,
Fearless, lighting up the way-
They call us forth, they boldly say:
 "Come now, march ahead!"
Why gaze behind in vain regret?
Why lie in dust, in sorrow set?
Let's not look back-
Join the band that marches on.
With the speed of our steps
New paths shall awaken in the woods;
Toward the present, we shall run
On the chariot of the rising sun.
The past has fallen, comrades-
Let's build the future ahead.
We shall bring heaven to soil,
Or else descend to hell.
No more shall we lag behind,
Clinging to the bones of the past;
The stream of new life will flow,
In youthful exuberance's glow.
Among the nations of the Earth,
We'll claim our place of equal worth.

Translated by Nadira Bhabna

জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী

জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী
জয় বিশ্বলোক-বিহারিণী ॥

সৃজন-আদিম তমঃ অপসারি'
সহস্রদল কিরণ বিথারি'
আসিলে মা তুমি গগন বিদারি' মানস-মরাল-বাহিনী ॥

ভারতে ভারতী মূক তুমি আজি
বীণাতে উঠিছে ব্রন্দন বাজি'
ছিনড়ব চরণ-শতদলরাজি কহিছে বিষাদ-কাহিনী ॥

উর মা আবার কমলাসীনা, (মাগো)
করে ধর পুন সে রুদ্রবীণা
নব সুর তানে বাণী দীনাহীনা জাগাও অমৃত-ভাষিণী ।
মা জাগাও অমৃত-ভাষিণী ॥

Victory to Vani, the Bestower of Knowledge

Victory to Vani, the Bestower of Knowledge!
Victory to you, the Wanderer of the worlds.
Dispelling the primal darkness,
Spreading the thousand-petalled lotus rays,
You came, O Mother, cleaving the heavens,
Mounting on the swan of the manas.

In Bharata, O Bharati, today you are silent;
From your veena rises only lament.
Its severed strings, like broken lotus petals,
Tell a sorrowful tale.
Rise again, O Mother, seated on the lotus;
Take once more that mighty Rudra-veena in your hands.
String it anew with melodies, awaken the destitute and
voiceless.
O Mother, awaken with your nectar-giving speech-
Yes, Mother, awaken with your nectar-giving speech!

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. **Vani** – A name for Goddess Saraswati, derived from Sanskrit *vāṇī* meaning “speech” or “voice.” In Hindu tradition, she is the goddess of learning, music, and eloquence.
2. **Swan of the manas** – The swan (*hamsa*) is Saraswati's sacred vehicle, associated with wisdom and the ability to separate truth from falsehood. *Manas* is Sanskrit for “mind,” here suggesting the goddess's mastery over intellect and thought.
3. **Bharata / Bharati** – *Bharata* is the ancient Sanskrit name for India; *Bharati* is a poetic epithet for Saraswati, also meaning “goddess of speech.
4. **Rudra-veena** – An ancient Indian stringed instrument associated with deep, meditative music; the name connects it to *Rudra*, a fierce form of Shiva, symbolizing powerful, transformative sound.

জয় হোক জয় হোক

জয় হোক জয় হোক –
শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক,
সত্যের জয় হোক, জয় হোক ॥

সর্ব অকল্যাণ পীড়ন অশান্তি
সর্ব অপৌরুষ মিথ্যা ও ভ্রান্তি,
হোক ক্ষয়, ক্ষয় হোক জয় হোক জয় হোক ॥

দূর হোক অভাব ব্যাধি শোক
দুখ দৈন্য গ্লানি বিদ্বেষ অহেতুক,
মৃত্যুবিজয়ী হোক অমৃত লভুক –
ভয়-ভীত দুর্বল নির্ভয় হোক ।

রবে না এ শৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খলতার
বন্ধন কারাগার হবে হবে চুরমার,
পার হবে বাধার গিরি মরু পারাবার –
নির্যাতিত ধরা মধুর, সুন্দর প্রেমময় হোক,
জয় হোক জয় হোক ॥

All praise to Allah, all glory to Him

All praise to Allah, all glory to Him.
Let peace prevail and equalit win.
let truth reign supreme.
let all unhappiness and misery.
all oppression and tyranny,
all cowardice and falsehood
perish for good, for good!
All glory to Allah, all praise to Him

Let all pain and sorrow,
all disease and want,
disappear.
Let there be no fear
of jealousy and hatred.
Let the timid. the weak and the old
grow fearless and bold.
let them conquer death
and glow with the fire of an undying faith.
All praise to Allah, all glory to Him.
No more will recklessness and disorder prevail.
The prisonhouses with their fetters broken
will be of no avail.
Effortlessly will men sail
over the barriers of hills, deserts and seas.
Let dishonesty, ignorance, greed and selfishness perish!
All glory to Allah, all praise to Him;

Let youth prevail and senility disappear,
let the faith in "we shall succeed" prosper.

Those who cower and say "We shall fail"
are truly dead even if they breathe.
They are creatures of darkness.
they are like the children of stone,
haunted by fear they always keep barred their doors.
Only those who have life's spark burning in them

are worthy of the name of men.
let us only know such men as they,
let us befriend only them!

If the stirring of surging life
is not felt within one's own self
none from outside can awaken him
from his slumber.

The hero who dares conquer
the impossible
walks with his head high
among the stars in the sky,
and yet his footsteps make
the earth quake.

With his tireless efforts
he makes the impossible happen.
The wild fury of the storm is his companion,
and millions of stars and planets
show him his path as he wends his way.
Let man rise up, confident in his strength,
vast and unseen.
All praise to Allah, all glory to Him.

One who has the spark of youth in him
knows no defeat.
He always fights with his heart and soul,
and when he fails to win
he never flees the battle field,
but fights on till the end.
Let inaction and weakness of man
vanish today for good,
let the invincible youth reign supreme.
All glory to Allah, all praise to Him.

All men have equal rights
over the gifts God has bestowed
on this earth.
The sun and the moon shed their light

equally on all.
When rain falls it, too, falls for all.
That is the divine decree.
If someone acts contrary to this
and hoards everything in his coffer,
many are inevitably deprived and robbed.
Rise up, all the downtrodden and oppressed
of this earth,
Unite and wrest your right
from the tyrannous lords.
else you will violate God's own decree
and burn in eternal hellfire.
Let there prevril again on this earth
equality and comradeship.
All glory to Allah, all praise to Him.

There will be no inequality or poverty any more.
City folks and villagers will get food equally.
There will be no kings, emperors, landlords
and moneylenders.

You will not find festivities in one household
and hungry moans in another.
You will not find someone
living in a big palace
and another in a dilapidated cottage.
All such inequalities will perish for good,
and the world will turn into a beautiful abode
of loving brotherhood.
Let there be complete equality and peace,
let truth reign supreme!
All praise to Allah, all glory to him.

Translated by Kabir Chowdhury

জাগো নারী জাগো বহি-শিখা

জাগো নারী জাগো বহি-শিখা ।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা ॥

দিকে দিকে মেলি' তব লেলিহান রসনা,
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্বসনা,
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী,
বিশ্ব-দাহন তেজে জাগো দাহিকা ॥

ধূ ধূ জ্ব'লে ওঠ ধূমায়িত অগিড়ব,
জাগো মাতা, কন্যা, বধূ, জায়া, ভগড়বী!
পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্থলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদ-দলিতা,
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা
চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা ॥

Wake up women rise like blazing flame

Wake up women, rise like blazing flame
Wake up with bright red sign on your forehead

Engulf the surroundings with your brilliant charm
Overwhelm the earth with your maddening dance
O, the victims of rape, strike like serpents
Show your power which can burn the earth

Blaze up from smoking flame
Wake up mothers, sisters, daughters, wives!

O, the stampeded ones
Descend from haven like the powerful river "Jahnobi"
Bring lightning in dark cloud
Rise as ever vibrant, ever victorious

Translated by Sajed Kamal

জানি জানি প্রিয়, এ জীবনে মিটিবে না সাধ

জানি জানি প্রিয়, এ জীবনে মিটিবে না সাধ
আমি জলের কুমুদিনী বারিব জলে
তুমি দূর গগনে থাকি' কাদিবে চাঁদ ॥

আমাদের মাঝে বঁধু বিরহ বাতাস
চিরদিন ফেলে যাবে দীর্ঘ শ্বাস
পায় না বুক কভু পায় না বুক তবু মুখে মুখে
চাঁদ কুমুদীর নামে রটে অপবাদ ॥

তুমি কত দূরে বঁধু, তবু বুক এত মধু কেন উথলায়?
হাতের কাছে রহে রাতের চাঁদ গো
ধরা নাহি যায় তবু ছোঁওয়া নাহি যায় ।

মরণ-তৃষা ল'য়ে কাঁদে শূন্য হিয়া
সকলে বলে আমি তোমারি প্রিয়া
সেই কলঙ্ক-গৌরব সৌরভ দিল গো
মধুর হ'ল মোর বিরহ-বিষাদ ॥

I know that very well, dear

I know it very well dear
My dream will not come true in this lifetime
Me, the Water Lily, will wither away in the water
While you'll keep shedding tears in the sky

A breeze of profound separation
will keep sighing between us forever
We can never be in embrace
But rumours run apace about the Moon and the Lily

So very far you are darling!
Yet in the heart, there is so much of yearning
O nocturnal moon, even at this hand-stretch distance, you're
impossible to hold or touch
My heart weeps on with the droughty thirst of
a desert

Yet, everybody calls me your sweetheart, and
That very scandal has bestowed on me a fragrance of pride!
And this melancholic severance has turned into an ecstasy

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান, ঘন-বজ্রে বিঘাণ বাজে

ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান, ঘন-বজ্রে বিঘাণ বাজে ।
জাগো জাগো তন্দ্রা-অলস রে, সাজো সাজো রণ-সাজে ॥

দিকে দিকে ওঠে গান, অভিযান অভিযান !
আগুয়ান আগুয়ান হও ওরে আগুয়ান
ফুটায় মরুতে ফুল-ফসল ।
জড়ের মতন বেঁচে কি ফল? কে র'বি প'ড়ে লাজে ॥

বহে স্রোত জীবন-নদীর, চল চঞ্চল অধীর,
তাহে ভাসিবি কে আয়, দূর সাগর ডেকে যায় ।
হ'বি মৃত্যু-পাথর পার, সেথা অনন্ত প্রাণ বিরাজে ॥

পাঁওদল্ রণে চল্, চল্ রণে চল্
পাঁওদল আগে চল্, চল্ রণে চল্
মরুতে ফোটাতে পারে ওই পদতল প্রাণ-শতদল ।

বিঘড়ব-বিপদে করি' সহায়
না-জানা পথের যাত্রী আয়,
স্থান দিতে হবে আজি সবায়, বিশ্ব-সভা-মাঝে ॥

Storm-flags fly in the howling gale

Storm-flags fly in the howling gale,
Thunder roars like a battle wail.
Awake, arise, O slumbering soul,
Prepare, get dressed – the drums do roll!
From every side the songs arise:
Advance! Advance! The call now flies!
Step forth, be bold – move hand in hand,
Making flowers and crops bloom on desert sand.
What is the use to live like lifeless stone?
Who'll stay behind in shame alone?
The river of life flows swift and wide,
It calls you to a distant shore - Come ride its waves, come with the tide!
Where death is gone, and eternal life reigns-
Where endless spirit breaks the chain.
March on, foot soldier, march to the fight!
Step forth boldly, rise for the right!
Your humble feet can make bloom and rise
A hundred lotuses in desert skies.
Stand as strength when troubles fall,
Come, unknown traveller, answer the call!
Make room today for every voice –
In the world's grand hall, let's all rejoice!

Translated by Subarna Shirin

তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী কৃষ্ণ মুরারি আগত ঐ

তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী কৃষ্ণ মুরারি আগত ঐ
টুটিল আগল নিখিল পাগল সর্বসহা আজি সর্বজয়ী ॥

বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়ে
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে, (ওরে) 'আয়',
বসুধা যশোদার স্নেহধার উথলায়
(ওগো) কাল-রাখাল নাচে থৈ-তা-থৈ ॥

বিশ্ব ভরি' ওঠে স্তব নমো নমঃ
অরির পুরী-মারো এলো অরিন্দম ।
ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরী জন
বন্ধ কারায় এলো বন্ধ-বিমোচন,
ধরি' অজানা পথ আসিল অনাগত
জাগিয়া ব্যথাহত ডাকে, মাইভঃ ॥

Darkness-dispeller, Unseen-Dweller

Darkness-dispeller, Unseen-Dweller Krishna Murari comes!
Behold
Chains shattered! The mad world's tamer stands, all-victorious
today!
Upstream flows tearful Yamuna's tide,
Hearts' Vrindavan shouts "Come!" in joy (O friend!)
Earth and Yashoda's love surges wild
(O see!) Dark Shepherd dances "thai-ta-thai!"
"Praise! Homage!", the cosmos resounds
In foes' own fort strides the undefeated.
Guards watch gates in vain
To locked cells comes the unlocked
Through unknown paths arrives the Uninvited,
While pain-struck souls cry "Fear not!"

Translated by Debashis Das

তুই কালি মেখে জ্যোতি ঢেকে পারবি না মা ফাঁকি দিতে

তুই কালি মেখে জ্যোতি ঢেকে পারবি না মা ফাঁকি দিতে ।
ঐ অসীম আঁধার হয় যে উজল মা, মো তার ঈষৎ চাহনিতে ॥

মায়ের কালি মাখা কোলে
শিশু কি মা, যেতে ভোলে?
আমি দেখেছি যে, বিপুল সেড়বহের সাগর দোলে তোর আঁখিতে ॥

কেন আমায় দেখাস মা ভয় খড়্গ নিয়ে, মুণ্ডু নিয়ে?
আমি কি তোর সেই সন্তান ভুলাবি মা ভয় দেখিয়ে ।
তোর সংসার কাজে শ্যামা,
বাধা আমি হব না মা,
মায়ার বাঁধন খুলে দে মা ব্রহ্মময়ী রূপ দেখিতে ॥

Smearing with soot, veiling Your light, You can't

Smearing with soot, veiling Your light,
You can't deceive me, O *Ma*!
That boundless dark turns bright, *Ma*, in just Your glancing ray.
In Mother's soot-stained lap, would any child turn back?
I've seen how love's vast ocean sways,
within Your eyes' embrace.
Why show me fearsome guise, sword and skulls, O *Ma*?
Am I that child You'll scare, with terror's hollow play?
In Your worldly work, *Shyama*, I'll hinder not Your way
But loose love's ties, reveal to me, Your *Brahman*-face today!

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Ma:** Ma generally stands for mother in Bangla. Here the word typically relates to the Hindu goddess Shyama.
2. **Shyama:** Shyama is one of the names of the Hindu goddess Kali.
3. **Brahman:** Brahman in Hinduism stands for the supreme personality of Godhead.

তুমি অনেক দিলে খোদা, দিলে অশেষ নিয়ামত

তুমি অনেক দিলে খোদা, দিলে অশেষ নিয়ামত -
আমি লোভী, তাইতো আমার মেটে না হসরত ॥

কেবলি পাপ করি আমি - মাফ করিতে তাই, হে স্বামী,
দয়া করে শ্রেষ্ঠ নবীর করিল উন্মত ।
তুমি নানান ছলে করছ পূরণ ক্ষতির খেসারত ॥

মায়ের বুকে স্তন্য দিলে, পিতার দিলে সেড়বহ ;
মাঠে শস্য ফসল দিলে আরাম লাগি গেহ ।
ঈদের চাঁদের রঙ মশালে রঙিন বেহেশত্ পথ দেখালে
আখেরেরই সহায় দিলে আখেরি হজরত ।
তুমি আজান দিলে না ভুলিতে মসজিদেরই পথ ॥

You have given a lot, Allah

You have given a lot, Allah, ceaseless is your bounty
I am greedy, that's why I am never content with what I get.
I go on committing sin – to pardon my sin, oh lord,
You made me the follower of the best of all prophets.
Varied are the ways you compensate for our losses.
The breast-milk of mother, father's affection are all your
gifts;
So are the harvest at the field and the comforts of home.
The crescent Eid moon shows the effulgent way to paradise
To facilitate the passage to eternity you gave us the last of the
prophets.
You gave us the gift of azan so that we might not lose the
way to the mosque.
You gave us the Koran to show us the right way and to
prompt us to asy the prayers.

Translated by Abu Rushd

তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি

তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি
আমার এ রূপ সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি ॥

আপন জেনে হাত বাড়ালো
আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো,
বিদায় বেলায় সন্ধ্যা-তারা পূর্বের অরুণ রবি, -
তুমি ভালোবাস ব'লে ভালোবাসে সবি ॥

আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,
আমার আশা বাইরে এলো তোমার হঠাৎ আসায় ।
তুমিই আমার মাঝে আসি'
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি
আমার পূজার যা আয়োজন তোমার প্রাণের হবি ।
আমার বাণী, জয়মাল্য, রানি! তোমার সবি ॥

You love me, so

Your love on me does incline
And that's why I'm a poet
This semblance of mine
is but the manifestation of your love devine

With a kinship strange
the sky, the breeze and the moonlight, for a change
Reached their hands out for me with the mornin'
hue
All of them love me because you do

The inner Me of mine
Lay hidden in the love of yours
Now all my hope has been revealed
At the sudden arrival of yours

Manifesting yourself in me
You play a flute with my scimitar
All my lyrics, all my poesy
Is bequest to you, my Queen

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন-পাতে

তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন-পাতে ।
তুমি কান্না পাওয়াও কাননকে গো ফুল-ঝরা প্রভাতে ॥

তুমি ভৈরবী সুর উদাস বিধুর
অতীত দিনের স্মৃতি সুদূর,
তুমি ফোটার আগে ঝরা মুকুল বৈশাখী হাওয়াতে ॥

তুমি কাশের ফুলের করুণ হাসি মরা নদীর চরে
তুমি শ্বেত-বসনা অশ্রুমতী উৎসব-বাসরে ।
তুমি মরুর বুকে পথ-হারা
গোপন ব্যথার ফল্লুধারা,
তুমি নীরব বীণা বাণীহীনা সঙ্গীত-সভাতে ॥

You – are the morning dew on the eyelids of night.

You – are the morning dew on the eyelids of night.
You – make the garden weep in flower-shedding dawn light.
You – are the Bhairavi tune, wistful and bare,
A distant memory of days no longer there.

You – are the bud that falls before it may bloom,
Touched by the stormy breath of a Baishakhi monsoon.
You – are the kash flower's sorrowful grace,
On a dead river's desolate face.

You – are the white-robed, tearful soul,
At the heart of a festival, quietly whole.
You – are a wanderer, lost upon the desert's breast,
A hidden stream of sorrow, never at rest.

You – are the silent veena, your voice long gone,
In a hall of music, with no song sung on.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. **Bhairavi tune:** *Bhairavi* is a classical raga in Indian music, often associated with pathos, devotion, and early morning melancholy.
2. **Baishakhi monsoon:** *Baishakh* is the first month of the Bengali calendar (April-May), often marked by turbulent summer storms.
3. **Kash flower:** *Kash* (*Saccharum spontaneum*) is a tall, white wildflower that blooms in the autumn, seen growing near dry, lifeless riverbeds.
4. **Veena:** A traditional Indian string instrument, symbolizing music, grace, and divine voice – especially in association with Goddess Saraswati.

তুমি যতই দহ না দুখের অনলে আছে এর শেষ আছে

তুমি যতই দহ না দুখের অনলে আছে এর শেষ আছে ।
আগুনে পুড়িব নির্মল হব যাব চরণের কাছে ॥

দহনের শেষে বরষা আসিবে
করণা ধারায় হৃদয় ভাসিবে,
এ-দিন রবে না, কুসুম ফুটিবে আবার গুঞ্জন গাছে ॥

তব ললাটের আগুন যখন পেয়েছি হে সুন্দর !
পাইব করুণা-জাহ্নবী-ধারা শীতল চাঁদের কর ।
(ওগো) মঙ্গলময়, আঘাতের ছলে
অরণ্য করায় দাও পলে পলে
এতদিন পরে আবার আমারে তব মনে পড়িয়াছে ॥

No matter how much you burn me

No matter how much you burn me
In the flame of grief
I know, there is end to it

I will purify myself by burning in fire
And reach near your feet
And then rain will come
And overwhelm my heart with your kindness
Bad days will be over
Flowers will reappear in dead trees

O, the merciful one
Since I found the treasure hidden within the fire in your
forehead
I sure will get your love and kindness
Coming to me like the gushing river “Jahnnabi”
And so will your blessings like soft moonlight

O, my gracious Lord
Just by pretending to hurt me
You remind me at every step of the way
That you remembered me after a long time

Translated by Gulshan Ara Kazi

তুমি লহ প্রভু আমার সংসারেরি ভার লহ সংসারেরি ভার

তুমি লহ প্রভু আমার সংসারেরি ভার লহ সংসারেরি ভার
আজকে অতি ক্লান্ত আমি বইতে নারি আর
এ ভার বইতে নারি আর ॥

সংসারেরি তরে খেটে
জনম আমার গেল কেটে
(ওরে) তবু অভাব ঘুচল না (আমার) হায় খাটাই হল সার ॥

বিফল যখন হলাম পেতে সবার কাছে হাত
তখন তোমায় পড়ল মনে হে অনাথের নাথ ।
অভাবকে আর করি না ভয়
তোমার ভাবে মগড়ব হৃদয়
তোমায় ফিরিয়ে দিলাম হে মায়াময় তোমারি সংসার ॥

Take Thou, O Lord, My Burden of Life

Take Thou, O Lord, my burden of life,
Take this burden from me.
Today, weary, I can bear no more,
This weight is too heavy for me.
Toiling for worldly gain,
My whole life slipped in vain,
Yet want clings close, alas!
All my labor seems but loss.
When I failed and stretched my hand,
Pleading help on every strand,
Then I thought of Thee, my Guide,
Shelter for the helpless tide.
Fear no more shall grip my heart,
In Thy love, I breathe apart.
Back to Thee, I yield my all,
This fleeting world—Thy mercy's hall.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়

তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ?
চাঁদে হেরিয়া কাঁদে চকোরিনী বলে না তো কিছু চাঁদ ॥

চেয়ে' চেয়ে' দেখি ফোটে যবে ফুল
ফুল বলে না তো সে আমার ভুল
মেঘ হেরি' বুঝে' চাতকিনী, মেঘ করে না তো প্রতিবাদ ॥

জানে সূর্যেরে পাবে না তবু অবুঝ সূর্যমুখী
চেয়ে' চেয়ে' দেখে তার দেবতারে দেখিয়াই সে যে সুখী।
হেরিতে তোমার রূপ-মনোহর
পেয়েছি এ আঁখি, ওগো সুন্দর।
মিটিতে দাও হে প্রিয়তম মোর নয়নের সেই সাধ ॥

You are so handsome

You are so handsome that I can't take my eye off you, is that
my crime?

The bird that cries beholding the moon doesn't bother the
moon.

I watch the flower's gradual unfolding, but the flower
doesn't mind

Nor does the cloud when the admiring bird circles round it.

The sun-flower knows it will never get the sun, and yet
undismay'd

It watches its sovereign, it is content just watching

I've got the gift of vision so that I may see you, you
beautiful being

Let this wish of mine be realized, my dearest one.

Translated by Abu Rushd

তোমায় কূলে তুলে বন্ধু আমি নামলাম জলে

তোমায় কূলে তুলে বন্ধু আমি নামলাম জলে ।
আমি কাঁটা হয়ে রই নাই বন্ধু তোমার পথের তলে ॥

আমি তোমায় ফুল দিয়েছি কন্যা তোমার বন্ধুর লাগি’
যদি আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল তাই হলাম বিবাগী ।
আমি বুকের তলায় রাখি তোমায় গো, ওরে শুকায়নি ক’ গলে ॥

(ওই) যে-দেশ তোমার ঘর রে বন্ধু সে দেশ হতে এসে,
আমার দুখের তরী দিছি ছেড়ে, (বন্ধু) চলতেছে সে ভেসে ।
এখন যে-পথে নাই তুমি বন্ধু গো, তরী সেই পথে মোর চলে ॥

I brought you safe to shore, my friend

I brought you safe to shore, my friend – then stepped into the
tide,
I am not a thorn in your path to brush you aside.
I gave you flowers, gentle girl– I did so as a friend you chose,
And if my breath has made them fade – I walk the path of woes.
I keep you in my heart, my friend – I never let you dry,
I held you close with tender care, not once did I deny.
From the land you call your home, O friend, I too have come this
way,
I’ve set my vessel of sorrow free – and watched it drift away.
Now it floats where you are not, along that silent shore,
Upon the path you left behind – it sails forevermore.

Translated by Subarna Shirin

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে
যেন উষার কোলে রাঙা-রবি দোলে ॥

কূল মখলুকে আজি ধ্বনি ওঠে, কে এলো ঐ
কলেমা শাহাদতের বাণী ঠোঁটে, কে এলো ঐ
খোদার জ্যোতি পেশানিতে ফোটে, কে এলো ঐ
আকাশ-গ্রহ-তারা পড়ে লুটে, কে এলো ঐ
পড়ে দরুদ ফেরেশ্তা, বেহেশতে সব দুয়ার খোলে ॥

মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে-জন
‘এক আল্লাহ্ ছাড়া প্রভু নাই’ কহিল যে-জন,
মানুষের লাগি চির-দীন বেশ ধরিল যে-জন
বাদশা ফকিরে এক শামিল করিল যে-জন
এলো ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী
ব্যথিত-মানবের ধ্যানের ছবি
আজি মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি-কলোরোলে ॥

Bright as the crimson sun

Bright as the crimson sun in the lap of dawn
rocks a radiant full moon in mother Amina's bosom.
Come, one and all, look at that glorious sight and rejoice.
All through the entire creation
reverberates a single question;
Who has arrived!
With Kalma Shahadat on his lips
Who has arrived?
Blessd with God's radiance
who has arrived?
All the stars and plants bow down and ask;
Who has arrived?
The angels gaily sing;
Peace and God's blessing be upon him.
for him they fling wide open all the doors of Paradise.

The prophet who gave unto man
the rights of man.
Who proclaimed, "There is no lord but Allah".
Who wore for humanity's sake
the mantle of poverty.
Who wiped out all distinctions between
the pauper and the prince
has arrived at last on this earth.
At last has appeared on the scene
the vision dreamt of by long suffering humanity.
And the whole world sings today
of man's freedom and equality.

Translated by Kabir Chowdhury

ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়

ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায় ।
আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখ্‌বি যদি আয় ॥

ধূলির ধরা বেহেশতে আজ, জয় করিল দিল রে লাজ ।
আজকে খুশির ঢল নেমেছে ধূসর সাহায়ায় ॥

দেখ্‌ আমিনা মায়ের কোলে, দোলে শিশু ইসলাম দোলে ।
কচি মুখে শাহাদাতের বাণী সে শোনায়ে ॥

আজকে যত পাপী ও তাপী, সব গুনাহের পেল মাফী ।
দুনিয়া হতে বে-ইনসাফী জুলুম নিল বিদায় ॥

নিখিল দরুদ পড়ে লয়ে নাম, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ।
জীন পরী ফেরেশ্তা সালাম জানায় নবীর পায় ॥

The Three Worlds' Beloved, Muhammad comes to earth.

The Three Worlds' Beloved, Muhammad comes to earth.
Come, O sea, sky, and wind, come witness if you may.
Dusty earth turns Paradise today, hearts bloom victorious,
shyness melts away.
A flood of joy descends, on Sahara grey,
Behold! In Amina's arms there sways, the child Islam in tender
grace.
Through his tender lips, the Shahadah, he declare.
All sinners, sufferers find mercy now, each sin forgiven, every
bowed head bowed.
From earth, injustice takes its leave,
All creation chants with one acclaim: "Sallallahu Alaihi Wa
Sallam!"
Jinns, fairies, and angels bow in reverence at the Prophet's feet.

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Amina:** Amina meaning "trustworthy" is revered in Islamic tradition as the name of Amina bint Wahb, the mother of the Prophet Muhammad (peace be upon him).
2. **Jinns:** In Islamic belief, Jinns created from smokeless fire, are sentient beings endowed with free will, existing in a parallel world to humans.

দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি ভিখারিনী

দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি ভিখারিনী ।
গাহিয়া সজল চোখে বেলা-শেষের রাগিণী ॥

মিনতি-ভরা আঁখি ওগো কে তুমি ঝড়ের পাখি
(ওগো) কি দিয়ে জুড়াই ব্যথা কেমনে কোথায় রাখি
কোন প্রিয় নামে ডাকি' মান ভাঙাব মানিনী ॥

বুকে তোমায় রাখতে প্রিয় চোখে আমার বারি ঝরে,
(ওগো) চোখে যদি রাখিতে চাই বুকে ওঠে ব্যথা ভঁরে ।
যত দেখি তত হয়, ওগো পিপাসা বাড়িয়া যায়
কে তুমি যাদুকরী স্বপন-মরু-চারিণী ॥

Who stands at my door, O almswoman?

Who stands at my door, O almswoman?
Singing with tearful eyes, with twilight's raga.
Pleading eyes, O storm-tossed bird,
How would I soothe your pain? Where keep you safe?
By what tender name may I melt your pride?
To hold you close to my heart, makes my eyes weep,
If I keep you in my eyes, heart aches deep.
The more I look, yearning grows more
O sorceress! Dream-walker of the desert!

Translated by Debashis Das

দাও শৌর্য, দাও ধৈর্য, হে উদার নাথ

দাও শৌর্য, দাও ধৈর্য, হে উদার নাথ,
দাও প্রাণ ।
দাও অমৃত মৃত জনে,
দাও ভীত-চিত জনে, শক্তি অপরিমাণ ।
হে সর্বশক্তিমান ॥

দাও স্বাস্থ্য, দাও আয়ু,
স্বচ্ছ আলো, মুক্ত বায়ু,
দাও চিত্ত অ-নিরুদ্ধ, দাও শুদ্ধ জ্ঞান ।
হে সর্বশক্তিমান ॥

দাও দেহে দিব্য কান্তি,
দাও গেহে নিত্য শান্তি,
দাও পুণ্য প্রেম ভক্তি, মঙ্গল কল্যাণ ।
ভীতি নিষেধের উর্ধে স্থির,
রহি যেন চির উনড়বত শির
যাহা চাই যেন জয় করে পাই, গ্রহণ না করি দান ।
হে সর্বশক্তিমান ॥

Dau Shorja dau Dharja O the lofty Lord

O the lofty Lord
Give us vigor, give us patience
Bless us feel lively

Give magic potion to the dead
Limitless courage to the frightened one

Keep us in good health and give us long life
Give us fresh air and bright sun
Give us good heart and clear knowledge

Make us spiritual
Bless us with a peaceful home
Guide us to keep deep faith in you

Let us be strong and firm at adversity
Let us keep our heads high all time
Let us earn our share with good deeds
And not take alms

O the lofty Lord

Translated by Gulshan Ara Kazi

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল

দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠেছে দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল ।
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে, তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল ॥

গাজী মুস্তাফা কামালের সাথে জেগেছে তুর্কি সুর্খ-তাজ,
রেজা পহ্লবী-সাথে জাগিয়াছে বিরান মুলুক ইরানও আজ
গোলামী বিসরি' জেগেছে মিসরী, জগলুল-সাথে প্রাণ-মাতাল ॥

ভুলি' গ্লানি লাজ জেগেছে হেজাজ নেজদ্ আরবে ইবনে সউদ্
আমানুল্লার পরশে জেগেছে কাবুলে নবীন আল্-মামুদ,
মরা মরক্কো বাঁচাইয়া আজি বন্দী করিম রীফ-কামাল ॥

জাগে ফয়সল্ ইরাক আজমে, জাগে নব হারুন-আল্-রশীদ,
জাগে বয়তুল মোকাদ্দস্ রে; জাগে শাম দেখ্ টুটিয়া নিদ
জাগে না কো শুধু হিন্দের দশ কোটি মুসলিম বে-খেয়াল ॥

মোরা আস্‌হাব কাহাফের মত হাজারো বছর শুধু ঘুমাই,
আমাদেরি কেহ ছিল বাদশাহ্ কোন কালে; তার করি বড়াই,
জাগি যদি মোরা, দুনিয়া আবার কাঁপিবে চরণে টাল্‌মাটাল ॥

The Red Torch of Islam

The red torch of Islam is blazing forth again
and spreading its light on all sides.
Now you too must shake off your stupor,
you must wake up from your sleep,
now you too must light up the lamp
of your life.
The sun of Turkey has risen again
with Mustafa Kemal at its head.
The desolate Iran is also humming with life
with Reza Pahlavi's advent.
Forsaking the memories of her bondage
Egypt too has woken up from her sleep
under Jaglu's leadership.

With Ibne Saud
Hejaj, Nazd and Arabia,
leaving behind their past woes
pulsate today with a new life.
At Amanullah's touch
Kabul too wakes up from her slumber.
And dead Morocco is brought to life again
by the great Reef-chief,
who, alas, mow pines
in bitter bondage.

Faisal wakes up in Iraq,
a new Harun-al-Rashid.
A new life vibrates in Baitul Mukaddas.
Sham, too, shakes off today her lethargy.
Only the hundred million Muslims of Hind
lie inert and asleep.
Like Ashab-Kahaf we go on sleeping

for a thousand years,
we vainly boast and speak of bygone days
when some amongst us were emperors!
Should we wake up even now
the world will tremble again
with every footstep of ours!

Translated by Kabir Chowdhury

দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়, কে আজি সমাধিতে মোর

দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়, কে আজি সমাধিতে মোর?
এতদিনে কি আমারে পড়িল মনে মনচোর ॥

জীবনে যারে চাহনি তাহারে ঘুমাইতে দাও ।
মরণ-পারে ভেঙো না, ভেঙো না তাহার ঘুম-ঘোর ॥

দিতে এসে ফুল কেঁদো না প্রিয় মোর সমাধি-পাশে
ঝরিল যে ফুল অনাদরে হায়, নয়ন-জলে বাঁচিবে না সে!
সমাধি-পাষণ নহে গো তোমার সমান কঠোর ॥

কত আশা, সাধ মিশে যায় মাটির সনে
মুকুলে ঝরে কত ফুল কীটেরি দহনে ।
কেন অসময়ে আসিলে, ফিরে যাও, মোছ আঁখি-লোর ॥

Who brings me flowers today, dear one –

Who brings me flowers today, dear one – to my lonely grave so deep ?

So now you remember me, stealer of my heart – after all my days of silent sleep?

The one you never cared to see – let him now rest, let him be.

Do not break, O do not wake, his slumber past death's sea.

Bring no tears with your flowers, dear, beside my grave so still,

The blossoms once dropped in silent scorn, no tears can now refill.

This stone above me, cold and grey, is softer than your heart –

It never turned away from me, nor let me fall apart.

So many hopes and dreams I kept, now have melted into clay,

So many buds have fallen prey to worms along the way.

Why have you come now, when it's too late? Go back, wipe away your tears,

Your sorrow can't reach where I sleep – go now, and face your fears.

Translated by Subarna Shirin

দিন গেল মোর মায়ায় ভুলে মাটির পৃথিবীতে

দিন গেল মোর মায়ায় ভুলে মাটির পৃথিবীতে ।
কে জানে কখন নিয়ে যাবে গোরে মাটি দিতে রে ॥

পাঁচ ভূতে আর চোরে মিলে
রোজগার মোর কেড়ে নিলে;
এখন কেউ নাই রে পারে যাবার দুটো কড়ি দিতে রে ॥

রাত্রি শুয়ে আবার যে ভাই উঠে সকাল বেলা,
বলতে কি কেউ পারি তবু খেলি মোহের খেলা ।
বাদশা আমির ফকির কত
এলো আবার হলো গত রে ;
দেখেও বারেক আল্লার নাম জাগে নাকো চিতে ।
এবার বসবি কবে ও ভোলা মন আল্লার তস্বিতে রে ॥

My days Passed in Illusion

My days passed, lost in fleeting dreams,
On this earth of dust and clay.
Gazing long at skies above,
I wept and sang in tunes of love,
This aching heart, so full of sorrow,
Carved Thy form in hope's tomorrow,
Yet spread a bed of mournful flowers
At Thy feet, where darkness cowers.

With garlands of hope, I wove and strung,
But ah! On thorns my hands were wrung.
I held Thee close, made Thee mine,
In a heart weighed down by pain divine.
Thou didst laugh, then turn and play,
Forgetting me-till in secret sway,
Ah! Thou left'st me drowned in tears,
Lost to time and vanished years.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

দিন গেল, কই দীনের বন্ধু, এলে না ত দিন শেষে

দিন গেল, কই দীনের বন্ধু, এলে না ত দিন শেষে ।
(মোর) নয়নে রবে কি, হে কৃষ্ণ, চির-কৃষ্ণা তিথির বেশে ॥

মোর নয়নের আলো নিভায়েছ প্রিয়তম
কৃষ্ণচন্দ্র হইয়াছে তাই আকাশের চাঁদ মম,
সে কৃষ্ণচাঁদ হৃদয়-গগনে উঠিবে কখন হেসে ॥

The day is gone – but where are you

O dearest friend so pure and true?
You came not when the day was done,
Will you dwell in my eyes, O Krishna!* –the one
Who comes in dark night's sacred hue,
Forever dressed in the midnight blue?**
You've extinguished the light of my eyes, O dearest one so true,
Now Krishna-Chandra rules the skies as my moon in midnight
blue.
But when, O Moon of Krishna's grace,
Will you rise in my heart's sky with a smile upon your face?

* Krishna: is a major deity in Hinduism. He is the god of protection, compassion, tenderness, and love and is widely revered among Hindu divinities. The name "Krishna" originates from the Sanskrit word *KRSNA*, which means "black", "dark" or "dark blue. The waning moon is called Krishna Paksha, relating to the adjective meaning "darkening".

**waning phase of the moon

Translated by Mohammad Zahir Uddin

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার হে

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার হে !
লজ্জিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার ॥

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ-
ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত ।
কে আছে জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যত,
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ॥

তিমির রাত্রি, মাতৃ-মন্ত্রী সাক্ষীরা সাবধান !
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিমান ।
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার ॥

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারি, আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ ।
‘হিন্দু না ওরা মুসলিম’ – ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন,
কাণ্ডারি, বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা’র ॥

গিরি-সঙ্কট, ভীৰু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ –
পশ্চাৎ পথ যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ ।
কাণ্ডারি, তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ মাঝা?
করে হানাহানি, তবু চল টানি’ – নিয়েছ যে মহাভার ॥

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান –
আসি’ অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান !
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে দ্রাণ,
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারি হুঁশিয়ার ॥

Beware My Captain

You have to cross in the darkness of the night
A desert vast and a hill of great height,
And an ocean, fathomless and dark.
Travellers. beware and look sharp.

The boat is trembling,
The water is swelling,
The sail is torn asunder.
And the boatman is losing his way.
Who will sit at the helm at this hour?
Who has the courage and the power?
The future calls you,
Come forward, all who are bold and true.

The night is dark, the storm is great.
You must look sharp, there is no time to hesitate.
You must make haste or it will be too late
To ferry the boat across the other side.
The night is dark, Be on your guard,
You, soldiers of the country.
Age-old grievances have declared a fight.
The deprived heart is demanding its right
You must take them along, the poor and the weak.
You must make them strong, on longer mild and meek

You must lead them to victory.
O Captain, my Captain,
The helpless nation is going under water.
It does not know how to swim.
I shall watch tonight

Your determination, grim yet bright.
To free the country from slavery.
'Are they Hindus or Muslims?'
Who ask this question, I say.
Tell him, my Captain,
The children of the motherland are drowning today.
Doubts assail the mind of the travellers still,
There is thunder in the sky and danger over the hill.
Captain, will you lose the way
And leave us the lurch?
You must not waver or sway,
You must carry on the march.

Those who sang the victory of life
With the noose of the gallows round their neck
Come and gather round quietly today.
What price do you pay for that, friends,
What sacrifice do you make?
It is a test, dear Captain,
Do you save the country or the caste at this hour?
The boat is trembling,
The water is swelling.
Beware, my Captain, beware.

Translated by Kabir Chowdhury

দুলে আলো-শতদল টলমল টলমল

দুলে আলো-শতদল টলমল টলমল ।
চল লো মেলি' পাখা রঙিন লঘু চপল ॥

যদি অনল-শিখায় এ পাখা পুড়িয়া যায়
ক্ষতি কি – ভালোবাসায় জ্বলিতে আসা কেবল
কাঁটার কাননে ফুল তুলিতে বিঁধে আঙুল,
মধুর এ পথভুল ফুলঝরা বনতল ॥

চলিতে ফুল দলি, চাহে যে তারে ছলি,
সেই সে পথে চলি যে পথে আলেয়া-ছলি ॥

Golden Lotus Sways

Golden lotus sways–sways–
glistening in sun’s blaze.
Spread your wings, dance! O vibrant sprite,
though flame-kissed feathers take to flight.
What loss? To burn for love alone–
a fleeting spark, a transient moan.
Let thorns bite deep when blossoms call,
sweet the straying through petal-fall.
Tread on flowers? Then follow sly
paths where fireflies learn to lie–
walk where mirage-lights appall,
where shadows dance... and crumble all.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি আগের মত গোলাপ ফুল

দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি আগের মত গোলাপ ফুল ।
কথায় সুরে ফুল ফুটাতাম, হয় না এখন আর সে-ভুল ॥

বাসি হাসির মালা নিয়ে
কি হবে নওরোজে গিয়ে,
চাঁদ না দেখে আঁধার রাতি বাঁধে কি গো এলোচুল ॥

আজো দখিন হাওয়ায় ফাগুন আনে
বুল্‌বুলি নাই গুলিস্তানে,
দোলে না আর চাঁদকে দেখে' বনে দোলন-চাঁপার দুল্ ॥

কী হারালো! নাই কি যেন
মন হয়েছে এমন কেন,
কোন্ নিদয়ের পরশ লেগে' হয় না হৃদয় আর ব্যাকুল ॥

At My Gaze No Longer Laughs The Rose

At my gaze no longer laughs the rose,
At the music of my words no longer blossoms
forth the flowers.

What is the use of going to the fair
With the garland of withered smile?
Does the dark night arrage her dishevelled hair
Without looking at the moon for a while?

The southern wind brings the springs yet
But in the garden the nightingale
sings no more.
No more does the wild flower in the forest
Dance at the sight of moon
Something is lost, something is missing,
My heart feels so empty and old.
Ah me, at whose cruel touch

Translated by Kabir Chowdhury

দোলে বন-তমালের ঝুলনাতে কিশোরী-কিশোর

দোলে বন-তমালের ঝুলনাতে কিশোরী-কিশোর
চাহে দুঁহু দৌহার মুখপানে চন্দ্র ও চকোর,
যেন চন্দ্র ও চকোর প্রেম-আবেশে বিভোর ॥

মেঘ-মৃদঙ বাজে সেই ঝুলনের ছন্দে
রিম্‌ রিম্‌ বারিধারা ঝরে আনন্দে
হেরিতে যুগল শ্রীমুখ চন্দে
গগনে ঘেরিয়া এলো ঘন-ঘটা ঘোর ॥

নব নীরদ দরশনে চাতকিনী প্রায়
ব্রজ-গোপিনী শ্যামরূপে তৃষ্ণা মিটায়
গাহে বন্দনা-গান দেব-দেবী অলকায়
ঝরে বৃষ্টিতে সৃষ্টির প্রেমাশ্রু-লোর ॥

Swaying in the swing of tamal trees

Swaying in the swing of tamal trees, the youthful pair,
Gaze into each other's eyes – like moon and moonbird stare,
As if lost in love's deep trance, a celestial affair.

Clouds drum gently in rhythm with the swing's sweet tune,
Soft rains fall in joy – like music from monsoon,
To behold the pair's divine faces, bright as moon,
Dark storm-clouds gather thick in the sky's cocoon.

At the sight of fresh rain-clouds, like a thirsty bird,
The *Gopis of Braj* their longing in *Shyam's* form conferred.
In divine realms, gods and goddesses sing in sacred choir,
As love's tear of creation falls with the rain's desire.

Translated by Nadira Bhabna

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্য-মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি ॥

পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যাঁরা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাডি শীতল শান্তি-ধারা
উচ্চ-নীচের ভেদ ভাঙি দিল সবারে বক্ষ পাতি' ॥

কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনি'ক ইসলাম
সত্যে যে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম
আমির ফকিরে ভেদ নাই – সবে ভাই, সব এক সাথি ॥

নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি, নর সম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার ।
আঁধার রাতির বোরখা উতারি এনেছি আশার-ভাতি ॥

Those who became martyrs for religion

Those who became martyrs for religion we are that nation
We have brought equality and fraternity and made all the
world our own.

We are that nation.

We have brought for this sin-ridden thirsty world
Cool blessed water out the hot arid desert
Our hearts recognize no difference between the high and the low

We are that nation

Islam was not born only for Muslims

Those who seek truth and have faith in Allah are the true
Muslims.

There is no disparity between the rich and the poor in Islam,
all are equal and friends,

We are that nation

We have emancipated the women gave them equal rights
with men

We have broken in fragments all man-made walls,
And wheeled the light of hope out of the dark night's veil.

We are that nation.

Translated by Abu Rushd

নমঃ নমঃ নমো বাংলাদেশ মম

নমঃ নমঃ নমো বাংলাদেশ মম
চির-মনোরম চির মধুর
বুকে নিরবধি বহে শত নদী
চরণে জলধির বাজে নূপুর ॥

গ্রীষ্মে নাচে বামা কালবোশেখি ঝড়ে
সহসা বরষাতে কাঁদিয়া ভেঙ্গে পড়ে
শরতে হেসে চলে শেফালিকা-তলে
গাহিয়া আগমনী গীতি বিধুর ॥

হরিত অধঃল হেমন্তে দুলায়ে
ফেরে সে মাঠে মাঠে শিশির ভেজা পায়ে
শীতের অলস বেলা পাতা ঝরারি খেলা
ফাঙনে পরে সাজ ফুল-বধুর ॥

এই দেশের মাটি জল ও ফুলে ফলে
যে রস যে সুধা নাহি ভূমণ্ডলে
এই মায়েরি বুকে হেসে খেলে সুখে
ঘুমাবো এই বুকে স্বপড়বাতুর ॥

Salute, salute, O my Bangladesh!

Salute, salute, O my Bangladesh!
Forever fair, forever sweet,
A hundred rivers run through her breast;
At her feet, the ocean rings,
Anklets chime as water sings.
In summer storms, she dances wide,
With *Kalboishakhi's* sudden pride.
In monsoon tears, she breaks apart,
Crying out her tender heart.
She smiles in autumn's saffron light,
'Neath *shefali* blooms, so pure, so white—
Sings the song of distant lore,
Of *Durga's* homeward steps once more.
In the green land, in late autumn's sway,
In misty winter's lazy days,
She plays with falling leaves.
In spring, she wears her bridal dress,
A bride of bloom and loveliness.
In this soil, in flower and tree,
Flows a nectar, nowhere to see.
In this mother's bosom,
Smiling, playing in peace,
We shall sleep in a deep dream.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. **Kalboishakhi** – Violent nor'wester storms of late spring/early summer in Bengal, often sudden and dramatic.
2. **Shefali**– Small, fragrant white flowers (Night-flowering jasmine) that blossom in autumn in Bengal
3. **Durga's homeward steps** – Refers to the goddess Durga's symbolic return to her in-laws' home after Durga Puja, a major Bengali festival in autumn.

নয়ন ভরা জল গো তোমার আঁচল ভরা ফুল

নয়ন ভরা জল গো তোমার আঁচল ভরা ফুল
ফুল নেব না, অশ্রু নেব ভেবে হই আকুল ॥

ফুল যদি নিই তোমার হাতে
জল রবে না নয়ন পাতে
অশ্রু নিলে ফুটবে না আর প্রেমের মুকুল ॥

মালা যখন গাঁথ তখন পাওয়ার সাধ যে জাগে
মোর বিরহে কাঁদ যখন আরো ভাল লাগে ।
পেয়ে তোমায় যদি হারাই
দূরে দূরে থাকি গো তাই
ফুল ফুটায় যাই গো চলে চঞ্চল বুলবুল ॥

Your eyes are full of tears

Your eyes are full of tears
And the scarf of your Sari is filled with flowers

I am baffled, what should I take?
Flowers from your scarf
Or tear drops from your eyes?

If I take the flowers
Tears will not appear anymore
If I take the tear drops
Buds of romance will not bloom any more

When you make the garland
I desire to have it
When you cry for me in my absence
I feel even more enchanted

Being afraid of loving you
And then losing you
I stay away from you
Restive 'Bulbul' makes the flowers bloom
Then flies away

Translated by Gulsan Ara Kazi

নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি-জল

নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি-জল
মলিন হয়েছে ঘুমে চোখের কাজল ॥

হেরিয়া নিশি-প্রভাতে
শিশির কমল-পাতে
ভাব বুঝি বেদনাতে ফুটেছে কমল ॥

এ শুধু শীতের মেঘে
কপট কুয়াশা লেগে’
ছলনা উঠেছে জেগে’ এ নহে বাদল ॥

কেন কবি খালি খালি
হ’লি রে চোখের বালি
কাঁদাতে গিয়া কাঁদালি নিজেরে কেবল ॥

No, no, beloved—these are not tears in my eyes

No, no, beloved—these are not tears in my eyes,
The kohl is dimmed only by sleep's guise.
Seeing at dawn—the night's dew
On lotus petals,
Perhaps pain has made the blossoms bloom unsettled.
This is just winter's cloud
Deceptive mist's deceitful shroud,
A trickster's guise, this is no storm's vow.
Why, O poet,
Have become an enemy.
To make others cry, drowned yourself in tears.

Translated by Debashis Das

নাচে নটরাজ, মহাকাল

নাচে নটরাজ, মহাকাল ।

অম্বর ছাপিয়া পড়ে লুটাইয়া আলো-ছায়ার বাঘ-ছাল ॥

কালো সিঁদ্বু জলে তাইথে তাইথে রব

গুনি সেই নৃত্যের নাচে মহাভৈরব

বিষাণ মন্ড্রে বাজে মাঠেঃ মাঠেঃ রব

প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে মৃত কঙ্কাল ॥

গঙ্গা তরঙ্গে অপরূপ রঙ্গে

ছন্দ জাগে সেই নৃত্য-বিভঙ্গে

জোছনা আশিস-ধারা ঝরে চরাচরে

ছাপিয়া ললাট শশী ভাল ॥

Nataraja, the Mahakala, dances on

*Nataraja, the Mahakala, dances on—
He spreads the tiger's skin of light and shade
Across the heaven's gate.
In the black ocean waters, murmurs rise and fall;
I hear, in that dance, the roar of Mahabhairav's call.
The trumpet resounds with the cry, "Fear not! Fear not!"
Dead bones awaken, with the breath of life they have
got.*

*On Ganga's waves, in colors wondrous and rare,
Rhythm is born in that dance so fair.
Moonlight blessings shower and flow,
Crowning the brow where moonbeams glow.*

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. Mahakala— Literally "Great Time" or "Lord of Time." A fierce aspect of Lord Shiva who embodies time's power to dissolve and transform. Mahākāla represents both the destructive aspect of time (which ends forms) and the liberating reality beyond time; often depicted as dark, protective, and awe-inspiring.
2. Nataraj – A divine form of Shiva known as the "Lord of Dance," who performs the cosmic dance (Tāndava) symbolizing the eternal cycle of creation, preservation, and destruction.
3. Mahabhairav – Mahabhairav (মহাভৈরব), a fearsome form of Shiva associated with destruction, transcendence, and intense devotion (bhakti and tantra traditions).
4. "Fear not! Fear not!" – A translation of the Sanskrit phrase "Mā bhaiḥ, mā bhaiḥ" (মাভৈঃ মাভৈঃ)—a divine reassurance often found in scriptures and mantras.
5. Ganga – The sacred river Ganges, considered a goddess in Hindu tradition, flowing from Shiva's matted hair. She symbolizes purity, flow, and spiritual liberation.

নূরজাহান, নূরজাহান

নূরজাহান, নূরজাহান!
সিন্ধু নদীতে ভেসে,
এলে মেঘলামতীর দেশে, ইরানি গুলিস্তান ॥

নার্গিস লালা গোলাপ আঙ্গুর-লতা
শিরি ফরহাদ সিরাজের উপকথা
এনেছিলে তুমি তনুর পেয়ালা ভরি'
বুল্‌বুলি দিলরুবা রবাবের গান ॥

তব প্রেমে উন্মাদ ভুলিল সেলিম, সে যে রাজাধিরাজ –
চন্দন সম মাখিল অঙ্গে কলঙ্ক লোক-লাজ ।
যে কলঙ্ক লয়ে হাসে চাঁদ নীল আকাশে,
যাহা লেখা থাকে শুধু প্রেমিকের ইতিহাসে,
দেবে চিরদিন নন্দন-লোক-চারী
তব সেই কলঙ্ক সে প্রেমের সম্মান ॥

Nur Jahan

Nur Jahan, Nur Jahan!
Floating down the Indus river you came
To a land full of clouds
A land of gardens-Iran!
You had your plate filled
With Nargis flowers, poppies and roses
And had brought them all along
You brought as well legends
Of Shirin and Farhad and Shiraz.
With your graceful and slim self came
Bulbuli, Dilruba and Rabab's songs.
Your love healed even Emperor Selim's lunacy!
You daubed sandalwood paste on yourself
And bore the stigma in front of everyone
A stigma the moon bears in the blue sky
Smilingly. It's what is written in lovers' tales
I'll ensure that it ambles along pathways
Forever, questing for love's pleasures,
Despite any infamy linked to the affair.

Translated by Fakrul Alam

পথিক ওগো চল্তে পথে

পথিক ওগো চল্তে পথে
তোমায় আমায় পথের দেখা ।
ঐ দেখাতে দুইটি হিয়ায়
জাগ্ল প্রেমের গভীর রেখা ॥

এই যে দেখা শরৎ-শেষে
পথের মাঝে অচিন্ দেশে,
কে জানে ভাই কখন কে সে
চল্বে আবার পথটি একা ॥

এই যে মোদের একটু চেনার
আবছায়াতেই বেদন জাগে
ফাগুন হাওয়ার মদির ছোঁওয়া
পূবের হাওয়ার কাঁপন লাগে ।
হয়ত মোদের শেষ দেখা এই
এমনি ক'রে পথের বাঁকেই,
রইল স্মৃতি চারটি আঁখেই
চেনার বেদন নিবি লেখা ॥

O Fellow Traveler

O fellow traveler, as onward we roam,
Our paths converge - two hearts find home.
See how love's mark, profound and true,
Awakens where our souls shine through.
This autumn twilight on roads unknown,
Who can say if we'll meet again, alone?
The spring wind's heady fragrance clings,
While east winds whisper of forgotten things.
Perhaps today our last goodbye,
At this bend where teardrops dry.
Let our four eyes forever keep
Love's silent language, bittersweet.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

পদ্মার ঢেউ রে

পদ্মার ঢেউ রে -

মোর শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যা, যা রে ।

এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা

আমি হারায়েছি তারে ॥

মোর পরান-বঁধু নাই, পদ্মে তাই মধু নাই (নাই রে)

বাতাস কাঁদে বাইরে, সে-সুগন্ধ নাই রে

মোর রূপের সরসীতে আনন্দ-মৌমাছি নাহি বন্ধারে রে ॥

ও পদ্মারে -

ঢেউয়ে তোর ঢেউ উঠায় যেমন চাঁদের আলো

মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি ঝিল্মিল্ করে কৃষ্ণ-কালো ।

সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশি বাজায়

যদি দেখিস তারে, দিস এই পদ্ম তার পায়

বলিস, কেন বুকে আশার দেয়ালি জ্বালিয়ে

ফেলে গেল চির-অন্ধকারে ॥

O waves of the Padma -

O waves of the Padma -

Take my empty heart-lotus, take it away, O go!

Those rosy feet were held in this lotus once,

I have lost that love.

My life's love is gone, so no nectar remains (none, no!).

The wind weeps outside, its sweet fragrance is gone, O!

In my beauty's lake, no joy-bee hums in blissful tone, O!

O Padma -

Your waves rise like the moon's glow,

My lover's dark beauty sparkled just so-Krishna-dark, aglow.

At love's banks, he plays his flute.

If you see him, lay this lotus at his feet.

Ask him, "Why light hope's flame in my heart's core,

Then leave me in darkness evermore?"

Translated by Debashis Das

পরদেশি মেঘ যাও রে ফিরে

পরদেশি মেঘ যাও রে ফিরে ।
বলিও আমার পরদেশি রে ॥

সে দেশে যবে বাদল ঝরে
কাঁদে নাকি প্রাণ একেলা ঘরে,
বিরহ-ব্যথা নাই কি সেথা বাজে না বাঁশি নদীর তীরে ॥

বাদল-রাতে ডাকিলে 'পিয়া পিয়া পাপিয়া',
বেদনায় ভ'রে ওঠে নাকি রে কাহারো হিয়া ।
ফোটে যবে ফুল, ওঠে যবে চাঁদ
জাগে না সেথা কি প্রাণে কোন সাধ,
দেয় না কেহ গুরু গঞ্জনা সে দেশে বুঝি কুলবতী রে ॥

O the cloud from a distant land

O, the cloud from a distant land
Go back to my loved one who lives there
Ask her when it rains at her place
Does she weep alone?

Doesn't the pain of lost love
Sadden her?
Doesn't the flute play melancholy tune
At the river bank there?

As the love seek bird wails in a rainy night
Does anyone's heart moan?
When the flowers bloom and the moon appears
Does that arouse any ones desire?
Doesn't anyone there
Call a maiden name for her infamy?

Translated by Gulsan Ara Kazi

পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি সোনার ছোঁওয়ায়

পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি সোনার ছোঁওয়ায়,
গলিয়া সুরের তুষার গীত-নির্বীর ব'য়ে যায় ॥

উদাসী বিবাগী মন যাচে আজ বাহুর বাঁধন,
কত জনমের কাঁদন ও-পায়ে লুটাতো চায় ॥

ওগো তোমার চরণ-ছন্দে মোর মুঞ্জরিল গানের মুকুল
তোমার বেণীর বন্ধে গো মরিতে চায় সুরের বকুল
চমকে ওঠে মোর গগন ঐ হরিণ-চোখের চাওয়ায় ॥

Who came to make me alive?

Who came to make me alive?

I was stone cold

You woke me up from deep slumber by your golden touch!

The snow covered mountain of my melody melted away

And the music started to flow incessantly like a fountain

My love seek heart

Wants to be embraced by you

Tears frozen for eternity

Longs to splash on your feet

Rhythmic jingles of your anklet

Made the buds of my songs bloom

Flowers of my melody long to die

Within the ties of your locks

My sky dazzles up

Just by staring at your dreamy eyes!

Translated by Gulsan Ara Kazi

পুবান হাওয়া পশ্চিমে যাও কাবার পথে বইয়া

পুবান হাওয়া পশ্চিমে যাও কাবার পথে বইয়া
যাও রে বইয়া এই গরিবের সালামখানি লইয়া ॥

কাবার জিয়ারতের আমার নাই সম্বল ভাই
সারা জনম সাধ ছিল যে মদিনাতে যাই (রে ভাই)
মিটল না সাধ, দিন গেল মোর দুনিয়ার বোঝা বইয়া ॥

(তোমার) পানির সাথে লইয়া যাও রে আমার চোখের পানি
লইয়া যাও রে এই নিরাশের, দীর্ঘ নিশাসখানি ।
নবীজীর রওজায় কাঁদিও ভাই রে আমার হইয়া ॥

মা ফাতেমা হজরত আলীর মাজার যথায় আছে
আমার সালাম দিয়া আইস তাদের পায়ের কাছে (রে ভাই!)
কাবায় মোনাজাত করিও আমার কথা কইয়া ॥

O Easterly Wind

O Easterly wind

Please flow to the west, towards the Kaba
and flow with Salam from this poor man

I don't have the means to visit Madina

Though I have yearned to be there all my life

With unfulfilled desire, I continue to carry the loads of life

With your water, please take the tears of mine

Do also take the long sigh of my exasperation

And weep at the shrine of the prophet on my behalf

At the feet of mother Fatima and Hazrat Ali's shrine

Leave the most humble Salam of mine

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

Translator's Notes :

1. Salam - salute

পোহাল পোহাল নিশি খোল গো আঁখি

পোহাল পোহাল নিশি খোল গো আঁখি ।
কুঞ্জ-দুয়ারে তব ডাকিছে পাখি ॥

ঐ বংশী বাজে দূরে শোনো ঘুম-ভাঙানো সুরে,
খুলি' দ্বার বঁধুরে লহ গো ডাকি ॥

The Day Has Dawned

The night is over, please open your eyes
The birds are chirping please open your eyes

From far away, the tune of the flute, the aubade, floats in
It beckons the home-dwellers to forsake their homes
So, open the door and usher him in

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

ফাগুন-রাতের ফুলের নেশায়

ফাগুন-রাতের ফুলের নেশায় আগুন জ্বালায় জ্বলিতে আসে ।
যে-দীপশিখায় পুড়িয়া মরে পতঙ্গ ঘোরে তাহারি পাশে ॥

অথই দুখের পাথার-জলে, সুখের রাঙা কমল দোলে
কূলের পথিক হারায় দিশা দিবস নিশা তাহারি বাসে ॥

সুখের আশায় মেশায় ওরা বুকের সুধায় চোখের সলিল
মণির মোহে জীবন-দহে বিষের ফণির গরল-শ্বাসে ।
বুকের পিয়ায় পেয়ে হিয়ায় কাঁদে পথের পিয়া লাগি’
নিতুই নূতন স্বর্গ মাগি’ নিতুই নয়ন জলে ভাসে ॥

In springtime's spell, the flowers ignite

In the flower-intoxication of a spring night,
They light the flame and come to get burnt-
The very lamp-flame they ignite
The moth circles, perishing in fire.

In the fathomless waters of sorrow's sea,
The crimson lotus of joy sways;
The traveler on the shore loses his way,
Dwelling day and night in its spell.

In hope of joy, they mingle
The nectar of the heart with the water of their eyes;
In the lure of jewels, they burn away life
In the venom-breath of a hooded serpent.

Drinking deep into the heart, they weep
For the beloved of the road;
Ever begging for a new heaven,
Ever floating in the tears of their eyes.

Translated by Nadira Bhabna

প্রজাপতি ! প্রজাপতি !

প্রজাপতি ! প্রজাপতি !

কোথায় পেলো ভাই এমন রঙিন পাখা,
টুকটুকে লাল-নীল ঝিলিমিলি আঁকা-বাঁকা ॥

তুমি টুলটুলে বন-ফুলে মধু খাও
মোর বন্ধু হয়ে ঐ মধু দাও
ওই পাখা দাও সোনালি-রূপালি পরাগ মাখা ॥

মোর মন যেতে চায় না পাঠশালাতে
প্রজাপতি ! তুমি নিয়ে যাও সাথি ক'রে তোমার সাথে ।
তুমি হাওয়ায় নেচে নেচে যাও
আজ তোমার মত মোরে আনন্দ দাও
এই জামা ভাল লাগে না, দাও জামা ছবি-আঁকা ॥

Butterfly! Butterfly!

Butterfly! Butterfly! where did you get such a lovely wing?
Bright red deep blue scintillating zigzag.
You drink honey from the forest-flower, be a pal and give
me some.
Give me a wink, bathed in golden and silvery hues.
I don't feel like going to school.
Butterfly, take me with you as a mate
You dance on the wind you move let me share that joy;
I don't like my dress, give your multi-coloured one.

Translated by Abu Rushd

ফিরে ফিরে কেন তারই স্মৃতি

ফিরে ফিরে কেন তারই স্মৃতি
মোরে কাঁদায় নিতি যে ফিরিবে না আর ।
ফিরায়েছি যা'য় কাঁদাইয়া হায়
সে কেন কাঁদায় মোরে বারেবার ॥

তারই দেওয়া ফুলমালা, যারে দলিয়াছি পায়
সেই ছিনড়বমালা কুড়ায়ে নিরালা আজি রাখি হিয়ায় ।
বারে বারে ডাকি প্রিয় নাম ধ'রে তা'র ॥

হানি' অবহেলা যারে দিয়েছি বিদায়
আজি তারি স্মৃতি, সে কোথায় সে কোথায় ।
জ্বালি' নয়ন-প্রদীপ জাগি বাতায়নে
নিশি ভোর হয়ে যায় বৃথা জাগরণে
আজি স্বর্গ শূন্য মোর তারি বিহনে
কাঁদি আকাশ বাতাস মোর করে হাহাকার ॥

Her Haunting Memory

Why does her memory haunt me so,
Bringing tears for one who'll never return?
I was the one who left her weeping-
Why then does her ghost make my heart burn?

The flower-garland she once gave,
Which I crushed beneath my tread so careless,
Now I gather each broken petal,
Pressing them to my breast in secret tenderness.

Again and again I call her name,
She whom I dismissed with cold disdain-
Where is she now? Where has she gone?
Only echoes answer my pain.

I light the lamps of my sleepless eyes,
Waiting by the window till dawn's first hue,
But heaven feels empty without her presence,
My cries scatter through the sky, unanswered and blue.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

ফুলের জলাসায় নীরব কেন কবি

ফুলের জলাসায় নীরব কেন কবি?
ভোরের হাওয়ায় কানড়বা পাওয়ায় তব স্নান ছবি
নীরব কেন কবি ॥

যে বীণা তোমার কোলের কাছে
বুক-ভরা সুর ল'য়ে জাগিয়া আছে,
তোমার পরশে ছড়াক হরষে
আকাশে-বাতাসে তা'র সুরের সুরভি
নীরব কেন কবি ॥

তোমার যে প্রিয়া গেল বিদায় নিয়া আভিমানের রাতে –
গোলাপ হয়ে কাঁদে তাহারি কামনা উদাস-প্রাতে ।
ফিরে যে আসিবে না ভোলো তাহারে
চাহ তাহার পানে দাঁড়ায়ে যে দ্বারে,
অন্ত-চাঁদের বাসনা ভোলাতে
অরণ্য-অনুরাগে উদিল রবি
নীরব কেন কবি ॥

In The Assembly Of Flowers

Why art thou silent O poet, in the assembly of flowers?
Why is thy face sad and tear-streaked in the
morning breeze?

Let the lyre lying awake at thy feet
With tunes full to the brim in her bosom
Scatter forth joy at the tender touch.
Let the air and the sky fill with the
fragrance of its music.

Thy beloved bade thee farewell in the night
in wounded pride
And in the gray morning her passion
cries out like a rose!

Forget her who will not return
And look at the one who waits at thy doors.
The sun has risen in glorious love
To make thee forget thy longing for the
setting moon.

Translated by Kabir Chowdhury

বকুল চাঁপার বনে কে মোর চাঁদের স্বপন জাগালে

বকুল চাঁপার বনে কে মোর চাঁদের স্বপন জাগালে –
অনুরাগের সোনার রঙে হৃদয়-গগন রাঙালে ॥

ঘুমিয়ে ছিলাম কুমুদ-কুঁড়ি বিজন ঝিলের নীল জলে
পূর্ণ শশী তুমি আসি' আমার সে ঘুম ভাঙালে ॥

হে মায়াবী তোমার ছোঁয়ায় সুন্দর আজ আমার তনু
তোমার মায়া রচিল মোর বাদল মেঘে ইন্দ্র ধনু ।
তোমার টানে হে দরদি
দোল খেয়ে যায় কাঁদন-নদী
কূল হারা মোর ভালোবাসা আজকে কূলে লাগালে ॥

Who in the Bakul-Champa Grove

Who in the *bakul-champa* grove awoke my moonlit dream,
And with the golden hue of love made my heart's sky gleam?
I slept a bud of water-lily in the lonely lake's blue deep,
Till you, O full moon, came to me and broke my gentle sleep.

O Enchanter, with your touch, my form today is fair,
Your magic in my rainy clouds has set a rainbow there.
By your pull, O tender one,
The river of tears runs on,
My shoreless love, you've moored at last upon a waiting shore.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. Bakul-Champa grove – Bakul (*Mimusops elengi*) and Champa (*Michelia champaca*) are fragrant flowering trees, often evoking romantic or devotional moods in Bengali poetry.

বক্ষে আমার কাবার ছবি চক্ষে মোহাম্মদ রসুল

বক্ষে আমার কাবার ছবি চক্ষে মোহাম্মদ রসুল ।
শিরোপরি মোর খোদার আরশ গাই তাঁরি গান পথ বেভুল ॥

লায়লী প্রেমে মজনু পাগল আমি পাগল লা-ইলা'র,
প্রেমিক দরবেশ আমায় চেনে অরসিকে কয় বাতুল ॥

হৃদয়ে মোর খুশির বাগান বুলবুলি তায় গায় সদাই,
ওরা খোদার রহম মাগে আমি খোদার ইশ্‌ক্‌ চাই ।
আমার মনের মসজিদে দেয় আজান হাজার মোয়াজ্জিন
প্রাণের 'লওহে' কোরান লেখা রুহ্‌ পড়ে তা রাত্রি দিন ।
খাতুনে জিনড়বত মা আমার হাসান হোসেন চোখের জল,
ভয় করি না রোজ-কেয়ামত পুল সিরাতের কঠিন পুল ॥

In My Breast The Picture Of Kaaba

In my breast, the picture of kaaba.
In my eyes, Muhammad the Prophet.
O'er my head, the Arsh of God,
Whose song I sing on the path truly trod!
Majnun was mad for Laili's sake.
I am mad for the sake of "La-ILah"!
The Lovers and Saints know me well
But the unenlightened call me deranged!
In my heart lies the garden of bliss
Where the nightingale always sings.
It's the Mercy of God they went to have,
But the Love of God I crave!

In the Mosque of my mind,
A thousand Muazzins cry Azan.
In my mind's tablet is writ the Quran
Which my soul reads day and night!

The Lady of Paradise my Mother dear.
Hasan and Huseyn my tear.
No terror to me the Day of Judgment
Or the difficult Pul-sirat!

Translated by Mizanur Rahman

বল্ রে জবা বল্

এল্ রে জবা বল্ -

কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল ॥

মায়া-তরঙ্গ বাঁধন টুটে মায়ের পায়ে পড়লি লুটে

মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দ-বিহ্বল ।

তোর সাধনা আমায় শেখা (জবা) জীবন হোক সফল ॥

কোটি গন্ধ-কুসুম ফোটে, বনে মনোলোভা -

কেমনে মা'র চরণ পেলি, তুই তামসী জবা ।

তোর মত মা'র পায়ে রাতুল হবো কবে প্রসাদী ফুল,

কবে উঠবে রেঙে -

ওরে মায়ের পায়ের ছোঁয়া লেগে উঠবে রেঙে,

কবে তোরই মত রাঙবে রে মোর মলিন চিন্তদল ॥

Speak, O Joba, speak-

Speak, O Joba, speak-

Through what *sadhana* did you reach Shyama Ma's feet so meek?

From *Maya-taru*'s binding torn, at Ma's feet you lay forlorn,

Freedom bloomed, you rose in delight reborn.

Your *sadhana*, please teach to me, (Joba!) let life fulfilled be!

Countless scented blossoms sway in forests bright

How did you reach Ma's sacred feet, O dark Joba?

When shall I, like you, so blessed, be a *prasadi* flower pressed

At Ma's crimson feet divine-

O, touched by her steps benign, when will my heart, like thine,

Glow in crimson hue confessed my sullied soul redressed?

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Joba:** The Joba flower, known as the hibiscus in English, is commonly used in Hindu Shakta devotional practices for offering to deities.
2. **Sadhana:** In the Bhakti and broader Hindu spiritual tradition, Sadhana refers to disciplined spiritual practice or devotional exercises undertaken to cultivate self-realization, divine connection, and inner transformation.
3. **Maya Taru:** The Maya Taru, literally "tree of illusion," is a sacred tree in Vaishnava and Bengali devotional contexts, symbolizing the ephemeral nature of the material world.
4. **Prasadi:** Prasadi relates to 'Prasad' meaning offerings that have been sanctified through presentation to and acceptance by the deity.

বলেছিলে ভুলিবে না মোরে

বলেছিলে ভুলিবে না মোরে ।
ভুলে গেলে হায়, কেমন ক'রে ॥

নিশীথের স্বপনে কে যেন কহে
ধরণীর প্রেম সে কি স্মরণে রহে,
ফুলের মতন ফুটে যায় রে বারে ॥

বোঝে না বিরহী মন অসহায়,
যত নাহি পায় তত জড়াইতে চায় ।
যত দূরে যাও তত, তব গাওয়া গান
কেন স্মৃতিপথে এসে কাঁদায় এ প্রাণ,
আঁখিতে দেখি না দেখি আঁখির লোরে ॥

Never forget me

You told me you'll never forget me, how did you then
manage to forget.
Someone says in the night's dream: earthly love does not last
Like a flower it blooms and then it is gone.
The craving helpless mind does not understand and gets
entangled while rebuffed.
However far-away you may be, the memory of your songs
still haunts the mind.
My eyes can see only when they are not filled with tears.

Translated by Abu Rushd

বসিয়া বিজনে কে গো বিমনা

বসিয়া বিজনে কে গো বিমনা ।

নিরালায় বাসনা-তুলিকায় আঁকিছ কোন্ আল্পনা ॥

অনামিকায় কভু জড়াও অঞ্চল

(কভু) ভাসাও স্রোতে মালার ফুলদল,

কভু আনমনে চাই গগন-কোণে যেন কোন্ উদাসী কামনা ॥

পলক নাই চোখে, মুখে নাহি বাণী,

ফেলে যাওয়া যেন, কার বাঁশরিখানি ।

তাহারি আগমনী অন্তরে শুনি

উছলি' উঠিবে মৌন সুরধুনী,

বাজিবে মধু-মুরছনা ॥

Who sits alone in silent air

Who sits alone in silent air,
So lost in thought, so deep in care?
With longing's brush in quiet grace,
What rangoli¹ do you softly trace?
At times you wrap your scarf around your hand,
Then let a garland drift as if unplanned.
At times you gaze at the sky so far –
As though you seek some silent wish, wordless prayer,
A nameless hope through the empty air.
No flicker in the eyes, no words on the face,
Like a flute once played – now lost in space.

Yet deep within its call I hear,
A silent song draws ever near.
Soon will rise that voiceless tune,
Sweet echoes trembling like monsoon –
The melody of love shall bloom,
And fill the air with honeyed plume.

Translated by Subarna Shirin

Translator's Note :

1. **Rangoli**- a traditional Indian art form using coloured sand or powder to decorate a floor, courtyard, or other flat surface.

বাঁশি বাজাবে কবে আবার বাঁশরিওয়ালা

বাঁশি বাজাবে কবে আবার বাঁশরিওয়ালা
তব পথ চাহি ভারত-যশোদা কাঁদিছে নিরালা ॥

কৃষ্ণা-তিথির তিমির-হারী; শ্রীকৃষ্ণ এসো, এসো, মুরারি
ঘরে ঘরে আজ পুতনা-ভীতি হানিছে কালা ॥

কংস-কারার ভাঙো ভাঙো দ্বার
দেবকীর বুকের পাষণ্ড ভার নামাও নামাও
যুগ-যুগ-সম্ভব পূর্ণাবতার!
নিরানন্দ এ দেশ হাসুক আবার, আনন্দে হে নন্দলালা ॥

When will you play your flute again

When will you play your flute again, O Flute-Player dear?
All of Bharat weeps alone, Yashoda waits in tear
O Krishna! O Murari- slayer of the Mur demon-
Come-dispel this night,
Bring your blessed light!
In every home, the demon's dread
Like Putana now strikes with fright.
Break, break the gates of Kansa's cell,
Let the heavy heart of Devaki's no longer swell!
You're born in age after age anew,
O Perfect Form, O Avatar true.
Let this joyless land smile once more,
Let it be filled with bliss, O son of Nanda!

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. Bharat - A poetic name for India, referring to the ancient land of Bhārata.
2. Yashoda - The foster-mother of Krishna, symbolic here of motherly devotion and longing.
3. Murari - A name of Krishna meaning "slayer of Mura," representing his heroic aspect.
4. Putana - A demoness who tried to kill infant Krishna by nursing him with poisoned milk; Krishna killed her instead. Symbol of hidden evil or threat to innocence.
5. Kansa- The tyrant king and maternal uncle of Krishna who tried to kill him; symbolic of oppression and cruelty.
6. Devaki - The biological mother of Krishna, imprisoned by Kamsa.
7. Avatar - A divine incarnation; in Hindu belief, Krishna is a Purnavatar, or the fullest incarnation of Vishnu.
8. Son of Nanda - Nanda was Krishna's foster father; "son of Nanda" is a loving epithet used in devotional songs.

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিস্নে আজি দোল
আজো তার ফুল কলিদের ঘুম টুটেনি তন্দ্রাতে বিলোল ॥

আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী বায় বুরছে নিশি-দিন
আসেনি' দখ্নে হাওয়া গজল-গাওয়া মোমাছি বিভোল ॥

কবে সে ফুল কুমারী ঘোমটা চিরি', আসবে বাহিরে (রে)
শিশিরের স্পর্শ-সুখে ভাঙবে রে ঘুম রাঙবে রে কপোল ।
ফাগুনের মুকুল-জাগা দু'-কূল-ভাঙা আসবে ফুলে বান্
কুঁড়িদের ওষ্ঠ-পুটে লুটবে হাসি ফুটবে গালে টোল ॥

কবি তুই গন্ধে ভুলে' ডুবলি জলে কুল্ পেলিনে আর
ফুলে তোর বুক ভ'রেছিস্ আজকে জলে ভ'রে আঁখির কোল্ ॥

O Bulbul in the garden

O *Bulbul* in the garden, swing not on flower-boughs today,
Their buds still sleep in drowsy sway.
Barren branches night and day
In northern winds still waste away.
No southern breeze, no drunken bees
Humming ghazals 'neath the trees.
When will the flower-maiden rise, unveil,
The dew-kiss will break slumber and blush at dawn's first pale.
When spring's flood of blooms will wake,
Laughter on each bud will bloom dimple
Poet, you drowned in fragrance, finding no shore in the water,
Heart filled with flowers, today, brim your eyes with tears.

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Bulbul:** Bulbul is a well-known songbird in Iran and across the Persianate world, celebrated not only for its melodious voice but also for its deep cultural and literary symbolism. Poets like Hafez, Sa'di, Rumi, and Jami constantly used the bulbul as a symbol of the passionate seeker of divine love.

বাজিছে দামামা, বাঁধ রে আমামা

বাজিছে দামামা, বাঁধ রে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান ।
দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান ॥

মুখেতে কল্মা হাতে তলোয়ার
বুকে ইসলামী জোশ্ দুর্ব্বার,
হৃদয়ে লইয়া এশ্বক্ আল্লার –
চল্ আগে চল বাজে বিষণ ।
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ বাঁধা যে রে তোর পাক কোরান ॥

নহি মোরা জীব ভোগ বিলাসের
শাহাদত ছিল কাম্য মোদের,
ভিখারির সাজে খলিফা যাদের –
শাসন করিল আধা জাহান ।
তা'রা আজ প'ড়ে ঘুমায় বেহোঁশ্ বাহিরে বহিছে বাড় তুফান ॥

ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর
তখনো জাগিনি যখন জোহর,
হেলা ও খেলায় কেটেছে আসর –
মাগরিবের আজ শূনি আজান ।
জমাত-শামিল হও রে এশাতে এখনো জামাতে আছে স্থান ॥

শুকনো রুটিরে সম্বল ক'রে
যে ঈমান আর যে প্রাণের জোরে,
ফিরেছি জগৎ মন্থন ক'রে –
সে-শক্তি আজ ফিরিয়ে আন ।
আল্লাহ্ আকবর রবে পুন কাঁপুক বিশ্ব দূর বিমান ॥

There The Trumpet Blows

There the trumpet blows
O Muslim! tie thy turban please!
The call is come from the newer age!
O'er the broken for flies the flag of hope.

The prayer at morn, thro' sleep, we lost!
We did not rise from bed
When the time for mid-day prayer!
Thro' sport and play, we whiled away
The time in the afternoon to pray!
Now we hear the call for the Maghrib prayer!
Join up please when the night-prayer rings
There's still room for thee, in the world's Embassy!

With kalima on the lips, sword in hand.
And the fervour of Faith surging the breast,
And the love of God in the heart effulgent,
Proceed on please to the place of the ringing band!
No fear for thee in the least as the Holy Quran
Is tied round thy neck as the badge of protection!

Translated by Mizanur Rahman

বিদায়-সন্ধ্যা আসিল ঐ ঘনায় নয়নে অন্ধকার

হে প্রিয়, আমার, যাত্রা-পথ অশ্রু-পিচ্ছল ক'রো না আর ॥
এসেছিঁ নু ভেসে স্রোতের, ফুল
তুমি কেন প্রিয় করিলে ভুল
তুলিয়া খোঁপায় পরিয়া তা'য় ফেলে দিলে হয় স্রোতে আবার ॥

হেথা কেহ কারো বোঝে না মন
যারে চাই হেলা হানে সে' জন
যারে পাই সে না হয় আপন হেথা নাহি হৃদি ভালোবাসার ।
তুমি বুঝিবে না কি অভিমান
মিলনের মালা করিল ম্লান
উড়ে যাই মোর, দূর বিমান সেথা গা'ব গান আশে তোমার ॥

The Evening of Parting is Here

The evening of parting is here; darkness encases the eyes
Dearest, don't let tears make my path of parting more slippery.
Like a flower would, I drifted with the tide and came here
Unintentionally. Why, dearest, did you err and pick the flower
up?

Why did you put the flower in your tresses, only to fling it away,
Letting it drift once again with the tide? Here no one
understands

Each other. The one you crave only slights you; the one you
desire

Won't be your own. Here there is no real love in the heart's
depths.

How will you understand how my pain wilts the garland of
union?

The song I sing takes wings and reaches the sky, craving for you.

Translated by Fakrul Alam

বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ তুমি জেনে শান্তি ত' নাহি পাই

বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ তুমি জেনে শান্তি ত' নাহি পাই ।
রূপ ধরে এসো, দাঁড়াও সুমুখে, দেখিয়া আঁখি জুড়াই ॥

আমার মাঝারে যদি তুমি রহ
কেন তবে এই অসীম বিরহ
কেন বুকে বাজে নিবিড় বেদনা মনে হয় তুমি নাই ॥

চাঁদের আলোকে ভরে না গো মন, দেখিতে চাই যে চাঁদ,
ফুলের গন্ধ পাইলে, জাগে যে ফুল দেখিবার সাধ ।
(ওগো) সুন্দর, যদি নাহি দেবে ধরা
কেন প্রেম দিলে বেদনায় ভরা
রূপের লাগিয়া কেন প্রাণ কাঁদে রূপ যদি তব নাই ॥

Knowing that you are Ubiquitous

It brings no peace of mind
to know that ubiquitous and kind
Please manifest yourself and stand
in front of my eyes and appease my mind

If in my own self I cannot find your presence
Why is this stupendous sense of severance
Why such a profound agony wriggles in my soul
And it seems you don't exist at all

The light of the moon doesn't satiate the mind
It desires to perceive the moon, kindly be kind
Once the floral fragrance I smell
The desire becomes impossible to quell

O beauty divine, if are not to be manifest
Why did you transmit love laden with pain
Why does the heart crave for a form
If you are not to be in incarnation

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

বুল্‌বুলি নীরব নাগিস-বনে

বুল্‌বুলি নীরব নাগিস-বনে ।
ঝরা বন-গোলাপের বিলাপ শোনে ॥

শিরাজের নওরোজে ফাল্গুন মাসে
যেন তার প্রিয়ার সমাধির পাশে,
তরুণ ইরান-কবি কাঁদে নিরজনে ॥

উদাসীন আকাশ থির হ'য়ে আছে,
জল-ভরা মেঘ ল'য়ে বুকের কাছে ।
সাকির শরাবের পিয়ালার 'পরে
সকরণ অশ্রুর বেল ফুল ঝরে,
চেয়ে আছে ভাঙা চাঁদ মলিন-আননে ॥

The silent nightingale in the narcissus grove

The silent nightingale in the narcissus grove
Hears wild roses weep as petals droop.
In *Shiraz's* *Nowruz*, in *Phalgun's* tide,
Beside his love's grave, it seems,
A young Persian poet weeps unseen.
The indifferent sky stands motionless,
Clouds heavy with tears at its breast.
Upon the wine-cup of the drinker,
Pitiful tears like *bael* flowers fall,
The broken moon watches, pale-faced.

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Shiraz:** Shiraz as a historic city in southern Iran, is renowned as a center of Persian culture, poetry, and Sufism.
2. **Nowruz:** Nowruz, which translates to "new day," is the Persian New Year that is celebrated on the vernal equinox. It is observed in Iran, Central Asia, and certain regions of South Asia, and it signifies the beginning of spring.
3. **Phalgun:** Phalgun is the eleventh month of the Bengali calendar, corresponding to February–March in the Gregorian calendar, celebrated as the advent of spring.
4. **Bael:** Bael flowers are the small, fragrant flowers of the *Aegle marmelos* tree, a deciduous tree native to India with sacred status and medicinal uses.

বেণুকা ও-কে বাজায় মছয়া বনে

বেণুকা ও-কে বাজায় মছয়া বনে ।
কেন ঝড় তোলে তার সুর আমার মনে ॥

বলে আয় সে দুরন্তে সখি
আমারে কাঁদাবে সারা জনম ও-কি,
সে কি ভুলিতে তারে দেবে না জীবনে ॥

সখি, ভাল ছিল তার তীর-ধনুক নিষ্ঠুর,
বাজে আরো সক্রমণ তাঁর বেণুকার সুর ।
সখি, কেন সে বন-বিলাসী
আমারই ঘরের পাশে বাজায় বাঁশি,
আছে আরো কত দেশ, কত নারী ভুবনে ॥

Who plays that flute in the Mahua grove?

Who plays that flute in the Mahua¹ grove?
Why does its tune stir my heart with love?
O friend, that wild one – tell me true,
Will he make me weep my whole life through?
Will he never let me forget him in life?
Dear friend, his bow and arrow – cruel, yet kind –
Still less melancholic than the flute he left behind.
Why, O dear pal, that forest-roamer be,
Must he play his flute so near to me?
Are there not lands, and women fair,
In all this wide world, any where?

Translated by Subarna Shirin

Translator's Note :

1. **Mahua-** is a tree native to the Indian subcontinent particularly known for its sweet, fleshy flowers that are edible and used in various ways. Mahua is also known for its cultural and economic significance in India and other South Asian countries.

ব্রজ-গোপী খেলে হোরি

ব্রজ-গোপী খেলে হোরি
খেলে আনন্দ নবঘন শ্যাম সাথে ।
রাঙা অধরে ঝরে হাসির কুম্‌কুম্
অনুরাগ-আবির নয়ন-পাতে ॥

পিরিতি-ফাগ মাখা গোরীর সঙ্গে
হোরি খেলে হরি উন্মাদ রঙ্গে ।
বসন্তে এ কোন্‌ কিশোর দুরন্ত
রাধারে জিনিতে এলো পিচ্‌কারি হাতে ॥

গোপিনীরা হানে অপাঙ্গ খর শর ঝঙ্‌কুটি ভঙ্গ
অনঙ্গ আবেশে জর জর থর থর শ্যামের অঙ্গ ।
শ্যামল তনুতে হরিত কুঞ্জে
অশোক ফুটেছে যেন পুঞ্জে পুঞ্জে
রঙ-পিয়াসি মন ভ্রমর গুঞ্জে
ঢালো আরো ঢালো রঙ প্রেম-যমুনাতে ॥

The gopis of *Braj* play *Hori* today,

The gopis of *Braj* play *Hori* today,
With dark-hued *Shyam*, in bliss they sway.
Crimson laughter drips from lips so bright,
As love's *abir* stains their yearning sight.
With Radha, drenched in passion's hue,
Mad Hari dances, wild and new
What reckless youth of spring has come,
To win her heart with *pichkari*'s foam?
Gopis cast sharp glances, brows arched with playful art,
In Cupid's trance, *Shyam* trembles, his limbs fall apart.
In emerald groves, his form aglow,
Ashoka blooms burst row on row.
Color-thirsty mind, like bees, hums
Pour more, pour more colors into love's Yamuna!

Translated by Debashis Das

Footnotes

1. **Gopi:** In the Vaishnava tradition, the Gopis are the cowherd maidens of Vrindavan whose selfless love and devotion to Krishna, especially in the context of the Rasa Lila, symbolize the soul's longing for union with the divine.
2. **Hori:** Within the Hindu tradition, among the Vaishnavas, the springtime festival grounded in the lila of Radha and Krishna is known as Hori.
3. **Braj:** Braj refers to the sacred region of northern India, particularly around Mathura and Vrindavan, celebrated in Vaishnava tradition as the setting of Krishna's childhood and lilas, and central to devotional practices, festivals, and literature.
4. **Shyam:** Shyam stands for "dark" or "dusky," is an epithet of Lord Sri Krishna in the Vaishnava tradition, emphasizing his dark-blue complexion and symbolizing divine beauty, mystery, and the enchanting nature of his lilas.
5. **Abir:** Abir, also called *gulal* in North India, refers to the fine, colored powder traditionally used during spring festivals such as *Holi* and *Dol Jatra*.
6. **Pichkari:** The Pichkari is a traditional water-spraying device used during Holi and Hori festivities in India and Bengal, symbolizing playful celebration and the joyous enactment of the Radha-Krishna lilas with colored water.
7. **Ashoka:** The Ashoka tree is a sacred and ornamental tree in Indian and Bengali culture, often associated with love, devotion, and the spring season, and frequently mentioned in Vaishnava literature as part of the natural setting of Radha-Krishna lilas.

ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান আসিবে আজি বন্ধু মোর

ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান আসিবে আজি বন্ধু মোর !
স্বপন মাখিয়া সোনায় পাখায় আকাশে উধাও চিত-চকোর ॥

হিজল-বিছানো বন-পথ দিয়া
রাঙায়ে চরণ আসিবে গো পিয়া ।
নদীর পারে বন-কিনারে ইঙ্গিত হানে শ্যাম কিশোর ॥

চন্দ্রচূড় মেঘের গায়
মরাল-মিথুন উড়িয়া যায়,
নেশা ধরে চোখে আলো-ছায়ায় বহিছে পবন গন্ধ-চোর ॥

Listening to Songs with Optimum Satiety

I'm listening to songs with optimum satiety
As my eternal friend is about to come
My wings are draped in dreams
And my moonbeam-seeking psyche is lost in the sky

My friend will tread over Barringtonia carpet
Tinging in red and pink hue his feet
Along the river bank and the edge of the woods
The gestures of Shyam kishore are setting up the moods

Across the moon-topping clouds
Flies away a couple of ducks
Eyes are dazed by the dappled shade and light
A breeze blows to steal floral fragrance in flight

Foot note:
Shyam kidhore - another name for Lord Sri Krishna

Translated Irshad Ahmed Shaheen

ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার গাইব কি আর এমন গান

ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার গাইব কি আর এমন গান !
সেদিন দুয়ার ভেঙে আসবে জোয়ার মরা গাঙে ডাকবে বান ॥

তোরা স্বার্থ-পিশাচ যেমন কুকুর তেমনি মুণ্ডুর পাস্ রে মান ।
সেই কল্জে চুঁয়ে গল্ছে রক্ত দল্ছে পায়ে ডল্ছে কান ॥

ওরে তোরা করিস লাঠালাঠি সিদ্ধু-ডাকাত লুটছে ধান !
তাই গোবর-গাদা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙে খায় শেয়ান ॥

ছিলি সিংহ ব্যাঘ্র, হিংসা-যুদ্ধে আজকে এমন স্কিনডুব প্রাণ ।
মুখের গ্রাস ঐ গিল্ছে শেয়াল, তোমরা শুয়ে নিচ্ছ দ্রাণ ॥

তোরা বাঁদর ডেকে মান্‌লি সালিশ ভাইকে দিতে ফাট্‌লো প্রাণ !
সালিশ নিজেই, 'খা ডালা সব', বোকা তোদের এই দেখান ॥

তোরা নাক কেটে নিজ পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস বুদ্ধিমান
তোদের কে যে ভালো কে যে মন্দ সব শিয়ালই এক সমান ॥

শুনি আপন ভিটেয় কুকুর রাজা, তার চেয়েও হীন তোদের প্রাণ ।
তাই তোদের দেশ এই হিন্দুস্থানে নাই তোদেরই বিন্দু স্থান ॥

আজ সাথে ভারত-বিধাতা কি চোখ বেঁধে ঐ মুখ লুকান !
তোরা বিশ্বে যে তার রাখিসনে টাই কানা গরুর ভীন্ বাথান ॥

তোরা করলি কেবল অহরহ নীচ কলহের গরল পান ।
আজ বুঝ্‌লি নে হয় নাড়ি-ছেঁড়া মায়ের পেটের ভায়ের টান ॥

A brother will recognize his brother again

A brother will recognize his brother again
What song is left for me to sing!
On that day the tide will break down all the doors,
Even the dried-up river will call the flood.
You, selfish fiends – vile as dogs,
Beware that as is the evil, so is the remedy.
Hearts are bleeding, dripping with blood,
Trampled underfoot, crushed and ignored.
Hey, while you fight with sticks and stones,
Sea-bandits steal your ripened grains!
That's why the sly ones, crack jackfruits on
Your dung-filled heads without refrain.
Once you were lions and tigers bold,
Now in jealous feuds you're frail and torn.
The jackals snatch your mouthful meal,
While you lie sniffing, weak and worn.

You called the monkey to judge the feud –
He tore your brother's heart in two!
The judge himself yelled, 'Eat it all!'
And fooled you fools right in your view.
You smartly ruin your own and others,
Cutting off noses, stopping the show.
You can't tell who among you is good from the vile –
To you, all jackals seem the same.

I hear even dogs rule their own yard –
Yet your lives are worse still than that!
No wonder, in this land called Hindustan,
You've not a corner of your own, not a mat.
Is it strange that Mother India now
Covers Her face and shuts Her eyes?
You've led her name to global shame,
Like blind cows straying 'neath foreign skies.

You drank the poison of petty quarrels,
Day and night, without a pause.
Alas! You never understood
The bond between a mother's sons – her very cause.

Translated by Subarna Shirin

ভুল ক'রে যদি ভালবেসে থাকি ক্ষমিও সে অপরাধ

ভুল ক'রে যদি ভালবেসে থাকি ক্ষমিও সে অপরাধ ।
অসহায় মনে কেন জেগেছিল ভালবাসিবার সাধ ॥

কত জন আসে তব ফুলবন
মলয়, ভ্রমর, চাঁদের কিরণ, -
তেমনি আমিও আসি অকারণ অপরূপ উন্মাদ ॥

তোমার হৃদয়-শূন্যে জ্বলিছে কত রবি শশী তারা,
তারি মাঝে আমি ধূমকেতু সম এসেছি পথহারা ।
তবু জানি প্রিয় একদা নিশীথে
মনে পড়ে যাবে আমারে চকিতে,
সহসা জাগিবে উৎসব-গীতে সক্রিয় অবসাদ ॥

Forgive me, love, if I loved in vain-

Forgive me, love, if I loved in vain-
Why did a helpless heart dare to love again?
Many come to your garden of flowers-
The southern breeze, the bees, the moonlight;
So I, too, came, without reason,
A strange and wondrous madman.
In the vastness of your heart
So many suns, moons, and stars burn;
Among them I came, like a comet,
Lost upon the path.
Yet someday, love, in midnight's tune,
You'll think of me, perhaps too soon.
A sudden sorrow will stir in festive song,

Translated by Nadira Bhabna

ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির সুরভি হয় সন্ধ্যায়

ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির সুরভি হয় সন্ধ্যায়
রহি' রহি' কাঁদি' ওঠে সন্ধ্যায় পূরবী, আমারে কাঁদায় ॥

কাঁরা যেন এসেছিল, এসে ভালোবেসেছিল।
ম্লান হয়ে আসে মনে তাহাদের সে-ছবি, পথের ধূলায় ॥

কেহ গেল দ'লে – কেহ ছ'লে, কেহ গলিয়া নয়ন নীরে
যে গেল সে জনমের মত গেল চলিয়া এলো না, এলো না ফিরে।
কেহ দুখ দিয়া গেল কেহ ব্যথা নিয়া গেল
কেহ সুখা পিয়া গেল কেহ বিষ করবী তাহারা কোথায় আজ
তাহারা কোথায় ॥

Fragrance of Memory

Oh dear! The memories keep gliding
Into my mind, in this dismal, evening
Off and on, weeps the melancholy Purvi
Alas! this dismal, evening!

Who were the souls that came and loved me?
All that I retain is their faint memory
Their images are blurred by the pavement dust
Alas! In this dismal evening!

Some of them duped me
and some just trode over a shattered me
While some quited, melted in tears
But not a single soul came back - never
Never ever came back in this lifetime - never

Some of them broke my heart
Some others themselves were deeply hurt
Some drank the nectar
Many bid adieu drinking poison
But where are all of them now, where?

Foot note:
Purvi - a sad, serious afternoon raga

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

ভোর হোল ওঠ্ জাগ্ মুসাফির আল্লা-রসুল বোল্

ভোর হোল ওঠ্ জাগ্ মুসাফির আল্লা-রসুল বোল্
গাফলিয়াতি ভোল্ রে অলস্ আয়েশ আরাম্ ভোল্ ॥

এই দুনিয়ার সরাইখানায়
জনম্ গেল ঘুমিয়ে হায়
ওঠ্ রে সুখ-শয্যা ছেড়ে মায়ার বাঁধন খোল্ ॥

দিন ফুরিয়ে এলো যে রে দিনে দিনে তোর
দীনের কাজে অবহেলা করলি জীবন ভোর ।
যে দিন আজো আছে বাকি
খোদারে তুই দিস্নে ফাঁকি
আখেরে পার হবি যদি পুন্ সেরাতের পোল্ ॥

Dawn has broken, rise, O traveller

Dawn has broken, rise, O traveller-invoke Allah and the Prophet
Shake off your heedlessness, O slothful one – forsake your ease
and comfort.

In this inn of the world, you lay

Alas, your life just slipped away.

Rise now – leave that bed so sweet and break illusion's binding
sheet.

Day by day, your time has flown

Neglecting faith, your life has grown.

While time remains, be true, be wise

Don't deceive your Lord with earthly lies.

Then you may cross, with steady soul

The Bridge of Judgment – the Sirat's narrow pole.

Translated by Subarna Shirin

মম প্রাণ-শতদল হোক প্রণামী-কমল (ওগো) তব চরণে

মম প্রাণ-শতদল হোক প্রণামী-কমল (ওগো) তব চরণে
আমার এ হৃদয় নাথ হোক তন্ময় তোমারি স্মরণে তোমারি স্মরণে ॥

তব পূজার বেদী হোক আমার এ মন
হোক আরতি-প্রদীপ মোর এ দুটি নয়ন
নাথ, লহ মোরে পায় তোমারি সেবায় জীবনে-মরণে ॥

মম দুঃখে সুখে মম তৃষিত বুকে তুমি বিরাজ,
মোর সকল কাজে বীণা-বেণু সম নিশিদিন বাজো ।
মোর দেহখানি, নাথ চন্দন প্রায়
হোক ক্ষয় তব মন্দির-পাষণ-শিলায়,
পাই যেন লয়, নাথ, তব সৃষ্টির রূপে বরণে ॥

May the hundred-petaled lotus of my soul

May the hundred-petaled lotus of my soul become a flower of devotion at your feet.

May this heart of mine, O Lord, be wholly absorbed in your remembrance – your remembrance.

Let this mind become your altar bright,

And these two eyes your offering light.

O Lord, accept me at your feet, in life and death, in your service sweet.

In my delight and despair, in my thirsting breast,

You dwell within me, as my soul's true guest.

In all my deeds, both night and day,

Like flute and lyre, O Lord, you play.

Let this body, O Lord, like sandalwood be,

Worn away on your temple's stone silently.

May I dissolve, O Lord divine,

Embraced in the form of your creation and shine.

Translated by Subarna Shirin

মমতাজ মমতাজ তোমার তাজমহল

মমতাজ মমতাজ তোমার তাজমহল –
যেন ফেরদৌসের এক মুঠো প্রেম,
বৃন্দাবনের এক মুঠো প্রেম, আজো করে বলমল ॥

কত সম্রাট হ'ল ধূলি স্মৃতির গোরস্তানে –
পৃথিবী ভুলিতে নারে প্রেমিক শাহজাহানে,
শ্বেত মর্মরে সেই বিরহীর নন্দন-মর্মর গুঞ্জরে অবিরল ॥

কেমনে জানিল শাজাহান – প্রেম পৃথিবীতে ম'রে যায়,
তাই পাষাণ প্রেমের স্মৃতি রেখে গেল পাষাণে লিখিয়া হয় !
যেন তাজের পাষাণ অঞ্জলি ল'য়ে নির্ঝর বিধাতা পানে
অতৃপ্ত প্রেম বিরহী আত্মা আজো অভিযোগ হানে!
বুঝি সেই লাজে বালুকায় মুখ লুকাইতে চায় শীর্ণা যমুনা জল ॥

Mumtaz, Mumtaz, your Taj Mahal

Mumtaz, Mumtaz, your Taj Mahal,
Like a handful of love from Ferdous, the paradise's hall
A handful of love from Vrindavan's¹ streams,
Still shining bright like eternal dreams.
So many emperors lie in dust, in memory's silent graveyard,
Yet the world recalls Shah Jahan's loving hand.
In white marble, his garden of grief still sings,
With echoes of sorrow the stone still rings.
How did Shah Jahan come to know – that love on earth will fade
and die?
So he carved love's memory deep in stone, beneath the endless
sky!
As if with Taj's stone offering in hand, to the cruel Creator
above,
The restless soul still cries aloud – for unfulfilled love.
Perhaps in shame, the Yamuna's stream, now faint and small,
Hides her face in sands, unable to bear it all.

Translated by Subarna Shirin

Translator's Note :

1. **Vrindavan** : Vrindavan is a town near Mathura district of Uttar Pradesh state in India, known as the divine playground of Radha and Krishna and a significant pilgrimage site.

মসজিদেরি পাশে আমার কবর দিও ভাই

মসজিদেরি পাশে আমার কবর দিও ভাই
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই ॥

আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজীরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে।
গোর আজাব থেকে এ গুনাহ্‌গার পাইবে রেহাই ॥

কত পরহেজগার খোদার ভক্ত নবীজীর উম্মত,
ঐ মসজিদে করে রে ভাই কোরান তেলাওয়াৎ।
সেই কোরান শুনে যেন আমি পরান জুড়াই ॥

কত দরবেশ ফকির রে ভাই মসজিদের আঙিনাতে
আল্লার নাম জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে।
আমি তাঁদের সাথে কেঁদে কেঁদে নাম জপ্তে চাই
আল্লার নাম জপ্তে চাই ॥

Make Sure to Bury Me Next to a Mosque

Make sure to bury me next to a mosque, dear brother of mine,
So that from my grave I'll hear the muezzin's prayer call
all the time.

As those in the congregation pass me by, I'll hear too their
holy steps

This sinner will thus be saved from the evil spirits close
to the grave!

So many pious people-God's devotees
and our prophet's disciples-

Come to this mosque and recite verses from the Holy Quran
here.

Those verses will uplift my soul and mind.

Many dervishes and fakirs

Come to the mosque's compound too. Till deep into the night

They recite God's name repeatedly, though hidden from sight.

I too would like to repeat with them His Holy name, all in tears,

I too would so like to keep repeating His Holy name thus!

Translated by Fakrul Alam

মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়

মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয় ।

ম্নয়ী রূপ তোর পূজি শ্রী দুর্গা তাই দুর্গতি কাটিল না হয় ॥

যে মহা-শক্তির হয় না বিসর্জন

অন্তরে বাহিরে প্রকাশ যার অনুখন

মন্দিরে দুর্গে রহে না যে বন্দী সেই দুর্গারে দেশ চায় ॥

আমাদের দ্বিভুজে দশভুজা-শক্তি দে পরম ব্রহ্মময়ী ।

শক্তিপূজার ফল ভক্তি কি পাব শুধু হব না কি বিশ্বজয়ী ?

এই পূজা-বিলাস সংহার কর্ যদি, পুত্র শক্তি নাহি পায় ॥

O Mother, assume your form of Pure Consciousness.

O Mother, assume your form of Pure Consciousness.
Clay-formed *Durga* we worship, yet woes endure, alas!
That Great Power- never relinquished
Manifest within or without, every moment
Her who dwells not temple-bound, that *Durga* the land craves.
Infuse our two arms with Ten-Armed might, O Supreme
Brahman.
Shall worship end in mere devotion, not world-conquest?
Destroy this ritual indulgence, if sons gain not strength.

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Durga:** Durga is a principal Hindu goddess, revered as the fierce and protective mother deity who embodies divine strength, righteousness, and the victory of good over evil.
2. **Brahman:** Brahman in Hindu traditions refers to the supreme personality Divinity.

মুসাফির ! মোছ রে আঁখি-জল

মুসাফির ! মোছ রে আঁখি-জল
ফিরে চল্ আপনারে নিয়া
আপনি ফুটেছিল ফুল
গিয়াছে আপ্নি ঝরিয়া ॥

রে পাগল ! একি দুরাশা,
জলে তুই বাঁধবি রে বাসা !
মেটে না হেথায় পিয়াসা
হেথা নাই তৃষ্ণা-দরিয়া ॥

বরষায় ফুটলো না বকুল
পউষে ফুটবে কি সে ফুল (রে)
এ পথে ঝরে সদা ভুল
নিরাশার কানন ভরিয়া ॥

রে কবি ! কতই দেয়ালি
জ্বালিলি তোর আলো জ্বালি'
এলো না তোর বনমালী
আঁধার আজ তোরই দুনিয়া ॥

O traveller, wipe your tears away

O traveller, wipe your tears away,
Turn back with heart that's gone astray.
The flower bloomed all on its own,
And on its own, it's overblown.
You crazy! What futile dream you chase-
To build a home in water's embrace!
Your thirst won't end in this dry land,
No ocean of longing here to stand.
The Spanish Cherry did not bloom in the rain,
Will it blossom in winter's chain (hey)?
On this path, only false hopes fall fast,
And a garden of despair amassed.
O poet! You lit a thousand flames,
You burned your light, you called his name.
Yet your Beloved stayed away-
And darkness fills your world today.

Translated by Subarna Shirin

মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ, আছে শুধু প্রাণ

মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ, আছে শুধু প্রাণ ।
অনন্ত আনন্দ হাসি অফুরান ॥

নিরাশার বিবর হ'তে
আয় রে বাহির পথে,
দেখ্ নিত্য সেথায় – আলোকের অভিযান ॥

ভিতর হ'তে দ্বার বন্ধ ক'রে,
জীবন থাকিতে কে আছি স্ ম'রে ।
ঘুমে যারা অচেতন
দেখে রাতে কু-স্বপন,
প্রভাতে ভয়ের নিশি হয় অবসান ॥

No death, no sorrow—just life's pure light

No death, no sorrow—just life's pure light,
Endless joy, and laughter bright.
From the depths of despair arise,
Come find your way,
Where light sets out in bright array.
Shutting the door from deep within,
They die while life still flows beneath their skin?
Those who sleep in unconscious fright,
And see dreams of dread,
With dawn's new light, they wake up to find their fears
have fled.

Translated by Subarna Shirin

মেঘ মেদুর বয়ষায়

মেঘ মেদুর বয়ষায় কোথা তুমি
ফুল ছড়িয়ে কাঁদে বনভূমি ॥

ঝুরে বারিধারা
ফিরে এসো পথহারা
কাঁদে নদী তট চুমি' ॥

In This Cloud-girt Monsoon

Where are you in this cloud-girt Monsoon dear?
The woodland sheds its flower-tear

Showers of rain weep - "O bewildered, beg of you to return"
Behold, the river weeps kissing the banks."

Translated Irshad Ahmed Shaheen

মোর প্রিয়া হবে এসো রানী দেব খোঁপায় তারার ফুল

মোর প্রিয়া হবে এসো রানী দেব খোঁপায় তারার ফুল
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল ॥

কণ্ঠে তোমার পরাব বালিকা
হংস-সারির দুলানো মালিকা
বিজলি জরীণ ফিতায় বাঁধিব মেঘ রঙ এলো চুল ॥

জোছনার সাথে চন্দন দিয়ে মাখাব তোমার গায়
রামধনু হতে লাল রঙ ছানি' আলতা পরাব পায় ।
আমার গানের সাত সুর দিয়া
তোমার বাসর রচিব প্রিয়া
তোমারে ঘেরিয়া গাহিবে আমার কবিতার বুলবুল ॥

My love

Come darling and be my love!
I shall adorn thy hair with flowers of stars,
And thy ears with rings of the
young spring moon.
And around thy neck shall I put a garland
White as a row of swans,
And thy cloud-coloured disheveled hair
I shall gather and bind
In dazzling ribbons of silvery lightning.
I shall mix sandalwood with moonlight
And with it wash thy body.
I shall snatch the red from the rainbow
And with it paint thy feet.
With the seven tunes of my song
I shall build thy wedding-bower.
And around thee will sing the nightingale
of my Poesy.

Translated by Kabir Chowdhury

মোরা এক বৃত্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান

মোরা এক বৃত্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান ।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ ॥

এক সে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান ॥

এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলাই একই ফুল ও ফল ।
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে কেউ শ্মশানে ঠাঁই
এক ভাষাতে মা'কে ডাকি, এক সুরে গাই গান ॥

We Are Two Flowers on the Same Stem

We are two flowers on the same stem-Hindu-Mussulman.
Muslim its pearl of the eye, Hindu it's life!
In the bosom of Mother Sky
as if like the Sun and the Moon
they swing back and forth;
underneath the same blood and chest,
it's the same pulsating vein.
We breathe the air of the same land,
drink the water of the same land;
we are fruits and flowers growing
on the chest of our same mother.
On the earth of the same land we find our resting place-
some in a burial ground,
some in a burning pyre;
we call our mother in the same language,
we sing in the same language.
Failing to recognize each other during the dark night, we fight;
in the morning we shall recognize each other as friends,
weep, embracing each other,
ask for forgiveness from each other-
that day this land of ours will smile with pride!

Translated by Sajed kamal

মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, মোরা ঝর্নার মত চঞ্চল

মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, মোরা ঝর্নার মত চঞ্চল ।
মোরা বিধাতার মত নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মত সচ্ছল ॥

আকাশের মত বাধাহীন,
মোরা মরু-সঞ্চর বেদুঈন,
(মোরা) বন্ধনহীন জন্ম-স্বাধীন, চিত্ত মুক্ত শতদল ॥

মোরা সিদ্ধু-জোয়ার কল-কল
মোরা পাগলা-ঝোরার ঝরা জল
কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্ কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্
মোরা দিল্-খোলা খোলা প্রান্তর,
মোরা শক্তি-অটল মহীধর
হাসি-গান সম উচ্ছল
মোরা বৃষ্টির জল বনফল খাই, শয্যা শ্যামল বন-তল ॥

We are forceful like a storm

We are forceful like a storm, vibrant like the waterfalls
Fearless like God, pure like nature
We are as limitless as the sky

We are the desert dwelling Nomads
We do not know the king or the king's decree
We do not go by the rules
We are born free like ever vivacious lotus

We are the jingling ripples of the "Sindhu" tide
Tear drops of a wild heart
We play the tinkle with rippling music

We are like the open horizon
Ever robust like a mountain
We are the moon roaming free in the sky
We are vibrant like laughter and songs

We feast on the fruits from the wilderness
Drink water from rain
And sleep on the green meadow

We are the ripples in the river of life
We are like free falling water droplets
Ever restless, ever vivacious

Translated by Gulsan Ara Kazi

মোহাম্মদ নাম যত জপি, তত মধুর লাগে

মোহাম্মদ নাম যত জপি, তত মধুর লাগে ।
নামে এত মধু থাকে, কে জানিত আগে ॥

ঐ নামেরি মধু চাহি’
মন-ভ্রমরা বেড়ায় গাহি’,
আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি ঐ নামের অনুরাগে ॥

ও নাম প্রাণের প্রিয়তম,
ও নাম জপি মজনু সম,
ঐ নামে পাপিয়া গাহে প্রাণের কুসুম-বাগে ॥

ঐ নামে মুসাফির রাহী,
চাই না তখ্ৎ শাহানশাহী,
নিত্য ও নাম ইয়া ইলাহী, যেন হুদে জাগে ॥

The more I chant Muhammad's name, the sweeter it feels

The more I chant Muhammad's name, the sweeter it feels,
Who knew such honey hid in this name?
For that name's honey,
My mind-bee roams humming,
No thirst, no hunger—just love's decree, in this name's endless
appeal.
O name, my soul's beloved one,
Like *Majnu*, I chant, undone,
The nightingale sings it, love's garden won, where heart-
blossoms reveal.
The traveler, in that name
Seeks no throne, no crown,
May this name resound, O Lord, in my heart's sacred zeal!

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Majnu:** Majnu is most famously associated with Qays ibn al-Mulawwah, the legendary Arab poet whose intense, unfulfilled love for Layli (Laila) earned him the title Majnun Layla ("Mad for Layla"). In Persian, Urdu, Hindi, and Bengali literature, Layli-Majnu has become a classic symbol of eternal, passionate, and tragic love similar to Romeo and Juliet in Western tradition.

যত ফুল তত ভুল কণ্টক জাগে

যত ফুল তত ভুল কণ্টক জাগে
মাটির পৃথিবী তাই এত ভালো লাগে ॥

হেথা চাঁদে আছে কলঙ্ক, সাথে অবসাদ
হেথা প্রেমে আছে গুরুগঞ্জনা অপবাদ;
আছে মান-অভিমান পিরিতি-সোহাগে ॥

হেথা হারাই হারাই ভয়, প্রিয়তমে তাই
ব'ক্ষে জড়িয়ে কাঁদি ছাড়িতে না চাই।
স্বর্গের প্রেমে নাই বিরহ-অনল
সুন্দর আঁখি আছে, নাই আঁখি-জল;
রাধার অশ্রু নাই কুমকুম-ফাগে ॥

Flowers and Thorns

For every bloom, a thorn awakes,
This earthen world my fond heart takes.

Here moonlight wears a darkened stain,
Here longing ends in weary pain,
Here love bears slander's bitter ache,
And pride with tender passion shakes.

Here dwells the fear of losing, dear -
Clutching you close through trembling tear,
Never to let you disappear.

Heaven's love knows no burning absence,
Bright eyes there lack sorrow's presence,
No tear-stained cheeks like Radha's face
Where crimson love and anguish trace.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

Translator's Notes :

1. **Radha:** The name Radha is one of the most revered and beloved figures in Hindu spirituality, especially in the traditions of Bhakti (devotional love) and Vaishnavism.

যে আল্লার কথা শোনে তারি কথা শোনে লোকে

যে আল্লার কথা শোনে তারি কথা শোনে লোকে ।
আল্লার নূর যে দেখেছে পথ পায় লোক তার আলোকে ॥

যে আপনার হাত দেয় আল্লায়
জুল্ফিকার তেজ সেই পায়,
যার চোখে আছে খোদার জ্যোতি রাত্রি পোহায় তারি চোখে ॥

ভোগের তৃষ্ণা মিটেছে যার খোদার প্রেমের শিরনি পেয়ে,
যায় বাদশা-নবাব গোলাম হ'য়ে সেই ফকিরের কাছে যেয়ে ।
আসে সেই কওমের ইমাম সেজে কওমকে পেয়েছে যে,
তারি কাছে খোদার দেওয়া শান্তি আছে দুখে-শোকে ॥

He Who Listens to Allah

He who listens to Allah's, the world shall hear them,
He who hears men's words – none pays heed to them.

Who points the way, if Allah directs his hand
Who walks that path, walks fearless through the land.
Where you abide, there peace shall dwell, victory stay –
He who listens to Allah, the world shall hear them.
O jeweled heart! O wandering soul! rise and seek the
light!
Drive back the dark, make bright the lantern bright.

Translated by Mahammad Zahir Uddin

যেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার তুমি হবে কাজী

যেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার তুমি হবে কাজী
সেদিন তোমার দিদার আমি পাব কি আল্লাজী ॥

সেদিন নাকি তোমার ভীষণ কাহ্নার রূপ দেখে
পীর পয়গম্বর কাঁদবে ভয়ে 'ইয়া নফসী' ডেকে;
সেই সুদিনের আশায় আমি নাচি এখন থেকে।
আমি তোমায় দেখে হাজারো বার দোজখ যেতে রাজি
আল্লাহ তোমায় দেখে হাজারো বার দোজখ যেতে রাজি ॥

যে রূপে হোক বারেক যদি দেখে তোমায় কেহ
দোজখ কি আর ছুঁতে পারে পবিত্র তাঁর দেহ।
সে হোক না কেন হাজার পাপী হোক না বে-নামাজী ॥

ইয়া আল্লাহ, তোমার দয়া কত তাই দেখাবে ব'লে
রোজ-হাশরে দেখা দেবে বিচার করার ছলে, -
প্রেমিক বিনে কে বুঝিবে তোমার এ কারসাজি ॥

On That Day of Judgment

When on the Day of Judgement
you will be the Qazi
Shall I get your mercy
on that day, Allaji?

On that day, I hear - at the sight
of your Kahhar form, O my Lord dear,
Pirs and Prophets alike, will be crying in fright
But It's me, the only one, in trance,
am waiting for that very day of doom
And, from now, have euphorically started to dance

In whatever form, whoever can see you just once
Can their purified body be touched by the hellfire, even by
chance?
Even if they are non-praying reprobates and sinners of
abhorrence?

O Allah it's just to show your magnanimity
That you'll appear on the Judgement Day
In the guise of a Judge, full of mercy and pity
Who other than a lover will be able to see through your
duplicity?

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

রুম্‌ বুন্‌ বুন্‌ বুন্‌ রুম্‌ বুন্‌ বুন্‌

রুম্‌ বুন্‌ বুন্‌ বুন্‌ রুম্‌ বুন্‌ বুন্‌

খেজুর পাতার নূপুর বাজায় কে যায় ।

ওড়না তাহার ঘূর্ণি হাওয়ায় দোলে

কুসুম ছড়ায় পথের বালুকায় ॥

তার ভুরুর ধনুক বেঁকে ওঠে তনুর তলোয়ার,

সে যেতে যেতে ছড়ায় পথে পাথর-কুচির হার ।

তার ডালিম ফুলের ডালি গোলাপ-গালের লালি

Ting-A-Ling, Ting-A-Ling, Ting-A-Ling

Ting-a-ling, ting-a-ling, ting-a-ling,
Who goes there stepping over the date leaves
Raising a melodious jingling?
Her scarf flutters in the dancing wind,
Her steps scatter flowers on the rocky road,
As she trips gaily on
Her arched eyebrows sparkle like a sword,
And her feet kick tiny stones
Scattering them like a jeweled necklace.

She is pretty as the peach blossoms,
And even the young Eid-moon is in love with her.
It pines for her rosy cheeks.
She is a mirage and a vision rare
Many a prince riding an Arab mare
Sought her in vain in Sahara's desert sands.
For her many a young traveller
Lost their lives in strange, far-off lands.
And, lured by her haunting charm,
Died, many a forest deer.

Translated by Kabir Chowdhury

লায়লী তোমার এসেছে ফিরিয়া মজনু গো আঁখি খোলো

লায়লী তোমার এসেছে ফিরিয়া মজনু গো আঁখি খোলো ।
প্রিয়তম! এতদিনে বিরহের নিশি বুঝি ভোর হলো ॥

মজনু! তোমার কাঁদন শুনিয়া মরু-নদী পর্বতে
বন্দিণী আজ ভেঙেছে পিঞ্জর বাহির হয়েছে পথে ।
আজি দখিনা বাতাস বহে অনুকূল,
ফুটেছে গোলাপ নার্গিস ফুল,
ওগো বুলবুল, ফুটন্ত সেই গুলবাগিচায় দোলো ॥

বনের হরিণ-হরিণী কাঁদিয়া পথ দেখায়েছে মোরে,
হুরী ও পরীরা বুঝিয়া বুঝিয়া চাঁদের প্রদীপ ধরে ।
আমার নয়নে নয়ন রাখিয়া
কি বলিতে চাও, হে পরান-পিয়া!
নাম ধরে ডাকো, ডাকো মোরে স্বামী
ভোলো অভিমান ভোলো ॥

Your *Layli* has returned—O Majnu, open your eyes.

Your *Layli* has returned—O Majnu, open your eyes.
Beloved! At last, the night of separation dawns, I surmise.
Majnu! Hearing your cries, the desert-rivers, mountains high,
The caged bird broke free today, took to the open sky.
Now the southern breeze blows kind, a favor rare,
Roses bloom, narcissus fair,
O *Bulbul*, swing in that garden of blossoms bright, now dare!
The forest deer, the doe in tears, showed me the way,
Houris, fairies, with moon-lamps, lit the path astray.
Rest your eyes on mine, my love,
What would you say, O heart's delight, my dove?
Call me by name, call me, O Husband!
Let go of ego, forget the strife!

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Layli and Majnu:** Layli and Majnu is a classical tale of unfulfilled love, originating in pre-Islamic Arabia and later immortalized by Nizami Ganjavi in the 12th century. The story began in pre-Islamic Arabia as a Bedouin legend about a young poet, Qays ibn al-Mulawwah, who fell deeply in love with a girl named Layla. Beyond its romantic plot, it has been widely interpreted in Sufi traditions as an allegory of the soul's yearning for the Divine.
2. **Bulbul:** Bulbul is a well-known songbird in Iran and across the Persianate world, celebrated not only for its melodious voice but also for its deep cultural and literary symbolism. Poets like Hafez, Sa'di, Rumi, and Jami constantly used the bulbul as a symbol of the passionate seeker of divine love.

শাওন-রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে

শাওন-রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারি ঝরে ॥

ভুলিও স্মৃতি মম, নিশীথ-স্বপন সম
আঁচলের গাঁথা মালা ফেলিও পথ 'পরে ॥

ঝুরিবে পুবালি বায় গহন দূর-বনে,
রহিবে চাহি' তুমি একেলা বাতায়নে ।
বিরহী কুহু-কেকা গাহিবে নীপ-শাখে
যমুনা-নদীপারে শুনিবে কে যেন ডাকে ।
বিজলি দীপ-শিখা খুঁজিবে তোমায় প্রিয়া
দু' হাতে ঢেকো আঁখি যদি গো জলে ভরে ॥

On a monsoon night

If on a monsoon night you think of me once more,
While storms rage outside, and teardrops softly pour.
Forget my memory, like a midnight dream gone—
Let fall the garland once tied to your sari's dawn.

The eastern breeze will sigh through woods deep and wide,
And you will gaze alone, by the window's side.
On *Candamba* branches, the lonely cuckoo will cry,
By Yamuna's banks, you'll hear a distant sigh.

Lightning's flame will search for you, my dear—
Cover your eyes if they fill with a tear.

Translated by Nadira Bhabna

শুকনো পাতার নূপুর পায়ে

শুকনো পাতার নূপুর পায়ে
নাচিছে ঘূর্ণিবায়
জল তরঙ্গে বিল্মিল্ বিল্মিল্
চেউ তুলে সে যায় ॥

দীঘির বুকে শতদল দলি'
ঝরায়ে বকুল-চাঁপার কলি
চঞ্চল ঝরনার জল ছল ছলি
মাঠের পথে সে ধায় ॥

বন-ফুল আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া
আলুথালু এলোকেশ গগনে মেলিয়া
পাগলিনী নেচে যায় হেলিয়া দুলিয়া
ধূলি-ধূসর কায় ॥

ইরানি বালিকা যেন মরু-চারিণী
পল্লীর-প্রান্তর-বনমনোহারিণী
আসে ধেয়ে সহসা গৈরিক বরণী
বালুকার উড়্‌নি গায় ॥

Wearing the anklets of dried leaves

The whirl wind dances wearing the anklets of dried leaves
It plays jingling music over the ripples of the pond
And creates magical waves

As it dances with glamor
It smashes the lotus of the pond
Makes the flowers and the buds
Scatter off the trees
Makes the restless water fall splash
And flood over the meadow

By taking off the flowery dress
And scattering its grey hair
It shrouds the sky
And dances around with wild ecstasy
With her body covered with dust

As if a desert dwelling Iranian girl
Stealing the heart of the wilderness
Suddenly comes running
Wearing the amber scarf of the sand

Translated by Gulshan Ara Kazi

শোন শোন, ইয়া ইলাহী, আমার মোনাজাত

শোন শোন, ইয়া ইলাহী, আমার মোনাজাত ।
তোমারি নাম জপে যেন, (আমার) হৃদয় দিবস-রাত ॥

যেন কানে শুনি সদা
তোমারি কালাম হে খোদা,
(আমি) চোখে যেন দেখি শুধু, (দেখি) কোর্আনের আয়াত ॥

মুখে যেন জপি আমি
কলেমা তোমার দিবস-যামী,
(তোমার) মসজিদেদিরি ঝাড়ু-বর্দাদ্ , (খোদা) হোক আমার এ হাত ।
সুখে তুমি, দুখে তুমি,
চোখে তুমি, বুকে তুমি,
এই পিয়াসি প্রাণে খোদা তুমি আবহায়াত ॥

O Allah, listen to my prayer

O Allah, listen to my prayer
Grant me the ability to chant your name days and nights
May I always hear your name and your rhyme
And always see Quran's verses

May I recite from Quran days and nights
And always be busy keeping your mosque clean

You are with me in good times and bad times
In my eyes and my heart
O Allah, you are the saver of this heart

And I yearn to get near you

Translated by Gulshan Ara Kazi

শোনো লো বাঁশিতে ডাকে আমারে শ্যাম

শোনো লো বাঁশিতে ডাকে আমারে শ্যাম ।
গুমরিয়া কাদে বাঁশি ল'য়ে 'রাধা রাধা' নাম ॥

পিঞ্জরে পাখি যেন
লুটাইয়া কাদে মন,
আশে পাশে গুরুজন বাম ॥

Listen to Shyam's Flute

Listen to Shyam's flute calling my name
Smoldering in pain
Oftentimes the flute plays on Radha's name

Translated by Irshad Ahmed Shaheen

শ্মশানে জাগিছে শ্যামা

শ্মশানে জাগিছে শ্যামা
অস্ত্রিমে সন্তানে নিতে কোলে
জননী শান্তিময়ী বসিয়া আছে ঐ
চিতার আগুন ঢেকে স্নেহ-আঁচলে ॥

সন্তানে দিতে কোল ছাড়ি' সুখ কৈলাস
বরাভয় রূপে মা শ্মশানে করেন বাস,
কি ভয় শ্মশানে শান্তিতে যেখানে
ঘুমাবি জননীর চরণ-তলে ॥

জ্বলিয়া মরিলি কে সংসার জ্বালায়
তাহারে ডাকিছে মা 'কোলে আয়, কোলে আয়'
জীবনে শ্রান্ত ওরে ঘুম পাড়াইতে তোরে
কোলে তুলে নেয় মা মরণেরি ছলে ॥

In the Shmashana, Shyama rises–

In the *Shmashana*, *Shyama* rises–
To take her child to the journey's end.
The tranquil Mother sits, serene,
Veiling the pyre's flame with her mantle of love.
To cradle her child, she leaves the luxury of *Kailash*;
In fearless grace, she walks in *Shmashana*'s ash.
What fear remains when in peace
You sleep beneath your Mother's feet?
Burned by the world, who perished in pain–
The Mother calls them to her lap.
To lull to rest the soul worn by life,
The Mother lifts you into her arms–
Under the veil of death.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. **Shyama:** Shyama is a compassionate and fierce form of Goddess Kali, often worshipped as the dark mother in Bengal. While terrifying in appearance—with dark skin, disheveled hair, and a garland of skulls—Shyama is deeply maternal and protective toward her devotees. In this poem, she is portrayed not as a destroyer, but as a peaceful, grieving mother who embraces her child even in death, covering the funeral pyre with her affection. The name Shyama emphasizes both her tenderness and transcendental strength, particularly in moments of ultimate loss.
2. **Kailash** – Refers to Mount Kailash, the heavenly abode of Lord Shiva and Goddess Parvati (Shyama). Leaving Kailash symbolizes the divine mother's descent into the mortal realm, even into the cremation ground, out of pure maternal love.
3. **Shmashana:** Shmashana is a Hindu crematory ground, where dead bodies are brought to be burnt on a pyre.

সন্ধ্যা নেমেছে আমার বিজন ঘরে, তব গৃহে জ্বলে বাতি

সন্ধ্যা নেমেছে আমার বিজন ঘরে, তব গৃহে জ্বলে বাতি ।
ফুরায় তোমারি উৎসব নিশি সুখে, পোহায় না মোর রাতি ॥

আমার আশার বরা ফুলদল দিয়া,
তোমার বাসর শয্যা রচিছ প্রিয়া
তোমার ভবনে আলোর দীপালি জ্বলে, আঁধার আমার সাথী ।
পোহায় না মোর রাতি ॥

ঘুমিয়ে পড়েছে আমার কাননে কুলু, নীরব হয়েছে গান;
তোমার কুঞ্জে গানের পাখিরা তুলিয়াছে কলতান ।
পৃথিবীর আলো মোর চোখে নিভে আসে,
বাজিছে বাঁশরি তোমার মিলন রাসে ।
ওপারের বাঁশি আমায় ডাকিবে কবে, আছি তাই কান পাতি ।
পোহায় না মোর রাতি ॥

Evening descends in my lonely room

Evening descends in my lonely room,
While lamps in your house glow and bloom.
Your festive night ends in delight-
But my night knows no dawn.

With the fallen petals of my hopes,
You, beloved, adorn your bridal bed;
In your halls, rows of lights are aglow-
While darkness is my only companion.
My night knows no dawn.

In my garden, the cuckoo has fallen asleep,
Its song has sunk to silence deep;
In your grove, the song birds
Raise their joyful chorus.
The light of the world fades from my eyes,
While the flute plays on
In your dance of union;
When will the flute from the other side summon me?
I wait, listening-
Yet still my night knows no dawn.

Translated by Nadira Bhabna

সাহারাতে ফুটল রে রঙিন গুলে লালা

সাহারাতে ফুটল রে রঙিন গুলে লালা
সেই ফুলেরি খোশবুতে আজ দুনিয়া মাতোয়ালা ॥

সে ফুল নিয়ে কাড়াকাড়ি চাঁদ-সুরুজ গ্রহ-তারা
ঝুঁকে পড়ে চুমে সে ফুল নীল গগন নিরালা ॥

সেই ফুলেরি রঙশনিতে আরশ কুরসি রঙশন
সেই ফুলেরি রঙ লেগে আজ ত্রিভুবন উজালা ॥

চাহে সে ফুল জ্বীন ও ইন্সান হুরপরী ফেরেশ্তায়
ফকির দরবেশ বাদশা চাহে করিতে গলার মালা (তারে) ॥

চেনে রসিক ভ্রমর, বুলবুল সেই ফুলের ঠিকানা
কেউ বলে হয়রত মোহাম্মদ (বলে) কেউ বা কমলিওয়ালা ॥

In the desert's sandy vastness

In the desert's sandy vastness blossomed a bright flower
whose fragrance enamoured the universe.

The moon and the sun,
the planets and the stars,
all wanted to possess it.

The limitless sky bent low
in order to kiss it.

The brightness of that flower
lit up God's throne.

Wrapping around her its many splendoured hue
the earth grew radiant.

Into the garden of that flower
flew a million birds
and to clasp it in their breasts
yearned the leaves and the branches
of a thousand trees.

Men, angels, fairies—all craved it.
Saints, emperors and the penniless poor—
all wanted to weave a garland
and wear it around their neck.
The nightingale and the bee knew
where to find that flower.
Some called it Hazrat Mohammad,
some simply "Kamliwallah"!

Translated by Kabir Chowdhury

সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ

সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ
হে মহাকাল প্রলয়-তাল ভোলো ভোলো ॥

ছড়াক তব জটিল জটা
শিশু-শশীর কিরণ-ছটা
উমারে বুকে ধরিয়া সুখে দোলো দোলো ॥

মন্দ-স্রোতা মন্দাকিনী সুরধুনী-তরঙ্গে
সংগীত জাগাও হে তব নৃত্য-বিভঙ্গে ।
ধুতুরা ফুল খুলিয়া ফেলি’
জটাতে পরো চম্পা বেলী
শাশানে নব জীবন, শিব, জাগিয়ে তোলা ॥

Dance, *Nataraj*, in creation's joyful beat

Dance, *Nataraj*, in creation's joyful beat,
O *Mahakal*! Forget destruction's rhythm fleet.
Let your tangled locks flow free
Moonbeams like children at play,
Holding *Uma* at your chest, sway in bliss.
In *Mandakini*'s gently streaming waves,
Let music rise through dance's winding craze.
Cast off *datura*'s poisoned bloom,
Wear *Champa*-jasmine in your matted hair,
O Shiva, wake new life, beautiful, from crematorium.

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Nataraj:** Nataraj refers to the "Lord of the Dance." The title is a celebrated form of the Hindu god Shiva depicted in cosmic dance, and serving as a profound icon of rhythm,
2. **Mahakal:** Mahakal, a name for the Hindu deity Shiva meaning "Great Time" or "Eternity," is most prominently worshipped in his fierce form as the ruler of death and time.
3. **Uma:** Uma, a benevolent and revered form of the Hindu goddess Parvati, is the consort of Shiva and embodies divine wisdom, motherhood, and spiritual power.
4. **Mandakini:** Mandakini, the name of a sacred celestial river in Hindu mythology, is believed to flow in the realm of the gods.
5. **Champa:** The Champa flower, known for its intensely fragrant, white or yellow blossoms, is sacred in Hinduism, often associated with worship and the divine.

সৃজন-ভোরে প্রভু মোরে সৃজিলে গো প্রথম যবে

সৃজন-ভোরে প্রভু মোরে সৃজিলে গো প্রথম যবে,
(তুমি) জানতে আমার ললাট-লেখা, জীবন আমার কেমন হবে ॥

তোমারি সে নিদেশ প্রভু,
যদিই গো পাপ করি কভু,
নরক-ভীতি দেখাও তবু, এমন বিচার কেউ কি স'বে ॥

করুণাময় তুমি যদি দয়া কর দয়ার লাগি'
ভুলের তবে 'আদমেরে' করলে কেন স্বর্গ-ত্যাগী!
ভক্তে বাঁচাও দয়া দানি'
সে ত গো তার পাওনা জানি'
পাপীরে লও বক্ষে টানি' করুণাময় কইব তবে ॥

At the Dawn of Creations

At creation's dawn when first thou mad'st me whole,
Thou knew'st my fate writ on my brow, my destined role.

If in thy stern decree,
Though I should sinful be,
Thou show'st hell's wrath to me -
Doth justice judge this soul?

Merciful! If pity moves thee, pity's own claim,
Why banish Adam for one fault from heaven's frame?

Save thy devotees by grace,
Their earned reward embrace,
But draw the sinner to thy face -
Thus shall I praise thy name.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

সেই আমাদের বাংলাদেশ

সেই আমাদের বাংলাদেশ !
রাজরানী আজ ভিখারিনী কাঁদছে বনে লুটিয়ে কেশ ॥

মুক্ত-ধারা সে-নদী আজ মন্দ-গতি বন্ধনে,
সুনীল আকাশ অশ্রু-মলিন নিপীড়িতের মন্দনে ।
ধূলায় ছিল সোনার রেণু ঘরে ঘরে সুখ-বিলাস
নিঃশ্বাসিয়া ফিরছে হেথা চাঁদ-কেদারের দীর্ঘশ্বাস,
বাতাসে হায় ফিরছে উড়ে বীর প্রতাপের ভস্ম-শেষ ॥

That is our Bangladesh!

The queen now begs in rags, forlorn,
She weeps in the woods, her hair outworn.
The river once in freedom's flight
Now crawls in chains, bereft of might.
The azure sky grows dim with rain,
It weeps to hear the captive's pain.
Once golden dust through homes would flow,
And joy lit every hearth's warm glow
Now *Chand Kedar's* long sighs remain,
And hero-ash blows on the plain.

Translated by Nadira Bhabna

Translator's Notes :

1. **Chand Kedar:** A poetic reference to **Kedarnath Dev Ray**, the Maharaja of Bikrampur (~1561-1616), one of the prominent Baro-Bhuyans-regional chiefs who valiantly resisted Mughal domination and defended Bengal using strategic alliances, including with Portuguese naval commanders

হারানো হিয়ার নিকুঞ্জপথে কুড়াই ঝরা ফুল একেলা আমি

তুমি কেন হায় আসিলে হেথায় সুখের স্বরণ হইতে নামি ॥
চারিপাশে মোর উড়িছে কেবল
শুকানো পাতা মলিন ফুল-দল,
বৃথাই সেথা হায় তব আঁখিজল ছিটাও অবিরল দিবস-যামী ॥

এলে অবেলায় পথিক বেভুল
বিঁধিছে কাঁটা নাহি যবে ফুল,
কি দিয়ে বরণ করি ও চরণ নিভিছে জীবন, জীবন-স্বামী ॥

The Secret Path of My Lost Heart

On the lost heart's grove-strewn way
I gather storm-felled blooms.
This hollow breast, Pain's constant mate,
Sparks no hope's tender glooms.

Through weary soul, sounds Sorrow's strain
A venom-touched flute's cry.
In sightless dark, the Dream-lamp's gleam
Finds no kind breeze nearby.

I spy no pledge of dawning light,
The sky quakes, lingers nigh.
My shattered core's grief-brimming streams
Bear memory-blooms that sigh.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

হুল ফুটিয়ে গেলে শুধু পারলে না হয় ফুল ফোটাতে

হুল ফুটিয়ে গেলে শুধু পারলে না হয় ফুল ফোটাতে ।
মৌমাছি যে ফুলও ফোটায় হুল ফোটানোর সাথে সাথে ॥

আঘাত দিলে, দিলে বেদন
রাঙাতে হয়, পারলে না মন,
প্রেমের কুঁড়ি ফুটল না তাই পড়ল ঝরে নিরাশাতে ॥

আমায় তুমি দেখলে নাকো, দেখলে আমার রূপের মেলা,
হায় রে দেহের শ্মশান-চারী, শব নিয়ে মোর করলে খেলা ।
শয়ন-সাথি হলে আমার, রইলে নাকো নয়ন-পাতে ॥

ফুল তুলে হয় ঘর সাজালে, করলে নাকো গলার মালা
ত্যাজি সুখা পিয়ে সুরা হলে তুমি মাতোয়ালা,
নিশাস ফেলে নিভাইলে যে-দীপ আলো দিত রাতে ॥

Thorns Without Roses

You drew the thorn but failed the bloom,
While bees sting and sweeten perfume.
Wounds you gave - yet couldn't paint
My heart's hues with love's true taint -
So bud unkissed by passion's flame
Fell withered in shame.
Blind to my spring's bright masquerade,
You danced with corpses in death's parade.
Though shared my bed, your eyes stayed shut,
No dawn-drenched glances ever cut.
You wove no garlands from my scent -
Just drank despair, drunken, bent,
Then blew my last night-lamp out.

Translated by Mohammad Zahir Uddin

হে গোবিন্দ রাখ চরণে

হে গোবিন্দ রাখ চরণে ।

মোরা তব চরণে শরণাগত আশ্রয় দাও আশ্রিত জনে হে ॥

গঙ্গা বারে যে শ্রীচরণ বেয়ে

কেন দুখ পাই সে চরণ চেয়ে

এ ত্রিতাপ জ্বালা হর হে শ্রীহরি , চাহ করুণা সিন্ধু নয়নে ॥

হরি ভিক্ষা চাহিলে মানুষ নাহি ফিরায়ে

তোমারি দুয়ারে হাত পাতিল যে , ফিরাবে কি তুমি তায় ।

হরি সব তরী ডুবে যায়

তোমার চরণ তরী ত' ডোবে না হয় ,

তব চরণ ধরিয়া ডুবে মরি যদি রবে কলঙ্ক নিখিল ভুবনে ॥

O Govinda! Keep us at Your feet.

O Govinda! Keep us at Your feet.

We, Your humble ones, come seeking refuge at Your holy feet.

The Ganga flows from Your sacred feet,

Why must we suffer while yearning for Your divine feet?

Relieve us from the threefold pain, O Lord, with eyes filled with mercy and love.

When a beggar asks, none turns him away

If someone seeks at Your door, will You turn them away?

Holding Your feet, if I drown, the world would bear the shame.

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Govinda:** Govinda is a prominent epithet of Lord Krishna in the Vaishnava tradition, means "protector of cows".
2. **Ganga:** The Ganga, also known as Ganges river, is revered in Hinduism as a sacred river embodying purity and spiritual liberation

হে চির সুন্দর, বিশ্ব চরাচর তোমারি মনোহর রূপের ছায়া

হে চির সুন্দর, বিশ্ব চরাচর তোমারি মনোহর রূপের ছায়া ।
রবি শশী তারকায় তোমারি জ্যোতি ভায় রূপে রূপে তব অরূপ কায়া ॥

দেহের সুবাস তব কুসুম-গন্ধে,
তোমার হাসি হেরি শিশুর আনন্দে ।
জননীর রূপে তুমি আমাদের যাও চুমি', তব সেড়বহ-প্রেমরূপ - কন্যা জায়া ॥

হে বিরাট শিশু ! এ যে তব খেলনা
নিতি নব, ভাঙা গড়া দুখ শোক বেদনা ।
শ্যামল পল্লবে সাগর-তরঙ্গে
তব রূপ লাবনি দুলে ওঠে রঙ্গে,
বিহগের কণ্ঠে তব মধু কাকলি, মায়াময় । শতরূপে বিছাও মায়া ॥

O dear Lord, beauty of nature

O dear Lord, breathtaking beauty of nature
Is just a reflection of your grace and greatness!
The sun, the moon and the stars all glitter your luminescence
They depict your exquisitely undefined image

As we smell the sweet fragrance of flowers we feel your
presence
As the baby smiles, we see your smile
As mother kisses us, we feel your love
We feel your affection in my daughter's love and my wife's love

O the big child
With your whim you create or destroy
Make us happy or sad
It is all a play to you

Green luster meadow and the waves of the ocean describe your
beauty
Birds sing your sweet songs
You cast your magic charm through hundreds of your
expressions

Translated by Gulshan Ara Kazi

হে নামাজী ! আমার ঘরে নামাজ পড় আজ

হে নামাজী ! আমার ঘরে নামাজ পড় আজ ।
দিলাম তোমার চরণ-তলে হৃদয়-জায়নামাজ ॥

আমি গুনাহ্‌গার বে-খবর,
নামাজ পড়ার নাই অবসর
(তব) চরণ-ছোঁয়ায় এই পাপীয়ে কর সর্ফরাজ ॥

তোমার ওজুর পানি মোছ আমার পিরান দিয়ে
আমার এ ঘর হোক মসজিদ তোমার পরশ নিয়ে ।
যে শয়তানের ফন্দিতে ভাই,
খোদায় ডাকার সময় না পাই
সেই শয়তান যাক দূরে, শুনে তক্বীরের আওয়াজ ॥

O worshipper! Pray in my home today.

O worshipper! Pray in my home today.
I spread my heart as prayer-mat beneath your feet.
I'm a sinner, unaware—
No time had I for prayer,
But in your shadow's grace, lift this sinner's face!
Wipe your ablution water with my life's cloth,
Make my home a mosque through your holy touch.
That Satan's whispers, brother,
Stole my calls to Allah.
Let him flee when *takbir's* voice rings clear.

Translated by Debashis Das

Translator's Notes :

1. **Takbir:** The Takbir, most commonly expressed as *Allāhu Akbar* ("God is the Greatest"), is a central Islamic phrase of glorification used in daily prayers, symbolizing the supremacy and majesty of God.

Appendix

Kazi Nazrul Islam : A Chronology of Life

Sajed Kamal

- 1899 May 24, Kazi Nazrul Islam born at the village of Churulia in the district of Bardhaman, West Bengal, India. Mother, Zaheda Khatun; father, Kazi Fakir Ahmad, the Imam (the head of a mosque) and the custodian of the Haji Pahlwan's mazar (a Muslim shrine) in his village; brothers, Kazi Shahebjani and Kazi Ali Hussain, and sister, Umme Kulsum (three surviving out of the total of seven sons and two daughters of Fakir Ahmad).
- 1908 March 20, Nazrul's father dies at the age of 60.
- 1909 Passes the Muslim lower primary education examination in a maktab (a Muslim primary school).
- 1910 Discontinues formal schooling due to financial hardship. Earns his livelihood as a teacher at a maktab, muazzin (a caller for prayer at a mosque), and a custodian of the village shrine, etc.
- 1911 Joins a *leto* group (folk musical troupe) with the encouragement and help from his uncle, Kazi Bazle Karim, a singer-song-writer-composer, himself a *Goda Kobi* (the leading Poet) of his troupe. Bazle Karim wrote in Bengali as well as Urdu and Farsi. Nazrul succeeded him as the *Goda*. Nazrul's talent impressed many others, including the reputed, Sheikh Chokor Ail *Goda Kobi*, who also encouraged him to develop his *leto* career. During his four years or so with *leto* troupes, along with songs, Nazrul also wrote scripts for *leto* dramas, one of his scripts was based on the Bengali epic poem, *Meghnad Badh* (The Slaughter of Meghnad) by Madhusudan Dutt (1824-1873). Most of Nazrul's writings for *leto* have been lost.
- 1911 Studies at Mathrun Nabinchandra Institution (class VI).

- 1912 Works in the household of a railway guard, in a bakery shop, etc.
- 1913-14 Meets Kazi Rafizullah, a police sub-inspector, who arranges for Nazrul to study free of charge at Darirampur High School in Mymensingh. Completes class VII, then returns to Churulia.
- 1915-17 Admitted to Searsol Raj High School in Raniganj, Bardhaman, in class VIII. Kazi Manzoor Hussain, a distant relative, helped making the arrangements for free schooling and accomodation. Studies through class X, until the pre-test examination required prior to the matriculation examination.
- At Searsol Raj meets Satish Kanjilal, a teacher with some mastery in classical music, who actively encouraged Nazrul to continue to develop his musical talent.
- Also meets Nibaranchandra Ghatak, a teacher and member of an underground revolutionary organization committed to go as far as armed struggle against the British colonial government. Attracted by the thought of utilizing the training later for the freedom movement, Nazrul and his schoolmate Shailajananda Mukhopadhyaya (the latter day reknowned literateur) decide to join the army. They travel to Calcutta. Nazrul passes the recruitment examination, Shailajananda doesn't Nazrul joins the army in the 49th Bangali Paltan. Trained in Nawshera, stationed Karachi.
- 1919 First publication, *Bounduler Atma-kahini* (Life Story of a Vagabond), a short story, in Saogat magazine, 1st year, 7th issue, in Calcutta, Mohammad Nasiruddin, editor. The first article published, *Turki Mahilar Ghomta Khola* (The Unveiled Face of a Turkish Woman), in Saogat, 1st year, 12th issue.

First poem published, *Mukti* (Freedom), in the *Bangiyo Mussalman Sahitya Patrika* (Bengal Muslim Literary Magazine).

Nazrul Havildar (seargrnt) in the army in Karachi.

- 1920 Returns to Calcutta, first staying in the same Hostel with Shailajananda Mukhopadhyaya, then in a rented apartment with Comrade Muzaffar Ahmad.

First song published, *Udbodan* (Inauguration), in *Saogat*, 2nd year, 6th issue. April, *Bandhanhara* (Free from Bonds), a novel, begins its serialized publication in *Muslim Bharat* (Muslim India) July, appointed a joint-editor, with Muzaffar Ahmad, of *Daily Navajoog* (The Daily New Age, from the Sanskrit “nava”-new, “yuga”-age or era), founded by A. K. Fazlul Huq.

- 1921 Goes to Daulatpur in Comilla with Ali Akbar Khan (not to be confused with the present day sarod master).

June 18 married to Syeda Nargis A’sar Khanam, a niece of Ali Akbar khan. Disagreements between Nazrul and Nargis’ family on the night of the wedding. Nazrul leaves Daulatpur on June 19, never to see Nargis again.

(Their only correspondence was through letters, one each way, in 1937-Nargis’ letter to Nazrul and the latter’s reply. Divorce confirmed in 1937. Nargis remarried to Azizul Hakim in 1938.)

October, visits Santiniketan with Mohammad Shahidullah and meets Rabindranath Tagore for the first time.

December, writes *Bidrohi* (The Rebel).

- 1922 “*Bidrohi*” published in the January 6th issue of *Saptahik Bijli* (Weekly Lightning).

“*Bidrohi*” also published in *Mushim Bharat*.

March, Nazrul’s first book, *Byathar Dan* (Offerings of Pain), a collection of short stories, published in Calcutta.

August 11, A bi-weekly *Dhumketu* (The Comet) premieres, Nazrul is the editor.

September 26, Nazrul's poem, "Anandamoyeer Agamoney" (Coming of Goddess Durga), published in *Dhumketu*.
October 13, India's complete freedom from the British government. demanded in *Dhumketu*.

October 13, *Agni Bina* (The Fiery Bina), a collection of poems, published in Calcutta. Proscribed by the government.

October 25, *Jooga Bani* (The Message of the Age), a collection of essays, published in Calcutta. Proscribed by the government.

November 8, a warrant for arrest issued against Nazrul on charges of sedition.

November 23, Nazrul arrested in Comilla.

1923 January 16, Nazrul delivers *Rajbandir Jabanbandi* (Deposition of a Political Prisoner) in the court of the Chief Presidency Magistrate Swinho, in Calcutta; sentenced to 1 year of hard labor imprisonment.

January 27, *Rajbandir Jabanbandi* Published in *Dhumketu*, the final issue, in Calcutta
February 22, Rabindranath Tagore dedicates his song-drama, *Basanta* (Spring) to Nazrul.

Dolan Champa (name of a faintly fragrant monsoon flower), a collection of poems and songs, published in Calcutta.

April-May, Nazrul goes on a hunger strike to protest the mistreatment of political prisoners by the jail authority. Revolutionary, populist novelist and short story writer Sharatchandra Chattopadhyaya visit Nazrul in jail, requesting him to end his hunger strike. Similar requests form many others, including the liberationist political leader Deshbandhu Chittaranjan Das. Rabindranath Tagore sends Nazrul a telegram from Shilong, "Give up

- hunger strike, our literature claims you." Nazrul stays on hunger strike for 40 days.
- December, Nazrul released from jail.
- 1924 Married to Pramila (Duli), the only daughter of Giribala Sengupta. The couple settle in Hooghly.
- Their first son, Azad Kamal (also named Krishna Muhammad), is born. Azad dies the same year.
- Bisher Banshi* (The Poison Flute) and *Bhangar Gan* (The Song of Destruction), both collections of songs and poems, published in Calcutta. Both are proscribed.
- 1925 May, meets Gandhi in the Faridpur Congress. November 10, "The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress" formed. Nazrul announces and publishes the Party pamphlet.
- December 16, the premiere issue of *Lungal* (The Plough), the Party magazine, contains Nazrul's set of poems on equality.
- 1926 The family moves to Krishnanagar
- Lungal's* name is changed to *Gono-Bani* (Voice of the People).
- May, writes and sings *Kandari Hushiar* (Helmaman Be Aware) for the inaugural song of the Krishnanagar Congress. Their second son, Arindam Khalid (Bulbul), born.
- Composes his first ghazal, "*Bulbuli tui phul shakhate dis ne aji dol.*"
- 1927 February, comes to Dhaka to attend and speak at the annual conference of the *Muslim Sahitya Samaj* (Muslim Literary Society).
- Nazrul faces tremendous financial hardship, especially due to non-payment for his writings by several publishers; faces health crisis as well as growing threats and harassment by both the British government and the

Hindu and Muslim conservative members of the society; even subjected to physical attacks.

March, *Saogat* sponsors a “variety performance” to benefit Nazrul and his family. Held at Albert Hall in Calcutta, attended by Nazrul.

July, sufia N. Hossain (later Sufia Kamal), a young poet of 16, moved by the news of Nazrul’s continual, even worsening, hardship and harassment, appeals “as his [Nazrul’s] mother, his sister” in a letter to *Saogat* editor Mohammad Nasiruddin to come to his rescue, to “tie him with affection.”

Nazrul accepts Nasiruddin’s offer to join the salaried staff of *Saogat*, commuting from krishnanagar.

1928 Mother dies.

Two separate editions of *Sanchita* published.

November, Nazrul honored by the *Haragachha Tarun Sanghya* (Haragachha Youth Organization) in Rangpur.

For both financial and health considerations, Nazrul’s friends and well-wishers associated with *Saogat* help the family to move to Calcutta. On behalf of family, *Saogat* rents an apartment in the same building until the family moves to Pan Bagan a few months later.

December, Nazrul honored by the Rajshahi Muslim Club in Rajshahi.

Decemer, Nazrul attends the conference of the *Nikhil Bharat Krishak o Sramik Dal* (All India Farmers and Workers Party); sings the inaugural song. December, Nazrul sings the inaugural song at the meeting of the All India Socialist Youth Congress at Calcutta, presided by Pandit Jawaherlal Nehru.

1929 Son, Kazi Sabyasachi, born, January, Nazrul attends the inaugural ceremony of the *Muslim Shiksha Samity* (Muslim Education Association) in Chittagong, honored by several organization Chittagong the same year. including the Bulbul Society. Honored at the annual

conference of the Bogra Akkelpur Youngmen's Muslim Association.

December 15, a grand National Civic Reception for Nazrul held at Albert Hall, Calcutta, organized by the *Saogat Sahitya Majlis* (Saogat Literary Society). Acharya Prafulla Chandra Ray, an eminent Bengali scientist, presiding; and Netaji Subhash Chandra Bose, the celebrated political leader and freedom fighter the chief guest.

1930 Son, Kazi Aniruddha, born. *pralayschikha* (The Doomsday Flame) a collection of poems and songs, and *Chandrabinidu* (The Nasal Mark), a collection of songs, published in Calcutta; both are proscribed.

May 7, Bulbul dies of smallpox. Even by this early age of three and a half, Bulbul had shown signs of astounding musical talent.

For a period lasting several years in the 30s. Nazrul's career flourishes with a variety of roles, including as a recording artist with gramophone companies, a composer, music director, singer, song and story writer, actor, etc. in films, plays, and radio programs. Nazrul's association with gramophone companies brought him a few years of financial success. It was difficult for Nazrul to get a recording contract because of the British authority who would not allow the recording of his songs on political grounds. Even the admirers of Nazrul were subject to scrutiny. Harendra Dutta sang and recorded a song of Nazrul but kept Nazrul's name out of the label fearing that the british authority of the recording company (His Master's Voice) would not permit the recording. But the recording companies finally gave in to the immense popularity of Nazrul and, sensing profit in it, started offering him contracts.

Nazrul's association with recording companies possibly began during 1928, flourishing during the 30s. Over the years, the recording companies which Nazrul associated

with included Megaphone, Hindustan, Senola and His Master's Voice (HMV). The chief trainer of HMV was Ustad Jamiruddin Khan, a reputed master of Hindustani classical and semiclassical music, Nazrul trained under him, and upon Ustad Jamiruddin Khan's death in 1932, succeed him as the chief trainer, in addition to his current position as the chief composer. Nazrul also associated himself closely with many other eminent musicians, including Ustads Kader Bux, Manju Saheb, Dabir Khan, Mastan Gama, Pandits Jnanendraprasad Goswami and Suresh Chakravarty.

- 1931 June, travels to Darjeeling, accompanied by Barshabani editor, Jahanara Chowdhury; meets with Tagore.
- 1932 Presides over the *Sirajganj Bangiyo Muslim Tarun Sammelan* (Sirajganj Bengali Muslim Youth Conference).
- 1936 Presides over the Faridpur Muslim Students Conference.
- 1938 Presides over the *Bangiyo Mussalman Sahitya Sammelan* (Bengali Muslim Literary Conference) in Calcutta.

Pramila Nazrul afflicted with paralysis of the lower half of her body.

Financial crisis re-emerging compounded by Pramila's medical expenses. Nazrul resorts to mortgaging the royalties of his gramophone records and literary works for a mere sum of 4000 rupees.

- 1940 Assumes the chief editorship of the republished *Nava joog*. Attends the year-end celebration program of Dhaka Radio.
- 1941 March, presides over the annual conference of Bangaon Sahitya Sabha (Bangaon Literary Society).
April 5 & 6, presides over the Silver Jubilee celebration of the *Bangio Mussalman Sahitya Samiti*; delivers his final address, "*Jodi ar banshi na baje*" (If the flute doesn't play and more).
May 25, Nazrul's 43rd birthday celebrated in Calcutta; Poet Jatindra Mohan Bagchi, presiding.

- August 7, Tagore dies in Calcutta. Nazrul reads his poem, "Rabihara" (Loss of Rabi) on All India Radio, Calcutta, soon afterwards.
- 1942 July 10, while participating in a children's program on All India Radio, Calcutta, Nazrul is struck by the loss of his power of speech. His mental capacities affected. July 19, taken to health retreat Madhupur for a change.
- October 7, admitted to Lumbini Park Mental Hospital, Calcutta, for three months. No improvements.
- 1943 *Nazrul Niramoy Samiti*, a committee to care for Nazrul formed; Shyamaprasad Mukhopadhyaya, president.
- 1945 Calcutta University awards Nazrul the "Jagattarini Gold Medal."
- 1947 August, the end of British rule in India. India divided into India and Pakistan.
- 1952 July, the *Nazrul Niramoy Samiti* sends Nazrul and Pramila to an asylum in Ranchi for treatment for four months. No Improvements.
- 1953 May, the Samiti sends them to London, then to Vienna for treatment. No improvements. Return to Calcutta on December 15.
- 1960 Awarded the "*Padmabhushan*" title by the Government of India.
- 1962 June 30, Pramila dies. Buried in Churulia.
- 1971 March 25, Bangladesh's liberation war against Pakistan's colonial rule begins in the face of planned genocide of the Bengalis.
- Decembre 16, the Pakistani military forces surrender to the joint command of the *Bangladesh Mukti Bahini*—the freedom fighters—and the Indian army. Bangladesh assumes its sovereignty.
- 1972 May 24, Nazrul brought to Bangladesh under a state arrangement, accompanied by Uma Kazi, the wife of his son Kazi Sabyasachi.

- 1974 Son Kazi Aniruddha dies.
- 1975 Dhaka University confers an honorary D. Lit. on Nazrul.
- 1976 Bangladesh citizenship conferred on Nazrul. AwarDED the "*Ekushe Padak*" by Bangladesh Government. August 29, Sunday, 10 A.M., Nazrul dies in P.G. Hospital in Dhaka. Buried in Dhaka.

Books by Nazrul Islam

1. *Byathar Dan* (Offering of Pain), short stories, 1922
2. *Agni Bina* (The Fiery Lute), poems, 1922
3. *Jooga Bani* (The Message of the Age), essays, 1926 Proscribed in 1922
4. *Dolan Champa* (name of a faintly fragrant monsoon flower), poems and songs. 1923
5. “*Rajbondir Jabanbandi*” (Deposition of a Political Prisoner), an address, 1923
6. *Bisher Banshi* (The Poison Flute), poems and songs, 1924) Proscribed in 1924
7. *Bhangar Gan* (The Song of Destruction), songs and poems, 1924 Proscribed in 1924
8. *Rikter Bedan* (The Sorrows of Destitute), short stories, 1925)
9. *Chhayanat* (The Raga of Chhayanat), poems and songs, 1925
10. *Chittanama* (On Chittaranjan), poems and songs, 1925
11. *Samyabaci* (The Proclaimer of Equality), poems, 1925
12. *Puber Hawa* (The Eastern Wind), poems and songs, 1926
13. *Jhinge Phul* (The Cucurbitaccus Flower), essays, 1926
14. *Durdiner Jatri* (The Traveller through Rough Times), essays, 1926
15. *Sarbahara* (The Proletariat), poems and songs, 1926
16. *Rudra Mangal* (The Violent Good), essays, 1927
17. *Phanimanasa* (The Cactus), poems, 1927
18. *Sindhu Hindol* (The Undulation of the Sea), poems and songs, 1927
19. *Bandhan Hara* (Free from Bonds), novel, 1927

20. *Sanchita* (Collected poems), 1925
21. *Bulbul* (The Nightingale), songs, 1928
22. *Jinjur* (Chain), poems and songs, 1928
23. *Chakrabak* (The Flamingo), poems, 1929
24. *Sandya* (Evening), songs, 1929
25. *Chokher Chatak* (Thirsty for Sight), songs, 1929
26. *Mrityukshuda* (Hunger for Death), novel, 1930
27. *Rubaiyat-e-Hafiz* (Rubaiyat-e-Hafiz), translation, 1930
28. *Nazrul Geetika* (Collected Nazrul Songs), 1930
29. *Jhilimili* (Window Shutters), plays, 1930
30. *Pralaya Shikha* (Doomsday Flame), poems and songs, 1930
Proscribed in 1930
31. *Kuhelika* (Mystery), novel, 1931
32. *Nazrul Swaralipi* (The Notation of Nazrul Songs), 1931
33. *Chandrabinu* (Nasal Mark), songs, 1931
34. *Shiulimala* (Garland of Shiuli), stories, 1931
35. *Aleya* (Mirage), Song drama, 1931
36. *Sursaki* (The Serving Maid of Melodies), songs, 1932
37. *Banageeti* (Wilderness Songs), 1931
38. *Zulfiquar* (The Sword of Ali), songs, 1931
39. *Putuler Biye* (Doll's Marriage), children's play, 1933
40. *Satbhai Champa* (The Seven Brothers of Champa), juvenile poems, 1933
41. *Gul Bagicha* (Flower Garden), songs, 1933
42. *Kabye Ampara* (Verse Translation of the Ampara), 1933
43. *Geeti Satadal* (One Hundred Songs), 1934
44. *Surmukur* (Notations), 1934
45. *Ganer Mala* (Garland of Songs), 1934
46. *Maktab Shahitya* (A Textbook for Maktab), 1935
47. *Nirjhar* (Fountain), poems, 1939

48. *Natun Chand* (The New Moon), poems, 1939
49. *Swaralipi* (Notations), 1949
50. *Marubhashkar* (The Sun in the Desert), poems, 1951
51. *Bulbul Dwitiya Bhag* (Bulbul, Part Two), songs, 1952
52. *Sanchayan* (Collected Poems), 1955
53. *Shesh Saogat* (The Last Offerings), poems and songs, 1958
54. *Rubaiyat of Omar Khayyam*, translation, 1958
55. *Madhumala* (Garland of Honeysuckle) a musical play, 1960
56. *Dhumketu* (The Comet), essays, 1961
57. *Jhar* (Storm), juvenile poems and play, 1960
58. *Pile Patka Putuler Biye* (Doll's Marriage), juvenile poems and play, 1964
59. *Ranga Jaba* (Red China Rose), songs on the goddess Kali, 1966